# WORKS
OF
# Dr. RAMDAS SEN.

## VOL. I.

# AITIHASIKA RAHASYA,

OR

## ESSAYS

ON

THE HISTORY, PHILOSOPHY, ARTS AND SCIENCES OF ANCIENT INDIA.

**RAM DAS SEN,** M. R. A. S.

*Member of the Oriental Academy, Florence, &c.*

"Not to invent, but to discover, * * * *
has been my sole object; to *see* correctly, my sole endeavour."
—*Ludwig Feuerbach.*

THIRD EDITION, REVISED AND ENLARGED.

Published by his sons at Berhampur.

THIS WORK

IS DEDICATED

TO

**Professor Maxmuller**

*AS A TESTIMONY*

OF

RESPECT AND ADMIRATION

BY

THE AUTHOR.

---

1876.

# বিজ্ঞাপন।

"ঐতিহাসিক-রহস্য," প্রথম ভাগ, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। ইহার মধ্যে ভাগবত-সম্বন্ধীয় সমালোচন রহস্য-সন্দর্ভে ও অপর প্রস্তাবগুলি সমুদয় "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার পরম সুহৃদ্ বঙ্গদর্শনের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের অনুরোধক্রমে আমি এই প্রস্তাবগুলি বহু পরিশ্রম ও বহ্বায়াস স্বীকার করত নানাবিধ প্রাচীন সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করি, পুনর্ব্বার তাঁহাব এবং কতিপয় বান্ধবের বিশেষ উদ্যোগে প্রস্তাব-নিচয় সংশোধনানন্তর স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম।

"ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত-সমালোচন" এবং মহাকবি কালিদাস" ইতিপূর্ব্বে ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাও এই গ্রন্থ মধ্যে এবারে সংশোধনানন্তর প্রকাশ করা গেল।

ইহার পরিশিষ্টে আমার কোন কোন প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া যাঁহারা লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছি তাহাই পুনর্মুদ্রিত হইল। এক্ষণে প্রাচীন-পুরাবৃত্ত-প্রিয় পাঠক মহোদয়গণ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি এক একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, আমার অধ্যাপক মহাভারত-অনুবাদক ও "অকালকুসুম"-গ্রন্থকার পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দেব গ্রন্থাবলীর বিবরণ লিখিবার সময় আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন ; তাঁহার প্রযত্নেই এই প্রবন্ধটী সঙ্কলিত হইয়াছে।

বহরমপুর
১লা বৈশাখ, ১২৮১ সাল।

শ্রীরামদাস সেন।

# প্রকাশকগণের বিজ্ঞাপন।

স্বর্গীয় পিতৃদেবের প্রণীত গ্রন্থগুলি একত্র করিয়া তিন খণ্ডে "রামদাস-গ্রন্থাবলী" নামে প্রকাশিত হইল। ঐতিহাসিক রহস্য ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ একত্রে গ্রন্থাবলীর প্রথম ভাগ হইয়াছে। দ্বিতীয়ভাগে রত্নরহস্য ও ভারত-রহস্য ১ম ভাগ থাকিবে। বুদ্ধদেব, চতুর্দ্দশপদী কবিতা-মালা, কবিতা-লহরী, তত্ত্বসঙ্গীত-লহরী, অসম্পূর্ণ সংস্কার-রহস্য, Lectures on modern Buddhistic researches এবং অন্যান্য প্রবন্ধাদি লইয়া গ্রন্থাবলীর তৃতীয় ভাগ হইবে। ঐতিহাসিক রহস্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতামালা ও কবিতা-লহরীর পূর্ব্বে আর দুই সংস্করণ হইয়াছিল। অন্যান্য পুস্তক পূর্ব্বে একবার মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে। Lectures on modern Buddhistic researches কেবল বিতরণ করিবার জন্য পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছিল। ভারতরহস্য ২য় ভাগ প্রকাশিত হয় নাই। মাসিক পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া অসম্পূর্ণ অবস্থায় সংস্কার-রহস্য এইবার প্রথম মুদ্রিত হইবে। কুসুমমালা বহুদিন পূর্ব্বে একবার মাত্র প্রকাশিত হইয়া বন্ধুবর্গের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল, আমাদের পুস্তকালয় হইতে উহা হারাইয়া যাওয়ায় আর ছাপাইতে পারিলাম না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের সংস্কৃত লেখাগুলি দেবনাগর অক্ষরে ছিল। সাধারণের সুবিধার জন্য এবার গ্রন্থাবলীতে তাহা বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপান হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন যেরূপ যে পুস্তক ছিল, তাহাই ঠিক থাকিল। পিতৃদেবের প্রস্তরমূর্ত্তি বহরমপুরে স্থাপিত হওয়ার সময় মুর্শিদাবাদ হিতৈষীতে তাঁহার যে সংক্ষিপ্ত জীবনী বাহির হইয়াছিল, তাহাই কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত করিয়া গ্রন্থাবলীর প্রথমে সন্নিবিষ্ট হইল। তৃতীয় ভাগের ভূমিকায় পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় সমুদায় গ্রন্থাবলীর উপর একটি বিস্তৃত সমালোচনা লিখিবেন। পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় গ্রন্থাবলীর প্রুফ সংশোধনের ভার লইয়া বাধিত করিয়াছেন ইতি।

বহরমপুর,

সন ১৩০৯ সাল।

শ্রীমণিমোহন সেন,

শ্রীহিরণ্ময় সেন,

শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন।

# ডাক্তার রামদাস সেন

## ( মুর্শিদাবাদ হিতৈষী হইতে উদ্ধৃত )

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্ব্ববঙ্গের ইদিলপুর হইতে ব্রজবল্লভ সেন নামে একজন বঙ্গজ কায়স্থ সন্তান না হওয়ায়, মুর্শিদাবাদে গঙ্গাতীরে সস্ত্রীক বাস করিতে আসেন। তখন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদ অতিশয় সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। মুর্শিদাবাদে আসার পর ব্রজবল্লভের তিন পুত্র হয়। তাঁহাদের নাম কৃষ্ণগোবিন্দ, কৃষ্ণকান্ত ও রামকান্ত। মধ্যম কৃষ্ণকান্ত কোলবার্ট সাহেবের ( Mr Colbert ) অধীনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিমক মহালের ( Salt Board ) দেওয়ানি করিয়া যথেষ্ট সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি করিয়াছিলেন। কলিকাতার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটস্থ তাঁহার বৃহৎ বাসভবন অদ্যাপি তথায় দেওয়ান-বাটী বলিয়া বিখ্যাত। ২৪ পরগণা—টাকীর সুপ্রসিদ্ধ রামকান্ত মুন্সী মহাশয়ের নূতন দল প্রতিষ্ঠার কিছু পূর্ব্বে, দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত যশোহর-বঙ্গজ-কায়স্থ-সমাজে একটি স্বতন্ত্র ও সমকক্ষ দল স্থাপন করেন। কৃষ্ণকান্ত আশ্রিত ও আত্মীয়গণের প্রতি বিশেষ সদয় ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাদিগের দত্ত অনেকগুলি দলিল নষ্ট করিতে আদেশ দিয়া তিনি অধমর্ণদিগকে ঋণ-দায় হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পত্নী উজ্জ্বলমণি ও তারামণি এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণগোবিন্দ সম্পত্তি অধিকার করেন। উজ্জ্বলমণি তীর্থভ্রমণাদি করিয়া বহু অর্থ ব্যয় করেন। কৃষ্ণকান্ত ও রামকান্ত উভয়েরই সন্তান ছিল না। কৃষ্ণগোবিন্দ সেনের ছয় পুত্র ও চারি কন্যা। পুত্রগণের নাম গুরুদাস, শিবপ্রসাদ, রাধামোহন, মদনমোহন, ভুবনমোহন ও লালমোহন।

জ্যেষ্ঠ গুরুদাস উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মৈনপুরী সহরে কোম্পানীর অধীনে একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। সেইজন্য বহরমপুরে তখনকার সাহেব মহলে ইনি দেওয়ান গুরুদাস বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

রাধামোহন সেন, তাঁহার বালক পুত্র চৈতন্যচরণের মৃত্যুতে মনের দুঃখে সংসার-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, বৈরাগ্য গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবন ধামে বাস করেন। তিনি সেখানে শ্রীশ্রীবলদেব জীউর সেবা সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং পথিক-

দিগের ক্লেশ নিবারণার্থ একটি পান্থশালা নির্ম্মাণ ও কয়েকটি কূপ খনন করাইয়াছিলেন। বৃন্দাবনে এখনও লোকে কেবল মাত্র "বাগিচা বাড়ী" বলিলে রাধামোহন বাবুর বাগান-বাড়ী বলিয়া বুঝিতে পারে। তথাকার বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ এই বিদ্যোৎসাহী সাধু পুরুষকে "মহাভাগবত" বলিয়া উল্লেখ করিতেন। তিনি সেতার ও মৃদঙ্গ বেশ ভাল বাজাইতে পারিতেন। বৃন্দাবনে ব্রজবাসীদিগের বিশ্বাস যে, মৃত্যুর পর পুণ্যবান্ রাধামোহনের কৌপীন আগুনে পুড়িয়া যায় নাই, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কূপের জল অন্য জলাশয়ের জল অপেক্ষা সুস্বাদু। মুর্শিদাবাদ—কাঁদী-রাজবংশের গৌরব ধর্ম্মপ্রাণ লালাবাবু শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা স্থাপন করার সময় জ্ঞানী রাধামোহনের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন। রাধামোহনের প্রণীত "পশুপাশ-বিমোক্ষণ" নামক হস্তলিখিত গ্রন্থ দেখিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামদাস সেনের সংস্কৃত বিদ্যানুরাগ এবং পুস্তক রচনা করিবার প্রবৃত্তি জন্মে।

ভুবনমোহন সেনের প্রতিষ্ঠিত অতিথি-সেবা, সদাব্রত ও ধরমশালা আজি পর্য্যন্তও বহরমপুরে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহা বঙ্গদেশের ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সাধু সন্ন্যাসী ও পথিকগণের বিশেষ পরিচিত। ("There are three atithisalas. or Alms houses, in the District ; one at Berhampur, founded by the Sen family of that town ; another at Baluchar, founded by Rai Lakshmipat Sing Bahadur ; and the third at Jangipur, supported by the proceeds of certain debottar mahals."—Hunter's statistical account of Bengal. Vol. IX. Murshirdabad. Page 171. )

সর্ব্বকনিষ্ঠ লালমোহনের বেশ বিষয়-বুদ্ধি ছিল। তাঁহার অনেকগুলি সন্তান শৈশবেই মরিয়া যায়; কেবল মাত্র তাঁহার তৃতীয় পক্ষের পত্নী শ্রীমতী লক্ষ্মীমণির গর্ভজাত রামদাস বহু-দেব-আরাধনার ফলে বাঁচিয়াছিলেন। আটচল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমে লালমোহন বাবু তাঁহার তিন বৎসরের শিশু পুত্র রামদাসকে রাখিয়া পরলোকগত হন। কিন্তু রামদাসের অভাগিনী বৃদ্ধা জননী অদ্যাবধি জীবিতা আছেন। সন ১২৫২ সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ বুধবার, বহরমপুরে রামদাসের জন্ম হয়। শৈশবাবস্থায় পিতৃহীন হইয়া রামদাস, তাঁহার জননী এবং পুলিনবিহারী ( মদনমোহন সেনের পুত্র ) ও বিশ্বম্ভরের

( শিবপ্রসাদ সেনের পুত্র ) যত্নে লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। বাড়ীতে কিছু বাঙ্গালা ও ইংরাজী শিক্ষা করার পর রামদাস বহরমপুর কলেজে ভর্ত্তি হন। বাল্যকাল হইতে যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত যথাক্রমে গৌরসুন্দর মাষ্টার, বেণী সরকার, দীনবন্ধু সান্ন্যাল ( author of the life of Justice D. N. Mitra ) এবং শিক্ষক ভোলানাথ পালের নিকট তিনি বাড়ীতে পড়িয়াছিলেন। ফুলগাছ লাগান এবং বালক সঙ্গিগণের সঙ্গে মহা আড়ম্বরের সহিত "ঠাকুর-পূজা" খেলা করা রামদাসের বাল্যকালের প্রধান আমোদ ছিল। লেখা পড়ায় তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। ভূগোল, ইতিহাস এবং কবিতা তাঁহার নিকট সুখ-পাঠ্য বোধ হইত ; অঙ্কশাস্ত্রে তাদৃশ মনোনিবেশ করিতেন না।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের" দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকায় লিখিয়াছেন "এস্থলে আমার প্রিয়তম ছাত্র বহরমপুর-নিবাসী পরম-স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেনের নাম পৃথক্ ভাবে উল্লেখ না করা আমার পক্ষে অনুচিত কার্য্য করা হয়। রামদাস ধনিসন্তান ও অল্পবয়স্ক পুরুষ, কিন্তু ধন ও বয়সের অল্পতা একত্র সমবেত হইলে সচরাচর যে সকল দোষের সংঘটন হয়, রামদাসে সে সকলের কিছুমাত্র নাই। রামদাস অতি বিনয়ী, নিরহঙ্কার, প্রিয়ভাষী ও সদনুষ্ঠানরত। বিদ্যানুশীলনই তাঁহার একমাত্র উপজীব্য।"

তের চৌদ্দ বৎসর বয়সেই তিনি কবিতা লিখিতে শিখেন এবং কতকগুলি ফুল সম্বন্ধে কয়েকটি পদ্য লিখিয়া "প্রভাকর" সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। কবিতা-গুলি তাঁহার "কুসুমমালা" নামক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয়। তাহার পর পরমার্থ বিষ্ণু-তত্ত্ব বিষয়ক কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়া "তত্ত্বসঙ্গীত-লহরী" নামক পুস্তক প্রকাশ করেন।

পোনর বৎসর বয়সে টাকী-নিবাসী জানকীনাথ রায় চৌধুরীর কন্যা দুর্গা-তারিণী দাসীর সহিত বহরমপুরে খুব ধুমধামের সহিত রামদাসের বিবাহ হয়। ( "The marriage procession which issued forth was one of the most magnificent description, and we do not think this city has ever produced such a scene as that presented on this occasion."—The Harkara. ) প্রথমা পত্নী এক শিশু কন্যা রাখিয়া কালগ্রাসে

পণ্ডিত হইলে পর, তিনি টাকীর ভারতচন্দ্র রায় চৌধুরীর কন্যা বিদ্যুল্লতা দাসীকে বিবাহ করেন। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি "বিলাপ-তরঙ্গ" নামে এক ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক চরনা করেন। ক্রমে "চতুর্দ্দশপদী কবিতামালা" ও "কবিতা-লহরী" নামে তাঁহার প্রণীত আর দুই খানি কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত হয়। ছোট বেলা হইতেই তাঁহার বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তক সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা ছিল। বাঙ্গালা পুস্তক বা সংবাদপত্র ভালই হউক বা মন্দই হউক, বটতলার বাজে পুস্তক এবং খৃষ্টানদিগের বাঙ্গালা পুস্তক পর্য্যন্ত তাঁহার পুস্তকাগারে স্থান পাইত। ক্রমে সেই ইচ্ছা বলবতী হইতে লাগিল এবং দুষ্প্রাপ্য বহু বাঙ্গালা, ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থ সকল সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বহরমপুরস্থ বাসভবনে এক উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় স্থাপন করেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-কৃত "বঙ্গভাষার ইতিহাসের" প্রথম ভাগে লিখিত আছে, "বহরমপুরস্থ বিদ্যানুরাগী জমিদার বাবু রামদাস সেন, দীনপালিনী বিদ্যানুরাগিণী রাণী স্বর্ণময়ী, মুক্তাগাছাস্থ জমিদার বাবু সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী এবং রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি মহোদয়গণ বিদ্যোৎসাহিতা গুণে চির-স্মরণীয় যশোলাভ করিয়াছেন। যে কোন নূতন পুস্তক বা পত্রিকা প্রচারিত হয়, ইঁহারা অতি আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন, কোন পত্রিকার সম্পাদক বা গ্রন্থ-রচয়িতা উহাঁদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে প্রশস্ত হৃদয়ে অর্থদান করিতে কুণ্ঠিত হন না। রামদাস বাবুর রচনা-শক্তিও সাধারণের হৃদয়-গ্রাহিণী। ইঁহার রচিত তিন খানি কাব্য পুস্তক অতি সুললিত হইয়াছে।"

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত রামদাস বাবুকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার নকল নিম্নে দেওয়া গেল।—"মহাশয়, যদ্যপিও আপনার সহিত সাক্ষাৎ দর্শন নাই, তথাপি আপনকার যে দেশীয় ভাষার উপর নিতান্ত অনুরাগ এবং এ লেখকের প্রতিও যে স্নেহসম্বলিত যৎকিঞ্চিৎ অনুগ্রহ আছে, তাহা সে লোক-মুখে সর্ব্বদাই শুনিয়া থাকে। সেই হেতুই এ ব্যক্তি মহাশয়কে আপনার বর্ত্তমান দুরবস্থা এই ভরসায় জানাইতেছে যে, যদিও আপনি তাহাকে এ বিপদরূপ রাহু-গ্রাস হইতে মুক্ত করিতে অসম্মত হন, তবুও এ আবেদন পত্র তাহার পক্ষে অবমাননার কারণ হইবে না। 'যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা'।"

বিদ্যালয় ত্যাগ করার পরেও রামদাস বাবুর পড়ার অভ্যাস খুব ছিল। বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া কিছুদিন পর্য্যন্ত এফ্‌, এ; বি, এ; ও আইন শ্রেণীর অধ্যাপকগণের উপদেশ (Lectures) শুনিতে গিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত পাঠ করিতে করিতে স্বদেশের অতীত গৌরবের প্রতি তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হয় এবং ভারতবর্ষের প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে "ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন" ও "মহাকবি কালিদাস" প্রভৃতি প্রবন্ধ ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া বিনা মূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। পরে ঐতিহাসিক রহস্য ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ নামে পুস্তক প্রকাশ করেন। গ্রন্থকারবর্গের দোষ গুণ কীর্ত্তন করা যাঁহাদের ব্যবসায়, "ঐতিহাসিক রহস্য" প্রকাশিত হইলে, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে রামদাস বাবুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "বঙ্গভাষায় এপ্রকার গ্রন্থ এই প্রথম প্রচারিত হইল।"

বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে থাকার সময়, তাঁহার প্রিয়বন্ধু রামদাস বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়াই প্রথমে "বঙ্গদর্শন" প্রকাশ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। বঙ্গদর্শনের প্রথমাবস্থাতে যে সকল প্রতিভাশালী লেখক উক্ত মাসিক পত্রে লিখিতেন, রামদাস তাঁহাদের মধ্যে এক জন প্রধান। বঙ্গদর্শন ও অন্যান্য মাসিক পত্রে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, পরে তাহাই পরিবর্দ্ধিত করিয়া, "ঐতিহাসিক রহস্য", "রত্নরহস্য" ও "ভারতরহস্য" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ঐতিহাসিকরহস্যে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চ্চা প্রভৃতির কথা লিখিত আছে। ভারতরহস্যের প্রবন্ধগুলি প্রচীন আর্য্যজাতির জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতিসেবা, ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রকার (যাগযজ্ঞাদি), সমাজ-ব্যবস্থা ও যুদ্ধ-প্রণালী প্রভৃতি-সংক্রান্ত। রত্নরহস্য পুস্তক নানা-রত্নবিষয়ক প্রবন্ধে পূর্ণ। এই সকল গবেষণা-পূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করায় রামদাস বাবু ইটালী হইতে বিদ্যার সম্মান-সূচক "ডাক্তার" উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার ভারতবর্ষের প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক অনুসন্ধান কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতামত অবলম্বন করিয়া লিখিত নহে; তাহা নানা দুষ্প্রাপ্য ও বিরল সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে গৃহীত এবং সম্পূর্ণ মৌলিক। বৌদ্ধধর্ম্ম ও বুদ্ধদেবের জীবনচরিত সম্বন্ধে তিনি অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন। বহরমপুর লিটররি সোসাইটিতে তিনি এখনকার বৌদ্ধধর্ম্মালোচনা সম্বন্ধে

ইংরাজীতে যে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা বিনামূল্যে বিতরণ করিবার জন্য "Lectures on modern Budhistic Researches" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। পুরাতন সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থ হইতে বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম ও জীবনী সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। "বুদ্ধদেব" পুস্তাকাকারে কয়েক ফর্ম্মা ছাপানর পর তাঁহার মৃত্যু হয়, পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মণি-মোহন সেন তাহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। রামদাস বাবু এই পুস্তকে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ভগবান্ শাক্যসিংহের প্রচারিত ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী নহে, এবং বৌদ্ধদর্শন হিন্দুদর্শনের শাখামাত্র, তাহার স্বতন্ত্রতা কিছুই নাই।

হিন্দুর দশবিধ সংস্কার বিষয়ক তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ বাঙ্গালা মাসিকপত্র-সমূহে বাহির হইয়াছিল। সে প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া "সংস্কার-রহস্য" নামে পুস্তক প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়ায় তাহা হইয়া উঠিল না। তিনি পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের "বাসবদত্তা," সংস্কৃত অভিধান "অভিধান-চিন্তামণি" এবং "অগস্তিমতম্" নামক রত্নশাস্ত্র পুনর্মুদ্রিত করেন। রাম-দাস বাবু সংবাদপ্রভাকর, বীণা, চারুবার্ত্তা, ভারতী, নব্যভারত, বঙ্গদর্শন, নব-জীবন ও প্রচারাদি মাসিক পত্রে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিতেন। Antiquary নামক ইংরাজি মাসিক পত্রেও কখন কখন প্রবন্ধ লিখিতেন। পণ্ডিত মোক্ষ-মূলর, লণ্ডন ওরিয়েন্টাল কংগ্রেস নামক সভায় বক্তৃতা-কালে বলিয়াছেন "In the Antiquary, a paper very ably conducted by Mr. Bargess, we meet with contributions from serveral learned Indians; among them from His Highness the Prince of Travancore, from Ramdas Sen, Zamindar of Berhampore, from Ka-inath T. Telang, from Seshadri Shastri and others, which are read with the greatest interest and advantage by European scholars."

মোক্ষমূলর প্রভৃতি সংস্কৃত-বিদ্যানুরাগী পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহার প্রায়ই পত্র লেখালেখি চলিত। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র যখন মৃত্যুশয্যায় শয়িত ছিলেন, তখন গেডিস্ সাহেব ( Mr. Geddes of the Civil Service ) তাঁহাকে প্রায়ই দেখিতে যাইতেন। এক দিন সাহেবকে দ্বারকানাথ বলিলেন "আমাদের হিন্দুধর্ম্মে শরীর এবং মনের সহিত সংস্কার

রাখিয়া শাস্ত্রে যে সমুদায় নিয়ম আছে, তাহা উপেক্ষা করিয়াই এত কষ্ট ভোগ করিতেছি। এবার যদি বাঁচি, তাহা হইলে জীবনের নূতন পথে চলিব।" সাহেব সে কথার অর্থ বুঝিতে না পারায়, পণ্ডিত মোক্ষমূলর, ডাক্তার রামদাস সেনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রের কিয়দংশ দ্বারকানাথ মুখস্থ বলিলেন—"Take all what is good from Europe only, do not try to become Europeans, but remain what you are, sons of Manu, children of a bountiful soil, seekers after truth, worshippers of the same unknown god, Whom all men ignorantly worship, and Whom all very truly and wisely serve by doing what is just and good."

জর্মনি দেশের রাজধানী বার্লিন নগরে প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণের সম্মিলনীর পঞ্চম অধিবেশনে ডাক্তার রামদাস তথায় উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, কিন্তু যাইতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারামুক্তির দিন তিনি মুর্শিদাবাদবাসিগণের পক্ষ হইতে সুরেন্দ্র বাবুর সহিত সহানুভূতি এবং আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য কলিকাতায় প্রেরিত হন। Bengal Tenancy Bill প্রতিবাদ করিবার সময় রামদাস বাবু মুর্শিদাবাদ জেলার জমিদারগণের পক্ষে কলিকাতার জমিদার-সভায় উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে কলিকাতায় মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধিগণের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। স্বদেশের সকল সৎকার্য্যে তাঁহার উৎসাহ ছিল।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীতে তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে যে সম্মানসূচক সার্টিফিকেট পাইয়াছিলেন, তাহা এই—

By command of His Excelency the Viceroy and Governor-General this Certificate is presented in the name of Her Most Cracious Majesty Victoria, Empress of India, to Babu Ram Das Sen, Honorary Magistrate of Moorshidabad, in recognition of his loyalty to Government; the services ungrudgingly rendered by him to the Public; and the interest taken by him in educational matters and in pursuits of literature.

January 1st, 1877. Richard Temple.

রামদাস বাবু নিম্নলিখিত সভাগুলির সভ্য ছিলেন—Asiatic Society of Bengal, the Agricultural and Horticultural Society of India, Indiau Association, British Indian Association, the Sanskrit Text Society of London, the Academia Orientale of Florence, the Societa Asiatica Italicana of Italy, the Royal Asiatic Society of Great Britain, the Oriental Congress of London, the Theosophical Society. এতদ্ভিন্ন তিনি বহরমপুরের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, মিউনিসিপাল কমিশনার, বহরমপুর কলেজের বোর্ড অফ্ ট্রষ্টির মেম্বর, বহরমপুর বঙ্গবিদ্যালয়ের সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ, বহরমপুর দাতব্য-সভার সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ, বহরমপুর পাগলা-হাঁসপাতালের পরিদর্শক, মুর্শিদাবাদ-সভার সম্পাদক ও সহকারী সভাপতি এবং কলিকাতা জুওলজিকেল গার্ডেনের Life Member ছিলেন।

হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা ছিল এবং হিন্দুধর্ম্মের অনুকূলে সকল প্রকার আন্দোলনের সহিত তিনি সহানুভূতি দেখাইতেন। পুত্র কন্যার পীড়া হইলে বাড়ীতে শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, চণ্ডীপাঠাদি করাইতেন এবং স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় ঠাকুর দেবতার "মানত" করিতেন। রোগগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে বিতরণ করিবার জন্য নিজ গৃহে ঔষধ রাখিতেন, নিকটবর্ত্তী অন্য গ্রামের লোক হইলে প্রয়োজন মত পথ্যের ব্যয় কিংবা পথ-খরচও দিতেন। অশিক্ষিত লোকেরা বলিত যে, ঔষধ বিতরণ করার জন্যই তিনি কোম্পানী হইতে ডাক্তার উপাধি পাইয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বিদ্বান্ এবং গ্রন্থকারদিগকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন। তিনি নিজ ব্যয়ে পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে বিদ্যা-শিক্ষার জন্য কাশীধামে পাঠান। পরে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও স্মরণশক্তিও ছিল।

রামদাস বাবুর সঙ্গীত বুঝিবার বেশ ক্ষমতা ছিল। কেহ কোন বিরল রাগ রাগিণীর আলাপ করিলেও তিনি তাহার দোষ গুণ ধরিয়া দিতেন। আলস্য কিংবা দীর্ঘসূত্রতা তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। বিদ্যাচর্চ্চা এবং নানাবিধ পুস্তক, চিত্র ও কারুকার্য্য সংগ্রহই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। সৌম্যমূর্ত্তি, কোমলপ্রকৃতি, বালকের ন্যায় সরলচিত্ত তাঁহার সদ্‌গুণে ও অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইত। বিবি মিচেল তাঁহার "In India" নামক পুস্তকে রামদাস বাবুর কথা লিখিয়াছেন—"We found him a very intelligent, well-

educated, modest man. Dr. Mitchell had much interesting conversation with this young Zamindar, and found him to be a very good Sanskrit scholar."

তিনি দেশ ভ্রমণ করিতে ভালবাসিতেন, এজন্য নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

Dizionario Biografico Degli Scrittori Contemporanei, 1879 নামক ইটালীয় অভিধানে যে তিন জন ভারতবাসীর প্রতিকৃতি সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত আছে, তাঁহাদের মধ্যে রামদাস সেন একজন; অপর দুই জন রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

স্বদেশবাসীদিগের নিকট তাঁহার যেরূপ সম্মান ছিল, তাহা মহারাজা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি পাঠ করিলেই জানা যায়।

To

Dr. Ram Das Sen,
Zamindar, Berhampore.
Calcutta, 5th June, 1882.

My dear Sir,

Accept my hearty thanks for your kind letter of congratulation. That a person distinguished among my countrymen, like yourself, and enjoying a European reputation, should think so well of me, adds not a little to the honor itself which it has pleased Her Majesty my Gracious Sovereign to confer upon me.

Again thanking you for your good wishes I remain

Sincerely yours
Joteendro Mohan Tagore.

মুর্শিদাবাদ (সহর বহরমপুর ও অন্যান্য গ্রাম), বীরভূম, নদীয়া, যশোহর, চব্বিশ পরগণা, হুগলী, মেদিনীপুর ও দিনাজপুর জেলার এবং কলিকাতা সহরের অনেক স্থান ডাক্তার রামদাসের সম্পত্তি। সর্ব্বদা জমিদারী কার্য্য করিতে ভাল লাগিত না বলিয়া, সে সমস্ত কার্য্যভারের অধিকাংশই তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু রাধিকাচরণ সেনের (বিশ্বম্ভর বাবুর পুত্র) উপর ন্যস্ত ছিল।

তখনকার কালে যে ভ্রমণকারী বহরমপুরে আসিতেন, তাঁহার শুনিবার বিষয় ছিল—মহারাণী স্বর্ণময়ীর পুণ্যময় নাম, গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের প্রতিভা ও ডাক্তার রামদাসের বিদ্যোৎসাহিতা; আর দেখিবার বিষয়

ছিল—নিজামত্ প্রাসাদ, লছমীপত্ বাবুর বাগানবাড়ী এবং ডাক্তার রামদাস সেনের পুস্তকালয়।

নদীয়া জেলার হাট-বোয়ালিয়া নামক সামান্য গ্রামে জমিদারী দেখিতে গিয়া রামদাস বাবু অকস্মাৎ সন্ন্যাস রোগে ( Apoplexy ) আক্রান্ত হন। সেখানে ভাল চিকিৎসক ছিল না বলিয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক ডাক্তার কোট্‌স্ (Dr. Coates) সাহেবকে টেলিগ্রাম করা হয়। টেলিগ্রাম পাইবামাত্র ডাক্তার সাহেব অতি সত্বর কলিকাতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, চেষ্টা করিয়া আলমডাঙ্গা ষ্টেশনে মেলট্রেন থামাইয়া, বোয়ালিয়া গ্রামে উপস্থিত হন; কিন্তু তাহার অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই রামদাসের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়। সন ১২৯৪ সালের ৩রা ভাদ্র শুক্রবারে তাঁহার মৃত্যু হয়। চাকদহের গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া তাঁহার মৃত দেহের সংকার করা হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ বহরমপুরে পৌছিলে, বহরমপুর কলেজ, খাগড়া মিসনরি স্কুল ও অন্যান্য বিদ্যালয়গুলি একদিন করিয়া বন্ধ দেওয়া হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর অমৃতবাজার পত্রিকা যথার্থই বলিয়াছিলেন—

"Dr. Ram Das Sen, the Zamindar and savant of Berhampore is no more. It is simply impossible to express in adequate terms the deep sorrow we have felt at the news of his untimely death. The poignancy of the grief is enhanced by the fact that he died in a strange place—a village named Boalia in Nuddea where he had gone to see his Zamindari affairs and not a single member of his family was with him at the time of his death. The deceased was only fortytwo years old, but he had long before established a literary reputation for himself wich is not only Indian but European also. He was in constant correspondence with the savants of Europe. He has left a library the like of which is not to be seen in whole Bengal. As an author his works always shewed vast erudition and deep researches. His name will be remembered as long as the Bengali language ceases not to exist. In his private life, he was a dutiful son, an affectionate father, a loving husband and a warm friend. As a Zamindar, his treatment with the ryots was the most generous. In short, in Dr Ram Das Sen Bengal has lost a most worthy son, one who though belonging to young Bengal, had none of his vices, but had all the sterling merits of the old Hindu and who was as unostentatious and silent a worker as a true patriot ought to be."——Amrita Bazar Patrika, September, 1887.

রামদাস বাবু তিন পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার কনিষ্ঠা কন্তার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্তার ১৩০৬ সালে মৃত্যু হইয়াছে; এবং সেই বৎসরেই রামদাস বাবুর পত্নীরও লোকান্তর হইয়াছে, তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ও গুণবতী ছিলেন। রামদাস বাবুর পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন,—ইনি British Indian Associationএর ও Bengal Landholders' Associationএর সভ্য ও বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার চিরস্থায়ী সভ্য এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভ্য। মধ্যম শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় সেন; ও কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন, বি, এ,—ইনি এক্ষণে কলিকাতায় এম. এ. ও আইন অধ্যয়ন করিতেছেন। রামদাস বাবুর জামাতৃগণের নাম—রাজা ভুজঙ্গভূষণ রায়; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়, সব্‌রেজিষ্ট্রার; ও খ্যাতনামা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, বি. এল্.।

ডাক্তার রামদাস সেন মুর্শিদাবাদের উজ্জ্বল রত্ন। ভারতবর্ষের ও ইউরোপের পণ্ডিত-সমাজে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। যে সময়ে বাঙ্গালা ভাষা ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময়ে তিনি তাহাকে অশেষ প্রকারে উপকৃত ও অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি বাঙ্গালা ভাষার অলঙ্কার-স্বরূপ। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রথমে প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানে ও অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন, ডাক্তার রামদাস সেন তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার আলোচনা দেখিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। বিদ্যাচর্চ্চা ও জ্ঞানানুশীলনে তিনি মুর্শিদাবাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এতদ্ভিন্ন, স্বদেশের যাবতীয় হিতকর কার্য্যেও তিনি যোগ দান করিতেন। কত বিদ্যার্থী এবং বাঙ্গালা ভাষার কত লেখক যে তাঁহার দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অনেক বিপন্ন ব্যক্তিও তাঁহার দ্বারা অশেষ প্রকারে উপকৃত হইয়াছে। তিনি ধনি-সন্তান এবং সম্ভ্রান্ত-বংশসম্ভূত; কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে কি সম্ভ্রান্ত, কি সাধারণ, সকলেই যার পর নাই সন্তুষ্ট হইতেন। তিনি সম্ভ্রান্তগণের প্রতিনিধি হইয়াও সাধারণের বন্ধু হওয়া অধিকতর গৌরব মনে করিতেন। বাঙ্গালার অনেক জেলায় তাঁহার জমিদারী। সেই সমস্ত জমিদারীর প্রজাগণ আপনাদিগকে রামরাজ্যের প্রজা বলিয়া মনে করিত। বাঙ্গালা দেশে তাঁহার ন্যায় প্রজারঞ্জক জমিদার অতি অল্পই দেখা যায়। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব এবং আশ্রিত-

গণের উপকারের জন্য তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। গুণের সমাদর, তাঁহার ন্যায়, অতি অল্প লোকেই করিতে জানেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের ছোট লাট ম্যাকেঞ্জি সাহেব বাহাদুর বহরমপুর পরিদর্শন কালে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে রামদাস বাবুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, তিনি এ জেলার অলঙ্কার ছিলেন ("He was the ornament of the district.")। মুর্শিদাবাদ জেলার বাড়ালা গ্রামে তাঁহার জমিদারীতে রামদাস বাবু এক বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করেন; এখন তাহা মাইনর স্কুল করিয়া তাঁহার পুত্রগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। রামদাস বাবুর মৃত্যুর পর ইংরাজী ১৮৮৭ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদ সভার এক অধিবেশনে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, তাঁহার দ্বারা নানা প্রকারে উপকৃত হওয়ায়, স্মরণচিহ্ন স্বরূপ তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি রাখা আবশ্যক। তখন সভাপতি ছিলেন বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন। তাহার পর স্মৃতিচিহ্ন-সমিতির সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ রায় মুকুন্দলাল বর্ম্মন বাহাদুর মুর্শিদাবাদ জেলার জনসাধারণের ব্যয়ে ইটালী হইতে রামদাস বাবুর এক প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি আনয়ন করেন। এস্থলে উল্লেখ না করা অভদ্রতা হয় যে, পূর্ব্ববঙ্গ-নিবাসী বিখ্যাত চিত্রকর শ্রীযুক্ত শশিকুমার হেস মহাশয়ের রোমে থাকা কালে তথাকার সিগনর রণ্ডনির (Signor Rondoni) দ্বারা এই প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া ভারতবর্ষে পাঠাইতে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। মুকুন্দবাবুর মৃত্যু হওয়ায়, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় ১৮৯৯ সালে রামদাস-স্মৃতিচিহ্ন-সমিতির কোষাধ্যক্ষ ও সম্পাদকের ভার গ্রহণপূর্ব্বক, বাঙ্গালার ছোট লাট সার জন উডবরণ সাহেব মহোদয় কর্ত্তৃক ১৮৯৯ সালের ১লা আগষ্ট প্রস্তরমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করাইয়াছেন। এই স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন সম্বন্ধে ১৮৯৭ সালের ৩১শে আগষ্ট তারিখে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়কে যে পত্র লেখেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।—"রামদাস বাবুর স্মৃতিচিহ্ন বহরমপুরে স্থাপিত হইতেছে, ইহা রামদাস বাবুর সৌভাগ্য নহে, বহরমপুরের সৌভাগ্য। বহরমপুর মানুষ চিনে না! এতদিনে যে চিনিতে শিখিয়াছে, সেইটাই আহ্লাদের বিষয়।"

ছোট লাট কর্ত্তৃক প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন হওয়ার কয়েক দিন পূর্ব্বে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের চিফ সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত বোল্টন সাহেব মহোদয় শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেনকে নিম্ন লিখিত পত্র লেখেন।—

Yacht Rhotas,
July 26th.

My dear Sir,

It will be a great pleasure to me to assist at the unveiling of your father's bust. As, however, the Lieut. Governor has agreed to perform the ceremony and will deliver a short address, it is not desirable that I should speak, I do not, therefore, propose to say anything, I have already informed H. H. of your father's high and excellent qualities, and of the great reputation which he enjoyed in his own native district. Your father was one of my earliest friends in India, and I have always felt the highest regard for him. In haste,

Yours sincerely
C. W. Bolton.

বহরমপুর কলেজের উত্তর-পশ্চিম কোণের মাঠে, গঙ্গার ধারে, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। প্রতিমূর্ত্তির নীচের স্তম্ভে লিখিত আছে—

**To the memory**
**of**
**Dr. Ramdas Sen.**

Born. Dec. 10, 1845. Died. Aug. 19, 1887.

An emenent oriental scholar, a learned antiquarian and a staunch friend of education. This bust is raised by his admiring and grateful friends, the people of the district of Murshidabad. August 1. 1899.

ঢাকা সারস্বতসভার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জগবন্ধু তর্কবাগীশ মহাশয় ঐ প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া নিম্নলিখিত সংস্কৃত কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন। তিনি রামদাস বাবুর সহিত পরিচিত ছিলেন।

"ভূমীশো রামদাসো বহুবিদিতগিরাং প্রত্নতত্ত্বৈঃ প্রযত্নাৎ
কৃত্বা রম্যং প্রবন্ধং কৃতিগণগণিতঃ খ্যাতনামাল্পজীবী।
অত্রস্থৈস্তদ্‌গুণজ্ঞৈঃ কৃতিভিরভিমতা স্থাপিতা শৈলমূর্ত্তি-
র্মানার্হোঽভূচ্চ রাজপ্রতিনিধিপিহিতোন্মোচনাৎ স্বর্গতোঽপি॥

# সূচীপত্র


| বিষয়। | | | পৃষ্ঠা। |
|---|---|---|---|
| ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন | ... | ... | ২ |
| মহাকবি কালিদাস ... | ... | ... | ১৮ |
| বররুচি ... | ... | ... | ৩৭ |
| শ্রীহর্ষ ... | ... | ... | ৪৩ |
| হেমচন্দ্র ... | ... | ... | ৫১ |
| হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয় ... | ... | ... | ৬০ |
| বেদপ্রচার ... | ... | ... | ৭৩ |
| গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ | | ... | ৮৫ |
| শ্রীমদ্ভাগবত ... | ... | ... | ১০৫ |
| ভারতবর্ষের সঙ্গীত-শাস্ত্র ... | ... | ... | ১০৯ |
| পরিশিষ্ট ( প্রথম ভাগের ) | ... | ... | ১২৫ |
| বাণভট্ট ... | ... | ... | ১৪১ |
| জৈনধর্ম্ম ... | ... | ... | ১৫১ |
| বৌদ্ধ ধর্ম্ম ... | ... | ... | ১৬৭ |
| শাক্যসিংহের দিগ্বিজয় ... | ... | ... | ১৯০ |
| সঙ্গীত-শাস্ত্রানুগত নৃত্য ও অভিনয় | ... | ... | ১৯৭ |
| সাহসাঙ্ক-চরিত ... | ... | ... | ২১৫ |
| বৌদ্ধ-মত ও তৎসমালোচন | ... | ... | ২২৩ |
| পালিভাষা ও তৎসমালোচন | ... | ... | ২৩৯ |
| বেদ ... | ... | ... | ২৫৩ |
| শালিবাহন বা সাতবাহন নৃপতি | ... | ... | ২৭৫ |
| বুদ্ধদেবের দন্ত ... | ... | ... | ২৮৫ |
| পরিশিষ্ট ( দ্বিতীয় ভাগের ) | ... | ... | ২৯০ |
| জৈনমত সমালোচন ... | .. | ... | ২৯৮ |

| বিষয়। | | | | পৃষ্ঠা। |
|---|---|---|---|---|
| বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত | | ... | ... | ৩১১ |
| বেদ-বিভাগ | ... | ... | ... | ৩২[illegible] |
| কুমারপাল | ... | ... | ... | ৩৩৩ |
| বিদ্যাপতি বিহ্লণ | ... | ... | ... | ৩৪৫ |
| আর্য্য-সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার | | ... | ... | ৩৫৫ |
| বৌদ্ধ-জাতক গ্রন্থ | ... | ... | ... | ৩৬৯ |
| স্বর-বিজ্ঞান | ... | ... | ... | ৩৭৭ |
| পাণিনি | ... | ... | ... | ৪০৩ |
| রাগ-নির্ণয় | ... | ... | ... | ৪৩১ |


# অশুদ্ধি-শোধন।

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ১৪২ | ১৫ | কলঙ্কমুক্তেন্দু | কলঙ্কমুক্তেন্দু |
| ২১৫ | ১৮ | বৈদ্যেস্তারঙ্গ | বৈদ্যোত্তরঙ্গ |
| ২১৬ | ৬ | বাক্যপ্রচঞ্চ | বাক্যপ্রপঞ্চ |
| ঐ | ১২ | বৈদ্যকত্রয | বৈদ্যকত্রয় |
| ঐ | ১৪ | কল্পিতাকৌস্তভশ্রীঃ | কল্পিতকৌস্তভশ্রীঃ |
| ঐ | ১৬ | রম্নশোভাং | রত্নশোভাং |
| ৩৮৪ | ২৯ | কণ্ঠ, মূৰ্দ্ধা, | হৃদয়, কণ্ঠ, মূৰ্দ্ধা |

# ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত

## সমালোচন।

Let all the ends thou aim'st at be thy country's!

SHAKESPERE.

মাতর্ভারতভূমি। সর্ব্বস্বকৃতস্ত্বাঽভূঃ প্রসূতিঃ পুরা,
ত্বন্নামাখিললোকবিশ্রুতমভূদ্বিদ্যাযশোভিস্তদা।
যাতাস্তে দিবসাস্তথা সুখময়াঃ স্মৃত্বাঽস্ব! তান্ সাম্প্রতম্,
হা হা! কস্য ন মানসং বদ মহাশোকাম্বুধৌ মজ্জতি॥ ১ ॥—পদ্যমালা।

# ঐতিহাসিক-রহস্য।

## প্রথম ভাগ।

### প্রথম অধ্যায়।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন। *

ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস নাই, এ কথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রাচীন রোমক এবং গ্রীক্‌গণ পুরাবৃত্ত-রচনায় অতীব নিপুণতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু হিন্দুরা কাব্যপ্রিয়, তাঁহারা প্রকৃত ঘটনাসমূহ অলৌকিক বর্ণনায় এত পরিপূর্ণ করিয়াছেন যে, তাহা হইতে সারভাগ উদ্ধৃত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। ইতিহাস-নিচয় গদ্যে রচনা করাই বিধেয়, পদ্যে কোন প্রস্তাব রচিত হইলে তাহা নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিতে হয়, সুতরাং তাহা অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইয়া থাকে। হিন্দুরা অভিধান, চিকিৎসাশাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি যে সকল প্রস্তাব গদ্যে রচনার যোগ্য, তৎসমুদয় কণ্ঠস্থ রাখিবার জন্য শ্লোকে রচনা করিয়া গিয়াছেন। গদ্যে যে সকল বিষয় সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুগম হয়, পদ্যে সে সকল বিষয় সেরূপ হয় না। পুরাণনিচয় আমাদিগের প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস; তাহা এত অসার, অযৌক্তিক এবং কাল্পনিক বিবরণে পরিপূর্ণ যে, তাহার মধ্য হইতে অণুমাত্র সত্য পাওয়া যায় কি না সন্দেহ এবং পুরাণের পরস্পর মতভেদ ও অসামঞ্জস্য থাকা প্রযুক্ত তাহাতে কোন প্রকারে বিশ্বাস স্থাপনের পথ নাই। হিন্দুরা প্রকৃত ইতিহাস-রচনা-প্রণালী জানিতেন না বলিয়া আমরা মহাবীর ও পণ্ডিতগণের জীবনচরিত সংগ্রহ করিতে পারি না। চৈতন্যদেব, জয়দেব গোস্বামী, গৌড়েশ্বর সেন-রাজগণ আমাদিগের দেশে

---

* লঘু ভারত। কলীতিহাস—১।২ খণ্ড। শ্রীগোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ প্রণীত। বোয়ালিয়া তমোঘ্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদিগেরও জীবন-চরিত সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় কিছুই অবগত নহি।

প্রাচীন লেখকগণ একজন সাধারণ ক্ষত্রিয় রাজাকেও "সাগরাম্বরা ধরণীর অধীশ্বর" বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বেদব্যাস যদি একালে জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে মহারাজ্ঞী বিক্টোরিয়া ও ইংরাজ-জাতির কিরূপ প্রতাপ বর্ণনা করিতেন, তাহা বলিতে পারি না।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিতে হইলে প্রথমে "ঋগ্বেদসংহিতার" উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ঋগ্বেদের ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থ ভূমণ্ডলে নাই। বেদে মানবজাতির রচনাকুসুম প্রথম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, এ জন্য হিন্দুরা চতুর্ব্বেদ চতুর্মুখ ব্রহ্মার রচিত বলিয়া যথোচিত সম্মান করিয়া থাকেন, এবং সেই জন্যই জর্ম্মণদেশোদ্ভব সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী মহামহোপাধ্যায়গণ একমাত্র বেদাধ্যয়নে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। বৈদিক গ্রন্থ চারি অংশে বিভক্ত—ছন্দঃ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ এবং সূত্র। ইয়ুরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ মোক্ষমূলর স্থির করিয়াছেন যে, ছন্দঃ ভাগ ১২০০০ হইতে ১০০০, মন্ত্র ভাগ ১০০০ হইতে ৮০০, ব্রাহ্মণ ভাগ ৮০০ হইতে ৬০০, এবং সূত্র ভাগ ৬০০ হইতে ১০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। * এই চারি অংশের রচনারীতি পরস্পর বিভিন্ন। ছন্দোভাগে ভারতবর্ষীয় সমাজের শৈশবাবস্থার প্রতিকৃতি ও বৈদিক ধর্ম্মের অসম্পূর্ণতা, এবং মন্ত্রভাগে বৈদিক উপাসনার সম্পূর্ণত্ব লক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণ ভাগে উপাসনার বিবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এবং সূত্র ভাগে বেদার্থপ্রকাশক ব্রাহ্মণসংক্রান্ত গুহ্য কথা সকল প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমুদয় অংশ "শ্রুতি" নামে প্রসিদ্ধ। মন্ত্রভাগ পদ্যে ও ব্রাহ্মণ-ভাগ গদ্যে রচিত।

বৈদিক মন্ত্র বা সংহিতা ভাগ ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, উষা, মরুৎ, অশ্বিনীকুমার, সূর্য্য, পূষা, রুদ্র, মিত্র প্রভৃতি দেবতার স্তোত্রে পরিপূর্ণ। ঋগ্বেদসংহিতা আলোচনায় অবগত হওয়া যায়, আর্য্যেরা মধ্য-এসিয়া হইতে আগমন করিয়া ভারতবর্ষের আদিমবাসী দস্যু, রাক্ষস, অসুর বা পিশাচ প্রভৃতি নামধেয় কৃষ্ণবর্ণ বর্ব্বর-জাতিদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাহারা অতীব সাহস সহকারে আর্য্যগণের

* ইহা কেবল মোক্ষমূলরেই মত, এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের মত নহে। বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের মতে ছন্দঃ ও মন্ত্র, একই অর্থের দ্যোতক। [ শ্রীমণিমোহন সেন।

সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। শম্বর-নামক তাহাদিগের জনৈক প্রধান সেনাপতি একশত নগরীর অধিপতি হইয়া পরম সুখে পার্ব্বতীয় প্রদেশে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিল। আর্য্যগণ ভারতবর্ষীয় নিবিড় অরণ্যমালা অগ্নিসংযোগ দ্বারা ক্রমে ভস্মসাৎ করতঃ প্রাচীন অসভ্য জাতিদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমে কৃষিকার্য্য দ্বারা উদর পোষণ করিতেন * এবং বেছ্‌ইন আরবগণের ন্যায় দেশে দেশে পর্য্যটন করিতেন। তাঁহাদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসভূমি ছিল না। মেষপালন ও পশুহনন তাঁহাদিগের প্রধান ব্যবসা ছিল, এবং দৈনিক কার্য্য সমাধা করণানন্তর কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইলেই বেদ-রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। যুদ্ধাদি উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহারা বল্কল ও মৃগচর্ম্ম পরিধান করতঃ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অকুতোভয়ে বর্ব্বরজাতির সহিত মহাসমরে নিযুক্ত হইতেন। পরে ক্রমে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সহকারে নগর-নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। তাঁহারা পোতারোহণে নানা দেশ হইতে ব্যবহারোপযোগী বাণিজ্যসামগ্রী আনয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং-ক্রমে ভারতবর্ষের দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল; ভীষণ শ্বাপদপূর্ণ অরণ্যানী সকল পরিষ্কৃত হইয়া জনগণের আবাসভূমি হইয়া উঠিল। † ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম অষ্টক, সপ্তদশ অনুবাক, অষ্টম বর্গের প্রথম সূক্তে লিখিত আছে, তুগ্ররাজ দ্বীপনিবাসী কোন শত্রু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হওয়াতে তাহার দমনার্থ স্বীয়পুত্র ভুজ্যকে সুসজ্জিত রণপোতারোহণে প্রেরণ করেন, কিন্তু প্রবল ঝটিকায় পোত সমুদ্রমগ্ন হইয়া যায়, এবং কুমার ভুজ্য মহাকষ্টে প্রাণধারণ করিয়া উপকূলে নীত হয়েন। এতৎপ্রমাণে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, আর্য্যগণ ফিনিসিয়ানদিগের পূর্ব্বেও পোত-নির্ম্মাণ-কৌশল অবগত ছিলেন। তাঁহারা প্রথমে সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ পঞ্জাব-রাজ্যে বাস করিতেন। "মনুসংহিতা"

---

* "শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃশতু লাঙ্গলং" ইত্যাদি ঋগ্বেদ ৩ অষ্টক, ৮ অধ্যায়।
[ শ্রীমণিমোহন সেন।

† "জীমূতস্যেব ভবতি প্রতীকং যৎ বর্ম্মী যাতি সমদামুপস্থে। অনাবিদ্ধয়া তন্বা জয় ত্বং স ত্বা বর্ম্মণো মহিমা পিপর্ত্তু"। [ ঋক্, ১ অষ্টক, ১ অং ] "শতং অশ্মময়ীনাং পুরাং ইন্দ্রো ব্যাস্তৎ। দিবোদাসায় দাশুষে।" [ ১ অং, ৬ অধ্যায় ] "সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্ম্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিং দেবীং নাবং স্বরিত্রাং অনাগসং অস্রবন্তীং আরুহে আ স্বস্তয়ে।" [ ৮ অষ্টক, ২ অং ] "বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ" এই সকল ঋকে যুদ্ধ, যুদ্ধোপকরণ, পুরনির্ম্মাণাদি এবং সমুদ্রপোত নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাণিজ্য ব্যবসাদি বিষয়ক কথার উল্লেখ আছে। [ শ্রীমণিমোহন সেন।

পাঠে অবগত হওয়া যায়, কিছুকাল তাঁহারা তথায় অবস্থিতি করিয়া সরস্বতী নদীর পরপারে দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিয়াছিলেন; এই সময়ে তাঁহাদিগের দ্বারা বহুসংখ্যক অসভ্য আদিমবাসিগণ সমরে পরাজিত হইয়া স্বস্ব আবাসভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিল। প্রথমে তাঁহারা সরস্বতী হইতে গঙ্গার উপকূলস্থ ব্রহ্মর্ষি দেশে বাস করতঃ মধ্যদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবং-ক্রমে ভারতবর্ষ আর্য্যগণের বাসস্থল হইয়া উঠিল। ইতিপূর্ব্বে কোন জাতিভেদ ছিল না; পরে সভ্যতার বৃদ্ধি সহকারে বৈদিক মহর্ষিগণ ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি প্রকাশ করিলেন। মনুসংহিতায় প্রত্যেক বর্ণের কর্ত্তব্য ও উপাস্য দেবতার বিষয় সবিস্তর লিখিত হইয়াছে। বেদ ও মনুসংহিতা পাঠে ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা এবং নৃপতিগণের রাজ্যশাসনপ্রণালী কিছুই উত্তম রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। বাল্মীকির "রামায়ণ" অতি প্রাচীন গ্রন্থ, ইহাতে রাম-রাবণের যুদ্ধ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন বিবরণও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংগৃহীত হইয়াছে। "মহাভারত" কুরুপাণ্ডবগণের যুদ্ধবৃত্তান্ত ও বহুজনপদের বিবরণে পরিপূর্ণ। এ সময় হিন্দুগণ সভ্যতার উচ্চ আসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুগণের যুদ্ধবিদ্যা, রাজ্যশাসনপ্রণালী, শিল্পনৈপুণ্য প্রভৃতির উত্তম পরিচয় মহাভারতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইন্দ্রপ্রস্থের সুচারুপ্রাসাদবর্ণনা, হিন্দু আবাল বৃদ্ধ বনিতা, সকলেই অবগত আছে। বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া পাণ্ডবেরা স্বীয় রাজধানী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কথিত আছে, পুরোচন নামক জনৈক যবন (গ্রীক্) জতুগৃহ নির্ম্মাণ করে, এবং সৈনিক কার্য্যেও শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিগণ নিয়োজিত হইত। ইন্দ্রপ্রস্থ আধুনিক দিল্লীর এক ক্রোশ ব্যবধানে পুরাণ কেল্লা নামক দুর্গ-সন্নিকটে ছিল। এস্থান এক্ষণে মুসলমান নৃপতিগণের নগরীর ভগ্নাবশেষে পরিপূরিত রহিয়াছে। হিন্দু-ভূপতিগণের প্রাসাদাদির কিছু মাত্র চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। কালে এই মহাতেজা কুরুপাণ্ডবদিগের কীর্ত্তিকলাপ একেবারে লোপ পাইল! এক্ষণে বোধ হইতেছে—

"ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বীরে, কে জানিত যুধিষ্ঠিরে,
যদি ব্যাস না বর্ণিত গানে।"

# দ্বিতীয় অধ্যায়।

পুরাণে কোন কোন হিন্দু নৃপতির বর্ণনা দৃষ্ট হয়। "শ্রীমদ্ভাগবত" ও "বিষ্ণু-পুরাণে" শূদ্র রাজা নন্দবংশীয় নৃপতিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত পুরাণে ভবিষ্যদ্বাণী-স্বরূপ লিখিত আছে, "মহানন্দির ঔরসে ও শূদ্রাণীর গর্ভে মহাবীর্য্যবান্ কুমার মহাপদ্ম-নন্দির জন্ম হইবে। তাঁহার সময় হইতে ক্ষত্রিয় ভূপালগণের অবনতি ও ক্রমে ক্রমে ভারতরাজ্য শূদ্র নৃপবর্গের করতলগত হইবে। তিনি স্বীয় অসাধারণ শৌর্য্য-বীর্য্য-প্রভাবে ধরণীমণ্ডলের একচ্ছত্র অধীশ্বর হইয়া দ্বিতীয় ভার্গবের ন্যায় রাজ্য শাসন করিবেন। তাঁহার সুমাল্য প্রভৃতি অষ্টপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া এক শত বৎসর পৃথিবী শাসন করিবে। কৌটিল্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণের ক্রোধ-হুতাশন প্রদীপ্ত হইয়া এই নন্দবংশ ধ্বংস করিবে এবং তৎকর্ত্তৃক মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন"। "বৃহৎকথা" নামক প্রাচীন গ্রন্থে পাটলিপুত্রের ও যোগানন্দের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ১০৫৯ খ্রীঃ অঃ সোমদেব ভট্ট কাশ্মীরাধিপতি হর্ষদেবের পিতামহীর মনোরঞ্জনার্থ রচনা করেন। বিশাখদত্ত "মুদ্রারাক্ষস" নামক নাটকে চাণক্য পণ্ডিতের অসাধারণ বুদ্ধিপ্রভাবে চন্দ্রগুপ্তের পাটলিপুত্রের সিংহাসনারোহণ ও নন্দবংশের ধ্বংস এবং রাক্ষসের প্রভুপরায়ণতার অতি উত্তম বর্ণনা করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত মহানন্দের মুরানাম্নী নীচজাতীয়া দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মগধদেশস্থ পাটলিপুত্র নগরী ইহাঁর রাজধানী ছিল। মুদ্রারাক্ষসে পাটলিপুত্রের অপর নাম 'কুসুমপুর' লিখিত আছে। "বায়ুপুরাণের" মতানুসারে কুসুমপুর বা পাটলিপুত্র, অজাতশত্রুর পৌত্র রাজা উদয় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল,' কিন্তু "মহাবংশের" বর্ণনানুসারে উদয় অজাতশত্রুর পুত্র ছিলেন। এই নগরী শোণ বা হিরণ্যবাহু নদের তীরে স্থাপিত ছিল। * সুতরাং আধুনিক পাটনা, প্রাচীন পাটলিপুত্র নামের অপভ্রংশ

---

* শোণো হিরণ্যবাহুঃ স্যাৎ—ইত্যমরকোষঃ। এতদনুসারে শোণ নদের অপর নাম হিরণ্যবাহু। ইহার তীরে অবস্থিত ছিল, এ কথায় আধুনিক পাটনা প্রাচীন পাটলিপুত্র নহে বলিয়া বোধ হয়। কেন না আধুনিক পাটনা গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। বোধ হয়, পাটনা জেলার অংশ বিশেষে প্রাচীন পাটলিপুত্র অবস্থিত ছিল। [ শ্রীমণিমোহন সেন।

মাত্র। প্রথমাবস্থায় চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাবে অবস্থিতি করিতেন, ও এই প্রদেশে তক্ষশিলানিবাসী চাণক্য পণ্ডিতের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত অগণ্য হিন্দুনৃপতিগণের সহযোগে আলেক্‌জণ্ডারের গ্রীক্ সৈন্যগণকে এককালে ভারতবর্ষের শেষ সীমা হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়াছিলেন। হিন্দু-ভূপালবর্গের একতা নিবন্ধন আলেক্‌জণ্ডারের ন্যায় দিগ্বিজয়ী বীর ভারতবর্ষের কোন প্রধান নগর অধিকার করিতে পারেন নাই। কেবল পঞ্জাবের কিয়দংশ মাত্র জয় করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসনারোহণ করিয়া চাণক্যকে প্রধান অমাত্যপদে অভিষিক্ত করেন। তাঁহার উপদেশ ভিন্ন সহসা কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। * মহাবীর আলেক্‌জণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান সেনাপতি সিলুকস্ সিরিয়া হইতে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে চন্দ্রগুপ্তকে দমন করণার্থ মগধাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত অসীম সাহস সহকারে তাঁহার গতি অবরোধ করায় তিনি সসৈন্যে আর্য্যভূমি পরিত্যাগ করেন, এবং অবশেষে চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধি স্থাপিত হয়। তাঁহার একটি রূপলাবণ্যবতী দুহিতাকে চন্দ্রগুপ্তের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত যবনকন্যা সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক বিবাহ করাতে হিন্দু গ্রন্থকারগণ তাহা লিপিবদ্ধ করেন নাই; কিন্তু গ্রীক্ পুরাবৃত্ত-লেখক স্ত্রাবো এ বিষয় প্রকারান্তরে উল্লেখ করিয়াছেন। মেগাস্থিনিস গ্রীক্-রাজদূত স্বরূপ পাটলিপুত্রে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার দ্বারা গ্রীক্‌গণের সহিত চন্দ্রগুপ্তের বন্ধুত্ব ক্রমে বদ্ধমূল হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত বাবিলন নগরীতে সিলুকসের সমীপে সর্ব্বদা বহুমূল্য উপহার প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতেন। এ বিষয় সুবিখ্যাত যবন ইতিহাসলেখক জষ্টিন প্লুতার্ক, আরিয়ান প্রভৃতি স্ব স্ব ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত তৎকালে ভারতবর্ষীয় সকল নৃপতির শিরোরত্নস্বরূপ ছিলেন। তিনি ২৪ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার পুত্র বিন্দুসার ২৯১ খ্রীঃ পূঃ রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন। তাঁহার রাজ্যকালে গ্রীক্‌রাজদূত দ্যোনিসস্, নৃপতি টলমি ফিলেদেলফস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। ২৮০ খ্রীঃ পূঃ বিন্দুসার

---

* চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব অল্প দিন করিয়াছিলেন, পরন্তু বানপ্রস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালনার্থ বনেই থাকিতেন, রাজধানীতে থাকিতেন না। এবং বানপ্রস্থের ভক্ষ্যই ভোজন করিতেন। চন্দ্রগুপ্তের কিছু গ্রহণ করিতেন না। অতএব, ইনি চন্দ্রগুপ্তের অবৈতনিক মন্ত্রী ছিলেন।

স্বীয় উপযুক্ত তনয় অশোকবর্দ্ধনকে তক্ষশিলায় নিয়োজিত করেন। তিনি "খস" নামক অসভ্য জাতিদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহার পিতার আজ্ঞানুসারে উজ্জয়িনীর শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২৬৩ খ্রীঃ পূঃ বিন্দুসারের মৃত্যু হইল; এবং অশোক রাজ্যলোভে অন্ধ হইয়া তাঁহার সহোদর তিষ্য ভিন্ন সকল ভ্রাতাকে বিনাশ করতঃ মগধাধিপতি হইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। এই নিষ্ঠুর কার্য্য করায় তাঁহাকে সকলে "চণ্ডাশোক" বলিত। মহাবংশে লিখিত আছে, ইনি তিন বৎসরকাল যাবৎ হিন্দুধর্ম্মে প্রবল বিশ্বাস অনুসারে প্রত্যহ ৬০,০০০ ষষ্টি সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন। অশোক বৌদ্ধ যতিগণের সহিত সর্ব্বদা ধর্ম্মবিষয়ক তর্ক বিতর্ক করাতে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেন, এবং প্রত্যহ ৬০,০০০ ষষ্টি সহস্র ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে ৬৪,০০০ বৌদ্ধ গুরুকে অতীব ভক্তিসহকারে ভোজন করাইতেন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য তিনি স্থানে স্থানে আচার্য্যবর্গকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ঐরূপ করায় কিয়ৎকালের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম ক্রমে তিরোহিত হইল এবং বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ সমুন্নতি হইতে লাগিল। কথিত আছে, তিনি ৮৪০০০ বিহার এবং কীর্ত্তিস্তম্ভ ভারতবর্ষের সকল স্থানে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আমরা কাশী, প্রয়াগ এবং দিল্লীতে তাঁহার স্তম্ভগুলি দর্শন করিয়াছি। এক এক খণ্ড প্রস্তরনির্ম্মিত সুদীর্ঘ স্তম্ভের অঙ্গে, পালি ভাষায় পশুহিংসা নিবারণ, ধর্ম্মশালা সংস্থাপন, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার প্রভৃতি সৎকার্য্য করিতে প্রজাবর্গের প্রতি নৃপতি অশোকের আজ্ঞা খোদিত রহিয়াছে। অশোককে প্রজাগণ অসীম ভক্তি করিত এবং তিনিও তাহাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষের যার পর নাই উন্নতি হইয়াছিল। তিনি সমুদয় ভারতবর্ষ এবং তাতার দেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার খোদিত পালিভাষা-লিপি কাবুলে "কপর্দ্দগিরি" নামক অদ্রি-অঙ্গ শোভিত করিয়াছিল। এই লিপি মধ্যে আন্ত্যোকস্, টলেমি, অন্তিগোনস্ এবং মগাযবন নৃপতির নাম পাওয়া গিয়াছে। এ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের এত উন্নতি হইয়াছিল যে, সৈবিরিয়া, চীন, গ্রীক্ প্রভৃতি বিদেশীয়গণও এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। গ্রীক্ যতিগণকে "যবনধর্ম্ম রক্ষিত" বলিত। ধর্ম্মপ্রচারকগণ অকুতোভয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মহিলাবর্গকেও বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত

করিতেন। এইরূপে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল প্রচার হওয়াতে পাপকার্য্য এককালে ভারতভূমি হইতে তিরোহিত হইল। পাণ্ডবগণের কিংবা অন্য কোন ভূপতির সময়ে ভারতভূমির এতাদৃশ উন্নতি কখনই হয় নাই। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ধর্ম্মশালা, বিহার, চৈত্য সংস্থাপিত এবং জলাশয়, প্রশস্ত প্রস্তরনির্ম্মিত রথ্যা, সেতু প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে অশোক, পালি ভাষায় "দেবানাম্ পিয় পিয়দশি," অর্থাৎ দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী, এবং "ধর্ম্মাশোক" নামে খ্যাত হইলেন। "দ্বীপবংশে" এবং "মহাবংশে" লিখিত আছে, অশোকপুত্র মহামহেন্দ্র ঈত্তেয়, উত্তেয়, সম্বল, ভাদ্রশাল নামক স্থবিরগণ সমভিব্যাহারে সিংহলদ্বীপে পোতারোহণে গমন করিয়া তাঁহার খুল্লতাত নৃপতি তিষ্য এবং সমুদয় প্রজাকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী করিয়াছিলেন। অশোকের সময়ে মগধদেশে বৌদ্ধ আচার্য্যগণের তিনটী সভা হইয়াছিল। এই সভায় শাক্যসিংহের উপদেশসূত্রনিচয় সটীক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এই সংগ্রহের নাম "ত্রিপেটক"। বুদ্ধঘোষ নামক জনৈক মৈথিল ব্রাহ্মণ ইহার "অর্থ কথা" পালি ভাষায় সিংহলদ্বীপবাসিগণের জন্য প্রস্তুত করেন।

২২২ খ্রীঃ পূঃ নৃপতি অশোকের মৃত্যু হয়। ইনি ৪১ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, বায়ুপুরাণ এবং মৎস্যপুরাণে ইহাঁর বিবরণ লিখিত আছে। তাঁহার মৃত্যুর পর ময়ূরীয় সপ্তজন বৌদ্ধ নৃপতি সুখস্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহারা হীনবল হইয়া আসিলে শুঙ্গবংশীয় নৃপতিগণ পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরূঢ় হয়েন। এই বংশীয় রাজা পুষ্পমিত্র ১৮৮ খ্রীঃ পূঃ একটী প্রকাণ্ড বুদ্ধস্তূপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দেবাভূতি সঙ্গবংশের শেষ নৃপতি, ও তাঁহার মৃত্যুর পর কর্ণবংশীয় ভূপালগণ ৩১ খ্রীঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন। এ সময় হিন্দুধর্ম্মের প্রবল জ্যোতিঃ দিন দিন বিকীর্ণ হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে মলিন করিয়াছিল। অশোকের পরে কেহই ভারতবর্ষের একেশ্বর হইতে পারেন নাই। মগধরাজ্য কিছুকাল গুপ্তবংশীয় নৃপতিগণের অধীনে ছিল। মহারাজগুপ্ত, গুপ্তবংশের আদি পুরুষ। তাঁহার রাজ্যকাল হইতে ৩১৯ খ্রীঃ অঃ গুপ্ত অব্দের প্রথম বর্ষ গণনা করা যায়। এলাহাবাদ ও ভিটারীর লাট প্রস্তরে যে খোদিত লিপি আছে, তৎ-পাঠে অবগত হওয়া যায়, "মহারাজ অধিরাজ" সমুদ্র গুপ্ত ভারতবর্ষের একজন

প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। ইনি গুপ্তবংশীয় চতুর্থ নৃপতি। সমুদ্রগুপ্ত শত্রুবর্গের কৃতান্ত স্বরূপ এবং সজ্জনগণের পিতা স্বরূপ ছিলেন। তিনি নিজ অসীম ভুজবলে সিংহল, সৌরাষ্ট্র, নেপাল, আসাম প্রভৃতি বিবিধ রাজ্যে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করেন। এ সময় হইতেই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন নৃপতির শাসনাধীন হইয়াছিল।

উজ্জয়িনীর অধিপতি বিক্রমাদিত্য অতি বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কাব্য নাটক প্রচারিত হইয়া সংস্কৃত সাহিত্য-সংসার উজ্জ্বল করিয়াছে; তিনি ৭৮ খ্রীঃ পূঃ শকদিগকে দমন করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জের রাজসিংহাসনে যে সকল হিন্দুনৃপতি আসীন ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হর্ষবর্দ্ধনের নাম ভুবনবিখ্যাত। জনৈক বৌদ্ধপরিব্রাজক (হিয়াছ সাঙ) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি আপন ভ্রমণ-বৃত্তান্ত মধ্যে লিখিয়াছেন যে, হর্ষবর্দ্ধন প্রায় ৩৫ বৎসর সুখে রাজ্য করিয়া ৬৫০ খ্রীঃ অঃ মানবলীলা সংবরণ করেন।

বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থকার ধারানগরাধিপতি ভোজরাজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ভোজরাজ বিবিধ বিদ্যাবিশারদ ছিলেন, এবং অসীম কবিত্ব-শক্তিসম্পন্নও ছিলেন। ইনিই "সরস্বতীকণ্ঠাভরণ" নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন। বল্লালকৃত "ভোজপ্রবন্ধে" লিখিত আছে, "ধারানগরে কেহ মূর্খ ছিল না। অপিচ, শ্রীমান্ ভোজরাজকে সতত বররুচি, সুবন্ধু, বাণ, ময়ূর, বামদেব, হরিবংশ, শঙ্কর, বিদ্যাবিনোদ, কোকিল, তারেন্দ্র প্রভৃতি ৫০০ শত বিদ্বান্ ব্যক্তি বেষ্টন করিয়া থাকিতেন।" পালবংশীয় এবং গঙ্গা-বংশীয় ভূপালবর্গ গৌড় ও উড়িষ্যার অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহাদিগের বিস্তৃত বিবরণ কোন সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া প্রাচীন তাম্রশাসন, প্রস্তরফলকে খোদিত বংশাবলী বর্ণন, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে এই সকল বংশের বিবরণ কথঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া ইতিহাস মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়ান ও হিয়াছ সাঙ ভারত-বর্ষের সকল প্রসিদ্ধ স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ নৃপতিগণের অনেক বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল ফ্রেঞ্চ ও

ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হওয়াতে আমরা অনেক বিবরণ জানিতে পারিতেছি। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় তাম্র-শাসন পত্র হইতে ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ, "সোমবংশীয়" গৌড়দেশস্থ সেনরাজদিগের বংশাবলীর প্রকৃত ইতিহাস প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের ভ্রম নিরসন করিয়াছেন। এক্ষণে আর "সেন রাজারা বৈদ্য" এ ভ্রম কাহার হইবে না। কলীতিহাস ১০৭ পৃষ্ঠায় সেনবংশোপাখ্যানে, তাঁহাদিগকে গ্রন্থকার মহাশয় বৈদ্য স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তাম্র-শাসন মধ্যে তাঁহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন, এ বিষয় স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে "রাজতরঙ্গিণী" অতীব প্রামাণিক। এখানি কাশ্মীর দেশের পুরাবৃত্ত। ইহার প্রথমাংশ, ১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীরেতিহাস, তাহা কহ্লণপণ্ডিত-বিরচিত। দ্বিতীয়াংশ "রাজাবলী", তাহা যোণরাজকৃত। এই অংশ খণ্ডিত পাওয়া গিয়াছে। তৃতীয়াংশ যোণরাজ-ছাত্র শ্রীবর পণ্ডিত-বিরচিত, এবং চতুর্থাংশ প্রাজ্যভট্ট-প্রণীত। শেষাংশে আকবর-প্রেরিত কাসিম খাঁ কর্ত্তৃক কাশ্মীর জয় ও শাহা আলমের রাজ্য শাসন পর্য্যন্ত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এই কাশ্মীরদেশীয় রাজকীয় ইতিহাস মৃত মূর্করাফ্‌ট * সাহেব কাশ্মীরনিবাসী শিবস্বামীর নিকট হইতে বহু যত্নে সংগ্রহ করেন। পরে আসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চারি অংশ একত্রে মুদ্রিত হয়। পারীস নগরীতে ট্রয়র সাহেবও ইহার কিয়দংশ ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনুবাদসহ মুদ্রিত করিয়াছেন। কহ্লণ-প্রণীত প্রথমাংশে বিখ্যাত হিন্দু-নৃপতিগণের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। ১১১৫ খ্রীঃ অব্দে কহ্লণ, চম্পকতনয় সিংহদেব ভূপতির কাশ্মীর শাসনকালে এই গ্রন্থ রচনা করেন। "নীলপুরাণ" ও অপর একাদশ খানি প্রাচীন গ্রন্থ ধর্ম্মশাস্ত্র, তাম্র-শাসনপত্র প্রভৃতি হইতে এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। কহ্লণ পণ্ডিত রাজতরঙ্গিণীর প্রথমে পৌরাণিক বিবরণ, তৎপরে ২৪৪৮ খ্রীঃ পূঃ গোনর্দ্দ ভূপতির রাজ্যকাল হইতে ৯৪৯ শকে সংগ্রামদেবের রাজ্যশাসন পর্য্যন্ত ইতিহাস লিখিয়াছেন। কাশ্মীররাজ শ্রীহর্ষদেব "রত্নাবলী" ও "নাগানন্দ" রচনা করেন। রাজতরঙ্গিণী-প্রণেতা তাঁহার কবিত্ব-শক্তির প্রশংসা করিয়া-

* Moorcroft.

ছেন। ললিতাদিত্য মধ্য-আসিয়া পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন এবং গোপাদিত্য, নরেন্দ্রাদিত্য, রণাদিত্য প্রভৃতি হিন্দু-ভূপালবর্গ কর্তৃক অতি সুনিয়মে কাশ্মীর-রাজ্য শাসিত হইয়াছিল।

বঙ্গদেশের একখানিমাত্র সংস্কৃত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এখানি নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ্ জনৈক ব্রাহ্মণের রচিত, নাম "ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিত।" কবিবর ভারতচন্দ্র এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া "মান-সিংহ" রচনা করিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত এবং পালিগ্রন্থে তথা প্রস্তর-ফলক ও তাম্র-শাসনে যে সকল প্রধান প্রধান ভারতবর্ষীয় নৃপতির বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ অদ্য পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

# মহাকবি কালিদাস।

"কালিদাস পূজ্যতম কবির সমাজে।"

"যস্যাশ্চোরশ্চিকুরনিকরঃ কর্ণপূরো ময়ূরো
ভাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ।
হর্ষো হর্ষো হৃদয়বসতিঃ পঞ্চবাণস্তু বাণঃ
কেষাং নৈষা কথয় কবিতাকামিনী কৌতুকায়॥"

প্রসন্নরাঘব-নাটকং।

'Káledása, the celebrated author of the Sakoontalá, is a masterly describer of the influence which Nature exercises upon the mind of the lovers.

* * * * * * * *

Tenderness in the expression of feeling and richness of creative fancy, have assigned to him his lofty place among the poets of all nations"—
ALEXANDER VON HUMBOLDT.

# কালিদাস।*

মহাকবি কালিদাসের নাম ভুবন-বিখ্যাত। তাঁহাকে ভারতীয় কালিদাস বলিলে অপমান করা হয়। শেক্ষপিয়র যেরূপ সুমধুর কবিতার নির্ম্মল প্রস্রবণে জগতীস্থ মানবগণের মন সিক্ত করিয়াছেন, কালিদাসের কবিতাও তদ্রূপ সকলের হৃদয়কন্দরে প্রেমবারি সেচন করিয়াছে। কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়, যিনি একবার কালিদাসের মধুমাখা অমূল্য কবিতা-কলাপ পাঠ করিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে জাতিভেদ ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে "আমাদিগের কবি কালিদাস" বলিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার কাব্যসমূহ অত্যল্পকালের মধ্যে ইংরাজী, জর্ম্মণ, ফরাসীশ, দেন্ এবং ইতালীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। এই সকল অনুবাদ সাদরে সহস্র সহস্র ব্যক্তি পাঠ করিয়া রচয়িতার অসামান্য ক্ষমতার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন, এবং অনুবাদকগণ আমাদিগের চতুষ্পাঠীর ভট্টাচার্য্যগণ অপেক্ষাও কালিদাসের কবিতার বিমল রসাস্বাদনে আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করেন। ভাষাতত্ত্ববিৎ জোন্স্, উইলসন, লাসেন, উইলিয়মস্, ঈএটর্স্, ফসি, কোকক্স্, সেজি এবং অদ্বিতীয় জর্ম্মণ কবি ও পণ্ডিত গেটে ও বহুবিদ্যাবিশারদ শ্লেগল এবং হোম্বোল্ট কালিদাসকে কবিশ্রেষ্ঠ-পদ প্রদান করিয়া ইয়ুরোপ খণ্ডে তাঁহার খ্যাতি বিস্তার করিয়াছেন। গেটে—জর্ম্মণদেশীয় একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি। জর্ম্মণদেশের ত কথাই নাই, ইংলণ্ডে কারলাইলের ন্যায় লেখক-চূড়ামণিও তাঁহার গ্রন্থ পাঠে

---

* "মেঘদূতম্" মহাকবি-কালিদাস-বিরচিতম্। মল্লিনাথ-সূরি-বিরচিত-সঞ্জীবনী-টীকা-সমেতম্। বহুল-গ্রন্থ-সঙ্কলিত-সদৃশ-ব্যাখ্যা-সহিতম্। পাঠান্তরৈশ্চ কাশ্মীরীয়-দ্বিজ-শ্রীপ্রাণনাথ-পণ্ডিতেন প্রকাশিতম্। ভাবান্তরিতঞ্চ। কলিকাতা।

"কুমার-সম্ভবম্।" সপ্তমসর্গান্তম্। মহাকবি-কালিদাস-কৃতম্। শ্রীমল্লিনাথ-সূরি-বিরচিতয়া সঞ্জীবনী-সমাখ্যয়া ব্যাখ্যয়া, গবর্ণমেণ্ট-সংস্কৃত-পাঠশালাধ্যাপক-শ্রীতারানাথতর্কবাচস্পতি-ভট্টাচার্য্য-কৃত-তট্টীকাধৃত-ব্যাকরণসূত্র-বিবরণোদ্ভাসিতয়ান্বিতম্। তেনৈব সংস্কৃতম্। কলিকাতা।

মোহিত হইয়াছেন। এমন কি, তাঁহার মতে শেক্ষপিয়রের "হ্যামলেট্" অপেক্ষা গেটের "ফষ্ট" এক খানি উৎকৃষ্ট নাটক। বায়রণ তাহার ছায়ামাত্র লইয়া "ম্যানফ্রেড" রচনা করিয়াছেন; সুতরাং গেটে এক জন সাধারণ কবি নহেন। তাঁহার মত প্রধান কবি, কালিদাসের কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করিলে সে কথা গুরুতর বোধ করিতে হয়। তিনি উইলিয়ম্ জোন্স কৃত ইংরাজী অনুবাদের জর্ম্মণ অনুবাদ পাঠে পুলকিত হইয়া লিখিয়াছেন, "যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরতের ফল লাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী, এই দুই এক নামে সমাবেশিত দেখিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে, হে অভিজ্ঞান-শকুন্তল! আমি তোমার নাম নির্দ্দেশ করি। তাহা হইলেই সকল বলা হইল।" * এক জন বিদেশীয় কবি শকুন্তলার এতাদৃশ প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা যথার্থ কবিত্ব-রস-পানে এককালে বিমূঢ়—তাঁহারা নস্য লইয়া গম্ভীরস্বরে কহিবেন, "মাঘ উৎকৃষ্ট কাব্য।" † তাঁহারা চতুষ্পাঠীতে ছাত্রগণকে কালিদাসকৃত কোন কাব্য পাঠ করিতে না দিয়া ব্যাকরণের সঙ্গে "ভট্টি" ও "নৈষধ" পড়িতে উপদেশ দিয়া থাকেন। এক্ষণে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ ভিন্ন কালিদাসের গ্রন্থের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তাদৃক্ আদর করেন না। এমন কি, এক ব্যক্তি "মেঘদূত" অপেক্ষা জীব গোস্বামীর "গোপালচম্পূ" নামক আধুনিক অপকৃষ্ট কাব্যের প্রশংসা করিলেন। কিন্তু এ সকল বঙ্গদেশীয়গণের কথা—পশ্চিম প্রদেশীয় পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষীয় কবিগণের মধ্যে কালিদাসকে সর্ব্বোচ্চাসন প্রদান করেন। বোম্বাই প্রদেশস্থ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভাওদাজী কালিদাসের

---

* সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব।

"Willst du die Bluthe des fruhen, die Ftuchte des spateren Jahres,
Willst du was reizt und etzuckt, willst du was sattigt und nahst,
Willst du den Himmel, die Erde, mit einem Namen begreifen ;
Nennich Sakontala, Dich, und so ist Alles gesagt."—GOETHE.

† উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ

কবিতা মাত্র পাঠে ক্ষান্ত না হইয়া, বহু পরিশ্রম ও বহ্বায়াস স্বীকার করতঃ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ও তাম্রশাসন হইতে তাঁহার জীবনচরিত সম্বন্ধে অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রস্তাব প্রামাণিক বোধ করিয়া কোন কোন অংশ গ্রহণ করিলাম।

কালিদাস বিখ্যাত-নামা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্তর্বর্ত্তী ছিলেন; ইহা ভিন্ন তাঁহার প্রামাণিক জীবন-বৃত্তান্ত সংক্রান্ত অন্য কোন বিবরণ সাধারণ লোকে অবগত নহেন। বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতাভিমানী কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে লম্পট স্থির করিয়া উলঙ্গ আদিরস ঘটিত কবিতাবলী তাঁহার নামে প্রচার করিয়া থাকেন। চতুষ্পাঠীর ব্রাহ্মণ যুবকেরা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের কিয়দংশ পাঠ করিয়াই ঐ সকল উদ্ভট শ্লোক অভ্যাস করিয়া ধনিগণের মনোরঞ্জন করতঃ বার্ষিকী বৃত্তি গ্রহণ করেন। ফলতঃ, ঐ সকল উদ্ভট কবিতা কালিদাসের কৃত নহে, আধুনিক কবি-রচিত। "প্রফুল্ল-জ্ঞাননেত্র" নামক একখানি বাঙ্গালা পদ্যময় বটতলায় মুদ্রিত পুস্তকে কালিদাসের জীবনচরিতমধ্যে প্রচলিত রসিকতাব্যঞ্জক কাল্পনিক গল্প প্রকাশ করিয়া, গ্রন্থকার স্বীয় কলুষিত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। সম্প্রতি ইংরাজী ভূমিকা সহ যে একখানি "রঘুবংশ" সটীক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতেও সেই সকল কাল্পনিক গল্প সংকলিত হইয়াছে দেখিয়া দুঃখিত হইলাম।

কালিদাস কোনও গ্রন্থে আপন পরিচয় কিছুই প্রকাশ করেন নাই। লিখিত আছে যে;—

ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোঽমরসিংহ-শঙ্কু,
বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং,
রত্নানি বৈ বররুচির্ন'ব বিক্রমস্য॥

এই মাত্র নবরত্নের পরিচয়ে তাঁহার পরিচয়। "অভিজ্ঞান-শকুন্তল" গ্রন্থকর্ত্তার এই পরিচয়ে কখনই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। সুতরাং অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে তাঁহার বিষয় অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

প্রায় পাঁচশত বৎসর বিগত হইল, কোলাচল মল্লিকনাথ সূরি কালিদাসের

কাব্যসমূহের টীকা রচনা করেন; তাঁহার টীকা, দক্ষিণাবর্ত্ত নাথের টীকা দৃষ্টে রচিত হয়। কিন্তু তাহা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য।

ভাষাতত্ত্ববিৎ লাসেন কহেন, কালিদাস দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্রগুপ্তের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন। লাসেন লাট প্রস্তর-ফলকে সমুদ্রগুপ্তের "কবিবন্ধু", "কাব্যপ্রিয়" প্রভৃতি প্রশংসাবাদ দৃষ্টে কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসকে তাঁহার সভাসদ্ বিবেচনা করিয়াছেন।

বেনটুলি, মসুর পাভির "জর্নেল এসিয়াটিক" নামক পত্রিকায় "ভোজ-প্রবন্ধের" ফরাসীস অনুবাদ ও "আইন আকবরী" দৃষ্টে লিখিয়াছেন, ভোজ রাজার ৮০০ শত বৎসর পরে বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাস বর্ত্তমান ছিলেন। এ কথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। বেনটুলি স্বীয় গ্রন্থে এরূপ অনেক প্রলাপ বাক্য লিখিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে তাঁহাকে হিন্দুদিগের ইতিহাস বিষয়ে সম্পূর্ণ বিমূঢ় বিবেচনা করা যায়। কর্ণেল উইলফোর্ড, প্রিন্সেপ ও এলফিনিষ্টন লিখিয়াছেন, কালিদাস প্রায় ১৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

"ভোজপ্রবন্ধের" প্রমাণানুসারে গুজরাট, মালওয়া এবং দক্ষিণের পণ্ডিতগণ কহেন, কালিদাস ১১০০খ্রীষ্টাব্দে মুঞ্জের ভ্রাতুষ্পুত্র উজ্জয়িনীনিবাসী ভোজরাজের সভাসদ্ ছিলেন। উজ্জয়িনীর রাজপাটে কতিপয় বিক্রমাদিত্য ও ভোজ আসীন হইয়াছিলেন; তাহার মধ্যে শেষ ভোজনৃপতির রাজ্য-কাল ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে স্থির হইয়াছে, এবং ইহাতে বোধ হয়, শেষ বিক্রমা-দিত্যকে ভোজ বলিত, ও তাঁহার নবরত্নের সভা ছিল। আমরা স্বয়ং "ভোজপ্রবন্ধ" পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। তাহাতে লিখিত আছে, মালব দেশান্তর্গত ধারানগরাধিপ ভোজ, সিন্ধুলের পুত্র এবং মুঞ্জের ভ্রাতুষ্পুত্র। শৈশবাবস্থায় পিতৃবিয়োগ হওয়াতে তাঁহার পিতৃব্য মুঞ্জ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন এবং ভোজ তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া বহু বিদ্যা অর্জ্জন করেন। ভোজ ক্রমে বিখ্যাত হওয়াতে তাঁহার খুল্লতাত তদ্দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হইবার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, এবং কি প্রকারে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিবেন, এই ভয়ানক চিন্তা তাঁহার হৃদয়কন্দরে ক্রমে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। স্বীয় করদ নৃপতি বৎসরাজকে আহ্বান পূর্ব্বক নিকটে আনাইয়া আপন দুষ্ট অভিসন্ধি

জ্ঞাপন করতঃ ভোজকে অচিরে অরণ্যমধ্যে বিনাশ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি ভোজকে গোপনে রাখিয়া পশুশোণিতে লোহিতবর্ণ অসি, মুঞ্জ নৃপকে উপহার দিলেন। তদ্দৃষ্টে তিনি সানন্দচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভোজ মানবলীলা সংবরণ করিয়াছে? বৎসরাজ তচ্ছ্রবণে একটি পত্রোপরি লিখিয়া দিলেন—"মান্ধাতা, তিনি কৃতযুগে নৃপকুলের শিরোমণি স্বরূপ ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। রাবণারি রামচন্দ্র, যিনিঃসমুদ্রে সেতু নির্ম্মাণ করেন, তিনি কোথায়? এবং অন্যান্য মহোদয়গণ এবং রাজা যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, কিন্তু পৃথিবী কাহার সহিত গমন করেন নাই, এবারে তিনি আপনার সহিত রসাতলগামিনী হইবেন।" ইহা পাঠ করিবামাত্র মুঞ্জের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, এবং ভোজের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তৎপরে তিনি জীবিত আছেন শুনিয়া বৎসরাজ দ্বারা তাঁহাকে আনাইয়া, ধারা রাজ্য প্রদান করণানন্তর, ঈশ্বরারাধনা নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। ভোজ পিতৃসিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া আনাইয়াছিলেন। আমরা "ভোজপ্রবন্ধে" কালিদাসের নামসহ নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণের নাম প্রাপ্ত হইয়াছি:— কর্পূর, কলিঙ্গ, কামদেব, কোকিল, শ্রীদচন্দ্র, গোপালদেব, জয়দেব, (প্রসন্ন-রাঘব গ্রন্থকার) তারেন্দ্র, দামোদর, সোমনাথ, ধনপাল, বাণ, ভবভূতি, ভাস্কর, ময়ূর, মল্লিনাথ, মহেশ্বর, মাঘ, মুচুকুন্দ, রামচন্দ্র, রামেশ্বরভক্ত, হরিবংশ, বিদ্যাবিনোদ, বিশ্ববসু, বিষ্ণুকবি, শঙ্কর, সম্বদেব, শুক, সীতা, সীমন্ত, সুবন্ধু ইত্যাদি।

পণ্ডিত শেষগিরি শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, বল্লালসেন "ভোজপ্রবন্ধ" ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন, ইহাতে বোধ হয়, তিনি, ভোজরাজ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন বিবেচনায়, তাঁহার সম্মান বৃদ্ধির জন্য কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণকে কেবল অনুমান করিয়াই ভোজের সভাসদ্ স্থির করিয়াছেন। "ভোজপ্রবন্ধে" এই সকল কবির নাম পাওয়া যায়, সুতরাং উহা প্রামাণিক গ্রন্থ কি প্রকারে বলিব? এই ভোজরাজ "চম্পূরামায়ণ", "সরস্বতী কণ্ঠাভরণ," "অমরটীকা", "রাজ-বার্ত্তিক", "পাতঞ্জলিটীকা", এবং "চারুচর্য্যা", রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থের একখানির মধ্যেও তিনি কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির নামোল্লেখ করেন নাই।

"বিশ্বগুণাদর্শ" গ্রন্থকার বেদান্তাচার্য্য কালিদাস, শ্রীহর্ষ এবং ভবভূতি এক সময়ে ভোজরাজের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন লিখিয়াছেন, যথা ;—

মাঘশ্চোরো ময়ূরো মুররিপুরপরো ভারবিঃ সারবিদ্যঃ।
শ্রীহর্ষঃ কালিদাসঃ কবিরথ ভবভূত্যাদয়ো ভোজরাজঃ॥

কিন্তু ইহাতে তিনিও "ভোজপ্রবন্ধ" প্রণেতা বল্লালের ন্যায় মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কেননা শ্রীহর্ষ, কালিদাস এবং ভবভূতি একসময়ে বর্ত্তমান ছিলেন না ; এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

ভারতবর্ষীয় অনেক নৃপতির নাম বিক্রমাদিত্য ছিল। উজ্জয়িনীর অধীশ্বর যে বিক্রমাদিত্য ৫৭ খ্রীঃ পূঃ শকদিগকে সমরে পরাজিত করিয়া সম্বৎ অব্দ স্থাপিত করেন, তাঁহার রাজসভা কালিদাস উজ্জ্বল করিয়াছিলেন কি না, দেখিতে হইবে। হম্‌বোল্‌ট বলেন, কবিবর হোরেশ এবং বর্জ্জিল কালিদাসের সমকালিক ছিলেন ; এ কথা অনেক ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত স্বীকার করেন। কর্ণেল টড "রাজস্থানের ইতিহাস" মধ্যে লিখিয়াছেন, "যত দিবস হিন্দুসাহিত্য বর্ত্তমান থাকিবে, তত কাল ভোজপ্রবর ও তাঁহার নবরত্নের কখন লোপ হইবেক না।" কিন্তু বহুগুণ-মণ্ডিত তিন জন ভোজরাজের মধ্যে কাহার নবরত্ন সভা ছিল, একথা বলা দুঃসাধ্য। কর্ণেল টড তিন জন ভোজরাজের সম্বৎ ৬৩১, ৭২১ এবং ১১০০, এই তিন পৃথক্ পৃথক্ কাল নিরূপণ করিয়াছেন।

"সিংহাসন দ্বাত্রিংশতি," বেতাল-পঞ্চবিংশতি" ও "বিক্রম-চরিত" মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বহুবিধ অলৌকিক গল্পে পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে ঐতিহাসিক কোন সত্য প্রাপ্ত হওয়া দুর্ল্লভ। মেরুতুঙ্গকৃত "প্রবন্ধচিন্তামণি" এবং রাজশেখরকৃত "চতুর্ব্বিংশতি প্রবন্ধ" মধ্যে বিক্রমাদিত্যকে, শৌর্য্যবীর্য্যশালী, মহাবল, পরাক্রান্ত নৃপতি বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে নবরত্নের ও কালিদাসের বিশেষ বিবরণ কিছুই নাই।

জৈনগ্রন্থ মধ্যে দৃষ্ট হয় যে, সিদ্ধসেন সুরি নামক জনৈক জৈন পুরোহিত বিক্রমাদিত্যের উপদেষ্টা ছিলেন। এ কথা কতদূর সঙ্গত, আমরা বলিতে পারি না। অন্য একজন জৈন-লেখক কহেন, ৭২৩ সম্বতে ভোজ-

স্থানের সময়ে উজ্জয়িনী নগরীতে বহুসংখ্যক লোক বসতি করে। ইনি এবং বৃদ্ধ ভোজ উভয়ে বৌদ্ধ ছিলেন। এ সকল জৈনগ্রন্থ হইতে সংকলন করা হইল। সংস্কৃত অন্যান্য গ্রন্থে এ সকল প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। বৃদ্ধ ভোজ মনাতুঙ্গ সুরির শিষ্য ছিলেন। মনাতুঙ্গ,—বাণ ও ময়ূরভট্টের সমসাময়িক জৈনাচার্য্য ছিলেন। বাণকৃত "হর্ষচরিত" পাঠে অবগত হওয়া যায়, তিনি সপ্তশত খ্রীষ্টীয় অব্দে শ্রীকণ্ঠাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইনিই কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য এবং ইহাঁর নিকট চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াঙসিয়াঙ আহূত হইয়াছিলেন। কবি বাণ, হিয়াঙসিয়াঙ-কৃত গ্রন্থ পাঠে স্বীয়গ্রন্থ রচনা করেন। হর্ষবর্দ্ধনের সহিত চৈনিকাচার্য্যের সাক্ষাৎ "মনন প্রোক্তপুরাণ" হইতে "হর্ষ-চরিত" সংগৃহীত হইয়াছে। "কথা সরিৎ-সাগরে" ১৮ অধ্যায়ে মহর্ষি কণ্ব নরবাহন দত্তকে বিক্রমাদিত্যের উপন্যাস বলিয়াছেন। তৎপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়, বিক্রমাদিত্য পাঁচ শত খ্রীষ্টীয় অব্দে নরবাহন দত্তের পূর্ব্বে উজ্জয়িনীর অধীশ্বর ছিলেন। নরবাহন দত্ত—জৈন-গ্রন্থ, "কথা সরিৎসাগর" ও "মৎস্য পুরাণের" মতানুসারে শতানীকের পৌত্র।

নাসিক প্রস্তরফলকে বিক্রমাদিত্যের নাম পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে ইহাঁকে নাভাগ, নহুষ, জনমেজয়, যযাতি এবং বলরামের ন্যায় বীর বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। পাঠকবর্গ দেখুন, বিক্রমাদিত্যকে লইয়া কিরূপ গোল-যোগ উপস্থিত। লোকে এক জন বিক্রমাদিত্য জানিত, এক্ষণে ভারতবর্ষের ইতিহাস মধ্যে কত জন বিক্রমাদিত্যের নাম প্রাপ্ত হওয়া গেল। আমাদিগের শক-প্রমর্দ্দক বিক্রমাদিত্যের বিবরণ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক এবং তাঁহার সহিত নবরত্নের অমূল্য রত্ন, কবিচক্র-চূড়ামণি কালিদাসের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, জানিতে হইবে; সেটি বড় সহজ ব্যাপার নহে। তবে যতদূর পারা যায়; ঐতিহাসিক অন্যান্য কথা উত্তমরূপ সামঞ্জস্য রাখিয়া লিখিতে হইবে।

শ্রীদেবকৃত "বিক্রমচরিতে" লিখিত আছে, বিক্রমাদিত্য শেষ তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমানের নির্ব্বাণের ৪৭০ বৎসর পরে উজ্জয়িনীর অধিপতি ছিলেন। ইনিই শকাব্দ স্থাপন করেন। এ গ্রন্থে কালিদাসের উল্লেখ মাত্র নাই।

পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি কহেন, মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ, কুমারসম্ভব এবং মেঘদূত রচনার পরে, ৩০৬৮ কলি গতাব্দে "জ্যোতির্বিদা-

ভরণ” নামক কালজ্ঞান-শাস্ত্র লিখেন। এ বিষয়টি “মেঘদূত” প্রকাশক বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত মহাশয়ও ইংরাজী ভূমিকায় লিখিয়াছেন। কিন্তু “জ্যোতির্বিদাভরণ” যে রঘুবংশকার কালিদাস-প্রণীত, এ বিষয় অন্য কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই না। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মত-পরিপোষক “জ্যোতির্বিদাভরণের” কতিপয় শ্লোক হইতে কালিদাসের বিবরণ নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিতেছি ;—

“আমি এই গ্রন্থ শ্রুতি-স্মৃতি অধ্যয়নে প্রফুল্লকর এবং ১৮০ নগরীসমন্বিত ভারতবর্ষের অন্তর্গত মালব প্রদেশে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে রচনা করিয়াছি।৭।

“শঙ্কু, বররুচি, মণি, অংশুদত্ত, জিষ্ণু, ত্রিলোচন, হরি, ঘটকর্পর, অমরসিংহ এবং অন্যান্য কবিগণ তাঁহার সভার শোভবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ৮।

“সত্য, বরাহমিহির, শ্রীত সেন, শ্রীবাদরায়ণি, মণিথ্, কুমারসিংহ এবং আমি ও অপর কয়েক ব্যক্তি জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলাম। ৯।

“ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমর সিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, কটকর্পর, কালিদাস, সুবিখ্যাত বরাহ মিহির এবং বররুচি বিক্রমের নবরত্নের অন্তর্বর্ত্তী। ১০।

“বিক্রমের সভায় ৮০০ শত মাণ্ডলিক অর্থাৎ ক্ষুদ্র রাজা আগমন করিতেন এবং তাঁহার মহাসভায় ১৫ জন বাগ্মী, ১০ জন জ্যোতির্ব্বেত্তা, ৬ ব্যক্তি চিকিৎসক, এবং ১৬ ব্যক্তি বেদপারগ পণ্ডিত উপস্থিত থাকিতেন। ১১।

“তাঁহার সৈন্য অষ্টাদশ যোজন ব্যাপক স্থলে বাস করিত। তন্মধ্যে তিন কোটি পদাতিক এবং দশ কোটি অশ্বারোহী ছিল ; এবং ২৪৩০০ হস্তী এবং ৪০০০০০ নৌকা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। তাঁহার সঙ্গে অন্য কোন ভূপতির তুলনা করা অসম্ভব। ১২।

“তিনি ৯৫ শক নৃপতিকে সংহার করিয়া পৃথ্বীতলে বিখ্যাত হইয়া, কলিযুগে আপন অব্দ স্থাপন করেন। এবং তিনি প্রত্যহ মণি, মুক্তা, সুবর্ণ, গো, অশ্ব এবং হস্তী দান করিয়া ধর্ম্মের মুখ উজ্জ্বল করিতেন। ১৩।

“তিনি দ্রাবিড়, লতা এবং গৌড়দেশীয় রাজাকে পরাজিত, গুর্জ্জর দেশ জয়, ধারানগরীর সমুন্নতি এবং কাম্বোজাধিপতির আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ১৪।

"তাঁহার ক্ষমতা ও গুণাবলী ইন্দ্র, অম্বুধি, অমরদ্রু, সূর্য্য এবং মেরুর ন্যায় ছিল। তিনি প্রজাগণের প্রীতিপদ ভূপতি ছিলেন ও শত্রুগণকে জয় করিয়া দুর্গ পুনঃ প্রদান করতঃ তাহাদিগকে বাধ্য করিতেন। ১৫।

"প্রজাবর্গের সুখকরী, ও মহাকালের অধিষ্ঠানে সুবিখ্যাতা উজ্জয়িনী নগরী তিনি রক্ষা করেন। ১৬।

"তিনি মহাসমরে রুমদেশাধিপতি শক নৃপতিকে পরাজয় করণানন্তর বন্দীরূপে উজ্জয়িনী নগরীতে আনয়ন করতঃ পরে স্বাধীন করেন। ১৭।

"অপিচ, বিক্রমাদিত্যের অবন্তী শাসন সময়ে প্রজাবর্গ সুখ সচ্ছন্দে বৈদিক নিয়মানুসারে কাল অতিবাহিত করিত। ১৮।

"শঙ্কু ও অন্যান্য পণ্ডিত এবং কবিগণ তথা বরাহ মিহির প্রভৃতি জ্যোতির্বিদ্‌গণ তাঁহার রাজসভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই আমার পাণ্ডিত্যের সম্মান করিতেন এবং রাজাও আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। ১৯।

"আমি প্রথমে রঘু প্রভৃতি তিন খানি কাব্য রচনা করিয়া, বৈদিক "শ্রুতিকর্ম্মবাদ" * প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ রচনা করতঃ এই "জ্যোতির্বিদাভরণ" প্রস্তুত করিলাম। ২০।

"আমি ৩০৬৮ কলি গতাব্দে, বৈশাখ মাসে এই গ্রন্থের রচনারম্ভ করিয়া কার্ত্তিক মাসে সমাপন করি। বহুবিধ জ্যোতির্ব্বিবরণ উত্তমরূপে পরিদর্শনানন্তর আমি এই গ্রন্থ জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মনোরঞ্জনার্থ সংকলন করিলাম।২১।"

পুনর্ব্বার গ্রন্থকার ২০ অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে লিখিয়াছেন, "এ পর্য্যন্ত কাম্বোজ, গৌড়, অন্ধ্র, মালব ও সৌরাষ্ট্র দেশীয়গণ, বিখ্যাত দাতা বিক্রমের গুণ গান করিয়া থাকেন।"

"জ্যোতির্ব্বিদাভরণ গ্রন্থে বিক্রমাদিত্যের ও নবরত্নের যে উল্লেখ আছে, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করা গেল। এই গ্রন্থ ১৪২৪ শ্লোকে সম্পূর্ণ। তর্কবাচস্পতি মহাশয় এই গ্রন্থের প্রমাণ গ্রাহ্য করিয়াছেন, এবং তদ্দৃষ্টে বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, বিক্রমাদিত্য ৬৫ খৃঃ পূঃ বর্ত্তমান ছিলেন, ও

* এই গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য অথবা এক্ষণে নাই। আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও উহার অস্তিত্ব নিশ্চিত হইতে পারি নাই। [ শ্রীম—

কালিদাস স্বীয় তিন খানি কাব্য ৩২ খৃঃ পূঃ কিছু দিবস অগ্রে এবং "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" ৩২ খৃঃ পূঃ ও নাটক সমূহ তৎপরে রচনা করেন। আমরা যে ১০ সংখ্যক শ্লোক "জ্যোর্ব্বিদাভরণ" হইতে অবিকল কালিদাসের লেখনী-নিঃসৃত বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই শ্লোক এতদ্দেশীয় আপামর সাধারণ সকলেই আবৃত্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা যে কোন্ গ্রন্থের শ্লোক, এ বিষয় অতি অল্প লোকেই জানেন। "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" গ্রন্থ ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থে বিক্রমাদিত্যের ও নবরত্নের বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। এক্ষণে পাঠকগণ বলিতে পারেন, কালিদাসপ্রণীত গ্রন্থে যখন জ্ঞাতব্য সকল বিবরণ অবগত হওয়া যাইতেছে, তখন অন্য গ্রন্থ দেখিবার প্রয়োজন কি? সে কথা সত্য; কিন্তু এখানি কি মহাকবি কালিদাসের প্রণীত? কখনই নহে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, আমরা তর্কবাচস্পতি মাহাশয় অপেক্ষা কি অধিক পণ্ডিত যে, তাঁহার প্রমাণ অগ্রাহ্য করি? এ স্পর্দ্ধা আমাদিগের নাই। আমরা তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে বিনীত ভাবে অনুরোধ করিতেছি, এক বার "রঘুর" ও "কুমারের" রচনার সহিত "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ"-রচনাপ্রণালীর তারতম্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন, মহাকবি কালিদাসের লেখনী ঐ গ্রন্থ কখনই প্রসব করে নাই। উহা অপর কোন কালিদাসকৃত। তিনি আপন গুণ-গরিমা বর্দ্ধনের জন্য গ্রন্থের অবতরণিকায় আপনাকে "নবরত্নের" অন্তর্ব্বর্ত্তী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ভাওদাজী কহেন, এই দ্বিতীয় কালিদাস বিক্রমাদিত্যের ৭০০ শত বৎসর পরে বর্ত্তমান ছিলেন; এবং বহু প্রমাণ দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ইনি জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। পুনশ্চ, "জ্যোতির্ব্বিদাভরণে" লিখিত আছে জিষ্ণু * (ব্রহ্মগুপ্তের পিতা) বিক্রমাদিত্যের "নবরত্নের" সঙ্গে একত্র

* ১৮৭৩ সাল ডিসেম্বর মাসের "কলিকাতা রিভিউ" নামক ত্রৈমাসিক পুস্তকে বাঙ্গালা পুস্তক সমালোচন মধ্যে, একজন কৃতবিদ্য সমালোচক আমাদিগের এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন যে, জিষ্ণু শব্দের এস্থলে আভিধানিক অর্থ জয়ী বলিলে কোন গোলযোগ থাকে না, কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদাভরণে শঙ্কু, বররুচি, মণি, অংশুদত্ত, জিষ্ণু প্রভৃতি কবিগণের নাম লিখিত আছে। ইহাতে জিষ্ণুও অন্যান্য কবির ন্যায় এক ব্যক্তির নাম স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। এই জিষ্ণু ব্রহ্মগুপ্তের পিতা, তথাহি ব্রহ্মগুপ্ত সিদ্ধান্তঃ "জিষ্ণুসুত-ব্রহ্মগুপ্তেন।" ইত্যাদি।

বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ"-গ্রন্থকার উজ্জয়িনী নগরীতে ৬০০ শত খ্রীঃ অঃ যে হর্ষ-বিক্রমাদিত্য রাজ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই ভ্রমক্রমে সম্বৎকর্ত্তা বিক্রমাদিত্য স্থির করিয়াছেন, এবং ঘটকর্পর যে একজন কবি ছিলেন বলিয়া প্রকাশ আছে, তাহাতে বোম্বাই প্রদেশীয় পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, ঘটকর্পর নামে কোন কবি ছিলেন না; ও "ঘটকর্পর" নামে যে ক্ষুদ্র কাব্য বর্ত্তমান আছে, তাহা কালিদাসকৃত। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ"-গ্রন্থকার কালিদাসের, মহাকবি কালিদাসের ও শকপ্রমর্দ্দক বিক্রমাদিত্যের পরিচয় পরস্পর অনৈক্য, সুতরাং কালনিরূপণও ঠিক হইতেছে না। সুতরাং এ কালিদাস, আমাদিগের আলোচ্য কবি কালিদাস নহেন। আর এক জন কালিদাস পাইয়াছি, তিনি "শক্রপরাভব" নামক জ্যোতিষ-শাস্ত্র-প্রণেতা। ইহাঁর গণক উপাধি ছিল।

"বৃত্তরত্নাবলী" ও "প্রশ্নোত্তরমালা" কালিদাসের নামে প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের রচনাপ্রণালী দৃষ্টে কালিদাসের কৃত বলিয়া বোধ হয় না।

পণ্ডিত শেষগিরি শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, "হাস্যার্ণব" নামক প্রহসন মহাকবি কালিদাসকৃত; কিন্তু উহা বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত জগদীশ্বর তর্কালঙ্কার-প্রণীত। আমরা অন্যত্র ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছি।

মান্দ্রাজের পুস্তকালয়ে কালিদাসকৃত "নানার্থশব্দরত্ন" নামক কোষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু উহা মহাকবি কালিদাসের কৃত নহে। কেননা "মেদিনীকোষে" মেদিনীকর সমুদয় প্রাচীন কোষের নাম উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে "নানার্থ শব্দরত্নের" নাম পাওয়া যায় না। যথা—

"উৎপলিনী-শব্দার্ণব-সংসারাবর্ত্ত-নামমালাখ্যান্।
ভাগুরি-বররুচি-শাশ্বত-বোপালিত-রন্তিদেব-হরকোষান্॥
অমর-শুভাঙ্ক-হলায়ুধ-গোবর্দ্ধন-রভসপালকৃত-কোষান্।
রুদ্রামরদত্তাজয়-গঙ্গাধর-ধরণি-কোষাংশ্চ॥
হারাবল্যভিধানং ত্রিকাণ্ডশেষঞ্চ রত্নমালাঞ্চ।
অপি বহুদোষং বিশ্বপ্রকাশকোষঞ্চ সুবিচার্য্য॥

---

*Vide* The Indian Antiquary, page 380, Vol. I.

বাভট-মাধব-বাচস্পতি-ধর্ম্ম-ব্যাড়ি-তারপালাখ্যান্‌।
অপি বিশ্বরূপ-বিক্রমাদিত্য-নামলিঙ্গানি সুবিচার্য্য॥
কাত্যায়ন-বামন-চন্দ্রগোমি-রচিতানি লিঙ্গশাস্ত্রাণি।
পাণিনি-পদানুশাসন-পুরাণ-কাব্যাদিকঞ্চ সুনিরূপ্য।"

"নানার্থশব্দরত্ন" যদি মহাকবি কালিদাসকৃত হইত, তাহা হইলে অবশ্যই "অমর," "বিশ্বপ্রকাশ," ও "শব্দার্ণব" প্রভৃতি কোষে এবং "অমর কোষের" বিবিধ টীকায় তথা মল্লিনাথকৃত "রঘুবংশ," "কুমারসম্ভব" প্রভৃতি কোন কাব্যের টীকায়, তাহা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইত। "নানার্থশব্দরত্নের" একখানি "তরলা" নাম্নী টীকাও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উক্ত টীকা নিচুল কবি যোগীন্দ্র-প্রণীত। * ইনি ভোজরাজের আজ্ঞায় টীকা রচনা করিয়াছেন। যথা—

"ইতি শ্রীমন্মহারাজ-ভোজরাজ-প্রবোধিত-নিচুল-কবিযোগীন্দ্রনির্ম্মিতায়াং মহাকবি-কালিদাসকৃত-"নানার্থশব্দরত্ন"-কোষরত্ন-দীপিকায়াং তরলাখ্যায়াং প্রথমং ( দ্বিতীয়ং বা তৃতীয়ং ) নিবন্ধনম্‌।"

এই নিচুল কবিযোগীন্দ্র যদি কালিদাসের সহাধ্যায়ী নিচুল হয়েন, তাহা হইলে "নানার্থশব্দরত্ন" কবি কালিদাসের কৃত বলিলেও শোভা পায়। কিন্তু আমরা নিচুলের নামগন্ধও "ভোজচরিত" মধ্যে পাইতেছি না। ইহাতে কি প্রকারে তাঁহাকে ভোজরাজের পার্ষদ বলিব?

"ভাগার্থচম্পূ"-গ্রন্থকারও একজন কালিদাস। ইনি আপনাকে "অভিনব কালিদাস" নামে পরিচয় দিয়াছেন।

কর্ণেল উইল্‌ফোর্ড বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে "শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য" হইতে কএকটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে কোন প্রামাণিক বিষয় নাই। "শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য" জৈন গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ধনেশ্বর সূরি বল্লভী-রাজ শিলাদিত্য নৃপতির অনুমত্যনুসারে শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে, "আমার ( মহাবীর ) তিন বৎসর পাঁচ মাস এবং পঞ্চদশ দিবস নির্ব্বাণের পরে ইন্দ্রনামক এক জন ধর্ম্মবিরোধী জন্ম গ্রহণ করিবে। তাহার পঞ্চম মর খ্যাতি হইবে। তাহার ৪৪৬ বৎসর

* নিচুল নাম ; কবি ও যোগীন্দ্র উপাধি। [শ্রীম—

৬৫ দিবস পরে বিক্রমার্ক রাজা জন্ম গ্রহণ করিয়া জিনের ন্যায় সিদ্ধসেন সূরির উপদেশ গ্রহণ করতঃ পৃথিবীর ভার হরণ করিবেন এবং তৎকর্ত্তৃক চলিত অব্দ স্থগিত হইয়া নব অব্দ স্থাপিত হইবেক।" ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে, বর্দ্ধমান বা মহাবীরের ৪৭০ বৎসর পরে সম্বৎ স্থাপিত হয়। এই প্রমাণ শ্বেতাম্বর জৈনেরা গ্রাহ্য করিয়া থাকেন। কর্ণেল উইল্‌ফোর্ড ও তাঁহার পণ্ডিতগণ বীর বা বীরবিক্রমকে বিক্রমাদিত্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; তাহাতেই ৪৭০ বৎসরের ভ্রম হইয়া উঠিয়াছে। "শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যের" মতানুসারে বলভীরাজ শিলাদিত্য বিক্রমের ৪৪৭ বৎসর পরে (৪২০ খ্রীঃ অঃ) সৌরাষ্ট্র হইতে বৌদ্ধদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া শত্রুঞ্জয় এবং অন্যান্য তীর্থ স্থান পুনঃ গ্রহণ করতঃ জৈন মন্দিরসমূহ সংস্থাপিত করেন। আজি কালি, উইল্‌ফোর্ডের কথায় কেহ বিশ্বাস করেন না। তাঁহার সকল কথা এক্ষণকার ভাষা-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা খণ্ডন করিয়াছেন।

"রাজতরঙ্গিণীতে" লিখিত আছে, খ্রীষ্টীয় পাঁচ শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে রাজ্য করেন। এবং তিনি মাতৃগুপ্ত নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তার পদ প্রদান করেন। এই গ্রন্থে লিখিত আছে, বিক্রমাদিত্য একশত বৎসর রাজ্য করিয়া ৫৪১ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গত হয়েন।

উইল্‌সন সাহেব হর্ষ-বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে "আসিয়াটিক রিসার্চেস্‌" পুস্তকে লিখিয়াছেন, শকারি বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে উক্তনামধেয় আর এক জন ভূপালের নাম পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি তাঁহার বিশেষ বিবরণ কিছুই লেখেন নাই। মুসলমান লেখকগণ বিক্রমাদিত্যের পুনঃ পুনঃ নামোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অন্য কোন ঐতিহাসিক বিষয় জ্ঞাত ছিলেন না।

রাজপুত্রকুলকবি চন্দবর্দাই তৎকৃত "পৃথ্বীরাজ চৌহানরাস" গ্রন্থ মধ্যে শেষ নাগ, বিষ্ণু, ব্যাস, শুকদেব এবং শ্রীহর্ষকে বন্দনা করিয়া কালিদাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

মহং কালিদাস সুভাষা সুবদ্ধং।

২।

কিয়ো কালিকা মুখ্য বাসং সুশুদ্ধং।
জিনৈ সেতবন্ধো তি ভোজন প্রবন্ধং॥

এই কবিতায় কালিদাসকে ষষ্ঠ বলা হইয়াছে। ইহাতে হিন্দী কবিতার রসগ্রাহী গ্রাউস সাহেব কহেন যে, শ্রীহর্ষের পরে কালিদাস বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় কবিচন্দ্র ভট্ট শব্দালঙ্কারে ভূষিত নৈষধের কবিতায় মোহিত হইয়া শ্রীহর্ষের নাম কালিদাসের পূর্ব্বে প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণকার অনেক আধুনিক কবি রঘুবংশ অপেক্ষা নৈষধের সম্মান করিয়া থাকেন। পুনশ্চ কবিচন্দ্র শ্রীহর্ষের সমসাময়িক, এজন্য তাঁহার সম্মান বৃদ্ধির নিমিত্ত কালিদাসের পূর্ব্বে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন, প্রতীয়মান হয়।*

কহ্লণ পণ্ডিত "রাজতরঙ্গিণীর" তৃতীয় তরঙ্গে যে বিক্রমের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি শকাব্দ স্থাপনের পরে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাঁকে কবিবন্ধু ও বিবিধ গুণমণ্ডিত বলা হইয়াছে। মাতৃগুপ্ত, বেতালমেহ্ন এবং ভর্ত্তৃমেহ্ন তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন। "মেহ্ন" নিঃসন্দেহ ভট্টশব্দবাচক, তাহা হইলে বেতাল-মেহ্ন এবং ভর্ত্তৃমেহ্ন—বেতালভট্ট ও ভর্ত্তৃভট্ট। কোন কোন জৈন গ্রন্থে "মেহ্ন" শব্দ মেন্ধ-রূপে লিখিত আছে। "বিশ্বকোষ" অনুসারে সংস্কৃতভাষায় মেন্ধ্র অর্থ প্রধান। বেতালভট্ট বিক্রমের নবরত্নের অন্তর্ব্বর্ত্তী এবং ভর্ত্তৃহরি "নীতি, বৈরাগ্য ও শৃঙ্গার, এই তিন প্রকার শতক গ্রন্থের কর্ত্তা। ইনি বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু মাতৃগুপ্ত কে? "রাজতরঙ্গিণীর" তৃতীয় তরঙ্গ ১০২ হইতে ২৫২ শ্লোক মধ্যে বিক্রমাদিত্যের বিবরণে মাতৃগুপ্তের বিষয় লিখিত আছে। তিনি সুপ্রসিদ্ধ কবি এবং কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা। মাতৃগুপ্ত কালিদাসের অপর একটি নাম। কিন্তু পুরুষোত্তমকৃত "ত্রিকাণ্ড শেষ" মধ্যে কালিদাসের—রঘুকার, কালিদাস, মেধারুদ্র এবং কোটিজিৎ এই ৪টি মাত্র নাম আছে। মাতৃগুপ্তকৃত কোন গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই, অথচ তাঁহাকে কহ্লণ প্রধান কবি বলিয়াছেন। রাঘবভট্ট শকুন্তলার টীকা-মধ্যে মাতৃগুপ্তাচার্য্যের কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তৎ পাঠে বোধ হয়, সে গুলি প্রধান কবির রচিত এবং কালিদাসের লেখনী-নিঃসৃত

---

* "উদ্ধৃত কবিতার শেষপংক্তি পাঠে বোধ হয়, চন্দ্র কবি কালিদাসকে সেতুকাব্য এবং ভোজ-প্রবন্ধ-রচয়িতা বিবেচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষোক্ত গ্রন্থখানি বল্লালকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তার মধ্যে গ্রন্থকার কালিদাসের মুখে কতিপয় সুমধুর কবিতা প্রদান করাতে চন্দ্র কবির উহা কালিদাসকৃত বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকিবেক। আমরা এ বিষয় ইণ্ডিয়ান এণ্টি-কুয়ারী পত্রের দুই সংখ্যায় সপ্রমাণ করিয়াছি।

হইলেও হইতে পারে। প্রবরসেনের মনোরঞ্জনার্থ কালিদাস "সেতু-কাব্য" নামক প্রাকৃত কাব্য রচনা করেন।

"সেতুপ্রবন্ধ" কাব্যের টীকাকার রামদাস কহেন, বিক্রমাদিত্যের আজ্ঞানুসারে কালিদাস উক্ত কাব্য রচনা করেন। যথা—

"বীরাণাং কাব্যচর্চ্চাচতুরিমবিধয়ে বিক্রমাদিত্যবাচা
যঞ্চক্রে কালিদাসঃ কবিমুকুটবিধুঃ সেতুনাম-প্রবন্ধং।
তদ্ব্যাখ্যাসৌষ্ঠবার্থং পরিষদি কুরুতে রামদাসঃ স এব
গ্রন্থঞ্জলালদীন্দ্রক্ষিতিপতিবচসা রামসেতুপ্রদীপং॥"

সুন্দরকৃত "বারাণসী দর্পণ"-টীকাকায় রামাশ্রম কালিদাসকে "সেতুকাব্য" রচক বলিয়াছেন। বৈদ্যনাথকৃত "প্রতাপরুদ্র," দণ্ডিপ্রণীত "কাব্যাদর্শ," এবং "সাহিত্যদর্পণ" গ্রন্থে "সেতুকাব্যের" শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। "সেতুকাব্য" বিতস্তা নদীর উপরে প্রবরসেন নৃপতি যে নৌ-সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ইনি "অভিনব" বা দ্বিতীয় প্রবরসেন। ইহাঁর পিতামহ শ্রেষ্ঠসেন "রাজ-তরঙ্গিণীর" মতে "প্রথম প্রবরসেন" নামে বিখ্যাত। প্রিন্সেপ এই দুইজন ভিন্ন অন্য কোন প্রবরসেনের নাম লিখেন নাই। দ্বিতীয় প্রবরসেন মাতৃগুপ্তের পরে কাশ্মীর শাসন করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জের প্রবল প্রতাপান্বিত নৃপতি হর্ষবর্দ্ধন বা শিলাদিত্যের সভাসদ্ কবি বাণ "হর্ষচরিতে" প্রবরসেনের ও "সেতুকাব্য" প্রণেতা কালিদাসের এইরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, যথা ;—

কীর্ত্তিঃ প্রবরসেনস্য প্রয়াতা কুমুদোজ্জ্বলা।
সাগরস্য পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা॥
নির্গতাসু ন বা কস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু।
প্রীতির্মধুরসার্দ্রাসু মঞ্জরীষিব জায়তে॥

এই কালিদাস যদি প্রবরসেনের সমকালিক হয়েন, তাহা হইলে তিনি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি এবং মাতৃগুপ্ত একই ব্যক্তি, তাহা "রাজতরঙ্গিণীর" লিখিত প্রমাণে ঠিক হইতেছে, এবং ইনিই মহাকবি কালিদাস—একথা ভাওদাজী লিখিয়াছেন। তদ্দৃষ্টে আমাদিগের মহান্ সংশয় উপস্থিত হইল। এক্ষণে কালিদাসকে লইয়া মহা-

প্রমাণ উপস্থিত। বিক্রমাদিত্যও অনেকগুলি—তাহার মধ্যে উপরের লিখিত বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থের প্রমাণে শকারি বিক্রমাদিত্য একজন পৃথক্ ব্যক্তি। কথিত আছে, মগধেশ্বর চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য মুলতানের নিকটস্থ কারুর নামক স্থানে শকগণকে পরাজিত করিয়া "শকাব্দ" স্থাপন করিয়াছেন। আমরা বাল্যকালে জানিতাম, বিক্রমাদিত্য শকদিগকে দমন করিয়া অব্দ স্থাপন করেন ও তাঁহার নবরত্নের সভায় কালিদাস ৫৭ খ্রীঃ পূঃ বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সে বিষয় খণ্ডন হইতেছে, এবং কালিদাসকে আধুনিক স্থির করিবার চেষ্টা পাওয়াতে অনেকেই আমাদিগের উপর বিরক্ত হইবেন, কিন্তু আমরা বিচারমগ্ন হইয়া বিবাদ করিবার জন্য সাহিত্য-রঙ্গভূমিতে দণ্ডায়মান হইতেছি না। আমরা যেখানে যে প্রমাণ পাইলাম, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি, তাঁহারা দেখুন, কালিদাসের বিষয়ে কিরূপ সংশয় উপস্থিত হয়। এরূপ প্রবাদ আছে, বিক্রমাদিত্য কবি কালিদাসের উপর অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। "রাজ-তরঙ্গিণীর" মতে হর্ষ-বিক্রমাদিত্য মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীর রাজ্য প্রদান করেন। তাহা হইলে মাতৃগুপ্তই আমাদিগের কালিদাস, এবং উল্লিখিত জনশ্রুতিও সম্পূর্ণ সত্য। মাতৃগুপ্ত কাশ্মীর দেশে ৪ বৎসর ৯ মাস এক দিবস রাজ্য করিয়া, বিক্রমাদিত্য পরলোক গত হইলে, উক্ত রাজ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী প্রবরসেনকে উহা প্রত্যর্পণ করতঃ যতি-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বারাণসীতে আগমন করেন; এবং প্রবরসেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইয়া "সেতু-কাব্যে" তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। মাতৃগুপ্ত স্ত্রীর বিরহে কাতর হইয়াছিলেন, এটি মেঘদূতের ঘটনার সহিত তুলনা করিলে কবির স্বীয় বিবরণ বলিলেও হয়। তিনি আপন শোক যক্ষমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং রামগিরির শৃঙ্গে বসিয়া আষাঢ়ের একখানি নবীন মেঘকে স্বীয় প্রেয়সীর নিকট বার্ত্তা লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। কবি প্রিয়াবিরহ মেঘদূতে বিস্তৃত করিয়াছেন, এজন্য স্বভাবতঃ তাঁহার মন যেরূপ বিচলিত হইয়াছিল, তাহা উত্তমরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রীর নাম কমলা ছিল। কালিদাস যেরূপ হিমালয়ের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে কখনই তাদৃশ উৎকৃষ্ট হইত না; ইহাতেই বোধ হয়, তিনি কাশ্মীর প্রদেশে অনেক কাল বাস করিয়াছিলেন।

উপসংহার কালে এই মাত্র বক্তব্য, যদি মাতৃগুপ্ত আমাদিগের মহাকবি কালিদাসের নামান্তর হয়, তাহা হইলে তিনি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। আমরা এই প্রমাণ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত একমাত্র প্রামাণিক পুরাবৃত্তপ্রকাশক "রাজতরঙ্গিণী" গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিলাম।

মল্লিনাথ সূরি "মেঘদূতের" চতুর্দ্দশ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, কালিদাস দিঙ্‌নাগাচার্য্য এবং নিচুলের সমকালিক ছিলেন। দিঙ্‌নাগাচার্য্য কালিদাসের সহাধ্যায়ী এবং প্রিয়বন্ধু, ও ন্যায়সূত্রের বৃত্তিকার। কালিদাস "রঘুবংশ," "কুমারসম্ভব," "মেঘদূত," "ঋতুসংহার," "অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক," বিক্রমোর্ব্বশী ত্রোটক," "মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক," "নলোদয়," "শৃঙ্গার-তিলক," "শ্রুতবোধ" এবং "সেতুকাব্য" প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সকলের মধ্যে "রঘুবংশ," "কুমারসম্ভব," "মেঘদূত," "ঋতুসংহার," "শকুন্তলা," "বিক্রমোর্ব্বশী," "মালবিকাগ্নিমিত্র" এবং "শ্রুতবোধ" বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

"পুষ্পেষু জাতী, নগরেষু কাঞ্চী, নারীষু রম্ভা, পুরুষেষু বিষ্ণুঃ।
নদীষু গঙ্গা, নৃপতৌ চ রামঃ, কাব্যেষু মাঘঃ, কবি-কালিদাসঃ॥"

# বররুচি।

"সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

# বররুচি।*

আমরা ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া বিবিধ দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়া ক্রমশঃ নব নব প্রবন্ধ পুরাবৃত্তপ্রিয় পাঠকবর্গের করকমলে উপহার প্রদান করিতেছি। এ সকল অনুসন্ধান ভ্রমবিহীন হইবেক, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি না। তবে, বিশেষ অনুসন্ধানের পর, প্রস্তাবসমূহ লিপিবদ্ধ করিব, তাহাতেও যদি ঐতিহাসিক কোন ভ্রম থাকে, তবে পাঠক মহাশয়েরা আমাকে বিদিত করিয়া বাধিত করিবেন। গতবারে কালিদাসকে আধুনিক স্থির করায় কোন কোন ব্যক্তি আমাদিগের উপর বিরক্ত হইয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখ নহি। যেহেতু ঐতিহাসিক সত্য গোপন রাখা কোন মতেই উচিত নহে। সে যাহা হউক, এক্ষণে "প্রকৃতমনুসরামঃ"—

নিউ ইয়র্কে মুদ্রিত একখানি পুস্তকে † নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, লার্ড বায়রণ, থ্যাকারী প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণের ভূতযোনিবিরচিত প্রস্তাব-কলাপ প্রকাশিত হইয়াছে; আমাদিগেরও সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর দৃষ্টে বোধ হইতেছে, বররুচির ভূতযোনি এখানি রচনা করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, নতুবা এই আধুনিক আদিরস ঘটিত গল্প "নবরত্নের" রত্নবিশেষ বররুচিকৃত কখনই হইতে পারে না। ইহার রচনাচাতুর্য্য কিছুই নাই। বরং স্থানে স্থানে কুৎসিত ভাবসম্পন্ন আধুনিক কবিগণের প্রীতিকর সংস্কৃত অশ্লীল কবিতা দৃষ্টে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রধান কবির রচিত বিবেচনা করা দূরে থাকুক, এক জন বঙ্গদেশীয় অর্ব্বাচীন ভট্টাচার্য্যপ্রণীত বলিয়াই প্রতীয়মান হইল। ইহাতে ভারতচন্দ্র-কৃত বিদ্যাসুন্দরের ভাব প্রায় গৃহীত হইয়াছে, এবং মুদ্রিত পুস্তকের শেষভাগে যে "চোরপঞ্চাশৎ" আছে, তাহা চোরকবি-বিরচিত। আমরা দেখিতে পাই, বররুচি নামে দুই ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাত্যায়ন

* সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরম্। মহাকবি বররুচিবিরচিতম্। সংস্কৃতব্যাখ্যাসহিতম্। কলিকাতা রাজধান্যাম্। প্রাকৃতযন্ত্রে মুদ্রিতম্।

† "Strange Visitors."

বররুচি ও বররুচি। ভট্ট মোক্ষমূলর এই দুই বররুচিকে এক ব্যক্তি বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁহার "ইষ্টিণ্ডিয়া হাউসের" পুস্তকালয়স্থিত আত্মানন্দকৃত ঋগ্বেদভাষ্যে, "সর্ব্বানুক্রমণী" মধ্যে "অত্র শৌনকাদিমতসংগ্রহীতুর্বররুচেরনুক্রমণিকা" এই পংক্তি পাঠে ভ্রম হইয়াছে। "সর্ব্বানুক্রমণী" কাত্যায়নবররুচিকৃত, তৎকৃত মাধ্যন্দিন প্রাতিশাখ্যও প্রসিদ্ধ। ইনি পাণিনির বার্ত্তিককর্ত্তা এবং বৈদিক কল্পসূত্র-প্রণেতা। "কথাসরিৎসাগরে" লিখিত আছে, পুষ্পদন্ত নামক মহাদেবের অনুচর শাপভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যলোকে কাত্যায়ন বা বররুচি* নামে কৌশাম্বী নগরীতে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের পরেই আকাশবাণী হয় "এই বালক শ্রুতধর হইবে এবং বর্ষ হইতে ইহার সমস্ত বিদ্যালাভ হইবে; বিশেষতঃ ব্যাকরণ শাস্ত্রে ইহার অত্যন্ত ব্যুৎপত্তি জন্মিবে এবং সমুদায় বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিষয়ে রুচি জন্য ইহার নাম বররুচি হইবে।" † যথা মূল সংস্কৃত গ্রন্থে ;—

একঃ শ্রুতধরো জাতো বিদ্যাং বর্ষাদবাপ্স্যতি।
কিঞ্চ ব্যাকরণং লোকে প্রতিষ্ঠাং প্রাপয়িষ্যতি॥
নাম্না বররুচির্লোকে তত্তদস্মৈ হি রোচতে।
যদ্যদ্বরং ভবেৎ কিঞ্চিদিত্যুক্ত্বা বাগুপারমৎ।

ইনি অতি শৈশবাবস্থায় নাট্যাভিনয় দর্শন করিয়া সেই নাটক খানি কণ্ঠস্থ করিয়া তাঁহার মাতার সমীপে অবিকল বলিয়াছিলেন, এবং তখন তিনি তাদৃশ শ্রুতধর হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, ব্যাড়ির নিকট একবার প্রাতিশাখ্য শ্রবণ করতঃ গ্রন্থ না দেখিয়াই তাহা সমুদায় আবৃত্তি করিয়াছিলেন। তার পর তিনি বর্ষের নিকট অধ্যয়ন করিয়া পাণিনিকে ব্যাকরণ শাস্ত্রে পরাভব করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাদেবের কৃপায় পাণিনি অবশেষে জয় লাভ করিয়াছিলেন। কাত্যায়ন, পাণিনিব্যাকরণ অধ্যয়নানন্তর তাহার বার্ত্তিক প্রস্তুত করেন। এই "কথাসরিৎসাগরের" মতানুসারে তিনি নন্দের মন্ত্রীর কার্য্যও করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি তিন শত খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কেহ কেহ "বৃহৎ কথার" রামায়ণ

---

* "ততঃ স মর্ত্ত্যবপুষা পুষ্পদন্তঃ পরিভ্রমন্। নাম্না বররুচিঃ কিঞ্চ কাত্যায়ন ইতি শ্রুতঃ॥
"হেমচন্দ্র কোষে" কাত্যায়ন এবং বররুচি এক ব্যক্তির নাম স্থির হইয়াছে।

† "বৃহৎ কথার" বাঙ্গালা অনুবাদ, পৃঃ ১২, প্রথম ভাগ।

ও মহাভারতের ন্যায় সম্মান করিয়া থাকেন, * কিন্তু মিথ্যা গল্পের পুস্তকের এত সম্মান করিতে হইলে "আরব্যোপন্যাস"কেও ইতিহাস বিবেচনায় তাহা করিতে হয়। বিশেষতঃ পাণিনি মুনি কখনই কাত্যায়ন বররুচির সমকালবর্ত্তী ছিলেন না। এ জন্য "বৃহৎ কথার" প্রমাণ অগ্রাহ্য হইতেছে। আচার্য্য গোলড্‌ষ্টুকরের মতে তিনি পতঞ্জলির সমসাময়িক এবং ১৪০ ও ১২০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। এই বররুচি, সদ্‌গুরু শিষ্যের মতে "কর্ম্মপ্রদীপ" প্রণেতা। † ইহা আদ্যোপান্ত অনুষ্টুপ্‌ছন্দে রচিত। এক্ষণে বিক্রমের বররুচির পরিচয় সন্ধান করা আবশ্যক। আমরা শকারি বিক্রমাদিত্য, সম্বৎকর্ত্তা বিক্রমাদিত্য, এবং উজ্জয়িনীর অধীশ্বর নবরত্ন সভা-সংস্থাপক বিক্রমাদিত্য, এই তিন জন বিখ্যাত বিক্রমাদিত্য পাইয়াছি। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত নৃপতিদ্বয় শকপ্রমর্দ্দক বিক্রমাদিত্য; তৃতীয় বিক্রমাদিত্য "রাজতরঙ্গিণীর" মতে যদিও শকদিগকে দমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য তিনি বিশেষ বিখ্যাত নহেন। পুরাকালে শক জাতিরা সর্ব্বদা দৌরাত্ম্য করিত, এ জন্য হিন্দু ভূপালবর্গ সর্ব্বদা সসজ্জ থাকিতেন। কাজেই আমাদিগের তৃতীয় বিক্রম, যিনি হর্ষ-বিক্রমাদিত্য নামে খ্যাত, তিনিও তাহাদিকে দমন করিয়াছিলেন; কিন্তু এই কার্য্য করিয়া তিনি স্বীয় নামে অব্দ প্রচলিত করেন নাই। আমরা এই সকল কারণে প্রথমোক্ত দুই বিক্রমাদিত্যকে "কালিদাসের" বিবরণে শকপ্রমর্দ্দক বিক্রমাদিত্য বলিয়াছি। "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" নামক কালজ্ঞান শাস্ত্রের প্রমাণ অনুসারে বররুচি সম্বৎকর্ত্তা বিক্রমাদিত্যের সভার "নবরত্নের" অন্তর্ব্বর্ত্তী; কিন্তু যখন উহা এক জন 'জাল' কালিদাস-কৃত, এবং ঐতিহাসিক ঘটনা সকলেরও অনৈক্য সপ্রমাণ হইতেছে, তখন উক্ত গ্রন্থ প্রামাণিক বোধ করা অন্যায়। "ভোজ-প্রবন্ধে" লিখিত আছে, "অথ ধারানগরে ন কোপি মূর্খো নিবসতি। ক্রমেণ পঞ্চশতানি সেবন্তে বিদুষাং শ্রীভোজম্‌। বররুচি-সুবন্ধু-বাণ-ময়ূর-বামদেব-হরিবংশ-শঙ্কর-কলিঙ্গ--কর্পূর-বিনায়ক-মদন-বিদ্যাবিনোদ-কোকিল--তারেন্দ্র-প্রমুখাঃ।"

* শ্রীরামায়ণ-ভারত-বৃহৎকথানাং কবীন্নমস্কুর্মঃ ত্রিস্রোতা ইব সরসা সরস্বতী স্ফুরতি যৈর্ভিন্না॥—গোবর্দ্ধনঃ।

† এই মত ভ্রান্ত। কর্ম্ম-প্রদীপ ছন্দোগ পরিশিষ্টের নামান্তর; তাহা গোভিলপুত্রের বিরচিত। [ শ্রীম.

এই ভোজ মুঞ্জের ভ্রাতুষ্পুত্র, এবং শ্রীসাহসাঙ্ক নামে খ্যাত; যথা রাজশেখর—

"ভাসো রামিল-সৌমিলৌ বররুচিঃ শ্রীসাহসাঙ্কঃ কবি-
র্মেণ্ঠো-ভারবি-কালিদাস-তরলাঃ স্কন্ধঃ সুবন্ধুশ্চ যঃ।"

একণে মীমাংসা করা আবশ্যক। বররুচি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুবন্ধু তাঁহার ভাগিনেয় *। ইহাঁদিগের উভয়ের নাম এবং কালিদাসের নাম বল্লাল মিশ্র এবং রাজশেখর লিপিবদ্ধ করিয়া ভোজ বা শ্রীসাহসাঙ্কের পার্ষদ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ভোজ বা শ্রীসাহসাঙ্ক খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। দ্বিতীয় প্রবরসেনের সমসাময়িক। উজ্জয়িনীর শ্রীমদ্ বিক্রমাদিত্য বা হর্ষ-বিক্রমাদিত্যও খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক স্থির হইয়াছে। সুবন্ধু বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন, ও তাঁহার রাজা লোকান্তরগত হইলে বাসবদত্তা রচনা করেন * এবং বাসবদত্তার প্রারম্ভে, বিক্রমাদিত্য মানবলীলাসংবরণ করাতে, আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন; যথা—

সা রসবত্তা বিহতা নবকা বিলসন্তি চরতি নো কঙ্কঃ।
সরসীব কীর্ত্তিশেষং গতবতি ভুবি বিক্রমাদিত্যে॥

এই সকল প্রমাণে বোধ হইতেছে, হর্ষ-বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর সুবন্ধু, কালিদাস এবং বররুচি বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহবান্ ভোজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বররুচি ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব। তিনি ভোজরাজের পৌরোহিত্য করিতেন এবং তাঁহার একমাত্র আশ্রয়-পাদপ ভোজের মৃত্যুর পর তৎকৃত "ভোজ-চম্পূ" সম্পূর্ণ করেন। † বররুচিপ্রণীত "প্রাকৃত প্রকাশ" এক খানি উপাদেয় প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ। তাঁহার কৃত "লিঙ্গবিশেষবিধিকোষ" অতি প্রসিদ্ধ। মেদিনীকার এবং হলায়ুধ তাঁহার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার নামে "নীতিরত্ন" নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রচারিত আছে।

---

* ইতি শ্রীবররুচিভাগিনেয়-সুবন্ধুবিরচিতা বাসবদত্তাখ্যায়িকা সমাপ্তা।

† কবিরয়ং বিক্রমাদিত্যসভ্যঃ। তস্মিন্ রাজ্ঞি লোকান্তরং প্রাপ্তে এতন্নিবন্ধং কৃতবান্।—নারসিংহবিদ্যা।

# শ্রীহর্ষ ।

নরংক্রব পংচম্ম শ্রী দর্ষ সারং ॥

নেলৈরায় কণ্ঠং দিনৈ ষদ্ব হারং ॥

# শ্রীহর্ষ।

ভারতবর্ষে শ্রীহর্ষনামা দুইজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। অধ্যাপক উইল্‌সন সাহেব ইহাঁদিগের উভয়কে এক ব্যক্তি স্থির করিয়াছেন; কিন্তু এই অনুমানে তাঁহার যে সম্পূর্ণ ভ্রম হইয়াছে, তাহা, পাঠকবর্গ নিম্নলিখিত প্রস্তাবে দুইজন শ্রীহর্ষের পৃথক্ পৃথক্ জীবনচরিত পাঠে, উত্তমরূপ বুঝিতে পারিবেন।

"ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত" গ্রন্থে লিখিত আছে, পুরাকালে বঙ্গদেশে আদিশূর নামা ন্যায়পরায়ণ এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজপ্রাসাদোপরি একটী গৃধ্র পতিত হওয়াতে, রাজা ভাবিবিঘ্ন আশঙ্কায় পণ্ডিতমণ্ডলীকে তাহার কোন প্রতিকারোপায় নির্দ্ধারণ করিতে আজ্ঞা করিলেন; তচ্ছ্রবণে বুধগণ সকলেই গৃধ্রের মাংস দ্বারা হোম করিতে কহিলেন। রাজা গৃধ্র ধৃত করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই নীরব হইলেন। কিন্তু সভাস্থিত জনৈক ভূসুর কহিলেন যে, তিনি সম্প্রতি কান্যকুব্জ হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন; তথায় এতাদৃশ রাজ-ভবনে গৃধ্র আপতিত হওয়াতে, রাজা ভট্টনারায়ণাদি দ্বারা মন্ত্রবলে গৃধ্র ধৃত করতঃ তাহার মাংসে যজ্ঞাদি করিয়াছেন, স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। বঙ্গাধিপ আদিসুর এই কথা শুনিয়া কিয়দ্দিবস মধ্যেই কান্যকুব্জ হইতে ভট্ট নারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দড় এবং বেদগর্ভ নামা বেদপারগ পঞ্চবিপ্রকে সস্ত্রীক স্বীয় রাজধানীতে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে ৯৯৯ শকাব্দে নির্ম্মিত একটী ভবনে বাস করিতে অনুমতি করিলেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে ভট্ট-নারায়ণ ও শ্রীহর্ষ সৎকবি।

এই শ্রীহর্ষ শ্রীহীরের ঔরসে এবং মামল্ল দেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃতকবিগণের ন্যায় আপন পরিচয় গোপন করেন নাই। "নৈষধচরিতের" প্রত্যেক সর্গের শেষে তিনি গর্ব্বোক্তি সহকারে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যথা প্রথম সর্গের শেষ শ্লোক:—

> শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালঙ্কারহীরঃ সুতং
> শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যং।
> তচ্চিন্তামণিমন্ত্রচিন্তনফলে শৃঙ্গারভঙ্গ্যা মহা-
> কাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গোঽয়মাদির্গতঃ॥

অর্থাৎ "কবিরাজরাজির মুকুটালঙ্কারহীরকস্বরূপ শ্রীহীর এবং মামল্লদেবী যে জিতেন্দ্রিয় শ্রীহর্ষকে তনয় লাভ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীহর্ষের চিন্তামণি-মন্ত্রচিন্তা-ফলস্বরূপ অথচ শৃঙ্গাররসপ্রাধান্যজন্য অতিশয়িত মনোহর নৈষধীয় কাব্যের প্রথম সর্গ গত অর্থাৎ সমাপ্ত হইল।" *

পুনর্ব্বার গ্রন্থের শেষে, কান্যকুব্জাধিপতির সমীপ হইতে শ্রীহর্ষ তাম্বুলদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন লিখিয়াছেন, যথা—"তাম্বূলদ্বয়মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাদ্।" পূর্ব্ব ও উত্তরভাগ "নৈষধ" এবং "খণ্ডন খণ্ড খাদ্য" মধ্যে আমরা এই মাত্র কবিবৃত্তান্ত প্রাপ্ত হইলাম।

"বিশ্বগুণাদর্শ" গ্রন্থকর্ত্তা বেদান্তাচার্য্য এবং বল্লালমিশ্র উভয়েই শ্রীহর্ষকে ভোজদেবের পারিষদ স্থির করিয়াছেন; কিন্তু উহা সম্পূর্ণ অপ্রামাণিক বোধ হইতেছে; এবং শ্রীহর্ষ স্বয়ং যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সহিত উহার ঐক্য হইতেছে না।

সুবিখ্যাত জৈন লেখক রাজশেখর ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে "প্রবন্ধকোষ" রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীহীরপুত্র শ্রীহর্ষদেব বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করিয়া তথাকার নৃপতি গোবিন্দচন্দ্রের তনয় মহারাজ জয়ন্তচন্দ্রের আজ্ঞায় নৈষধচরিত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। রাজশেখর জয়ন্তচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জয়ন্তচন্দ্র পঙ্গুল নামে বিখ্যাত এবং অনিহীল ধারা পত্তনের অধীশ্বর কুমারপালের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। মুসলমান নৃপতিগণ ইঁহার বংশ এক কালে ধ্বংস করিয়াছিলেন। সংস্কৃতবিদ্যাবিশারদ ডাক্তার বুলার সাহেব কহেন, এই জয়ন্তচন্দ্র রাষ্ট্রকূট ক্ষত্রিয় নৃপতি এবং ইনিই জয়চন্দ্র নামে খ্যাত। জয়চন্দ্র ১১৬৮ এবং ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কান্যকুব্জ ও বারাণসীর অধীশ্বর ছিলেন। রাজশেখরের বিবরণ প্রামাণিক বোধ হইতেছে, কেন না তাহার সহিত শ্রীহর্ষের নিজ পরিচয়ের ঐক্য আছে।

শ্রীহর্ষ একজন অসাধারণ কবি। তাঁহার "নৈষধচরিত" দ্বাবিংশ সর্গে সম্পূর্ণ, বৃহৎ গ্রন্থ। তাহার স্থানে স্থানে কবি বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বাদশ সর্গে সরস্বতী কর্ত্তৃক পঞ্চনল বর্ণনে কাব্যালঙ্কারের অশেষ

---

* শ্রীজগচ্চন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক অনুবাদিত নৈষধচরিত। ৪৭ পৃষ্ঠা।

উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং শেষ সর্গে "নলস্ত সন্ধ্যাবর্ণনং" "তমোবর্ণনং" "চন্দ্রবর্ণনং" প্রভৃতি বর্ণন গুলি অতীব মনোহর। এই সকল দৃষ্টে শ্রীহর্ষ একজন অদ্বিতীয় কবি ছিলেন, বিবেচনা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার রচনা অত্যন্ত অত্যুক্তি দোষে দূষিত। এতদ্বিধায় আমরা বঙ্গদেশীয় অধ্যাপকগণের ন্যায় "উদিতে নৈষধে কাব্যে ক মাঘঃ ক চ ভারবিঃ" বা "নৈষধে পদলালিত্যং" বলিতে পারিলাম না। তাঁহার মাতুল প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মটভট্ট বলিয়াছিলেন, যদি তাঁহার "নৈষধ" "কাব্যপ্রকাশ"-রচনার কিছুকাল পূর্ব্বে রচিত হইত, তাহা হইলে তিনি এক নৈষধের শ্লোক লইয়া সমুদায় দোষ-পরিচ্ছেদটি লিখিতেন। এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, শ্রীহর্ষ তাঁহার মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিয়া কাব্য লিখিতেন এবং একটী শ্লোক রচনা করিয়াই তাহা তৎক্ষণাৎ পরিবর্ত্তন করিতেন, তদ্দৃষ্টে তাঁহার মাতুল ভাবিলেন যে, এরূপ করিলে এক খানি কাব্য বহুকাল মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে কি না, সন্দেহ; এজন্য তাঁহার মার্জ্জিত-বুদ্ধি-জনিত সন্দিগ্ধচিত্ততা যাহাতে আর না থাকে, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রত্যহ মাষসকলায় ভোজন করিতে দিতেন; তাহাতে শ্রীহর্ষের বুদ্ধি ক্রমে স্থূল হইয়া উঠিল এবং কাব্যগুলির রচনা-সংশোধন আর আবশ্যক হইল না। শ্রীহর্ষ তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতা হ্রাস পাওয়ায়, আক্ষেপ করিয়া কহিয়াছিলেন, "অশেষ-শেমুষী-মোষ-মাষ-মশ্নামি কেবলং" অর্থাৎ সকল বুদ্ধির বিনাশক মাষকলায় মাত্র খাইতেছি। মাষকলায় খাইলে যে বুদ্ধিনাশ হয়, ইহা শুনিয়া অনেকে হাস্য করিতে পারেন এবং উহা সত্য হইলে নিত্য মাষকলায়ভোজী রাঢ়দেশীয় অধ্যাপকগণ ঘোর মূর্খ হইয়া পড়িতেন।

শ্রীহর্ষ কবি এবং দার্শনিক। একাধারে এই দুই বিষয়ে পারদর্শিতা প্রায় দেখা যায় না। তাঁহার "খণ্ডন খণ্ড খাদ্য" গোতমীয় ন্যায় শাস্ত্রের মত-খণ্ডন গ্রন্থ। এখানি অতি কঠিন। বঙ্গদেশীয় অতি অল্প ব্যক্তি ইহার অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন করেন। শ্রীহর্ষ "নৈষধ" এবং "খণ্ডন খণ্ড খাদ্য" ব্যতীত "স্থৈর্য্য বিবরণ," "গৌড়োর্ব্বীশকুল প্রশস্তি," "অর্ণববর্ণন," "ছন্দঃপ্রশস্তি," "বিজয়প্রশস্তি," "শিবশক্তিসিদ্ধি বা শিবভক্তিসিদ্ধি" এবং "নবসাহসাঙ্কচরিত" রচনা করিয়াছেন। এ গুলি অত্যন্ত বিরলপ্রচার।

শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজ-গোত্রোদ্ভব। ইহাঁর বংশজাত ধুরন্ধর মুখটী বঙ্গদেশীয় মুখোপাধ্যায় বংশের আদিপুরুষ, যথা—

ভরদ্বাজগোত্রে শ্রীহর্ষবংশজাতঃ ধুরন্ধরমুখটী স চ মুখ্যঃ।

কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষদেব "রত্নাবলী নাটিকা" প্রণেতা। কেহ কেহ বলেন, ধাবক শ্রীহর্ষ দেবের নিকট অর্থ লইয়া তাঁহার নামে "রত্নাবলী" প্রচারিত করেন, যথা;—

"শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনম্।" ইতি কাব্যপ্রকাশঃ।

"শ্রীহর্ষো রাজা। ধাবকেন রত্নাবলীং নাটিকাং তন্নাম্না কৃত্বা বহুধনং লব্ধম্।" ইতি প্রকাশাদর্শে মহেশ্বরঃ।

"ধাবকঃ কবিঃ। স হি শ্রীহর্ষনাম্না রত্নাবলীং কৃত্বা বহুধনং লব্ধবান্।" ইতি নাগেশভট্টঃ।

"শ্রীহর্ষাখ্যস্য রাজ্ঞো নাম্না রত্নাবলীং নাটিকাং কৃত্বা ধাবকাখ্যকবির্ব্বহুধনং লব্ধবান্ ইতি প্রসিদ্ধম্।" ইতি প্রকাশপ্রভায়াং বৈদ্যনাথঃ।

তথা "ধাবকনামা কবিঃ স্বকৃতাং রত্নাবলীং নাম নাটিকাং বিক্রীয় শ্রীহর্ষনাম্নো নৃপাৎ বহুধনং প্রাপেতি পুরাতনবৃত্তম্।" ইতি প্রকাশতিলকে জয়রামঃ।

এ সকল গুরুতর প্রমাণ সত্ত্বেও আমরা "রত্নাবলী" ধাবককৃত বলিতে অপারক হইতেছি; কেননা ধাবক মহাকবি কালিদাসের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন; যথা কালিদাসের "মালবিকাগ্নিমিত্রের" প্রস্তাবনায়—

"প্রথিতযশসাং ধাবক-সৌমিল্ল-কবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিমক্রম্য বর্ত্তমানকবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কিং কৃতো বহুমানঃ।"

ধাবক একজন আলঙ্কারিক। তাঁহার কৃত কোন গ্রন্থ এক্ষণে বর্ত্তমান নাই। সাহিত্যসার প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার নামোল্লেখ আছে। সাহিত্যসারে লিখিত আছে, ধাবক মন্ত্রবলে কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াও অতি দরিদ্র ছিলেন; তৎপরে এক শত সর্গে "নৈষধীয়" রচনা করিয়া শ্রীহর্ষরাজের সমীপ হইতে পুরস্কার স্বরূপ নিকর ভূমি লাভ করিয়াছিলেন। ইহা কতদূর সত্য, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

আমাদিগের এক মাত্র মুক্তিদায়িনী "রাজতরঙ্গিণীর" মতে শ্রীহর্ষ নানাদেশভাষাজ্ঞ ও সৎকবি; যথা ৮ম তরঙ্গে—

সোঽশেষদেশভাষাজ্ঞঃ সর্ব্বভাষাসু সৎকবিঃ।
কৃৎস্নবিদ্যানিধিঃ প্রাপ খ্যাতিং দেশান্তরেষপি॥

শ্রীহর্ষের গ্রন্থের নাম "রাজতরঙ্গিণী" মধ্যে নাই। তথাপি তিনি যে রত্নাবলী ও নাগানন্দ রচনা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় করা অন্যায়। বাণভট্টকে কেহ কেহ "রত্নাবলী"-রচক বলেন। তাহার এই মাত্র কারণ, তৎকৃত "হর্ষচরিতের" প্রারম্ভে এবং "রত্নাবলীর" সূত্রধরমুখে "দ্বীপাদন্য-স্মাদপি" এই এক রূপ শ্লোকারম্ভ দেখিয়াই সংশয় হইয়াছে। ইহাতে বাণ-ভট্টকে রত্নাবলীপ্রণেতা বলা কতদূর সঙ্গত, বিজ্ঞ পাঠকবর্গ বিবেচনা করি-বেন। মহামহোপাধ্যায় উইলসন সাহেব কহেন, শ্রীহর্ষদেব ১১১৩ হইতে ১১২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীররাজ্য শাসন করেন; কিন্তু এই কালনিরূপণ আমাদিগের যুক্তিসঙ্গত বোধ হইতেছে না। কেননা মালবেশ্বর মুঞ্জের সভা-সদ্ ধনঞ্জয়কৃত "দশরূপ" এবং ভোজদেব প্রণীত "সরস্বতীকণ্ঠাভরণ" মধ্যে রত্নাবলী ও নাগানন্দ হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই অলঙ্কার-গ্রন্থদ্বয় ১১১৩ খ্রীষ্টাব্দের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত, সুতরাং তাহা হইলে শ্রীহর্ষের কৃত দৃশ্যকাব্যদ্বয় উইলসন সাহেবের আনুমানিক কালে রচিত হয় নাই।

শ্রীহর্ষ স্বয়ং লিখিয়াছেন, "শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ" এবং "শ্রীহর্ষদেবেনা-পূর্ব্ববস্তুরচনালঙ্কৃতা রত্নাবলী।"

তথা শ্রীহর্ষদেবেনাপূর্ব্ববস্তুরচনালঙ্কৃতং বিদ্যাধর-
চক্রবর্ত্তিপ্রবিবদ্ধং নাগানন্দং নাম নাটকং।

এ কথা যথার্থ—

"নাগানন্দ দৃশ্য কাব্য অতি চমৎকার।
কাব্যপ্রিয়-গলে বহুমূল্য রত্নহার॥
রত্নাবলী—( যার কিবা সুচারু গ্রন্থন! )
কোথা রয় তার কাছে হীরক রতন॥"

রত্নাবলীর নান্দীমুখে গ্রন্থকার হরপার্ব্বতীকে প্রণাম করিয়াছেন; কিন্তু তাহার পরে নাগানন্দ রচনা করেন, তাহাতে বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়া মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, শ্রীহর্ষ শেষে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন। *

* স্বর্গীয় পিতৃদেবের লিখিত এই প্রবন্ধ পাঠের পর আমি এই শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে আরও দুই চারিটী বিষয় অনুসন্ধানে বিজ্ঞাত হইয়াছি। তাহা এই গ্রন্থাবলীর স্থলবিশেষে লিখিব, এরূপ ইচ্ছা আছে। [ শ্রীমঃ

# হেমচন্দ্র।

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime,
And, departing, leave behind us
Foot-prints on the sands of time."

LONGFELLOW.

# হেমচন্দ্র।

"রাসমালা" নামক গুজরাটের পুরাবৃত্ত মধ্যে লিখিত আছে, হেমচন্দ্র বা হেমাচার্য্য মহারাজ কুমারপালের রাজ্যকালে বর্ত্তমান ছিলেন। ওদায়নের জৈনাচার্য্যগণ তাঁহার জীবনচরিত সংক্রান্ত যে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই "রাসমালায়" সঙ্কলিত হইয়াছে, এবং আমরাও তাহাই এস্থলে গ্রহণ করিয়া প্রস্তাব আরম্ভ করিলাম। হেমচন্দ্রের পিতার নাম চাচিঙ্গ এবং মাতার নাম পাহিনী। ইঁহারা উভয়ে গুজরাটে বাস করিতেন; হেমচন্দ্রের প্রকৃত নাম চংদেব। তাঁহার পিতার হিন্দুধর্ম্মে অটল ভক্তি ছিল, কিন্তু পাহিনী দেবী গোপনে জৈন ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন। হেমচন্দ্রের অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে একদা দেবচন্দ্র আচার্য্য, তাঁহার অনুপম মুখশ্রী এবং দেবতুল্য কান্তি সন্দর্শনে তাঁহার পিতার অবর্ত্তমানে পাহিনী দেবীর সম্মতিক্রমে, তাঁহাকে করুণাবতী-মন্দিরে জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য লইয়া গেলেন। চাচিঙ্গ বাটী প্রত্যাগত হইয়া তাঁহার পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া যার পর নাই পরিতাপিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে করুণাবতী-মন্দিরে চঙ্গদেবের উদ্দেশে গমন করিলেন। তথায় দেবচন্দ্র আচার্য্যের নিকট জ্ঞাত হইলেন যে, তাঁহার তনয় হেমচন্দ্র নাম গ্রহণ করিয়া উদয়ন মন্ত্রীর আবাসে জৈন ধর্ম্মের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিতেছেন। হেমচন্দ্রের মন জৈনাচার্য্যবর্গের উপদেশে এত আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তিনি পিত্রালয়ে কোন ক্রমেই প্রত্যাগত হইলেন না। কিয়ৎকাল মধ্যেই তিনি সূরি বা আচার্য্য পদ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে সুবিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। সসৈন্যে কুমারপাল মালবদেশে প্রবেশ করিলে উদয়ন মন্ত্রীর দ্বারা তিনি রাজসমীপে নীত হইলেন, এবং তাঁহার বাক্যালাপে নৃপতির হৃদয় অতীব প্রফুল্ল হইল। রাজা হেমাচার্য্যের উপদেশানুসারে সাগরের তরঙ্গমালায় ভগ্নপ্রায় দেবপত্তনে সোমেশ্বরের মন্দির বহু ব্যয়ে সংস্কার করেন, এ বিষয় উক্ত মন্দিরের প্রস্তরফলকে (৮৫০) বল্লভী সম্বৎ মধ্যে সম্পন্ন হয়, খোদিত ছিল। এই কীর্ত্তির জন্য প্রস্তরফলকের লিপিতে কুমারপালের ভূরি ভূরি প্রশংসা করা হইয়াছে। রাজা কুমারপাল

আচার্য্য হেমচন্দ্রের উপদেশ মতে মন্দিরের সংস্কার কার্য্য শেষ পর্য্যন্ত দুই বৎসর আমিষ ভোজন ও স্ত্রীসংসর্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ দেখিলেন রাজসভায় তাঁহাদের দিন দিন সম্মান খর্ব্ব হইতে লাগিল, সুতরাং তাঁহারা হেমচন্দ্র যাহাতে হতমান হন, তাহার ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের উপর জৈনাচার্য্যের প্রভুত্ব অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা রাজাকে মন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিবস হেমচন্দ্রের সঙ্গে একত্র উপাসনা করিতে কহিলেন। হেমচন্দ্র জৈন, তিনি সোমপূজক ছিলেন না; কিন্তু রাজার প্রস্তাবে অগত্যা সম্মত হইতে হইল। তিনি গির্ণার এবং শক্রঞ্জয় পর্ব্বতের জৈন তীর্থবিলোকনানন্তর দেবপত্তনে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তথা হইতে রাজা ও পারিষদবর্গের সহিত সোমেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের প্রধান পূজক ব্রাহ্মণ শ্রীবৃহস্পতি সমভিব্যাহারে রাজা ও হেমচন্দ্র দেবতাকে বন্দনা এবং প্রদক্ষিণাদি করিলেন। রাজা ও পারিষদবর্গ হেমচন্দ্রকে এতদিন জৈন জানিতেন, এক্ষণে তাঁহাকে পৌত্তলিকের ন্যায় উপাসনা করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের ভ্রম দূর হইল। হেমচন্দ্র অতি চতুর, তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। কেবল রাজপ্রসাদ লাভের জন্য তাঁহাকে নানা কৌশল করিতে হইল; এ বিষয়ে তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করিল, বলিতে হইবেক। সোমেশ্বর হইতে তিনি রাজাকে লইয়া অনিহীলপুরে গমন করিলেন। তথায় তাঁহাকে জৈন ধর্ম্মের অনেক রহস্য কহিলেন, এবং ক্রমে কুমারপালের হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস হ্রাস পাইয়া আসিল। গুজরাটের মধ্যে তিনি পশুহিংসা নিবারণ করিলেন, এবং তাঁহার অনুজ্ঞায় ব্রাহ্মণগণ চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত দেবদেবীর নিকট পশ্বাদি বলিদানের পরিবর্ত্তে শস্যাদি উপহার দিতেন। কুমারপালের জৈন ধর্ম্মে বিশ্বাস ক্রমেই অটল হইয়া উঠিল। তিনি অনিহীলপুরে "কুমারবিহার" নামক পার্শ্বনাথের মন্দির স্থাপন করিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক দেবপত্তনে একটী সুদৃশ্য জৈন মন্দির নির্ম্মিত হইল। কুমারপাল জৈন ধর্ম্মের চতুর্দ্দশ আজ্ঞানুসারে দীক্ষিত হইয়া, প্রজাবর্গের মধ্যে স্বীয় অকৃত্রিম দয়া ও ধর্ম্মের প্রোজ্জ্বলদীধিতি বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন, এবং সকলেই তাঁহাকে রঘু, নহুষ ও ভরতের সমকক্ষ বলিতে লাগিল। "প্রবন্ধচিন্তামণি" মধ্যে কুমারপালের অনেক বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে, কিন্তু সে

সকল হেমচন্দ্রের বিষয়ে অপ্রাসঙ্গিক বোধে গ্রহণে বিরত হইলাম। কুমারপালের ত্রিংশৎ বর্ষ রাজ্যকালে হেমাচার্য্য আপনাকে অত্যন্ত প্রাচীন বোধ করিয়া নির্ব্বাণ কামনায় আহারাদি এক কালে পরিত্যাগ করিলেন। এবং কিয়দ্দিবসের মধ্যেই ৮৪ বর্ষ বয়ঃক্রমে তাঁহার মৃত্যু হইল। হেমচন্দ্র সম্বন্ধে অলৌকিক নানাবিধ গল্প প্রচলিত আছে, কিন্তু তৎসমুদায় অকিঞ্চিৎকর বিবেচনায় গ্রহণ করিলাম না। "রাসমালার" মতানুসারে তিনি ১১৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন। প্রসিদ্ধ জৈন বৈয়াকরণ পূজ্যপাদ এবং জৈন জ্যোতিষ-শাস্ত্রবেত্তা অমিত যতির পরে হেমচন্দ্র বর্ত্তমান ছিলেন। এবং ইহাও স্থির হইয়াছে যে, তাঁহার সময়ে "জৈন কল্পসূত্র" রচিত হয়।

হেমচন্দ্র শ্বেতাম্বর জৈন। তিনিই এই সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য্য এবং ইহাঁরই দ্বারা জৈন ধর্ম্মের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। "সময়ভূ" গ্রন্থে লিখিত আছে, তিনি পাটলিপুত্রনিবাসী এবং তথা হইতে গুজরাটে গমন করেন। এই গ্রন্থে তাঁহার জীবনচরিত সংক্রান্ত অন্য কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

হেমচন্দ্র "অভিধানচিন্তামণি," "প্রাকৃত ব্যাকরণ" এবং "ত্রিষষ্ঠী শলকা-পুরুষ চরিত" * রচনা করেন। "অভিধানচিন্তামণি" অতি প্রসিদ্ধ জৈন-কোষ †। "শব্দকল্পদ্রুমে" ইহার অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, অভিধানচিন্তামণির নানার্থ ভাগ "বিশ্বকোষ" হইতে সঙ্কলিত, কিন্তু আমরা ঐ কথায় অনুমোদন করি না; কেন না, কোলাচল মল্লিনাথ সুরি এই নানার্থ ভাগের অনেক প্রমাণ তাঁহার টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, সুতরাং "বিশ্বকোষ" তাহার পরে রচিত হয়, এ বিষয় বিশেষরূপে অনুশীলন করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

"অভিধানচিন্তামণি" সংস্কৃত জৈন অভিধান। ইহাতে জৈন ধর্ম্মের সমুদায় শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে।

---

* এই জৈন মহাকাব্য একখানি মাত্র বিলাতের "রএল এসিয়াটিক্ সোসাইটীর" পুস্তকালয়ে আছে।

† ইহা "হৈম-নামমালা" নামেও বিখ্যাত। [ শ্রীমঃ

কেহ কেহ অনুমান করেন "অনেকার্থশব্দসংগ্রহ" অভিধানচিন্তামণির অন্তর্গত, কিন্তু আমরা সে কথায় অনুমোদন করিতে পারিলাম না। এখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ; কেননা প্রতিজ্ঞাবাক্যে লিখিত আছে, "আর্হতদিগের ব্যবহৃত একার্থ শব্দ সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া আমি ইহাতে "অনেকার্থ শব্দ সংগ্রহ করিব এবং ইহা একস্বরাদি ক্রমে ছয় কাণ্ডে বিভক্ত হইবে।" যথা—

ধ্যাত্বার্হতকৃতৈকার্থ-শব্দসন্দোহসংগ্রহং।
একস্বরাদি-ষট্‌কাণ্ড্যা কুর্ব্বেঽনেকার্থসংগ্রহং॥

অনন্তর—"ইত্যাচার্য্যহেমচন্দ্রবিরচিতেঽনেকার্থসংগ্রহেঽব্যয়ানেকার্থাধিকারঃ" এই বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্তি করিয়াছেন। তথা—

"প্রণিপত্যার্হতঃ সিদ্ধসাঙ্গশব্দানুশাসনঃ।
রূঢ়যৌগিকমিশ্রাণাং নাম্নাং মালাং তনোম্যহম্॥"

এই প্রতিজ্ঞায় হেমচন্দ্র অভিধানচিন্তামণির আরম্ভ করেন। অতএব অনেকার্থ সংগ্রহ, অভিধান চিন্তামণির অন্তর্গত হইলে, উক্ত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিজ্ঞাবাক্য লক্ষিত হইত না এবং অনেকার্থ সংগ্রহের সমাপ্তিবাক্যও উক্ত প্রকার হইত না। অভিধানচিন্তামণির অন্তর্গত হইলে এইরূপ হইত— "ইত্যভিধানচিন্তামণৌ অনেকার্থসংগ্রহঃ।" টীকাকার অভিধানচিন্তামণির প্রথম শ্লোকব্যাখ্যায় "সিদ্ধসাঙ্গশব্দানুশাসনঃ" এই অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"শ্রীসিদ্ধহেমচন্দ্রাভিধং ব্যাকরণং যস্য সোঽহং", শ্রীসিদ্ধহেমচন্দ্র নামক ব্যাকরণ যাহার সেই হেমাচার্য্য আমি এই নামমালা বিস্তার করিতেছি। এতদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হইতেছে যে, হেমচন্দ্রের কৃত একখানি ব্যাকরণ গ্রন্থও ছিল, এক্ষণে তাহার আর কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় না। হেমচন্দ্রকৃত "লিঙ্গানুশাসন" এবং "শীলোঞ্ছ" অর্থাৎ স্বকৃত অভিধানের প্রত্যেক কাণ্ডের পরিশিষ্ট বর্ত্তমান আছে। আমরা হেমকোষ অচিরে মুদ্রিত করিব, * তাহার ভূমিকায় গ্রন্থের সারমর্ম্ম সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

---

* এই প্রতিজ্ঞার অল্পকাল পরেই এই গ্রন্থ স্বল্প টীকার সহিত কলিকাতায় নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট্ বাবু ভুবনচন্দ্র বসাকের প্রেসে মুদ্রিত করা হইয়াছিল, অদ্যাপি সেই মুদ্রিত পুস্তক নানাস্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। [ শ্রীমুঃ

হেমচন্দ্রকৃত একখানি রামায়ণ আছে। এই গ্রন্থে তিনি তাদৃক্ কবিত্ব প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

সংস্কৃতবিদ্যাবিশারদ ডাক্তার বুলর সাহেব হেমচন্দ্রকৃত "দেশীশব্দসংগ্রহ" নামক প্রাকৃত অভিধান প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই গ্রন্থ ১৫৮৭ সম্বৎ মধ্যে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে চারি সহস্র প্রাকৃত শব্দ আছে এবং ইহা ৩৩২৫ শ্লোকে সম্পূর্ণ। পাঠকবর্গকে ইহার রচনাপ্রণালী দেখাইবার জন্ত নিম্নে প্রথম ৪টী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম। তাহাতেই "দেশী কোষের" উদ্দেশ্য অবগত হইতে পারিবেন।

গমণয় পমান গহির সহির মহির মহি বংগম রহবসা।
জয়ই জিনিং দান অশেষ ভাস বরিনামিনী বাণী। ১।
নীসেসদে শিপরমল পন্ন বি অকুজহলাউলত্তেন।
বিরইজ্জই দেশী সদ্দসংগহো বন্নক মন্নহও। ২।
জে লক্ষনে ন সিদ্ধানয় সিদ্ধা সকয়াভি হানেহ্ন।
পয় গত্তন লক্ষণা সত্তিসম্ভবা তে ইহ নিবদ্ধা। ৩।
দেশ বিশেষ ভূসিদ্ধিহ পন্নমানা অনং তয়া হুণ্ডি।
তম্হা অনাই পাইয় পয়ট্ট ভাবা বিশেসত্ত দেসী। ৪।

বোধ হয় ভানুদীক্ষিত অমরকোষের টীকায় এই দেশী কোষের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। একখানি জৈন গ্রন্থে দৃষ্ট হইল, হেমচন্দ্র বৈশ্য ছিলেন।

# হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়।

——নাট্যপ্রথা মনোহর।
চিরদিন হিন্দুগণ করিবে আদর॥
চতুর্দ্দশপদী-কবিতামালা।

# হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়।

মনুষ্য স্বভাবতঃ আমোদপ্রিয়। দৈনন্দিন কার্য্য সমাপনান্তে একজন বিষয়ী ব্যক্তিরও কোন প্রকার আমোদে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিতে বাসনা হয়; কালক্রমে সমাজের সংস্কার ও অবস্থার পরিবর্ত্ত সহকারে আমোদ প্রমোদের পরিবর্ত্ত হইতেছে। সর্ব্বপ্রকার আমোদ প্রমোদের মধ্যে তৌর্য্যত্রিক সর্ব্বপ্রধান, এবং কি সভ্য বা অসভ্য সকল জাতির আদরণীয়। সুসভ্য ইয়ুরোপীয়েরা যন্ত্রসহযোগে বীটোবন বা বেলীনির সঙ্গীতে, হিন্দুগণ বিশুদ্ধ তানলয় স্বর সংযোগে সুমধুর "গীতগোবিন্দ" গানে, এবং অসভ্য আদিমবাসিগণ ঢক্কা বা দামামা বাদন দ্বারা স্ব স্ব অবকাশ কাল অতিবাহিত করেন। ইহার মধ্যে বীণাবাদনকারী এবং ঢক্কাবাদ্যকার উভয়েই সমান আমোদে প্রবৃত্ত, কেবল সমাজের সংস্কারে রুচিভেদ দৃষ্ট হয়। আদিমবাসীর কর্ণকঠোর কণ্ঠস্বরে এবং ইদানীন্তন সুসভ্য ব্যক্তির বাক্যালাপে যেরূপ প্রভেদ, সঙ্গীতেও তাদৃশ প্রভেদ প্রতীয়মান হইবেক। ভাষার ও মনুষ্যের অবস্থার পরিবর্ত্ত সহকারে সঙ্গীতের উন্নতি হইয়াছে।

সঙ্গীত মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। দুগ্ধপোষ্য বালক কিঞ্চিৎ আহ্লাদিত হইলেই মস্তকে হস্তোত্তোলন করিয়া নৃত্য ও গান করিবে এবং দুর্ব্বলমনা বঙ্গীয় কামিনী প্রিয়জন-বিয়োগে নানামত খেদগানে প্রতিবাসিগণের মন করুণরসে আর্দ্র করে। সভ্যতার প্রোজ্জ্বল দীধিতি বিকীর্ণ হইবার পূর্ব্বে মনুষ্য পদ্যে মনের ভাব ব্যক্ত করিত। এক্ষণে নাট্যাভিনয়ে যেরূপ কবিতায় বাক্যালাপ হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রাচীনকালে অসভ্যগণ তারস্বরে কথা বলিয়া তাহা "হো" বা "ও" শব্দে শেষ করিত *। মনুষ্যপ্রণীত প্রথম গ্রন্থ পদ্যে রচিত। আর্য্যজাতির বেদ, মনুষ্যের প্রথম রচনাকুসুম। উহার মন্ত্রভাগ আদ্যোপান্ত কবিতায় রচিত, এবং পরে ব্রাহ্মণভাগ গদ্যে রচিত হয়। যজুর্ব্বেদের মন্ত্র-

---

* বৈদিক সামগানের শেষে যে "হাউ" প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ হয়, তাহা অভিহিত রীতির অনুযায়ী।

ভাগ যদিও গদ্যের ন্যায়, তথাপি তাহা স্বরসংযোগে পাঠ্য। সঙ্গীতে মনো-মধ্যে কোন বিষয়ের শীঘ্র ধারণা হয়, এজন্য ঈশ্বরের প্রেমে সহজে লোকের মন আকৃষ্ট করিবার জন্য প্রাচীন কালে ঈশ্বর-বিষয়ক বিবরণ গীতস্বরে পঠিত হইত। পরে সঙ্গীত পৃথক্ শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত হইল, এবং কাল-ক্রমে এই গীতের বা কবিতাশাস্ত্রের উন্নতি হইতে লাগিল। সঙ্গীত মনকে শীঘ্র আর্দ্র করিতে পারে; এজন্য ঈশ্বর-প্রেমিক ও নাস্তিক সকলেই সঙ্গীত-প্রিয়। ইয়ুরোপে ফরাশীস বিজ্ঞানবিৎ কোমৎ-মতাবলম্বিগণ, প্রত্যয়দর্শন-বাদি-সভার অধিবেশনের পূর্ব্বে "হার্মোনিয়ম" যন্ত্র সহকারে নানারস-সমা-কীর্ণ কবিতাকলাপ গান করিয়া উপস্থিত সভ্য-নিকরের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন। সঙ্গীত সর্ব্বমনোরঞ্জনী বিদ্যা এবং এজন্যই শাস্ত্রকারেরা কহেন "গানাৎ পরতরং নহি"। আমরা অদ্য এই প্রস্তাবে কেবল হিন্দুদিগের প্রাচীন নাট্যাভিনয়ের বিষয় লিখিব। পরে কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতের বিষয় লিখিতে ইচ্ছা আছে।

সঙ্গীত দ্বিবিধ, দৃশ্য এবং শ্রাব্য, যথা "সঙ্গীতং দ্বিবিধং প্রোক্তং দৃশ্যং শ্রাব্যঞ্চ সূরিভিঃ"। ইহার মধ্যে গীত ও বাদ্য শ্রাব্য, এবং নৃত্য দৃশ্য সঙ্গীত মধ্যে পরিগণিত। এইরূপ কাব্যও দ্বিবিধ, যথা সাহিত্য দর্পণে "দৃশ্যশ্রব্যত্ব-ভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধা মতং। দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ং যৎ।" নাটকের অভিনয়-ক্রীড়া হইয়া থাকে, এজন্য তাহার অপর নাম দৃশ্য-কাব্য। অভি-নয়ের সঙ্গীত ও নৃত্য প্রধান অঙ্গ এবং তাহার সহিত কুশীলবগণের অঙ্গ-ভঙ্গী ও বাক্যচাতুরী বিশেষ আবশ্যক। মহামুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা। কথিত আছে, তিনি উহা ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রের সভায় গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণকে শিক্ষা দিতেন। মহাদেব স্বয়ং তাণ্ডব ও পার্ব্বতী লাস্য নৃত্য করিতেন, যথা দশরূপম্—

> "উদ্ধৃত্যোদ্ধৃত্য সারং যমখিলনিগমান্ নাট্যবেদং বিরিঞ্চি-
> শ্চক্রে যস্য প্রয়োগং মুনিরপি ভরতস্তাণ্ডবং নীলকণ্ঠঃ।
> শর্ব্বাণী লাস্যমস্য প্রতিপদমপরং লক্ষকঃ কর্ত্তুমিষ্টে
> নাট্যানাং কিন্তু কিঞ্চিৎ প্রগুণরচনয়া লক্ষণং সঙ্ক্ষিপামি॥"

লাস্য ও তাণ্ডব চারি অংশে বিভক্ত, যথা—পেবলি, বহুরূপ, যৌবত এবং

ছুরিত। অভিনয়কালে পুরুষেরা বহুরূপ, ও রূপলাবণ্যবতী নটীগণ যৌবত এবং ছুরিত নৃত্য করিয়া থাকে। এই সকল নৃত্য মাত্রই তালের অধীন, যথা দশরূপম্—"নৃত্যং তাললয়াশ্রয়ম্।" পূর্ব্বকালে দেবতারাও নৃত্যে পরাঙ্মুখ ছিলেন না; এবং মহাভারত ও সংস্কৃত নাটকে দৃষ্ট হয় যে, রাজা ও সম্ভ্রান্তবংশীয় রমণীগণ নৃত্য শিক্ষা করিতেন। এক্ষণে ভারতবর্ষীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে নৃত্য একবারে লোপ পাইয়াছে। ইয়ুরোপীয়েরা নৃত্যে অত্যন্ত নিপুণ। "বলে" যদি কোন পুরুষ বা কামিনী নৃত্য করিতে না পারেন, তবে তাঁহার সমাজ মধ্যে বাস করা ভার হইয়া উঠে। রাজা, মন্ত্রী, সকলেই নৃত্য করিয়া থাকেন। অশীতিবর্ষ-বয়স্ক পুরুষকেও নৃত্যে নিপুণতা দেখাইতে হয়; এবং এই নৃত্যেই যুবক যুবতী পরস্পরের মন হরণ করিয়া পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইবার প্রথম সূচনা করেন। শুক্লকেশধারী প্রশান্তমূর্ত্তি প্রাড়্বিবাকের লম্ফ দিয়া দ্রুতবেগে নৃত্য একপ্রকার বিড়ম্বনা মাত্র, কিন্তু ইংরাজ-সভ্যতায় সকলই শোভা পায়—কাহার সাধ্য ইহার প্রতিবাদ করে! সূর্য্যবংশীয় মহাতেজা জয়পুরাধিপতিকেও ইংরাজের অনুকরণ করিয়া নৃত্য করিতে হইল। বোধ হয়, কালে স্ত্রী-স্বাধীনতার একজন প্রধান উত্তরসাধক রামকৃষ্ণ বসু, স্বীয় প্রণয়িনী নৃত্যকালী বসুর হাত ধরিয়া প্রকাশ্য "বলে" নৃত্য করতঃ ইংরাজগণের প্রীতিভাজন হইবেন। কালে সকলই ঘটিতে পারে!

নাটক অঙ্ক ও গর্ভাঙ্কে বিভক্ত। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে নান্দীপাঠক, বিদূষক, সূত্রধর, পারিপার্শ্বিক ও নট নটীর উল্লেখ থাকিবে। পুরুষগণের ভাষা সংস্কৃত এবং স্ত্রীলোকের প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন হওয়া আবশ্যক, যথা সাহিত্যদর্পণে ভাষা-বিভাগঃ—

পুরুষাণামনীচানাং সংস্কৃতং স্যাৎ কৃতাত্মনাং।
শৌরসেনী প্রযোক্তব্যা তাদৃশীনাঞ্চ যোষিতাং॥
আসামেব তু গাথাসু মহারাষ্ট্রীং প্রযোজয়েৎ।
অত্রোক্তা মাগধী ভাষা রাজান্তঃপুরচারিণাং॥
চেটীনাং রাজপুত্রাণাং শ্রেষ্ঠিনাং চার্দ্ধমাগধী।
প্রাচ্যা বিদূষকাদীনাং ধূর্ত্তানাং স্যাদবন্তিকা॥

যোধনাগরিকাদীনাং দাক্ষিণ্যাত্যা হি দীব্যতাং।
শকারাণাং শকাদীনাং শাকারীং সম্প্রযোজয়েৎ॥
বাহ্লীকভাষা দিব্যানাং দ্রাবিড়ী দ্রবিড়াদিষু।
আভীরেষু তথাভীরী চাণ্ডালী পুক্কসাদিষু॥
আভীরী শাবরী চাপি কাষ্ঠপত্রোপজীবিষু।
তথৈবাঙ্গারকারাদৌ পৈশাচী স্যাৎ পিশাচবাক্॥
চেটানামপ্যনীচানামপি স্যাৎ শৌরসেনিকা।
বালানাং ষণ্ডকানাঞ্চ নীচগ্রহবিচারিণাং॥
উন্মত্তানামাতুরাণাং সৈব স্যাৎ সংস্কৃতং কচিৎ॥
ঐশ্বর্য্যেণ প্রমত্তস্য দারিদ্র্যোপস্কৃতস্য চ।
ভিক্ষুবন্ধধরাদীনাং প্রাকৃতং সম্প্রযোজয়েৎ॥
সংস্কৃতং সম্প্রযোক্তব্যং লিঙ্গিনীষূত্তমাসু চ।
দেবীমন্ত্রিসুতাবেশ্যাস্বপি কৈশ্চিত্তথোদিতং॥
যদ্দেশং নীচপাত্রন্তু তদ্দেশং তস্য ভাষিতং।
কার্য্যতশ্চোত্তমাদীনাং কার্য্যো ভাষাবিপর্য্যয়ঃ॥
যোষিৎসখীবালবেশ্যা-কিতবাপ্সরসাং তথা।
বৈদগ্ধ্যার্থং প্রদাতব্যং সংস্কৃতং চান্তরান্তরা॥

উচ্চপদবীস্থ ভদ্র পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের বক্তব্য ভাষা সংস্কৃত। তাদৃশ স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে "শৌরসেনী" এবং তাদৃশ ভদ্রস্ত্রীজাতীয় গাথা-সম্পর্কে "মহারাষ্ট্রী" ভাষা প্রযুক্ত হইবে।

রাজান্তঃপুরচারী জনগণের "মাগধী।" রাজপুত্র ও রাজপরিচারক এবং শ্রেষ্ঠীদিগের সম্বন্ধে "অর্দ্ধমাগধী।" বিদূষকের "প্রাচ্য," ধূর্ত্তের "অবন্তিকা," যোদ্ধা ও নাগর প্রভৃতির পক্ষে "দাক্ষিণাত্য" ভাষা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

শকার এবং শক প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির প্রতি "শাকারী," এবং বাহ্লিকের "বাহ্লিকী," দ্রাবিড়ের দ্রাবিড়ী," আভীর-দেশীয়ের "আভীরী," পহ্লবের ও তৎসদৃশ জাতির "চাণ্ডালী" রীতির ভাষা ব্যবহার্য্য।

কাষ্ঠ বা পর্ণাদিজীবী ব্যক্তির সম্বন্ধে "আভীরী" বা "চাণ্ডালী," অঙ্গারকারক প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়িগণেরও "আভীরী বা চাণ্ডালী" ভাষা গ্রাহ্য। কুৎসিতবাক্ মূর্খদিগের পক্ষে "পৈশাচী" এবং উচ্চ পদাভিষিক্ত চেটচেটীদিগের "শৌরসেনী," বালক, উন্মত্ত, ষণ্ড, নীচ গ্রহগণকের ও

আর্ত্ত ব্যক্তিদিগের "শৌরসেনী," স্থলবিশেষে "সংস্কৃত"ও ব্যবহার্য্য। ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত এবং দারিদ্র্যব্যাকুল, ভিক্ষু, বল্কধারী জনগণের "প্রাকৃত" প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। উত্তমাশয় ব্যক্তি, লিঙ্গধারী (চিহ্নধারী যথা কপট সন্ন্যাসী প্রভৃতি) ব্যক্তি, দেবী, মন্ত্রিকন্যা ও বেশ্যা—এই সকল ব্যক্তির পক্ষে "সংস্কৃত" ভাষাই শোভনীয়। অন্য প্রকার হইলেও হানি নাই।

পরন্তু, যে দেশ নীচপ্রধান, সে দেশ বা সে দেশীয় সম্বন্ধে তত্তৎ ভাষা (অর্থাৎ নীচ হইলে নীচ শ্রেণীগত ভাষা ইত্যাদি) প্রযুক্ত হইবে। উত্তমাধম-মধ্যম জাতীয় ব্যবহার্য্য ভাষার বিভাগ তত্তৎকার্য্যানুসারে ভাষার বিপর্য্যয় বা পর্য্যয় হইয়া থাকে। স্ত্রী, সখী, বালক, বেশ্যা, ধূর্ত্ত ও অপ্সরাদিগের সম্বন্ধে ভাষা-ব্যবহার-কালে চাতুর্য্যাতিশয় প্রদর্শনের জন্য মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আলঙ্কারিকেরা নাটককে দুই অংশে বিভাগ করিয়াছেন, যথা রূপক ও উপ-রূপক। রূপক দশ ও উপরূপক অষ্টাদশ অংশে বিভক্ত। যথা সাহিত্যদর্পণ—

নাটকমথ প্রকরণং ভাণ-ব্যায়োগ-সমবকার-ডিমাঃ।
ঈহামৃগাঙ্কবীথ্যঃ প্রহসনমিতি রূপকাণি দশ॥
নাটিকা ত্রোটকং গোষ্ঠী সট্টকং নাট্যরাসকং।
প্রস্থানোল্লাপ্যকাব্যানি প্রেঙ্খণং রাসকং তথা॥
সংলাপকং শ্রীগদিতং শিল্পকঞ্চ বিলাসিকা॥
দুর্ম্মল্লিকা প্রকরণী হল্লীশো ভাণিকেতি চ॥
অষ্টাদশ প্রাহুরুপরূপকাণি মনীষিণঃ।
বিনা বিশেষং সর্ব্বেষাং লক্ষ্ম নাটকবন্মতং॥

১। দৃশ্যকাব্য মধ্যে নাটক সর্ব্বপ্রধান। উহার গল্প পৌরাণিক বিবরণ হইতে গৃহীত বা কিয়দংশ কবির মনঃকল্পিত হইবেক। ইহার নায়ক দুষ্মন্তের ন্যায় নৃপতি, রামচন্দ্রের ন্যায় অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন রাজা, বা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় দেবতা। শৃঙ্গার বা বীররস নাটকের বর্ণিত বিষয়। "অভিজ্ঞানশকুন্তল," "মুদ্রারাক্ষস," "বেণীসংহার," "অনর্ঘরাঘব" প্রভৃতি নাটকশ্রেণীভুক্ত।

২। প্রকরণের লক্ষণ নাটকের ন্যায়, কিন্তু ইহার গল্পে সমাজের প্রতি-

কৃতি এবং প্রেমবিষয়ক বর্ণন থাকিবে। প্রকরণ দুই অংশে বিভক্ত, শুদ্ধ এবং সঙ্কীর্ণ। শুদ্ধ প্রকরণের নায়িকা বেশ্যা এবং সঙ্কীর্ণের নায়িকা কোন ভদ্রবংশের প্রতিপালিতা কামিনী বা সহচরী। প্রকরণের নায়ক নাটকের ন্যায় উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি নহেন। ইহার নায়ক মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ বা সম্ভ্রান্ত বণিক্। "মৃচ্ছকটিক," "মালতীমাধব" প্রভৃতি প্রকরণ।

৩। ভাণ, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ এবং প্রারম্ভে ও শেষে সঙ্গীত থাকিবে। নাট্যের নায়ক মাত্র অভিনয় ক্রীড়া করিবেন। তিনি রঙ্গভূমিতে আসিয়া নানা স্বরে ও ভাবভঙ্গী দ্বারা বিবিধ ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া সভ্যগণের মনোরঞ্জন করিবেন। "লীলামধুকর" এবং "সারদাতিলক" ভাণ-শ্রেণীভুক্ত।

৪। ব্যায়োগ, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। যুদ্ধবর্ণন ইহার উদ্দেশ্য, প্রেম বা রহস্য বর্ণনা ইহার উদ্দেশ্য নহে। ইহার নায়ক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ। "জামদগ্ন্যেয়জয়," "সৌগন্ধিকাহরণ" এবং "ধনঞ্জয়বিজয়" ব্যায়োগ গ্রন্থ।

৫। সমবকার, তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ। এবং দেবতা ও অসুরগণের যুদ্ধ-বর্ণন ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা আদ্যোপান্ত বীররস-ব্যঞ্জক এবং উষ্ণিক্ ও গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত। অভিনয়কালে হয়, হস্তী, রথাদি-পরিপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র, তুমুল সংগ্রাম, এবং নগরাদি-ধ্বংস, অতি উত্তমরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। "সমুদ্রমন্থন" নামক একখানি সমবকার সংস্কৃত ভাষায় আছে, তাহাও এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে।

৬। ডিম, বীর ও ভয়ানক রসসংযুক্ত রূপক। ইহা চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। অসুর বা দেবতা ইহার নায়ক। "ত্রিপুরদাহ" নামক একখানি ডিম বর্ত্তমান আছে।

৭। ঈহামৃগ চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ, এবং দেবদেবী ইহার নায়ক নায়িকা। প্রেম ও কৌতুক ইহার বর্ণনোদ্দেশ্য। "কুসুমশেখরবিজয়" একখানি ঈহামৃগ।

৮। অঙ্ক, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং করুণরসপ্রধান রূপক। কোন প্রসিদ্ধ পৌরাণিক বিষয়ে কবি ইহার গল্প রচনা করিবেন। "শর্ম্মিষ্ঠা-যযাতি" একখানি অঙ্ক।

৯। বীথী, ভাণের ন্যায় লক্ষণাক্রান্ত এবং এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। কিন্তু "দশরূপের" মতানুসারে দুই অঙ্ক থাকিবে।

১০। প্রহসন, হাস্যরসপ্রধান রূপক। ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। এবং সমাজের কুরীতি সংশোধন ও রহস্যজনক বিবরণ বর্ণনা করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ রাজা, রাজপারিষদ, ধূর্ত্ত, উদাসীন, ভৃত্য এবং বেশ্যা। ইহার মধ্যে নীচজাতীয় পুরুষগণ স্ত্রীলোকের ন্যায় প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন করিবে। "হাস্যার্ণব," "কৌতুকসর্ব্বস্ব" এবং "ধূর্ত্ত-নাটক" প্রসিদ্ধ প্রহসন।

এই দশ প্রকার রূপক। এক্ষণে অষ্টাদশ প্রকার উপরূপকের বিবরণ সংক্ষেপে বক্তব্য।

১। নাটিকা বা প্রকরণিকা প্রায় একপ্রকার। শৃঙ্গাররস উহার জীবন। "রত্নাবলী নাটিকা" অতি প্রসিদ্ধ।

২। ত্রোটক পাঁচ, সাত, আট বা নয় অঙ্কে সম্পূর্ণ। পার্থিব ও স্বর্গীয় বিষয় ইহার বর্ণনোদ্দেশ্য। যথা 'বিক্রমোর্ব্বশী।"

৩। গোষ্ঠী, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তি ৯।১০ জন পুরুষ এবং ৫।৬টী স্ত্রী। "রৈবত-মদনিকা" একখানি গোষ্ঠী।

৪। সট্টকে একটী আশ্চর্য্য গল্প আদ্যোপান্ত প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইবে। যথা "কর্পূরমঞ্জরী।"

৫। নাট্যরাসক, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং বর্ণনীয় বিষয় প্রেম ও কৌতুক। ইহার আদ্যোপান্ত অভিনয়কালে নৃত্য ও সঙ্গীতে সম্পন্ন হইবেক। "নর্ম্মবতী" ও "বিলাসবতী" এই দুইখানি নাট্যরাসক।

৬। প্রস্থান, নাট্যরাসকের ন্যায়; কিন্তু ইহার নায়ক নায়িকা এবং নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিবৃন্দ অতীব নীচজাতীয়। ইহাও তাল-লয়-স্বর-সংযোগে নৃত্য-গীত-পরিপূর্ণ এবং দুই অঙ্কে সমাপ্ত।

৭। উল্লাপ্য, এক অঙ্কে গ্রথিত এবং প্রেম ও হাস্য ইহার জীবন। ইহার বিষয়টী পৌরাণিক এবং নাট্যে কথোপকথন মধ্যে সঙ্গীত গেয়। "দেবীমহাদেবম্" এই শ্রেণীভুক্ত।

৮। কাব্য, প্রেমবিষয়ক বর্ণন এবং এক অঙ্কে সমাপ্ত। ইহার

মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত এবং কবিতা থাকিবে। "যাদবোদয়" একখানি কাব্য।

৯। প্রেঙ্খণ, বীররসপ্রধান এবং এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার নায়ক নীচশ্রেণীর ব্যক্তি। "বালিবধ" প্রেঙ্খণ প্রসিদ্ধ।

১০। রাসক, হাস্যরস-উদ্দীপক উপরূপক এবং এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার পঞ্চব্যক্তি মাত্র অভিনেতা। নায়ক নায়িকা উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি এবং নায়ক মূর্খ, তথা নায়িকা বুদ্ধিমতী হইবেক। "মেনকাহিত" একখানি রাসক।

১১। সংলাপক এক, দুই, তিন, বা চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার নায়ক প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী। ইহার অধিকাংশ যুদ্ধাদি বর্ণন। "মায়া-কাপালিক" এই শ্রেণীভুক্ত।

১২। শ্রীগদিত এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং ইহার নায়িকা লক্ষ্মী। ইহার অধিকাংশ সঙ্গীত। "ক্রীড়ারসাতল" একখানি শ্রীগদিত।

১৩। শিল্পক, চারি অঙ্কভুক্ত। শ্মশান ইহার রঙ্গস্থল, এবং নায়ক ব্রাহ্মণ ও প্রতিনায়ক চণ্ডাল। ঐন্দ্রজাল ও আশ্চর্য্য ঘটনা শিল্পকের বর্ণনোদ্দেশ্য। "কনকাবতীমাধব" এই শ্রেণীভুক্ত।

১৪। বিলাসিকা, এক অঙ্কে গ্রথিত। প্রেম ও কৌতুক ইহার বর্ণনোদ্দেশ্য।

১৫। দুর্ম্মল্লিকা, হাস্যরসপ্রধান উপরূপক এবং চারি অঙ্কে সমাপ্ত। যথা "ইন্দুমতী।"

১৬। প্রকরণিকা, নাটিকার ন্যায়।

১৭। হল্লীষা, ইংরাজী "অপেরা" বা গীতাভিনয় সদৃশ। অভিনয়ে আদ্যোপান্ত সঙ্গীত ও নৃত্য হইয়া থাকে। ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং অভিনয় কার্য্য এক জন পুরুষ এবং ৮ বা ১০ জন স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া উচিত। "কেলীরৈবতক" এই শ্রেণীভুক্ত।

১৮। ভাণিকা, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং হাস্যরসময়। যথা "কামদত্তা।"

* রূপক ও উপরূপক লক্ষণে পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন সংস্কৃত ভাষায় হিন্দুদিগের ইয়ুরোপীয়গণের ন্যায় সকল প্রকার দৃশ্য কাব্য বর্ত্তমান ছিল।

সেক্সপীয়র, করণীল, মলিএর, ভলটেয়ার প্রভৃতি কবিগণের ন্যায় ভারতবর্ষীয় কবিনিকর যদিও বহুসংখ্যক নাটক লিখিয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি কালিদাস, ভবভূতি,* শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণ যে সকল নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান কবির নাটকের ন্যায় উৎকৃষ্ট, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকর্ত্তব্য। দশরূপ, সাহিত্যদর্পণ, সাহিত্যসার, কুবলয়ানন্দ প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থে যে সকল নাটকের উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। কলিকাতার সংস্কৃত কালেজ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশীয় অধ্যাপকগণ সংস্কৃত নাটকের তাদৃক্ আদর করিতেন না। এমন কি, স্যর উইলিয়ম জোন্‌স্‌কে কেহই নাটকের প্রকৃত বিবরণ উত্তমরূপ পরিজ্ঞাত করিতে পারেন নাই; তৎপরে অনেক কষ্টে রাধাকান্ত নামক জনৈক ভূস্বর তাঁহাকে, নাটক যে ইংরাজী "প্লের" সদৃশ, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। বঙ্গদেশীয়গণ পূর্ব্বে অন্যান্য নাটকাপেক্ষা "প্রবোধ-চন্দ্রোদয়" মনোনিবেশ করিয়া পাঠ করিতেন। তৎপরে বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়গণ ভক্তি-রসপ্রধান "চৈতন্যচন্দ্রোদয়," "জগন্নাথবল্লভ," "বিদগ্ধমাধব," "দানকেলিকৌমুদী," প্রভৃতি নাটক আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন; কিন্তু প্রকৃত কবিত্বশক্তিসম্পন্ন মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রধান কবিগণের দৃশ্য কাব্যের অধ্যাপনায় এক কালে পরাঙ্মুখ ছিলেন। মাননীয় সোমপ্রকাশ-সম্পাদক মহাশয় আমাদিগের একটি প্রস্তাবের প্রতি কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন যে, সুপ্রসিদ্ধ তর্কপঞ্চাননের অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক কণ্ঠস্থ ছিল,—তাহা থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্বে যে বঙ্গদেশে নাটকের অত্যন্ত আলোচনা ছিল, তাহার কোন প্রমাণ হইতেছে না। এখানে যদি নাটকের বহুল প্রচার থাকিত, তাহা হইলে সহজে এই বঙ্গদেশ হইতেই সংস্কৃত কালেজ ও এসিয়াটীক সোসাইটীর নিমিত্ত প্রসিদ্ধ নাটকগুলি সংগৃহীত হইত এবং তাহা হইলে কি জন্য এখানকার শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ ও উইলসন সাহেব বহ্বায়াস স্বীকার করিয়া কাশী কাঞ্চী পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করতঃ "শকুন্তলা," "বিক্রমোর্ব্বশী," "মৃচ্ছকটিক," "উত্তরচরিত" প্রভৃতি সংগ্রহ করিবেন ?

ইয়ুরোপে নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে, এজন্য তথায় নাটকের বহুল

প্রচার। আমাদিগের দেশে অভিনয়প্রথা একালপর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিলে সকল প্রকার দৃশ্য কাব্যের লোপ হইত না। প্রায় প্রসিদ্ধ নাটকসমূহ অভিনয়ের জন্য রচিত। ভবভূতি নটগণের অনুরোধে, কালপ্রিয়নাথ মহাদেবের যাত্রা-মহোৎসবে অভিনয়ের নিমিত্ত "উত্তরচরিত" রচনা করেন; "হয়গ্রীববধ" নাটক মাতৃগুপ্তের সভায় অভিনীত হইবার জন্য লিখিত হইয়াছিল; এতদ্ব্যতীত জগন্নাথের জন্মযাত্রা উপলক্ষে ও মদনমহোৎসবে বিবিধ নাটক রচিত হইত।

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে নাট্যাভিনয়ে বিপুল অর্থব্যয় হইয়া থাকে। "এডিলফি," "হেমারকেট" এবং "থিয়েটার ফ্রান্সের" নাট্যগৃহে অসংখ্য অসংখ্য ব্যক্তি প্রতিবার অভিনয় দর্শনে গমন করিয়া থাকেন, ইহাতে নাটকরচকগণেরও খ্যাতিবিস্তার হয় এবং এক এক জন সুবিখ্যাত নট কিয়ৎকালের মধ্যে বিলক্ষণ ধনসঞ্চয় করেন। অতি অল্প দিবস হইল, পারিসের থিয়েটরে ভিক্তর হ্যুগোর একখানি নাটকের অভিনয় দর্শনে দর্শকগণ এত মোহিত হইয়াছিলেন যে, অভিনয় সমাধা হইলে সকলেই কবিকে একবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার প্রশংসা-ধ্বনি করিল। ইতালীয় "অপেরা" অর্থাৎ গীতাভিনয় ইউরোপীয়গণের অধিক প্রিয়। সঙ্গীতবিদ্যানিপুণা, সুমধুরভাষিণী, প্রিয়দর্শনা পাটীর সঙ্গীত শুনিতে এক এক বার সহস্র সহস্র লোক উপস্থিত হইয়া থাকে। এবারে কলিকাতায় ইতালীয় "অপেরা" আগমন না করায় সাহেবসমাজ যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়াছিলেন। যদি লুইসের থিয়েটর শীত ঋতুতে না আসিত, তবে কলিকাতার ন্যায় অমরাবতীতে তাঁহাদিগের বাস করা কঠিন হইয়া উঠিত। নাটকের অভিনয় দর্শন বিশুদ্ধ আমোদ। ইহাতে প্রসিদ্ধ কবিগণের রচনা মনোমধ্যে উত্তমরূপ অঙ্কিত হয় এবং সমাজের কুরীতি-সংশোধন প্রহসন দ্বারা যেমত হইয়া থাকে, এমত কিছুতেই হয় না। নীতিশাস্ত্রবিশারদগণের বক্তৃতা অপেক্ষা কবির ব্যাজোক্তি দ্বারা সমাজের অনেক উন্নতি হইয়া থাকে। "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" ও "চক্ষুদান" প্রহসনের অভিনয় দর্শনে অনেক বহুবিবাহপ্রিয় এবং লম্পটের চৈতন্য হইয়াছে।

আমাদিগের বঙ্গীয় সমাজে দিন দিন বিস্তার বিমল বিদ্যা বিস্তারিত

হইতেছে বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সুসভ্যগণের ন্যায় রুচির পরিবর্ত্ত না হওয়ায় অত্যন্ত পরিতাপিত হইতেছি। যে আর্য্যজাতি উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরে সামবেদ গান করিয়া কাননস্থ পশু পক্ষীকেও মোহিত করিতেন, যাঁহারা সঙ্গীত শাস্ত্রে অতি প্রবীণ, যাঁহাদের সুধাসম কাব্যরস দিগ্‌দিগন্তবাসী মানবেরা পান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছে, যে আর্য্যজাতির নাট্য প্রথা চিরপ্রসিদ্ধ, অদ্য সেই আর্য্যজাতির অগ্নিস্ফুলিঙ্গসম তেজোরাশি, যবনগণের পদবিমর্দ্দনে এককালে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। আর সে তেজ নাই, সে বুদ্ধি নাই, সে বিদ্যা নাই, কাজেই আমরা দুর্ব্বল, ক্ষীণ, "কুখ্যাত জগতে" অথবা

"—সিংহের ঔরসে
শৃগাল কি পাপে মোরা———"

কাজেই আমাদিগের রুচির পরিবর্ত্ত হইতেছে। মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলার নাট্যাভিনয়-পরিবর্ত্তে, যাত্রার কুৎসিত আমোদে অনুরক্ত হইয়াছি। এ কি সাধারণ পরিতাপের বিষয়! কোথা অভিনয়কালে ভবভূতির উত্তরচরিতে বৈদেহীবিলাপ শ্রবণে হৃদয় বিলোড়িত হইবে, মালতীমাধবে নির্ঝরমালায় সুশোভিত পর্ব্বতের বিচিত্র চিত্রপটসন্নিকটে চিরযোগিনী সৌদামিনীকে দেখিয়া মনোমধ্যে শান্তিরসোদয় হইবে, এবং কোথা মুদ্রারাক্ষসে নীতিশাস্ত্রবেত্তা চাণক্যের বুদ্ধিকৌশলের একশেষ উদাহরণ পাইয়া আধুনিক মেকার ভেলীকেও তুচ্ছবোধ হইবে, তাহা না হইয়া গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায় মানভঞ্জন গানে অনুপ্রাসচ্ছটা ও অর্থশূন্য মধু কাইনের গীত শ্রবণে, এবং রামযাত্রার শীর্ণকায় "কাগজের মুখসে" মুখাবৃত রাবণের বীরত্ব প্রকাশ ও কালুয়া ভুলুয়ার কুৎসিত মুখভঙ্গী দর্শনে, বিরক্ত না হইয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি। বঙ্গসমাজের হিতচিকীর্ষু ব্যক্তি এ সকল দর্শনে যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হয়েন, তাহা বর্ণনাতীত। যাত্রার ন্যায় কুৎসিত আমোদে মনের ভাব কলুষিত হইয়া যায়। কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের এ সকল আমোদ সন্দর্শন করা কখনই উচিত নহে। আজি কালি আমাদিগের জাতীয় বিশুদ্ধ আমোদের হীনাবস্থা সন্দর্শনে অনেক কৃতবিদ্য বাঙ্গালী ইংরাজী থিয়েটর বা "অপেরায়"

গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় সম্প্রতি একটী জাতীয় নাট্যশালা স্থাপিত হওয়াতে আমাদিগের মনঃকষ্ট অনেক নিবারিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহার শৈশবাবস্থা, যদি কার্য্যপ্রণালীর দিন দিন উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, তাহা হইলেই কবির এই খেদগান সফল হইবে—

"অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু মনঃ ক্ষয়।
মধুবলে জাগ মাগো, (ভারত ভূমি) বিভুস্থানে এই মাগ,
সুরসে প্রবৃত্ত হ'ক তব তনয় নিচয়।"

প্রস্তাবের উপসংহারকালে নাট্যামোদী ও সঙ্গীতশাস্ত্রপ্রিয় রাজা যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর ও তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতাকে আমাদিগের আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহাদিগের প্রযত্নে বোধ হয় সঙ্গীত ও নাট্যশাস্ত্র প্রাচীন শ্রী পুনর্ধারণ করিবে।

# বেদ-প্রচার।

"সত্যে নাস্তি ভয়ং কচিৎ"

# বেদ-প্রচার।

বেদের অপর নাম "ত্রয়ী"। ত্রয়ী বলিলে ঋক্, যজু, সাম, এই তিন বেদ বুঝা যায়; অথর্ব্ববেদকে বেদপরিশিষ্ট বলিলেও বলা যায়। পরবর্ত্তী কালে "ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ" এই চারি বেদ মান্য এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে প্রচলিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে বেদ-জ্ঞান-বিহীন ব্যক্তিগণ মনে করিতেন, অথর্ব্ববেদ কোরানের এক অংশ মাত্র, এজন্য আর্য্যগণের মান্য নহে। বিষ্ণুপুরাণে ঐ চারি বেদের কথা লিখিত আছে।

গায়ত্রঞ্চ ঋচশ্চৈব বৃহৎ স্তোমং রথন্তরম্।
অগ্নিষ্টোমঞ্চ যজ্ঞানাং নির্ম্মমে প্রথমান্মুখাৎ।
যজূংষি ত্রৈষ্টুভং ছন্দঃ স্তোমং পঞ্চদশং তথা।
বৃহৎ সাম তথোক্থঞ্চ দক্ষিণাদসৃজন্মুখাৎ।
সামানি জগতীচ্ছন্দঃ স্তোমং সপ্তদশং তথা।
বৈরূপ-মতিরাত্রঞ্চ পশ্চিমাদসৃজন্মুখাৎ।
একবিংশ-মথর্ব্বাণ-মাপ্তোর্যামানমেবচ।
আনুষ্টুভং সবৈরাজম্ উত্তরাদসৃজন্মুখাৎ।

অনন্তর ব্রহ্মা প্রথম মুখ হইতে গায়ত্রী ছন্দঃ, ঋগ্বেদ, বৃহৎ স্তোম অর্থাৎ স্তোত্রসাধন ঋক্ সমুদায়, রথন্তর নামক সাম (গানবিশেষ) ও অগ্নিষ্টোম এই সমুদায় উৎপাদন করিলেন। পরে তাঁহার দক্ষিণ মুখ হইতে যজুর্ব্বেদ, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ, পঞ্চদশ স্তোম নামক সামবেদের গান, বৃহৎ সাম ও উক্থ অর্থাৎ সোমসংস্থ যাগ এই সমুদায় উদ্ভূত হইল।

সামবেদ, জগতী ছন্দঃ, সপ্তদশ স্তোম নামক সামবেদের গান, বৈরূপ নামক সাম গান, অতিরাত্র যাগ, ব্রহ্মার পশ্চিম মুখ হইতে উক্তসমুদায়ের উৎপত্তি হয়। একবিংশ স্তোম, অথর্ব্ববেদ, আপ্তোর্যাম নামক যাগ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, ও বৈরাজ সাম, ইহারা ব্রহ্মার উত্তর মুখ হইতে উৎপন্ন হইল। *

প্রজাপতির চতুর্মুখ হইতে চারি বেদের উৎপত্তি পৌরাণিক মত। এ

---

* পুরাণপ্রকাশ। বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ ৫ অধ্যায়। কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

বিষয় বিষ্ণুপুরাণের ন্যায় ভাগবত, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও হরিবংশে লিখিত আছে; কিন্তু প্রাচীন মত মান্য করিতে হইলে বেদত্রয়ী ঋক্, যজুঃ, সাম। নাস্তিক চূড়ামণি বৃহস্পতি কহেন "ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ড-ধূর্ত্তনিশাচরাঃ।" বৈদিক গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে তিন বেদের উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, পূর্ব্বে একমাত্র প্রজাপতি ছিলেন, তিনি সৃষ্টির কামনা করিলেন এবং তাঁহার কঠোর তপস্যার ফল স্বরূপ পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং বায়ু এই তিন লোকের সৃষ্টি হইল। তিনি এই তিন লোকে তাপ প্রদান করিলে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, এই তিনটী জ্যোতিঃ উদ্ভূত হইল। পুনরায় ঐ তিন জ্যোতিতে ভগবান্ প্রজাপতি উত্তাপ প্রদান করিলে তাহা হইতে ঋক্, যজুঃ, সাম, বেদের উৎপত্তি হইল। তাহাতে পুনর্ব্বার উত্তাপ প্রদত্ত হইলে ঐ তিন বেদের সার স্বরূপ ঋগ্বেদ হইতে "ভূঃ," যজুর্ব্বেদ হইতে "ভুবঃ" এবং সামবেদ হইতে "স্বঃ" (ভূর্ভুবঃ স্বঃ) সমুদ্ভূত হইল। ঋগ্বেদিগণ হোত্রী, যজুর্ব্বেদিগণ অধ্বর্য্যু, এবং সামবেদিগণ উদ্গাতা নামে খ্যাত হইলেন। এইরূপে তিন বেদের জ্যোতিঃ হইতে ব্রাহ্মণগণের সকল কর্ম্মের বিধি নিরূপিত হইল।

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ মধ্যেও ঐরূপ তিন বেদের উল্লেখ আছে। পুরুষসূক্ত মধ্যেও লিখিত আছে—পুরুষ হইতে তিন বেদের সৃষ্টি হইল, ইহাতে অথর্ব্ব বেদের নাম উল্লেখ নাই। সায়নাচার্য্য কহেন, যজুর্ব্বেদ ভিত্তি স্বরূপ, তাহাতে ঋক্, সামবেদ চিত্রিত হইয়াছে। এ সকল পাঠে বোধ হয় ঋক্, যজুঃ, সাম বেদের পরে অথর্ব্ববেদ রচিত হয় এবং এক্ষণে যে অথর্ব্ববেদ পাওয়া যায় তাহা অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ শ্রীমদথর্ব্ববেদসংহিতা নামে খ্যাত। পৌরাণিক কালে চারি বেদ প্রচলিত ছিল, সুতরাং সকল পুরাণেই চারি বেদের উল্লেখ আছে।

বেদ নিত্য। মনু কহেন—

—সর্ব্বেষান্তু সনামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥

হিরণ্যগর্ভরূপে অবস্থিত সেই পরমাত্মা সকলের নাম অর্থাৎ মনুষ্য জাতির মনুষ্য, গোজাতির গো ইত্যাদি; ও ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের বেদোক্ত অধ্যয়-

নাদি কর্ম্ম [illegible]ন্যান্য জাতির লৌকিক কর্ম্ম অর্থাৎ কুলালের ঘটনির্ম্মাণ, কুবিন্দের [illegible]র্ম্মাণ ইত্যাদি প্রথমতঃ বেদশাস্ত্র হইতে অবগত হইয়া পূর্ব্ব কল্পে যাহার যেরূপ ছিল এ কল্পেও সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট করিলেন। *

বেদ নিত্য হইল এবং ঈশ্বর তাহাই পাঠ করিয়া দ্বিতীয় কল্পে সৃষ্টি করিলেন। আশ্চর্য্য বিশ্বাস! আশ্চর্য্য কৌশল! মনু লিখিয়াছেন, কাহার সাধ্য অবিশ্বাস করে। কপিল ঘোর নাস্তিক, ঈশ্বর সম্বন্ধে বলিলেন "প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ" অথচ বেদ মানিলেন। দার্শনিকগণ সকলেই বেদ ঈশ্বরপ্রণীত স্বীকার করিয়াছেন, কেবল গৌতম তাহার প্রতিবাদ করিয়া বেদ পৌরুষেয় বলিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বেদকে মনুষ্যপ্রণীত বলা ন্যায়-সূত্রকারের ইচ্ছা ছিল কি না তাহা ভাল জ্ঞাত হওয়া যায় না। বেদ নিত্য বলিয়াও শেষ হইল না, তাহা আবার ঈশ্বরের "গাইড"! আর বলিতে সাহস হয় না, যেটুকু লিখিলাম তাহাতেই প্রাচীন সম্প্রদায় আমার উপর বিলক্ষণ কোপ প্রকাশ করিবেন। সে দিন আমারে একজন কহিলেন "কায়স্থ হইয়া বেদের আলোচনা করিলে কখনই নিয়োগী হইতে পারিবে না।"

বেদ শব্দের প্রকৃত অর্থ "জ্ঞান"; কিন্তু সোমরস এবং গোমাংসের প্রশংসাযুক্ত মন্ত্রে কিরূপ জ্ঞান লাভ হয় বলিতে পারি না। বৈদিক কালে সকলেই উন্মত্ত, সকলেই বেদকে মান্য করিতেন। যজ্ঞস্থলে নিষ্ঠুরতার একশেষ—পশুহিংসা ঘটিত। এ সময় বুদ্ধদেব—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।"

তিনি পশুহিংসার নিন্দা করিয়া ভারতবর্ষীয়গণকে "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন এবং ক্রমেই আর্য্যগণ বৈদিক নিষ্ঠুর ভয়াবহ কার্য্যকলাপ হইতে নিবৃত্ত হইল। পুরাণ তাঁহাকে ভগবানের অবতার স্থির করিল, এবং ক্রমেই তাঁহার যশোঘোষণা হইতে লাগিল। তথাহি কল্কিপুরাণে—

* মনুসংহিতা। শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

পুনরিহ বিধিকৃত-বেদধর্ম্মানুষ্ঠান-বিহিত-নানাদর্শন-সংঘৃণঃ।
সংসারকর্ম্মত্যাগবিধিনা ব্রহ্মাভাসবিলাসচাতুরীং।
প্রকৃতিবিমাননামসম্পাদয়ন্ বুদ্ধাবতারস্ত্বমসি।

পুনর্ব্বার আপনিই বিধাতৃ-বিহিত বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে অর্থাৎ যাগাদি করণে নানা প্রকার ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক সংসার পরিত্যাগ দ্বারা মিথ্যা মায়া-প্রপঞ্চ পরিহার করিবার উপদেশ দিবার জন্ত বুদ্ধ অবতার হইয়া প্রাকৃতিক বিষয়ের অবমাননা করেন নাই। *

বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। কেবল নির্ব্বাণ কামনাই তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি আর্য্যগণকে "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" সাধন করিতে উপদেশ দিলেন, সকলেই তাঁহার জ্ঞানময় বিশুদ্ধ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বৈদিক যাগযজ্ঞে ও কর্ম্মকাণ্ডে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল এবং কিয়ৎকালের মধ্যে ভূমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ব্যাপ্ত হইল। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি দুগ্ধফেননিভ শয্যা ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ কামনায় বনে গমন করিলেন। ধর্ম্মের আশ্চর্য্য কুহক! বিচিত্র বিশ্বাস! কল্য বেদে লোকের অটল ভক্তি ছিল, অদ্য নবধর্ম্মের আবির্ভাবে তাহার লোপ হইল।

বেদ পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয়, তাহার বিশেষ তর্ক করিবার আবশ্যকতা নাই, কেন না বৈদিক ও বৈদিক সূত্রের উল্লিখিত ঋষিগণ সেই সেই সূক্ত-প্রণেতা, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যদি কেহ কৌশল করিয়া কহেন যে ঋষিগণ যোগবলে স্ব স্ব নামে প্রচারিত সূক্ত নিচয় ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রত্যাদেশ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইলে এক একটি সূক্ত তাঁহাদিগের স্বীয় অবস্থাজ্ঞাপক হইবে কেন? যথা ঋগ্বেদ-সংহিতা-প্রথমমণ্ডলস্থ, পঞ্চদশানুবাকে দ্বাদশসূক্তং †

---

* কল্কি পুরাণ। শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক পরিশোধিত ও ভাষান্তরিত।

† তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। সপ্তম কল্প। চতুর্থ ভাগ। শ্রাবণ ১৭৯২ শক। ১ কুৎস ঋষি কূপে পতিত হইয়া এই সূক্ত দ্বারা, স্বর্গ ও পৃথিবী প্রভৃতির স্তব করিতেছেন।

কুৎসঋষিঃ পংক্তিচ্ছন্দঃ বিশ্বেদেবা দেবতাঃ।

১২০৭।

১। চ্ন্দ্রমা অ্প্স্ব ১। ন্তরা স্নুপর্ণো ধাবতে দিবি। নবো হিরণ্য
নেময়ঃ পদং বিন্দতি বিদ্যুতো বিত্তং মে। অ্স্য রোদসী।

১। ১ জলময় মণ্ডলের মধ্যে বর্ত্তমান, সূর্য্যরশ্মিযুক্ত চন্দ্রমা দ্যুলোকে ধাবিত হইতেছেন। হে দীপ্তিমন্ রমণীয়প্রান্ত চন্দ্র-রশ্মি সকল! আমার ইন্দ্রিয়গণ তোমাদিগের প্রান্তভাগও জানিতে পারিতেছে না। হে স্বর্গ ও হে পৃথিবি! আমার এই স্তোত্র অবগত হও।

এদিকে এই পর্য্যন্ত! ইহার আর তর্ক নাই। বেদকে সমস্ত জগতের মূলীভূত কারণ বল বা মহাভূতের নিশ্বাস কি প্রজাপতি-শ্মশ্রু বল, কিছুতেই কিছু করিতে পারিবে না। তর্কের প্রবল তরঙ্গে সকল শেষ হইয়া যাইবে।

বেদপ্রচার লিখিতে গিয়া তৎসম্বন্ধে নানা কথার তরঙ্গ উঠিল; কিন্তু কি করা যায়, এই উনবিংশ শতাব্দীতে মনের কথা গোপন রাখা অন্যায়, এজন্য এতৎসম্বন্ধে কিছুই পাঠক মহাশয়গণের নিকট প্রচ্ছন্ন রাখিলাম না। ইহাতে তাঁহারা আমাকে যাহা মনে করেন করিবেন। যখন ইয়ুরোপে ডারুইন বানর হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি বিষয়ক মত প্রচার এবং ব্যুকনরের ন্যায় পণ্ডিতগণ ঈশ্বরের স্থায়িত্ব লোপ করিবার মানসে গ্রন্থ প্রকাশে সাহসী হইয়াছেন, তখন আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রচলিত-ধর্ম্মবিরুদ্ধ দুই চারিটী কথায় আর কি হইতে পারে?

উপসংহার কালে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করা আবশ্যক। বেদ অভ্রান্ত ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া তৎসম্বন্ধে দোষ অনুসন্ধান করা হইতেছে, কিন্তু তাহা না হইলেও উহা অতি প্রাচীন কালের একমাত্র গ্রন্থ এবং তাহার ভাষাও অতি প্রগাঢ়, সুতরাং সকলের মাননীয়। বিশুদ্ধ স্বর সংযোগে শ্রুতি-গানে কাননের পশু পক্ষীও মোহিত হয়। ইহার মধ্যে মধ্যে কবিতা সরস-কবিত্বসম্পন্ন এবং তাহাতে আদিমকালের মনুষ্যের মনের ভাব উত্তমরূপ ব্যক্ত হইতেছে। এজন্যই বেদ জর্ম্মননিবাসী পণ্ডিতগণের কণ্ঠহার হইয়াছে এবং এজন্যই কি স্বদেশে কি বিদেশে ইহার সম্মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি

পাইতেছে। ভূমণ্ডলের মধ্যে এতাদৃশ একমাত্র প্রাচীন বৃহৎ গ্রন্থের বহুল প্রচার অতীব আনন্দজনক। পূর্ব্বে বেদের নাম মাত্র ছিল। সমুদয় ভারতবর্ষ অনুসন্ধান করিলেও এক খানি পরিশুদ্ধ বেদ পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় "ব্রিটিশ মিউসিয়মে" অধ্যাপক রসেনকে ঋগ্বেদসংহিতার প্রতিলিপি লইতে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে তিনি ঋগ্বেদ দর্শন করেন নাই। কর্ণেল পলিয়র প্রথমে সমুদয় বেদ সংগ্রহ করিয়া "ব্রিটিশ মিউসিয়মে" প্রেরণ করেন। উহা ১৭৮৯ খৃঃ অঃ স্যর্ জোসেফ ব্যাঙ্ক সাহেব দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল।

মুসলমানেরা হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থের বিশেষ বিদ্বেষী। তাহারা ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুতানার সকল তীর্থস্থান ও ধর্ম্মগ্রন্থনিচয়, সমুদয় ধ্বংস করিয়াছিল, কিন্তু জয়পুরাধিপতি মির্জ্জা রাজ জয়সিংহ দিল্লীশ্বরের নানা বিষয়ে উপকার করাতে মুসলমানগণ জয়পুরের কোন অনিষ্ট করে নাই; এজন্য তথায় হিন্দুদিগের প্রধান প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া সুলভ বিবেচনায়, কর্ণেল পোলিয়র মহারাজ প্রতাপসিংহকে রাজচিকিৎসক ডন পেড্রো ডি সিলভার দ্বারা এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি পত্র পাঠে সানন্দ চিত্তে চতুর্ব্বেদের প্রতিলিপি এক বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া কর্ণেল পোলিয়রকে প্রদান করেন। ইয়ুরোপে সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, বেদ লোপ পাইয়াছে সুতরাং এ বেদকে অনেকে কাল্পনিক মনে করিতে পারেন, এই ভাবিয়া কর্ণেল পোলিয়র সে সময়ের বিখ্যাত পণ্ডিত রাজা আনন্দ রামের নিকট সমুদায় গ্রন্থ পরিদর্শনের জন্য প্রদান করেন; তিনি তাহা অকৃত্রিম দেখিয়া বহু পরিশ্রম করতঃ চারি ভাগের পারস্য ভাষায় সূচিপত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে কোলব্রুক বেদসংগ্রহের চেষ্টা করিলে, ম্লেচ্ছকে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রদান করা অন্যায় বিবেচনায় জনৈক মহারাষ্ট্রীয় শাস্ত্রী তাঁহাকে বৈদিক ছন্দে দেব দেবীর স্তবপূর্ণ একখানি গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলেন; তিনিও তাহা বেদভ্রমে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পণ্ডিচারির রোমান ক্যাথলিক পাদ্রি বারথালমির নিকট Ezur Vedam নামক একখানি কৃত্রিম যজুর্ব্বেদ ছিল। উহা ফাদার রবার্ট ডি নোবিলী নামক জেসুইট পাদ্রির উপদেশানুসারে কোন সুচতুর মান্দ্রাজি শাস্ত্রীর দ্বারা

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হয়। এই গ্রন্থখানি সুবিখ্যাত লেখক ভল্টেয়ার প্রাপ্ত হইয়া সাদরে ১৭৬১ খৃঃ অঃ "রএল লাইব্রেরী অব ফ্রান্স" নামক পুস্তকালয়ে উপঢৌকন প্রদান করেন। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতবর্গের আজি কালি বৈদিক গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন প্রকার ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই, তাঁহারা বেদশাস্ত্রে বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, বঙ্গদেশের বিষয়ী ব্যক্তির ত কথাই নাই, অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বৈদিক গ্রন্থ সম্বন্ধে অতীব কৌতুকাবহ ভ্রম হইয়া থাকে; কেহ নারদপঞ্চরাত্রের রাধিকাস্তোত্র * সামবেদোক্ত এবং কেহ বা গোপাল, নৃসিংহ, তথা রামতাপনী গ্রন্থ প্রকৃত শ্রুতি, এইরূপ মনে করিয়া থাকেন।

এক্ষণে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রযত্নে চারি বেদ প্রচারিত হইয়াছে, এজন্য আমরা তাঁহাদিগের অধ্যবসায়ের এবং পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি। ৬ই এপ্রিল, ১৮৪৭ সালে আসিয়াটিক সোসাইটীর উত্তেজনায় একটি সভা হয়। ঐ সভায় বেদপ্রচারের প্রস্তাব হইলে মৃত অধ্যাপক রোএর সাহেবের প্রতি, বারাণসীস্থ পণ্ডিতগণের সাহায্যে উত্তমরূপ পরিদর্শনানন্তর বেদ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবার ভার অর্পিত হয় এবং এজন্য গবর্ণমেণ্ট রাজকোষ হইতে ৫০০ পাঁচ শত টাকা বার্ষিক ব্যয় প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। আসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ একাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে;—

ঋগ্বেদসংহিতার প্রথমাষ্টকের দুই অধ্যায়, ভাষ্য সহিত।

সটীক কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা (প্রকাশ হইয়াছে)।

সটীক কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (সম্পূর্ণ)।

সটীক সামবেদ (প্রকাশ হইয়াছে)।

গোপথ ব্রাহ্মণ—সম্পূর্ণ।

* স্তোত্রঞ্চ সামবেদোক্তং প্রপঠেদ্ভক্তিসংযুতঃ।
রাধা রাসেশ্বরী রম্যা রামা চ পরাত্মনঃ॥
রাসোদ্ভবা কৃষ্ণকান্তা কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা।
কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী চ মহাবিষ্ণোঃ প্রসূরপি॥ ইত্যাদি।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ সটীক (প্রকাশ হইয়াছে)

ইয়ুরোপ খণ্ডে নিম্নলিখিত বেদ প্রকাশিত হইয়াছে ;—

রোমান অক্ষরে ঋগ্বেদ সংহিতার কিয়দংশ—অধ্যাপক অফ্রেক্ট সাহেব কর্ত্তৃক ১৮৬১ সালে বারলিনে মুদ্রিত।

ঋগ্বেদসংহিতা, সায়নাচার্য্য কৃত ভাষ্য সহ—ভট্ট মোক্ষমূলর দ্বারা প্রকাশিত, সম্পূর্ণ।

রোমান অক্ষরে ঋগ্বেদস্থ মরুতের স্তোত্র, ইংরাজী অনুবাদ সহ—ভট্ট মোক্ষমূলর কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত এবং প্রকাশিত।

সামবেদ—অধ্যাপক বেন্‌ফি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১ খণ্ড।

ঐ—মহামহোপাধ্যায় উইলসন এবং ডাক্তার ষ্টিভন্‌সন্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১ খণ্ড।

সামবেদোক্ত বংশব্রাহ্মণ—অধ্যাপক ওয়েবর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সামবেদের অদ্ভুত ব্রাহ্মণ—অধ্যাপক ওয়েবর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সামবিধান ব্রাহ্মণ, ইংরাজী অনুবাদ সহ—বর্ণেল সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শুক্লযজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখা সটীক ও সম্পূর্ণ—অধ্যাপক ওয়েবর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শুক্লযজুর্ব্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ সটীক ও সম্পূর্ণ—অধ্যাপক ওয়েবর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অথর্ব্ববেদ—অধ্যাপক রথ্ এবং হুইট্‌নী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, অনুবাদ সহ—অধ্যাপক হগ কর্ত্তৃক বোম্বাই নগরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ২ খণ্ড।

সামবেদের বংশব্রাহ্মণ, সায়নাচার্য্যকৃত টীকা সহ—বর্ণেল সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১খণ্ড।

আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কিয়দংশ ঋগ্বেদ সংক্ষিপ্ত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন। "প্রত্নকম্রনন্দিনী"-সম্পাদক পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী কর্ত্তৃক টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ সামবেদ ঐন্দ্র পর্ব্ব।

পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী কর্ত্তৃক অনুবাদ সহ সামবিধান ব্রাহ্মণ সটীক,

সামসূচি, আরণ্যসংহিতা, মন্ত্রব্রাহ্মণ, এবং ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ সটীক (কিয়দংশ), দৈবতব্রাহ্মণ (কিয়দংশ), "প্রত্নকম্রনন্দিনী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

ইদানীন্তন সুবিখ্যাত সামবেদাচার্য্য সামশ্রমী মহাশয় বৈদিক গ্রন্থনিচয় ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হওয়াতে আমরা তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

# গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের

## গ্রন্থাবলীর বিবরণ।

ব্রহ্মানন্দঞ্চ ভিত্বা বিলসতি শিখরং যস্য চাত্রাত্তনীচং
রাধাকৃষ্ণাখ্য লীলাময়খগ মিথুনং ভিন্নভাবেন দীনম্।
যস্য চ্ছায়া ভবাব্ধিশ্রমনকবী ভক্তসঙ্কল্পসিদ্ধে-
র্হেতুশ্চৈতন্যকল্পদ্রুম ইহ ভুবনে কশ্চন প্রাদুরাসীৎ॥

চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকম্।

# গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের
## গ্রন্থাবলীর বিবরণ।

অনেকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত এবং তাঁহাদিগের গ্রন্থমালার সার মর্ম্ম অবগত হইবার নিমিত্ত বিশেষ উৎসুক, এজন্য তাঁহাদিগের কথঞ্চিৎ কৌতুহল পরিতৃপ্ত করিবার জন্য এতৎ প্রস্তাব সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য বলিলেই রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট এবং রঘুনাথ দাসকে বুঝায়, কিন্তু আমরা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণপরায়ণ অন্যান্য সাধু সচ্চরিত্র গ্রন্থকারের বিবরণও লিখিলাম। এই প্রস্তাব অতি সংক্ষেপে এবং অতিস্বল্প কালের মধ্যে সংকলিত হইয়াছে, এজন্য যদি কোন ভ্রম লক্ষিত হয়, তবে পণ্ডিতমণ্ডলী মার্জ্জনা করিবেন।

## শ্রীরূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী।

( বৈষ্ণবতোষিণী হইতে অনুবাদিত )

ত্রয়ী অর্থাৎ তিন বেদরূপ মধুকরী, যাঁহার অমৃতনিস্যন্দিনী জিহ্বাস্বরূপ কল্পলতিকাতে বিশিষ্ট মনোজ্ঞ পদক্রমাদি আশ্রয় করিয়া পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিয়াছিল; রাজ-সভায় সভ্যেরা সর্ব্বদা যে মহাত্মার পদসেবা করিত; সেই ভরদ্বাজ-কুলপ্রবর কর্ণাটরাজ, যিনি এই ভূমণ্ডলে বিখ্যাত ছিলেন, (৪) তাঁহার অনিরুদ্ধ নামে একটী পুত্র হইয়াছিল। অনিরুদ্ধ যশোবিষয়ে শশধর-স্পর্দ্ধী, প্রভাবে ইন্দ্রের তুল্য, ভূপালবর্গের পূজ্য, সমগ্র যজুর্ব্বেদের বিশ্রামভূমিস্বরূপ, এবং লক্ষ্মীর আশ্রয়স্বরূপ ছিলেন। (৫)। এই সুবিখ্যাত রাজার দুই মহিষী ছিল। রাজপত্নীদ্বয় অনিরুদ্ধ হইতে পুত্রদ্বয় লাভ করিয়াছিলেন। তাহার একের নাম শ্রীরূপেশ্বর, অপরের নাম হরিহর, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর শাস্ত্রবিদ্যায় এবং কনিষ্ঠ হরিহর শস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। (৬)। অনিরুদ্ধ দেব যৎকালে বৃন্দাবনে গমন করেন, তৎকালে স্বরাজ্য বিভাগ করিয়া রূপেশ্বর

ও হরিহরকে* প্রদান করিয়া যান। কিছুদিন পরে কনিষ্ঠ হরিহর স্বজ্যেষ্ঠ রূপেশ্বরকে রাজ্যবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। (৭)। এখন রূপেশ্বর শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আটটী অশ্ব গ্রহণ পূর্ব্বক পত্নী সমভিব্যাহারে পৌরস্ত্য দেশে প্রস্থান করিলেন। তত্রত্য রাজা শিখরেশ্বর তাঁহার সখা ছিলেন, রূপেশ্বর তাঁহারই আবাসে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে তথায় বাস করিতে করিতে তাঁহার একটী পুত্র হইল। পুত্রের নাম পদ্মনাভ রাখিলেন। (৮)। গুণনিধান ও সুকৃতিমান্ পদ্মনাভের রসনায সাঙ্গ যজুর্ব্বেদ—সবিস্তর উপনিষদ্ সকল তাণ্ডবিত হইয়াছিল। এবং তিনি কৃষ্ণপ্রেমে পূর্ণহৃদয় হইয়াছেন, এইরূপ সকল মনুষ্যের কর্ণপথে ধ্বনিত হইল। (৯)। এক্ষণে, শিখরেশ্বরের অধিকারে বাস করিতে, পদ্মনাভের অস্পৃহা জন্মিল, তিনি গঙ্গাতটে বাস করিবার জন্য সমুৎসুকচিত্ত হইলেন। অনন্তর নরহট্ট নামক স্থানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। (১০)। তথায় বাস করিয়া যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার অষ্টাদশ কন্যা ও পাঁচটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তন্মধ্যে প্রথম পুরুষোত্তম, দ্বিতীয় জগন্নাথ, তৃতীয় নারায়ণ, চতুর্থ মুরারি, পঞ্চম মুকুন্দ। মহাত্মা মুকুন্দের এক পুত্র। নাম কুমার। এই শ্রীমান্ কুমার শত্রুকর্ত্তৃক অপকৃত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। কুমারেরও অনেকগুলি পুত্র হইয়াছিল, তন্মধ্যে তিন জন শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত। যে মহাত্মার বংশপরম্পরা পৃথিবীর সর্ব্বত্র পূজ্য। (১২)। দ্বিজবর কুমারের পুত্রত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সনাতন, তদনুজ শ্রীরূপ, কনিষ্ঠ বল্লভ। এই ভ্রাতৃত্রয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপায় সামান্য রাজ্য হইতে বিরত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমাখ্য ভক্তিরাজ্যের সম্রাট্ হইয়াছিলেন। (১৩)। যিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ বল্লভ তিনিই আমার পিতা। পিতা গঙ্গাসলিলে সঙ্গত হইয়া শ্রীরামপদ প্রাপ্ত হইলেন। জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যদ্বয় বৃন্দাবনে প্রস্থান করিলেন। এই মহাত্মদ্বয় কর্ত্তৃক বৃন্দাবনে মাথুর গুপ্ত প্রভৃতি তীর্থ আবিষ্কৃত হয়। এবং ইঁহারা ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। (১৪)। বিখ্যাত রঘুনাথ দাস ইঁহাদিগের সখা ছিলেন। কৃষ্ণ-প্রেমার্ণব-তরঙ্গে বিলাস করত ইঁহারা আর্য্যগণের আশ্চর্য্যাস্পদ হইয়াছিলেন। (১৫)। প্রথিত আছে, স্বয়ং

শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরাহরণচ্ছলে গোপালবালকের রূপ ধারণ করিয়া ইহাদিগের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (১৬)। এই প্রভুদ্বয় নানাবিধ যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ শ্রীরূপস্বামীর হংসদূত, উদ্ধবসন্দেশ, ছন্দোঽষ্টাদশ, এই তিন কাব্য গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। উৎকলিকাবল্লী, গোবিন্দবিরুদাবলী, প্রেমেন্দুসাগর প্রভৃতি স্তোত্র গ্রন্থ। বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব এই দুই নাটক গ্রন্থ। দানকেলি প্রভৃতি ভাণিকা। মথুরামাহাত্ম্য, পদ্যাবলী, নাটকচন্দ্রিকা, সংক্ষিপ্ত ভাগবতামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থ। (১৭—২০)।

জ্যেষ্ঠ সনাতনস্বামিকৃত বহুতর গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাগবতামৃত ও হরিভক্তিবিলাস এবং দিক্‌প্রদর্শিনীনাম্নী ভাগবতটীকা। (২১)। এবং লীলাস্তব-টিপ্পনীও প্রসিদ্ধ বটে। আমি তাঁহার আজ্ঞা ক্রমে যাহাকে সংক্ষিপ্ত করিলাম, ইহার নাম বৈষ্ণবতোষিণী।

জীবগোস্বামী স্বকৃত বৈষ্ণবতোষিণীর সমাপ্তিকালে এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন।

৩

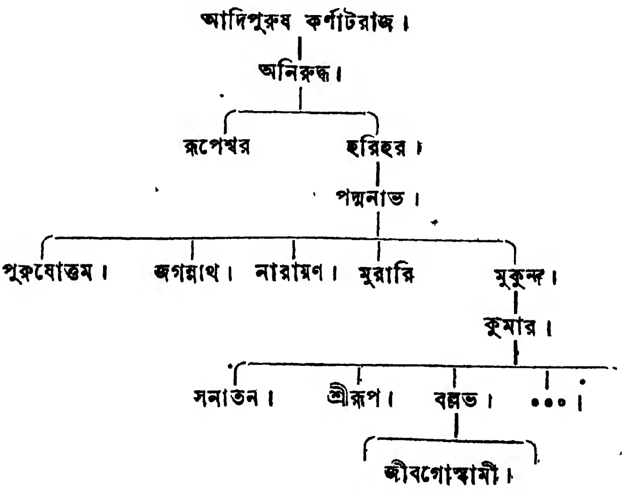

উজ্জ্বল নীলমণি।—সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ। রচয়িতা শ্রীরূপগোস্বামী। গদ্য ও পদ্যে সঙ্কলিত। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনচ্ছলে সাঙ্গোপাঙ্গ শৃঙ্গার রস নির্ণয়, ভক্তি প্রভৃতি স্থায়ী ভাব নির্ণয়, কৃষ্ণপ্রেমবিবৃতি প্রভৃতি নানাবিধ আলঙ্কারিক বস্তুনির্ণয়। পঞ্চদশ প্রকরণে গ্রন্থ সম্পূর্ণ। শ্লোক সংখ্যা অন্যূন ৩১০০। টীকার নাম "লোচনরোচনী।" প্রারম্ভ বাক্য—

—নামাকৃষ্টরসজ্ঞঃ শীলেনোপরন্ সদানন্দম্।
নিজরূপোৎসবদায়ী সনাতনাত্মা প্রভুর্জয়তি॥
মুখ্যরসেষু পুরা যঃ সংক্ষেপেণোদিতো রহস্যত্বাৎ।
পৃথগেব ভক্তিরসরাট্ স বিস্তরেণোচ্যতে মধুরঃ॥
ইত্যাদি।

সমাপ্তি বাক্য—

—অয়মুজ্জ্বল-নীলমণির্গহন-মহাঘোষ-সাগর-প্রভবঃ।
জয়তু তব মকর-কুণ্ডল-পরিসবাসবৌ চিত্রীং দেবঃ।
ইতি সমাপ্তোঽয়মুজ্জ্বলনীলমণির্নাম গ্রন্থঃ।

হংসদূত।—খণ্ড কাব্য। গ্রন্থকার রূপগোস্বামী। শিখরিণী ছন্দে রচিত। শ্লোকসংখ্যা ১০১। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণবিরহে গোপীগণের অবস্থা বর্ণন, রাধিকার অবস্থা, তদনন্তর এক হংস সন্দর্শন করিয়া গোপীগণ তাহাকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করেন।

আরম্ভ শ্লোক—"দুকূলং বিভ্রাণো দলিত-হরিতাল-দ্যুতিহরং ইত্যাদি। সমাপ্তি বাক্য—কদা ইত্যাদি।

উদ্ধব সন্দেশ।—খণ্ড কাব্য। রচয়িতা রূপগোস্বামী। মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দে গ্রথিত। শ্লোকসংখ্যা ১৩১। বিষয়—রাধিকাবিরহে শ্রীকৃষ্ণের মনোবৃত্তি বর্ণন, তদনন্তর উদ্ধব দ্বারা বৃন্দাবনে গোপ গোপী বিশেষতঃ রাধিকার নিকট বার্ত্তা প্রয়োগ বর্ণন। প্রারম্ভ—"সান্দ্রীভূতৈর্নববিটপিনাং" ইত্যাদি। সমাপ্তি-বাক্য—"শ্রীদামাদ্যৈঃ শিশুসহচরৈঃ" ইত্যাদি।

বৃন্দাদেব্যষ্টক।—অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত। গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরূপ গোস্বামী। বিষয়—বৃন্দাগুণকীর্ত্তন। শ্লোকসংখ্যা ৮। প্রারম্ভ বাক্য—

বৃন্দাবনাধিদেবী ত্বং সচ্চিদানন্দরূপিণী।
সতত্বৈশ্বর্য্যসংযুক্তাং বৃন্দাদেবীং নমাম্যহম্।

সমাপ্তি বাক্য—

যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় বৃন্দাদেব্যষ্টকং শুভম্।
রাধাগোবিন্দপাদাব্জে প্রেমভক্তিং লভেদ্ধ্রুবং॥

শ্রীরূপচিন্তামণি।—শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে বিরচিত। শ্রীরূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক বিরচিত। বিষয়—শ্রীভগবদ্রূপ বর্ণন। শ্লোকসংখ্যা ৩২।

প্রারম্ভ বাক্য—

"চন্দ্রার্দ্ধং কলশং ত্রিকোণ-ধনুষী খং গোষ্পদং প্রোষ্টিকাং" ইত্যাদি।

সমাপ্তি বাক্য—

ইতি শ্রীরূপগোস্বামিনা বিরচিতঃ শ্রীরূপচিন্তামণিঃ পূর্ণঃ।

মথুরামাহাত্ম্য।—সংগ্রহ গ্রন্থ। শ্রীরূপ গোস্বামী ইহার সংগ্রহকর্ত্তা। বিষয়—মথুরা তীর্থের মাহাত্ম্যবর্ণন ও স্তোত্র। শ্লোকসংখ্যা অন্যূন ১৫০০।

প্রারম্ভ বাক্য—

—হরিরপি ভজমানেভ্যঃ প্রায়ো মুক্তিং দদাতি ন তু ভক্তিম্।
বিহিত-তদুন্নতি-সত্রাং মথুরে ধন্যাং নমামি ত্বাম্।

সমাপ্তি বাক্য—

ইতি মথুরা-মাহাত্ম্য-সংগ্রহঃ।

ললিতমাধব নাটক।—গ্রন্থকার শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী। ১০ দশ অংশে বিভক্ত। অংশের নাম অঙ্ক। অবলম্বিত বিষয় শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলামাহাত্ম্য বর্ণন। সংখ্যা গদ্যে পদ্যে অন্যূন ৩০০০ তিন সহস্র শ্লোক। প্রারম্ভ বাক্য নান্দী—

সুররিপুসুদৃশাং সরোজকোকান্ মুখকমলানিব খেদয়ন্নখণ্ডঃ।
চিরমখিলসুহৃচ্চকোরনান্দী দিশতু মুকুন্দযশঃশশী মুদং বঃ।
ইত্যাদি।

সমাপ্তি বাক্য—

যা তে লীলা + + + পরিমলোদ্গারিবন্যাপরীতা,
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাধুরীমাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ,
সংবীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসিবেণুর্ব্বিহারং

কৃষ্ণ। প্রিয়ে। তথাস্তু—তদেহি স্বমুত্তবাভ্যর্থনা-মবন্ধ্যাং
করবাবেতি সর্ব্বে কবৃতো (?) নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।
খণ্ডের নাম বিভাগ। পূর্ণ মনোরথো নাম দশমোঽঙ্কঃ পূর্ণঃ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।—সংগ্রহ গ্রন্থ। গ্রন্থকার। শ্রীরূপ গোস্বামী। চারি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম, পূর্ব্ব বিভাগ। দ্বিতীয়, দক্ষিণ বিভাগ। তৃতীয়, পশ্চিম বিভাগ। চতুর্থ, উত্তর বিভাগ।

পূর্ব্ব বিভাগও চারি ভাগে বিভক্ত। বিভাগের নাম লহরী। প্রথম, সামান্য ভক্তিলহরী। দ্বিতীয়, সাধনলহরী। তৃতীয়, ভাবলহরী। চতুর্থ, প্রেম-নিরূপণলহরী।

দক্ষিণ বিভাগে পাঁচ লহরী। বিভাব, অনুভাব, সাত্বিক ভাব, ব্যভিচারী ভাব, ও স্থায়ী ভাবাখ্য লহরী।

পশ্চিম বিভাগে পাঁচ লহরী।—শান্তাখ্য, দাস্যাখ্য, বাৎসল্যাখ্য, মাধুর্য্যাখ্য, সখ্যাখ্য লহরী।

উত্তর বিভাগে নয় লহরী। গৌণ রসাখ্য, মুখ্যরসাখ্য, মৈত্রীরসাখ্য; বৈর, সংযোগ, ভাব, রসাভাসাখ্য লহরী; রস, হাস্যাখ্য লহরী।

পূর্ব্ব বিভাগে বিষয়—ভক্তি, সাধন, ভাব ও প্রেম প্রভৃতি নির্ণয়।

দক্ষিণ বিভাগে—বিভাব, অনুভাব, সাত্বিকভাব, ব্যভিচারী ভাব, ও স্থায়ী ভাব প্রভৃতির নির্ণয়।

পশ্চিম বিভাগে—শান্ত দাস্যাদি ভাব নির্ণয় ও তাহার উপযোগ।

উত্তর বিভাগে—গৌণ রস ও মুখ্য বস বিচার, মৈত্রী, বৈর, সংযোগ প্রভৃতি ভাব ও রস, রসাভাসাদি নির্ণয়, আনুষঙ্গিক অন্যান্য রস ভাবাদির বিচার।

গ্রন্থসংখ্যা সমুদায়ে ৬৯৬৯। তন্মধ্যে টীকা ৩৬৪৪, মুল ৩·২৫। টীকার নাম দুর্গম সঙ্গমনী। ১৪৬০ শকে এই গ্রন্থ রচিত। প্রারম্ভ বাক্য—

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমর-রুচিরুদ্ধ-তারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামা ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি।

সমাপ্তি বাক্য—

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ উত্তরভাগে গৌণভক্তিনিরূপণে
রসাভাসলহরী নবমী। সমাপ্তোঽয়ং চতুর্থো বিভাগঃ।

রামাঙ্কশক্রগণিতে শাকে গোকুলমধিষ্ঠিতেনায়ং।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর্বিটঙ্কিতঃ ক্ষুদ্ররূপেণ।
ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ সমাপ্তঃ॥

টীকাকার জীব গোস্বামী।

শ্রীনন্দনন্দনাষ্টকং।—শ্রীমদ্রূপগোস্বামিবিরচিত। শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র। প্রারম্ভ শ্লোক—

সুচারু বক্ত্রমণ্ডলং শ্রুতিক্ক বল্লকুণ্ডলং।
সুচর্চ্চিতাঙ্গচন্দনং নমামি নন্দনন্দনং॥

চাটুপুষ্পাঞ্জলি।—ঐ পগোস্বামিকৃত। শ্রীরাধাস্তোত্রং। ২৩ শ্লোকে সম্পূর্ণ। প্রারম্ভ শ্লোক।—

নবগোরোচনাগৌরীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাং।
মণিস্তবকবিদ্যোতীং বেণীব্যালাঙ্গনাফণাং॥

শ্রীমুকুন্দমুক্তাবলিস্তবঃ।—শ্রীরূপগোস্বামি-বিরচিত। শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র। ৩১ শ্লোকে সম্পূর্ণ। প্রারম্ভ শ্লোক যথা—

নবজলধরবর্ণং চম্পকোদ্ভাসিকর্ণং
বিকসিতনলিনাস্যং বিস্ফুরন্মন্দহাস্যম্।
কনকরুচিদুকূলং চারুবর্হাবচূলং
কমপি নিখিলসারং নৌমি গোপীকুমারম্॥

স্তবাবলীর শ্লোকসমূহ মালিনী, চিত্র, জলধরমালা, রঙ্গিণী, তূণক, পজ্ঝটিকা, ভুজঙ্গপ্রয়াত, স্রগ্বিণী, জলোদ্ধতগতি, শালিনী, ত্বরিতগতি, শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে রচিত।

বিদগ্ধমাধব নাটক।—শ্রীরূপগোস্বামি-বিরচিত। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-বর্ণন গ্রন্থ। দশ অঙ্কে সম্পূর্ণ।

গীতাবলী।—শ্রীসনাতনগোস্বামিকৃত। নন্দোৎসব, দোল, রাস প্রভৃতি সংগীতে বর্ণিত।

শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বিন্দু।—অর্থাৎ শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ চুম্বকরসাভাসলহরী নামক গ্রন্থ।—শ্রীরূপগোস্বামিকৃত। এখানি ভক্তিরসা-মৃতসিন্ধু হইতে সংক্ষেপে সংকলিত।

পদ্যাবলী।—শ্রীরূপগোস্বামিকৃত। শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সংগ্রহ গ্রন্থ। ৩৮০ শ্লোকে সম্পূর্ণ। প্রারম্ভ শ্লোক যথা—

পদ্যাবলী বিরচিতা রসিকৈর্মুকুন্দ-সম্বন্ধবন্ধুরপদা প্রমদোক্তিসিন্ধুঃ।
অস্যাং সমস্ততমসাং দমনীক্রমেণ সংগৃহ্যতে কৃতিকদম্বককৌতুকায় ॥ (১)

সমাপ্তি বাক্য—

জয়দেববিল্বমঙ্গলমুখৈঃ কৃতা যেঽত্র সন্তি সন্দর্ভাঃ। তেষাং পদ্যানি বিলাসসমাহৃতানীত-রাণ্যত্র। ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনা সংগৃহীতা পদ্যাবলী সমাপ্তা।

**নাটকচন্দ্রিকা।**—শ্রীরূপগোস্বামিকৃত। নাটকাদির লক্ষণ তথা নায়িকাদিভেদ-কথন। ভরতমুনি-প্রণীত নাট্য শাস্ত্র এবং সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ হইতে সংকলিত। যথা—

বীক্ষ্য ভরতমুনিশাস্ত্রং রসপূর্ব্বসুধাকরঞ্চ রমণীয়ং।
লক্ষণমতিসংক্ষেপাদ্বিলিখ্যতে নাটকস্যেদং ॥
নাতীবসঙ্গতত্বাদ্ভরতমুনের্মতবিরোধাচ্চ।
সাহিত্যদর্পণীয়া ন গৃহীতা প্রক্রিয়া প্রায়ঃ ॥

**গোবিন্দবিরুদাবলী।**—শ্রীরূপকৃত। স্তব গ্রন্থ।

ইয়ং মঙ্গলরূপাস্যা গোবিন্দবিরুদাবলী।
যস্যাঃ পঠনমাত্রেণ শ্রীগোবিন্দঃ প্রসীদতি ॥

শেষ শ্লোক—

যঃ স্তৌতি বিরুদাবল্যা মথুরামণ্ডলে হরিং।
অনয়া রম্যয়া তস্মৈ তূর্ণমেষ প্রতুষ্যতি ॥

**গোপালচম্পু।**—জীবরাজ-কৃত। গোপাল-লীলা-বর্ণন-গ্রন্থ। প্রারম্ভ বাক্য—

অম্ভোজন্ম রমত্যনল্পকরকা ভৃঙ্গাবলীমেকতঃ পঙ্কেযোঃ শরমন্ততোঽর্দ্ধশশিনং শৃতে নবং পল্লবং।
ইত্যাদি—

পরিসমাপ্তি বাক্য—

মদয়তি মনো মদীয়ং তনুজঘনভারতীরসবিলাসঃ।
কিমু সুতনু নীরবিহারী নহি নহি চম্পূবিহারোঽয়ং ॥

**(২) ষট্ সন্দর্ভ।**—এই গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাস্থানীয়। ছয়টি মহাপ্রকরণে বিভক্ত। বিভাজক প্রকরণের নাম সন্দর্ভ। যথা—(১ম) তত্ত্বসন্দর্ভ। (২য়) ভগবৎসন্দর্ভ। (৩য়) পরমাত্মসন্দর্ভ। (৪র্থ) কৃষ্ণ-সন্দর্ভ। (৫ম) ভক্তিসন্দর্ভ। (৬ষ্ঠ) প্রীতিসন্দর্ভ। গ্রন্থকার জীব গোস্বামী। বিষয়—

(১ম) তত্ত্বসন্দর্ভে—প্রমাণ সমুদায়ের মধ্যে ভাগবতের প্রাধান্য,—ভাগবতের সংক্ষেপ তাৎপর্য্য, সামান্যাকারে তত্ত্বনির্ণয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের বিবরণ।

(২য়) ভগবৎসন্দর্ভে—ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মাদি দেবের আবির্ভাব ও তিরোভাব যোগ্যতা, বৈকুণ্ঠাদি স্থান নির্ণয়, বিশুদ্ধ সত্ত্ব নিরূপণ, ব্রহ্মস্বরূপের সশক্তিকতা, বিশুদ্ধ শক্তির আশ্রয়তা, শক্তির অচিন্ত্যতা, তাদৃশ শক্তির স্বাভাবিকতা, শক্তির নানাত্ব, শক্তির আন্তরঙ্গাদি নিরূপণ, মায়া শক্তি, স্বরূপ শক্তি, গুণস্বরূপতা, স্থূলসূক্ষ্মাতিরিক্তত্ব, প্রত্যক্ স্বরূপতা, স্বপ্রকাশরূপতা, জন্মকর্ম্মাদির অপ্রাকৃতত্ব, শ্রীবিগ্রহের পূর্ণরূপতা, বৈকুণ্ঠ-পরিচ্ছদ ও পার্ষদ প্রভৃতি বর্ণনা, ত্রিপাদ্‌বিভূতি, অনুভাবানুসারে ঋষিদিগের ব্রহ্মে আনন্দোৎকর্ষ, ভগবানের লক্ষণ বর্ণন, শ্রীকৃষ্ণ বেদ ও ভক্তিপ্রাপ্য প্রভৃতি।

(৩য়) পরমাত্মসন্দর্ভ।—পরমাত্মা ও তৎস্বরূপ ভেদ, গুণাবতারের তারতম্য; জীব, মায়া, জগৎ ও তৎপরিণামিত্ব, বিবর্ত্ত সমাধান, পরমাত্মা হইতে জগতের অভেদ এবং জগৎ হইতে পরমাত্মা ভিন্ন, জগতের সত্যতা, স্বামীর অভিপ্রায় প্রকাশ, নির্গুণ ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্বাদির সমন্বয়, লীলাবতারের প্রয়োজন, ভগবানের প্রতি শাস্ত্রতাৎপর্য্য কথন প্রভৃতি।

(৪র্থ) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে—শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা, অংশবোধক বাক্যের সমন্বয়, তাঁহার পূর্ণতা, ভগবানের প্রতি স্বামিত্বে ভজনা, অবতারপ্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণে শাস্ত্রমাত্রের তাৎপর্য্য, অভ্যাস, প্রতিনিধি বাক্য, গতি শাস্ত্রের ভগবান্‌ই গতি, মতান্তরের অপবাদ, নাম-মহিমা, গীতাদি শাস্ত্রের গতি, শ্রীকৃষ্ণে শাস্ত্রসমন্বয়, অংশপ্রবেশ যুক্তি, শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যতা, দ্বিভুজাদি সত্ত্বেই নিত্যতা, গোলোক নিরূপণ, বৃন্দাবনাদির নিত্যতা, গোলোক বৃন্দাবনের অভেদ, এতৎপক্ষে প্রমাণ বাক্য প্রদর্শন, যাদবগণ ও গোপালগণ তাঁহার নিত্য পরিবার, প্রকট অপ্রকট লীলাব্যবস্থা, বিভুত্বসত্ত্বেই বৃন্দাবনে স্থিতি, দুই প্রকার লীলার সমন্বয়, গোকুলমণ্ডলে তাঁহার প্রকাশাতিশয়, কৃষ্ণমহিষীগণের স্বরূপশক্তিত্ব, মহিষী অপেক্ষা গোপীগণের শ্রেষ্ঠতা, গোপীগণের নাম, গোপীগণের মধ্যে রাধিকার শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি।

(৫ম) ভক্তিসন্দর্ভে—ভগবান্‌ ভক্তমাত্রের গম্য বা বোধ্য, নানাবিধ

প্রমাণ দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্বনিশ্চয়, অন্বয় ব্যতিরেক প্রদর্শন দ্বারা তত্ত্ব প্রদর্শন, কৃষ্ণবহির্মুখের নিন্দা, কৃষ্ণে অনর্পিত কর্ম্মের অনাদর, যোগের অনাদর, জ্ঞানমার্গ, ভক্তির নিত্যতা, ভক্তির দশবিধ লক্ষণ, তাঁহার সর্ব্বফলদাতৃত্ব, ভক্ত্যাভাসের অপরাধিতা, উল্লিখিত ফলের অপ্রাপ্তি বিষয়ে সমাধান, ভগবানের নির্গুণত্ব, স্বপ্রকাশত্ব, পরমানন্দত্ব কথন, নিষ্কাম ভক্তির প্রশংসা, অধিকারী ভেদে ব্যবস্থা প্রভেদ, সৎসঙ্গ ভগবৎপ্রাপ্তির নিদান, মহত্ত্বের লক্ষণ ও তৎপ্রভেদ, সৎ বিশেষ লক্ষণ, গুর্ব্বাশ্রয়বিবেক, ভক্তিভেদে জ্ঞানভেদ, অহংগ্রহ উপাসনা, ভক্তির বিশেষ লক্ষণ, গুরুসেবা, মহাভাগবতপ্রসঙ্গ, তৎপরিচর্য্যা, সামান্যতঃ বৈষ্ণবসেবা, শ্রবণাদি জ্ঞানাঙ্গে বিচার, অপরাধ ও অনুরাগ বিচার, ভজনাবিশেষ, সিদ্ধিক্রম ইত্যাদি।

(৬ষ্ঠ) প্রীতিসন্দর্ভে—ভগবৎপ্রীতির পুরুষার্থতা, তত্ত্বসাক্ষাৎকারের পরম পুরুষার্থতা, তদ্দ্বারা মুক্তি, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ভেদ, জীবন্মুক্ত ব্যক্তির উৎক্রান্ত্যাদি, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বর্ণন, মুক্তি অপেক্ষা প্রীতির শ্রেষ্ঠতা, সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের লক্ষণ, জীবন্মুক্তের লক্ষণ, ভগবৎসাক্ষাৎকারের নামান্তর মুক্তি, অন্তর্বাহ্য ভেদে সাক্ষাৎকারের দ্বৈবিধ্য, উৎক্রান্তি ও মুক্তি, সালোক্যাদি মুক্তিভেদ, সামীপ্য মুক্তির আধিক্য, ভক্তির মুক্তিসাধনতা, ভক্তিই উপদেশ্য, উপগতি, সমাধান, ভগবৎপ্রীতির স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ, আবির্ভাব বিশেষ, প্রীতিলক্ষণ, বাক্যের নিষ্কর্ষ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব ও তাঁহার পূর্ণত্ব, রতি প্রভৃতির লক্ষণ ভেদ, অভিমান ভেদে প্রীতি ও ভক্তি প্রভেদ, ব্রজবাসিগণের শুদ্ধপ্রেমতা, জ্ঞান-ভক্তির ব্যবস্থা, ভক্তির তারতম্য, উৎকর্ষতারতম্য, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যাদির অনুভবতারতম্য, গোকুলবাসিগণের শ্রেষ্ঠত্ব, তন্মধ্যে সখীগণের শ্রেষ্ঠতা, তন্মধ্যে গোপাঙ্গনারা শ্রেষ্ঠা, তন্মধ্যে রাধিকা শ্রেষ্ঠা, ভগবৎপ্রীতির রসত্ব স্থাপন, অবলম্বন বিভাব, সন্দেহ নিরাস, উদ্দীপন বিভাব, গুণ কথন, বিরোধিগুণকথন, প্রেম, ধীরোদাত্তাদি-প্রভেদ, ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যাদি, ধর্ম্মজ্ঞান লীলার সমাধান, উদ্দীপক দ্রব্য ও কালাদি, প্রকাশলীলার আধিক্য, অনুভাব ও সঞ্চারিভাব বিচার, রসের পাঞ্চবিধ্য, গৌণ রসের সপ্তকত্ব, রসাভাস, মুখ্যরস, শান্তাখ্য ভক্তিরস, দাস্য ভক্তিরস,

প্রশ্রয় ভক্তিরস, বাৎসল্য, মৈত্রী, বল্লভ ভেদ, মদ মানাদি, উদ্দীপন, বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাব, ব্যভিচারিভাব, স্থায়িভাব, সম্ভোগাত্মক ও মোদাত্মক ভাব বিচার, ভাবভেদ, বিপ্রলম্ভাদি বিভাগ, পূর্ব্বরাগাখ্য বিপ্রলম্ভ, সংভোগ, স্থায়িভাব, প্রেমবৈচিত্র্যাখ্যসংভোগ, প্রবাসাখ্যসংভোগ, সম্ভোগভেদ, মানাখ্যসংভোগাদি।

গ্রন্থ সংখ্যা।

১ম সন্দর্ভে—৪৭৫, ২য় সন্দর্ভে-২৭৪০, ৩য় সন্দর্ভে—১৭৬৮, ৪র্থ সন্দর্ভে—৪৬২৬, ৫ম সন্দর্ভে—৩১৭৫, ৬ষ্ঠ সন্দর্ভে—৪০০০ শ্লোক।

বাক্য সংখ্যা।

১ম ২৫, ২য় ১২২, ৩য় ১০৯, ৪র্থ ১৯৯, ৫ম ৩৪০, ৬ষ্ঠ ৪২৯।

## গোপাল ভট্ট।

গোপাল ভট্ট ভট্টমারি নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বঙ্কট ভট্ট। শ্রীচৈতন্যদেব চাতুর্ম্মাস্য করিয়া চারিমাস গোপাল ভট্টের আবাসে অবস্থিতি করেন এবং সেই সময় তাঁহার সহিত অতীব সৌহৃদ্য হওয়াতে তাঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সতত শ্রীচৈতন্য-দেবের মুখকমলনিঃসৃত উপদেশমালা শ্রবণে তাঁহার হৃদয়কন্দরে বৈরাগ্য-বীজ সংরোপিত হইল, এবং অচিরকাল মধ্যে সংসারের মায়া পরিত্যাগ করতঃ শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন; পথিমধ্যে কাশীনিবাসী প্রবোধানন্দ সরস্বতী দণ্ডীর আবাসে কিছুকাল থাকিয়া তাঁহার নিকট শিষ্য হইয়া যতিবেশ পরিগ্রহ করতঃ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন।

গোপাল ভট্ট, রূপ, সনাতন এবং শ্রীজীব কর্তৃক বৃন্দাবন-মাহাত্ম্য বিস্তারিত হয়। সনাতন গোবিন্দ দেবের, শ্রীজীব রাধাদামোদরের এবং গোপাল ভট্ট রাধারমণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গোপাল ভট্ট, ভক্ত-দাসকে পূজারি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার দৌহিত্র সন্তানেরা অদ্যাপি রাধারমণ বিগ্রহের সেবায় নিয়োজিত আছেন।

গোপাল ভট্ট রঘুনাথ দাস, রূপ ও সনাতন গোস্বামীর প্রীতিবর্দ্ধনার্থ

## কবিকর্ণপূর।

কর্ণপূর ১৫২৪ খৃঃ অঃ নদীয়া জিলার অন্তঃপাতী কাঞ্চনপল্লী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বৈদ্যকুলোদ্ভব শিবানন্দ সেনের পুত্র। ইহার পূর্ব্বনাম পরমানন্দ দাস, তৎপরে চৈতন্যদেব তাঁহার কাব্য রচনায় অসীম চাতুর্য্য সন্দর্শনে কবিকর্ণপুর নাম প্রদান করেন। কবিকর্ণপূরকৃত কাব্য ও নাটক সমুদায় ভক্তি-রস-প্রধান এবং তাহা বিবিধ শব্দালঙ্কারে ভূষিত। ইনি প্রথমে অলঙ্কারকৌস্তুভ, তৎপরে চৈতন্যচরিত নামক কাব্য রচনা করেন, কিন্তু আনন্দ-বৃন্দাবন-চম্পূ রচনা করাতেই তাঁহার খ্যাতি বিস্তার হইয়াছিল। ইহার রচনাপ্রণালী অতীব প্রগাঢ় এবং মনোহর। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

কবিকর্ণপূর।

বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে তমালের তলে,
রাধিকা-রমণে ঘেরি গোপিকা সকলে,
বাজান মধুর বীণা, রবাব মোচঙ্গ,
কেহবা সঙ্গীতে মগ্না, কেহ করে রঙ্গ,
পেয়ে শ্যাম গুণমণি গোকুল-রতন,
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা কিবা মূর্ত্তি সুমোহন।
শ্যামবামে শ্রীরাধিকা (ব্রজের রূপসী)।
ভূতলে পতিত যেন পূর্ণিমার শশী॥
পাইয়া নয়ন দিব্য হরির কৃপায়।
মানসের পটে তুমি এই সমুদায়॥
হেরিয়া ব্রজের লীলা হইয়া মোহিত,
"আনন্দ শ্রীবৃন্দাবনে" করিলা রচিত।
গদ্য পদ্য ময় তব চম্পূ মনোহর।
শ্রবণে শ্রবণ তৃপ্ত হয় নিরন্তর॥

কবিকর্ণপূর কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা ও গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা এবং চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক রচনা করেন। শেষোক্ত নাটকখানি প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের অনুরূপ এবং ইহার বিষয় রূপগোস্বামীর "করচা" হইতে গৃহীত।

কবিকর্ণপুর কর্ত্তৃক কাঞ্চনপল্লীতে কৃষ্ণরায়জীর মূর্ত্তি সংস্থাপিত হয়। এই মূর্ত্তি দেখিতে অদ্যাপি বহু ব্যক্তি তথায় গমন করিয়া থাকেন।

অলঙ্কার কৌস্তুভ।—অলঙ্কার গ্রন্থ। শ্রীকবিকর্ণপুর কর্ত্তৃক বিরচিত। বিষয়—ধ্বনিস্বরূপ ও কাব্যস্বরূপ প্রভৃতি কাব্যগত সাধারণ তত্ত্বনির্ণয়, গুণীভূত ব্যঙ্গাদি নির্ণয়, রসভাবাদি নির্ণয় প্রভৃতি।

চারি পরিচ্ছেদে গ্রন্থ সমাপ্তি। গ্রন্থ সংখ্যা অন্যূন ২০০০ শ্লোক। টীকার নাম কিরণ, টীকা-কর্ত্তা গ্রন্থকার স্বয়ং।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়।—নাটক গ্রন্থ। কবিকর্ণপুর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। বিষয়—শ্রীচৈতন্যদেব এবং তৎসহচরগণের লীলা ও মাহাত্ম্যাদি বর্ণন। ১০ দশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থ পূর্ণ। ১ম পরিচ্ছেদে—কল্যধর্ম্মাভিনয়, ২য় পরিচ্ছেদে—ভক্তি-বৈরাগ্যাভিনয়, ৩য় পরিচ্ছেদে—প্রেমমৈত্রী অভিনয়, ৪র্থ পরিচ্ছেদে—শচীদেব্যাভিনয়, ৫ম পরিচ্ছেদে—ভগবন্নিত্যাদির অভিনয়, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে—মুকুন্দাদ্যভিনয়, ৭ম পরিচ্ছেদে—সার্ব্বভৌম রাজাদ্যভিনয়, ৮ম পরিচ্ছেদে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সার্ব্বভৌমাদ্যভিনয়, ৯ম পরিচ্ছেদে—রাজা রাজমহিষী ঘটিত অভিনয়। পরিচ্ছেদের নাম অঙ্ক ও অভিনয়। গ্রন্থ সংখ্যা—অন্যূন ৩০০০।

প্রারম্ভ বাক্য—

নিধিষু কুমুদ-পদ্ম-শঙ্খ-মুখ্যেষ্বরুচিকরো নবভক্তি-চন্দ্রকান্তৈর্বিরচিতঃ কলিকোক-শোকশঙ্কুর্বিষয়-তমাংসি হিনস্তু গৌরচন্দ্রঃ।

নান্দ্যন্তে সূত্রধার ইত্যাদি।

সমাপ্তি বাক্য—

আকল্পং কবয়স্তু নাম কবয়ো যুষ্মদ্বিলাসাবলীং,<br>
তামেবাভিনয়ন্তু নর্ত্তকগণাঃ শৃণ্বন্তু পশ্যন্তু তাং।<br>
সন্তো মৎসরতাং ত্যজন্তু কুজনাঃ সন্তোষবন্তঃ সদা,<br>
সন্তু ক্ষৌণিভুজো ভবচ্চরণয়োর্ভক্তাঃ প্রজাঃ পান্তু চ॥<br>
ইতি মহামহোৎসবো নাম দশমোঽঙ্কঃ।<br>
সমাপ্তমিদং চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাম নাটকং।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা।—খণ্ডকাব্য। কবিকর্ণপুর ইহার প্রণেতা। মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি দীর্ঘচ্ছন্দে গ্রথিত। বিষয়—শ্রীগৌরাঙ্গ দেব ও তাঁহার পারিষদবর্গের মহিমা বর্ণন। গ্রন্থ সংখ্যা ২২৪।

# কবিকর্ণপূর।

কর্ণপূব ১৫২৪ খৃঃ অঃ নদীয়া জিলার অন্তঃপাতী কাঞ্চনপল্লী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বৈদ্যকুলোদ্ভব শিবানন্দ সেনের পুত্র। ইহার পূর্ব্বনাম পরমানন্দ দাস, তৎপরে চৈতন্যদেব তাঁহার কাব্য রচনায় অসীম চাতুর্য্য সন্দর্শনে কবিকর্ণপুর নাম প্রদান করেন। কবিকর্ণপূরকৃত কাব্য ও নাটক সমুদায় ভক্তি-রস-প্রধান এবং তাহা বিবিধ শব্দালঙ্কারে ভূষিত। ইনি প্রথমে অলঙ্কারকৌস্তভ, তৎপরে চৈতন্যচরিত নামক কাব্য রচনা করেন, কিন্তু আনন্দ-বৃন্দাবন-চম্পূ রচনা করাতেই তাঁহার খ্যাতি বিস্তার হইয়াছিল। ইহার রচনাপ্রণালী অতীব প্রগাঢ় এবং মনোহর। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

কবিকর্ণপূব।

বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে তমালের তলে,
রাধিকা-বমণে ঘেবি গোপিকা সকলে,
বাজান মধুব বীণা, রবাব মোচঙ্গ,
কেহবা সঙ্গীতে মগ্না, কেহ করে রঙ্গ,
পেয়ে শ্যাম গুণমণি গোকুল-রতন,
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা কিবা মূর্ত্তি সুমোহন।
শ্যামবামে শ্রীরাধিকা ( ব্রজের রূপসী )।
ভূতলে পতিত যেন পূর্ণিমাব শশী॥
পাইয়া নয়ন দিব্য হরির কৃপায়।
মানসের পটে তুমি এই সমুদায়॥
হেরিয়া ব্রজের লীলা হইয়া মোহিত,
"আনন্দ শ্রীবৃন্দাবনে" করিলা রচিত।
গদ্য পদ্য ময় তব চম্পূ মনোহর।
শ্রবণে শ্রবণ তৃপ্ত হয় নিরন্তর॥

কবিকর্ণপূর কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা ও গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা এবং চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক রচনা করেন। শেষোক্ত নাটকখানি প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের অনুরূপ এবং ইহার বিষয় রূপগোস্বামীর "করচা" হইতে গৃহীত।

কবিকর্ণপূর কর্ত্তৃক কাঞ্চনপল্লীতে কৃষ্ণরায়জীর মূর্ত্তি সংস্থাপিত হয়। এই মূর্ত্তি দেখিতে অদ্যাপি বহু ব্যক্তি তথায় গমন করিয়া থাকেন।

অলঙ্কার কৌস্তুভ।—অলঙ্কার গ্রন্থ। শ্রীকবিকর্ণপূর কর্ত্তৃক বিরচিত। বিষয়—ধ্বনিস্বরূপ ও কাব্যস্বরূপ প্রভৃতি কাব্যগত সাধারণ তত্ত্বনির্ণয়, গুণীভূত ব্যঙ্গাদি নির্ণয়, রসভাবাদি নির্ণয় প্রভৃতি।

চারি পরিচ্ছেদে গ্রন্থ সমাপ্তি। গ্রন্থ সংখ্যা অন্যূন ২০০০ শ্লোক। টীকার নাম কিরণ, টীকা-কর্ত্তা গ্রন্থকার স্বয়ং।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়।—নাটক গ্রন্থ। কবিকর্ণপূর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। বিষয়—শ্রীচৈতন্যদেব এবং তৎসহচরগণের লীলা ও মাহাত্ম্যাদি বর্ণন। ১০ দশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থ পূর্ণ। ১ম পরিচ্ছেদে—কল্যধর্ম্মাভিনয়, ২য় পরিচ্ছেদে—ভক্তি-বৈরাগ্যাভিনয়, ৩য় পরিচ্ছেদে—প্রেমমৈত্রী অভিনয়, ৪র্থ পরিচ্ছেদে—শচীদেব্যভিনয়, ৫ম পরিচ্ছেদে—ভগবন্নিত্যাদির অভিনয়, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে—মুকুন্দাদ্যভিনয়, ৭ম পরিচ্ছেদে—সার্ব্বভৌম রাজাদ্যভিনয়, ৮ম পরিচ্ছেদে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সার্ব্বভৌমাদ্যভিনয়, ৯ম পরিচ্ছেদে—রাজা রাজমহিষী ঘটিত অভিনয়। পরিচ্ছেদের নাম অঙ্ক ও অভিনয়। গ্রন্থ সংখ্যা—অন্যূন ৩০০০।

প্রারম্ভ বাক্য—

নিধিযু কুমুদ-পদ্ম-শঙ্খ-মুকুন্দচিকরো নবভক্তি-চন্দ্রকাস্তৈর্বিরচিতঃ কলিকোক-শোকশঙ্কুর্বিষয়-তমাংসি হিনস্তু গৌরচন্দ্রঃ।

নান্দ্যন্তে সূত্রধাব ইত্যাদি।

সমাপ্তি বাক্য—

আকল্পং কবয়স্তু নাম কবয়ো যুষ্মদ্বিলাসাবলীং,<br>
তামেবাভিনয়ন্তু নর্ত্তকগণাঃ শৃণ্বন্তু পশ্যন্তু তাং।<br>
সন্তো মৎসরতাং ত্যজন্তু কুজনাঃ সন্তোষবন্তঃ সদা,<br>
সন্তু ক্ষৌণিভুজো ভবচ্চরণয়োর্ভক্তাঃ প্রজাঃ পান্তু চ॥<br>
ইতি মহামহোৎসবো নাম দশমোঽঙ্কঃ।<br>
সমাপ্তমিদং চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাম নাটকং।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা।—খণ্ডকাব্য। কবিকর্ণপূর ইহার প্রণেতা। মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি দীর্ঘচ্ছন্দে গ্রথিত। বিষয়—শ্রীগৌরাঙ্গ দেব ও তাঁহার পারিষদবর্গের মহিমা বর্ণন। গ্রন্থ সংখ্যা ২২৪।

প্রারম্ভ বাক্য—

যঃ শ্রীবৃন্দাবনভুবি পুয়া সচ্চিদানন্দসান্দ্র ইত্যাদি।

সমাপ্তি বাক্য—

শাকে ** গ্রহমিতে মনুনৈব যুক্তে।
গ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ কথমস্য **।
ইতি শ্রীকবিকর্ণপূর বিরচিতা শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা সমাপ্তা।
শ্রীমদ্গৌরগণোদ্দেশদীপিকা রচিতা ময়া।
দীপ্যতাং পরমানন্দসন্দোহো ভক্তবেশ্মনি ॥

বৃহৎগণোদ্দেশদীপিকা।—সংগ্রহ গ্রন্থ। গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীকবিকর্ণপূর। বিষয়— শ্রীকৃষ্ণ ও তৎসখীগণের পরিবারাদি বর্ণন। সংখ্যা—অনধিক ৫০০ আরম্ভ—

যে বিশ্রুতাঃ পরীবারাঃ রাধামাধবয়োবিহ।
তদ্বিয়োগশ্চ লীলাশ্চ তথা পরিকরাদয়ঃ॥ ইত্যাদি।

সমাপ্তি বাক্য—

কলাবতী রসবতী শ্রীমতী চ সুধামুখী।
বিশাখা কৌমুদী মাধ্বী শরদা চাষ্টমী স্মৃতা॥
ইতি বৃহৎগণোদ্দেশদীপিকা সমাপ্তা।

আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ।—গদ্যপদ্যময় কাব্য গ্রন্থ। রচয়িতা কবিকর্ণপূর। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, মন্দাক্রান্তা ও শিখরিণী প্রভৃতি দীর্ঘচ্ছন্দে গ্রথিত। বিষয়— শ্রীকৃষ্ণলীলারস বর্ণন। গ্রন্থ সংখ্যা ৪৫০০ শ্লোক, তদ্ভিন্ন গদ্য প্রায় ১০০ হইবেক। ইহার পরিচ্ছেদের নাম স্তবক। দ্বাবিংশ স্তবকে গ্রন্থ সমাপ্তি। টীকার নাম সুখবর্দ্ধনী। টীকাকারের নাম শ্রীবৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী। টীকার সংখ্যাও প্রায় গ্রন্থসংখ্যার তুল্য।

আরম্ভ বাক্য—

বন্দে কৃষ্ণপদারবিন্দযুগলং যস্মিন্ কুরঙ্গীদৃশাং
বক্ষোজপ্রণয়ীকৃতে বিলসতি স্নিগ্ধোঽঙ্গরাগে স্বতঃ।
কাশ্মীরং তলশোণিমোপরিতনঃ কস্তূরিকা-নীলিমা
শ্রীখণ্ডং নখচন্দ্রকান্তিলহরী নির্ব্ব্যাজমাতন্বতে॥

সমাপ্তি বাক্য—

চৈতন্যকৃষ্ণকরুণোদিতবাগ্বিভূতিস্তন্মাত্রজীবন .... ধনস্য পুত্রঃ।
শ্রীনাথপাদকমলস্মৃতিশুদ্ধবুদ্ধিশ্চম্পূমিমাং রচিতবান্ কবিকর্ণপূরঃ॥

**বিবেক শতক**।—শ্রীগোপাল ভট্টের গুরু শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী কর্ত্তৃক বিরচিত। মন্দাক্রান্তা এবং শিখরিণী ছন্দে গ্রথিত। বিষয়—বৈরাগ্যোদ্দীপক শ্রীকৃষ্ণভক্তি বর্ণন। শ্লোক সংখ্যা ১০০।

প্রারম্ভ বাক্য—

দেহঃ প্রাপ্তোবিরসসরসং ক্ষীণমায়ুর্ম্মমাভূৎ,
স্বল্পা শক্তির্বিষমবিষয়গ্রাহিণী যেন্দ্রিয়াণাম্।
দূরে বৃন্দাবনতটভুবং স্বেদভেদপ্রদায়াঃ,
কিং কুর্ব্বেঽহং * * * * ॥

সমাপ্তিবাক্য—

বংশীনাদবিমোহিতাহিতাখিলজগজ্জন্তৌ কিশোরাকৃতৌ
শ্রীকৃষ্ণে রতিরস্তু * * * * ॥

ইতি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীবিরচিতং বিবেকশতকং সমাপ্তং।

**শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থ**।—প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত। শচীনন্দন গৌরাঙ্গের স্তবগ্রন্থ। শ্লোকসংখ্যা ১৪৩ এবং দ্বাদশ বিভাগে সম্পূর্ণ।

প্রথম শ্লোক—

স্তুমস্তং চৈতন্যাকৃতিমতিবিমর্য্যাদপরমা-
ভুতৌদার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুম।
বিশুদ্ধস্বপ্রেমোন্মদ-মধুর-পীযূষ-লহরীং,
প্রদাতুং চান্যেভ্যঃ পরপদ-নবদ্বীপ-প্রকটম্॥

টীকার নাম—রসিকাস্বাদিনী।

# শ্রীমদ্ভাগবত।

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

ভাগবত।

# শ্রীমদ্ভাগবত।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মুর্শিদাবাদ বহরমপুর
সত্যরত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

শ্রীভাগবত অতি আদরণীয় মহাপুরাণ এবং ভক্তিমার্গের কল্পতরু স্বরূপ। বৈষ্ণবসম্প্রদায় স্নানান্তে অতি পবিত্র হৃদয়ে সচন্দন তুলসী পত্রে এই মহাগ্রন্থের পূজা করেন এবং পৌরাণিকগণ বিশুদ্ধ তানলয় স্বরসংযোগে কথকতা দ্বারা ধনাঢ্য আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী মহোদয়গণের নিকট হইতে বিপুল বৃত্তি লাভ করিয়া থাকেন। অন্যান্য পুরাণাপেক্ষা ইহার রচনা অতি প্রগাঢ়; সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হইলে অর্থবোধ হওয়া দুষ্কর; এজন্য কেহ কেহ ইহার আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন করিয়া কহেন যে, পুরাণ সমূহ অতি সরলভাবে রচিত হইয়াছে, সে স্থলে বেদব্যাসের লেখনী কি জন্য এই কঠিন গ্রন্থ প্রসব করিবে। অন্য পুরাণনিচয়ের রচনার সহিত ইহার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই, সুতরাং ইহা একজন পৃথক্ ব্যক্তির রচিত বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কতিপয় পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন, এই গ্রন্থ মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণকর্ত্তা বোপদেব গোস্বামীর কৃত। বোপদেব দেবগিরি * নগরাধিপ হেমাদ্রির সভাসদ্ ছিলেন। ভাষাতত্ত্বজ্ঞ বর্ণুফ্ ফরাশীশ ভাষায় অনুবাদিত ভাগবতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, বোপদেব ১৩০০ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। এই সকল প্রমাণে ভাগবতকে ঋষিপ্রণীত না বলিলে অবশ্যই প্রাচীন সম্প্রদায়েরা খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবেন, কিন্তু ভাগবত ঋষিপ্রণীত নহে বলিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও মহারাণী ভবানীর সভায় তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। লণ্ডনস্থ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর পুস্তকালয়ে এতৎসম্বন্ধে তিনখানি পুস্তিকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রথম গ্রন্থের নাম "দুর্জ্জনমুখচপেটিকা"—এখানি রামাশ্রমকৃত; ইহাতে ভাগবতের

* দেওগর বা দৌলতাবাদ।

প্রাচীনত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পুস্তক প্রথমগ্রন্থের প্রত্যুত্তর, কাশীনাথ ভট্ট কৃত "দুর্জ্জনমুখমহাচপেটিকা"—ইহাতে ভাগবত আধুনিক গ্রন্থকারের প্রণীত বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। তদুত্তরে "দুর্জ্জনমুখপদ্মপাদুকা" রচিত হইয়াছিল; ইহাতে গ্রন্থকার বিপক্ষবর্গকে অত্যন্ত শ্লেষোক্তি করিয়া ভাগবত বেদব্যাস-প্রণীত প্রমাণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন পুরুষোত্তম ত্রয়োদশ প্রমাণ দ্বারা ও মিতাক্ষরার টীকাকার বালভট্ট পুরাণ শব্দের সমালোচনায় ভাগবত ঋষিপ্রণীত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই সকল তর্ক বিতর্ক সত্ত্বেও বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভাগবতের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থের সুমধুর রসপানে মোহিত হইয়া রূপ, সনাতন, জীব প্রভৃতি বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দ বহুবিধ নানারস-সমাকীর্ণ নাটক ও চম্পূ প্রণয়ন করত সংস্কৃত সাহিত্য-সংসার উজ্জ্বল করিয়াছেন, এবং এই গ্রন্থ পাঠে মোহিত হইয়া চৈতন্যদেব শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাবোদ্দীপক বৈষ্ণব ধর্ম্ম বঙ্গদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। কেন্দুবিল্বস্থ কোকিলকণ্ঠ জয়দেব শ্রীভাগবত পাঠে মোহিত না হইলে কখনই ভাবসিন্ধু মন্থন করিয়া গীতগোবিন্দ রচনা করিতে সক্ষম হইতেন না। গারুড় পুরাণে লিখিত আছে * যে, ভাগবত ১৮০০০ সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ। ইহাতে বেদ বেদান্তের সার অংশ সমুদ্ধৃত হইয়াছে, এবং যে ব্যক্তি ইহার সুধা পান করিয়াছেন, তিনি আর অন্য ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠে বিরত থাকিবেন। ইতিপূর্ব্বে শ্রীভাগবতের উৎকৃষ্ট গদ্য অনুবাদ ৺ মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত মূল, শ্রীধর স্বামীর টীকা ও অনুবাদসহ কেহই প্রচার করেন নাই; সেই অভাব পূরণার্থ পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ভাগবত তত্ত্ববোধিকা সংখ্যাক্রমে প্রকাশ করিতেছেন।

---

* গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্॥
সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ কচিৎ॥

# ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্র।

"গানের সমান আর নাহিক ভজন।"

"Is there a heart that Music cannot melt?"

BEATTIE.

# ভারতবর্ষের সঙ্গীত-শাস্ত্র।

শশধরের বিমল রশ্মিজালে বিভূষিত, চতুর্দ্দিক্ শুভ্রময়। উদ্যানে নানাবিধ প্রসূন প্রস্ফুটিত, চতুর্দ্দিক্ সৌগন্ধে আমোদিত, স্বভাব যেন রজনীদেবীর সহিত কৌতুক করিতেছেন। উদ্যানে মাধবীলতা-বেষ্টিত বিটপীর সম্মুখে ভরতমুনি বীণা বাদন করিয়া সমস্ত স্বভাবের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছেন; শুনিয়া বনদেবীও বিমোহিতা। এতাদৃশ দৃশ্য কাহার না প্রীতিকর! এমত সময়ে সঙ্গীতের প্রধান অধ্যাপকের নিকট বীণাধ্বনি শুনিয়া কাহার না হৃদয় অপূর্ব্ব রসে গলিয়া যায়। অরফিউসের সঙ্গীতে কাননের পশু পক্ষীও মোহিত হইত, সুতরাং মানব-হৃদয় যদি সঙ্গীতে দ্রবীভূত না হয়, তবে সে ব্যক্তিকে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলিতে হয়; কাজেই শাস্ত্রকারেরা কহেন—

"জপকোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানকোটিগুণং লয়ঃ।
লয়কোটিগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি॥"

প্রাচীনকালে কবি ও গায়ক একব্যক্তি ছিলেন। যিনি কবিতা প্রস্তুত করিতেন, তিনিই উহা নানাবিধ স্বরে গান করিতেন। পরে লিখিবার প্রণালী সৃষ্টি হইলে ঐ সকল কবিতা লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। প্রাচীন ঋষিগণ বৈদিক সূক্ত প্রণয়নানন্তর গান করিতেন, তাহার মধ্যে সামবেদ উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিৎ স্বর দ্বারা গেয়। সামগান দ্বিবিধ, গ্রাম্য ও আরণ্য। এই সকল গানাদির বিধি ও স্বরাদি নিরূপক প্রাচীন গ্রন্থের নাম নারদীয় শিক্ষা প্রভৃতি। সামবেদের গান্ধর্ব্ববেদ উপবেদ। উহা ভরতমুনিকৃত; তথাহি প্রস্থানভেদ * :—

গান্ধর্ব্ববেদশাস্ত্রং ভগবতা ভরতেন প্রণীতং। তত্র গীতবাদ্যনৃত্যভেদেন বহুবিধোঽর্থঃ। নানামুনিভিঃ প্রণীতং তৎসর্ব্বমস্য লৌকিকবৎ প্রয়োজন-ভেদো দ্রষ্টব্যঃ॥

ভরতের গান্ধর্ব্ববেদ এক্ষণে অতীব দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু এই গ্রন্থের মতাদি অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। আর্য্যদিগের

* এই গ্রন্থ মধুসূদন সরস্বতী কৃত; ইহাতে সমুদায় শাস্ত্রের বিষয় সংক্ষেপে লিখিত আছে।

সঙ্গীতশাস্ত্র বেদ-মূলক। ঋষিগণ, দেবতাগণ সকলেই এই সঙ্গীত গান করিতেন। অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় হিন্দুদিগের সঙ্গীতশাস্ত্রও পৃথিবীর সমস্ত জনপদের সঙ্গীত বিদ্যা অপেক্ষা প্রাচীন। সামবেদীয় আরণ্য সংহিতার ন্যায় সদ্ভাবব্যঞ্জক মনোহর প্রাচীন সঙ্গীত আর কোন্ জাতির আছে? এক্ষণে সঙ্গীত বিদ্যার যেরূপ হতাদর হইয়া উঠিয়াছে, আর্য্যকালে সেরূপ ছিল না। ঋষিগণ সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহারা স্বশিষ্যবর্গকে অতীব যত্ন সহকারে শিক্ষা দিতেন। মহামুনি ভরত সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক; তিনি স্বর্গে নাট্য ও সঙ্গীতশাস্ত্রের শিক্ষা দিতেন। তৎকৃত নাট্যশাস্ত্র অতি প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আলঙ্কারিকেরা সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ সকল রচনা করিয়াছেন। ভরতের পরে সোমেশ্বর, কল্লিনাথ এবং হনুমন্ত সঙ্গীতশাস্ত্রের অনুশীলন করেন। ইহাঁদিগের পরস্পরের মত বিভিন্ন। সোমেশ্বর ব্রহ্মার মত, ভরত-মত, হনুমন্ত-মত এবং কল্লিনাথ-মত, এই চারি মত স্বকৃত রাগবিবোধ গ্রন্থে সংকলন করিয়াছেন। শব্দকল্পদ্রুমে লিখিত আছে, অধুনা হনুমন্ত-মত প্রচলিত। হনুমন্ত-কৃত গ্রন্থ সপ্ত অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রথম স্বরাধ্যায়, দ্বিতীয় রাগাধ্যায়, তৃতীয় তালাধ্যায়, চতুর্থ নৃত্যাধ্যায়, পঞ্চম ভাবাধ্যায়, ষষ্ঠ কোকাধ্যায়, সপ্তম হস্তাধ্যায়। এই গ্রন্থ এক্ষণে লোপ পাইয়াছে। পূর্ব্বে অসংখ্য সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, এক্ষণে শুভঙ্করকৃত সঙ্গীত-দামোদর, বীরনারায়ণকৃত সঙ্গীতনির্ণয়, হরিভট্টকৃত সঙ্গীতসার, সঙ্গীতার্ণব, সঙ্গীতরত্নাবলী, পুরুষোত্তম কৃত সঙ্গীতনারায়ণ, নারদপঞ্চমসারসংহিতা, পিহ্লন-কৃত রাগসর্ব্বস্বসার, শার্ঙ্গদেবকৃত সঙ্গীতরত্নাকর, সিংহভূপালকৃত সঙ্গীত-সুধাকর, হরিভট্টকৃত সঙ্গীতদর্পণ, রাগমালিকা, হরিনারায়ণকৃত সঙ্গীতসার, নারদসংবাদ, নারদপুরাণ, রত্নমালা, সঙ্গীতকৌস্তুভ, অদ্ধুকভট্টকৃত তাণ্ডবতরঙ্গেশ্বর, গীতসিদ্ধান্তভাস্কর, বিশ্ববসুকৃত ধ্বনিমঞ্জরী, রাগার্ণব প্রভৃতি বহু অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন খানি অসম্পূর্ণ এবং কোন খানি বা খণ্ডিত। ইহার অধিকাংশ টীকাবিহীন এবং কোন কোন গ্রন্থ মূর্খ লিপিকরদিগের দোষে এতাদৃশ কদর্য্য ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, তাহার মধ্যে দন্তস্ফুট হওয়াও কঠিন, সুতরাং সে গুলি একপ্রকার লোপ পাইয়াছে বলিতে হইবেক; কোন কোন গ্রন্থ রাগ রাগিণীর রূপ-বর্ণনায়

পরিপূর্ণ, অন্ত সার কথা কিছুই নাই, এবং কোন খানি বা অলঙ্কার-গ্রন্থের ছায়া মাত্র। আমরা বহু অনুসন্ধানের পর সঙ্গীতদামোদর সংগ্রহ করিয়াছি। পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম যে, ইহার মধ্যে সঙ্গীত সম্বন্ধীয় যাবতীয় গুহ্য কথা প্রাপ্ত হইব, কিন্তু গ্রন্থ পাঠে এককালে হতাশ হইলাম। এখানি একপ্রকার অলঙ্কার গ্রন্থ মাত্র, ইহার মধ্যে রাগাদির ভেদ কিছুই সঙ্কলিত হয় নাই। শুভঙ্কর ইহার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

ভাবো হাবানুভাবৌ গতিসময়-দশা-স্থান-দূতী-বিভাবাঃ,
স্ত্রীপুংসৌ নাদগীত-স্বরগমকগণা মূর্চ্ছনাবর্গতালাঃ।
গ্রামো রাগাঙ্ স্ত্রিতাল-শ্রুতি-সচিবকলা বাদ্যমাত্রাঙ্গহারা,
নৃত্যং নির্দ্দোষগানানভিনয়সরসাঃ কৃষ্ণলীলা বহন্ত ॥

এ দিকে আড়ম্বর অনেক, কিন্তু কাজে কিছুই করেন নাই।

মহর্ষি বাল্মীকির সমকালজন্মা ভরতমুনির পূর্ব্বে সংগীত ছিল বলিয়া অনুভূত হয়, কিন্তু গ্রন্থ-প্রণয়ন-প্রথা বা উপদেশ-কৌশল ছিল না—ইহাও প্রমাণ করা যায়। ভরতের সময় হইতেই সংগীতের গ্রন্থাদি প্রচার ও উপদেশ-কৌশল আরম্ভ হয়। ক্রমে সংগীতাচার্য্য অনেক হইলেন, তন্নিবন্ধন অনেক মতভেদও উপস্থিত হইল। ফলতঃ মতভেদের সূত্রপাত ঐ ভরতের সময়েই হইয়াছিল। আর্যকাল অতীত হইলে, আচার্য্যকালে অনেক গ্রন্থ, অনেক মত, অনেক রীতি প্রকাশ পাইয়াছিল, অতঃপরেই অর্ব্বাগ্ আচার্য্য—এই কালেও অনেক গ্রন্থ ও অনেক মত জন্মে। এই অর্ব্বাগাচার্য্য-কালের অবসান সময়েই সংগীত-দর্পণের জন্ম।

পূর্ব্বের লিখিত সংগীতগ্রন্থের মধ্যে সংগীতদর্পণ অতি প্রাঞ্জল এবং এখানি সঙ্গীতাচার্য্যদিগের গ্রন্থ হইতে অতি যত্ন সহকারে সঙ্কলিত হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা অন্যান্য সঙ্গীতগ্রন্থ বর্ত্তমান সত্ত্বেও ইহা হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম।

প্রণম্য শিরসা দেবৌ পিতামহ-মহেশ্বরৌ।
সংগীতশাস্ত্রসংক্ষেপঃ সারতোঽয়ং ময়োচ্যতে ॥
ভরতাদিমতং সর্ব্বমালোড্যাতিপ্রযত্নতঃ।
শ্রীমদ্দামোদরাখ্যেণ সজ্জনানন্দহেতুনা।
প্রচরদ্রূপসংগীতসারোদ্ধারোঽভিধীয়তে ॥
গীতং ——————

ষড্‌জং বৌতি ময়ূরস্তু গাবো নর্দন্তি চর্ষভং।
অজো রৌতি তু গান্ধারং ক্রৌঞ্চঃ কণতি মধ্যমং॥
পুষ্পসাধারণে কালে কোকিলা রৌতি পঞ্চমং।
ধৈবতং কুঞ্জরো রৌতি নিষাদং হ্রেষতে হয়ঃ॥

এই সপ্তস্বর। এই স্বর শ্রুতিমূলক এবং ইহা হইতে সপ্তস্বরের আদ্যক্ষর স, রি, গ, ম, প, ধ, নি; ইহাতে স্বরালাপ হইয়া থাকে। যথা—

শ্রুতিভ্যঃ স্যুঃ স্বরাঃ ষড্‌জর্ষভ-গান্ধার-মধ্যমাঃ।
পঞ্চমো ধৈবতশ্চাপি নিষাদ ইতি সপ্ত তে।
তেষাং সংজ্ঞাঃ সরিগম-পধনীত্যপরা মতাঃ॥

নাদ হইতে শ্রুতি, এবং শ্রুতি হইতে ষড্‌জাদি সপ্ত স্বরের সৃষ্টি। যদ্দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করা যায়, তাহাকেই রাগ বলে। যথা—

যস্য শ্রবণমাত্রেণ রজ্যন্তে সকলাঃ প্রজাঃ।
সর্ব্বাসাং রঞ্জনাদ্ধেতোস্তেন রাগ ইতি স্মৃতঃ॥

ঋষিগণ স্বর সাধন করিয়া নিরবয়বের নানা রূপ প্রদান করিয়াছিলেন, সে গুলি একটি একটি রাগ রাগিণী হইল। ইহাতে তাঁহাদিগের অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে। দার্শনিক ঋষিগণ পদার্থ স্থির করিয়া তাহার নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়া সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন; কিন্তু সঙ্গীতাচার্য্য ঋষিগণ কেবল চিন্তার কৌশলে অবয়ববিহীন স্বর লইয়া নানা রাগের মূর্ত্তি স্থির করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের দার্শনিক আচার্য্যগণাপেক্ষাও ক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে। ভরত এবং হনুমন্ত মতে ছয় রাগ; যথা ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রীরাগ, মেঘ। ইহাদের অন্তর্গত পাঁচটী করিয়া রাগিণী প্রত্যেকের প্রণয়িনী। কল্লিনাথ এবং সোমেশ্বর মতে এই ছয় রাগ; যথা—

শ্রীরাগোঽথ বসন্তশ্চ পঞ্চমো ভৈরবস্তথা।
মেঘরাগস্তু বিজ্ঞেয়ঃ ষষ্ঠো নটনারায়ণঃ।

এই ছয় রাগের অন্তর্গত রাগিণ্যাদি যথা—

—গৌরী কোলাহলং ধারী দ্রাবিড়ী মালব-কৌশিকা।
ষষ্ঠী স্যাদেব গান্ধারী শ্রীরাগে চ বিনির্ম্মিতাঃ॥

আন্দোলী কৌশিকী চৈব তথাচ পট্টমঞ্জরী।
গুণকরী চৈব দেশাখ্যা রামকীরী বসন্তজা॥
ত্রিগুণা স্তম্ভতীর্থা চ আভেরী কুকুভা তথা।
বিরবাড়ী তথা চেরী ষড়েতে পঞ্চমে মতাঃ।
ভৈরবী গুর্জ্জরী চৈব ভাষা বেলায়লী তথা।
কর্ণাটী রক্তহংসা চ ষড়েতা ভৈরবে মতাঃ॥
বঙ্গুলা মধুরা চৈব কামদা চোষসাটিকা।
দেবগিরিশ্চ দেবালা ষড়েতা মেঘরাগজাঃ॥
ত্রোটকী মোটকী চৈব ত্ববিনষ্ট-বিরাটিকা।
মল্লারী সৈন্ধবী চৈব এতা নটনারায়ণে॥

এই সকল রাগ, রাগিণী; ইহা হইতে নানাবিধ উপরাগ সৃষ্ট হইয়াছে। আদিমকাল কবিতার সময়। বেদে বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্যের রূপ কল্পিত হইয়া স্তোত্র রচিত হইল,—সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে হৃদয় আকৃষ্ট হইল, সঙ্গীতাচার্য্য ঋষিগণের আনন্দের সীমা রহিল না—কবিত্বের বিমল তরঙ্গে হৃদয় ভাবে গদ্‌গদ, তখন নানারাগ রাগিণীর রূপ কল্পিত হইতে লাগিল, কোন রাগ বা বীরবেশধারী, কোন রাগিণী বা মনোহর লাবণ্যবতী। সঙ্গীততরঙ্গে মেঘের রূপ বর্ণন—

মেঘ রাগ অতি বীর্য্যবন্ত শ্যাম অঙ্গ।
ব্রহ্মার মস্তকে জন্ম রূপেতে অনঙ্গ॥
জটাজূট জড়াইয়া উষ্ণীষ বন্ধন।
খরতর করবাল করেতে ধারণ॥

তথাহি পটমঞ্জরীর ধ্যান—

—সখীকলাপৈঃ পরিহাস্যমানা বিয়োগিনী কান্তবিয়োগদেহা।
পীনস্তনী চৈব ধরাপ্রসুপ্তা শ্যামা সুকেশী পটমঞ্জরীয়ং॥

এই সকল রাগিণ্যাদি গান কবিবার সময় নিরূপিত আছে এবং কোন রাগ আনন্দোৎসবে, বা কোন রাগ শোক সময়ে, কোন রাগ বা বীরোৎসবে, গান করা বিধেয়। এ সকল বিষয় কল্পনাসম্ভূত। রাগ ত্রিবিধ;—ওড়ব, ষাড়ব, সম্পূর্ণ, অর্থাৎ ওড়ব রাগে পাঁচ, ষাড়বে ছয়, এবং সম্পূর্ণ রাগে সপ্ত সুর লাগে। হিন্দোল, মালকোষ প্রভৃতি ওড়ব; মেঘ, পুরিয়া প্রভৃতি ষাড়ব;

ভৈরব, শ্রী, পঞ্চম প্রভৃতি সম্পূর্ণ রাগ। এই রাগ পুনরায় শুদ্ধ, সালঙ্ক এবং সঙ্কীর্ণ, এই তিন শ্রেণীভুক্ত। শুদ্ধ অর্থাৎ যাহাতে কোন রাগের ছায়া লাগে না, যথা কানাড়া, মল্লারী প্রভৃতি; সালঙ্ক অর্থাৎ যাহাতে কোন রাগের আভা লাগে, যথা ললিত, ধনাশ্রী প্রভৃতি; সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ দুই, তিন, বা তাহা হইতেও অধিক রাগে নির্ম্মিত, ইহাকে মিশ্র রাগ কহে, যথা—মঙ্গল, বিহঙ্গ, বিহাগ প্রভৃতি। রাগ রাগিণী অসংখ্য। তাহা একজন গায়কের জানিবার সম্ভাবনা নাই। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের শারদীয় পূর্ণিমায় রাস-লীলার সময় ষোড়শ সহস্র রাগের উৎপত্তি হয়। আর্যকালেও অনেক সঙ্কীর্ণ রাগের সৃষ্টি হয়। ভরত মুনি রাজহংস, হনুমন্ত মঙ্গলাষ্টক নামক সংকীর্ণ রাগ সৃষ্টি করেন; এমন কি স্বয়ং মহাদেব শঙ্করবিজয়, এবং মহাবীর কর্ণ মধুমিথুন নামক সংকীর্ণ রাগ সৃষ্টি করিয়াছেন; এতদ্ভিন্ন কলহংস, গান্ধারী, গোপিকামোদী, জয়াবতী, মনোহর প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে অনেক সংকীর্ণ রাগের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রাগ রাগিণীর সৃষ্টির পরে ঋষিগণ তাল ও লয় যুক্ত সঙ্গীতের সৃষ্টি করিলেন। পূর্ব্ব কালের রাসক, বীর শৃঙ্গার, চতুরঙ্গ, সরভলীল, সূর্য্যপ্রকাশ, তৌর্য্য-ত্রিকাদি, চন্দ্রকপ্রকাশ, রণরঙ্গ, নন্দন, নবরত্নপ্রবন্ধ প্রভৃতি কয়েকবিধ সঙ্গীত প্রসিদ্ধ।

প্রাচীন কতিপয় তাল যথা—

অতোঽপি কথিতাঃ সন্তি দেশীতালা বিশেষতঃ।
প্রসিদ্ধলক্ষমার্গেষু কথ্যন্তে তেন বিস্তরাৎ॥

চিত্র তালঃ (১) কন্দুকশ্চ (২) ইড়বান্ (৩) সন্নিপাতকঃ (৪। ব্রহ্মতাল (৫) শ্চতুস্তালঃ (৬) কুম্ভতাল (৭) স্তথৈবচ। লক্ষ্মীতাল (৮) শ্চার্জুনশ্চ (৯) কুম্ভনাভি (১০) রতঃপরং। সন্নিশ্চাপি (১১) মহাসন্নি (১২) র্যতিশেখর (১৩) সংজ্ঞকঃ। কল্যাণ (১৪) পঞ্চঘাতৌ চ (১৫) চন্দ্রতালো (১৬) দ্রুতালিকা (১৭)। জগতো (১৮) মল্লকশ্চৈব (১৯) কত্তালী (২০) পরিকীর্ত্তিতা ইত্যাদি। তাল লয় স্বর সংযোগে সঙ্গীত শুনিতে অতীব মধুর, সুতরাং ইহা ক্রমেই উন্নতির সোপানে আরূঢ় হইল। এই সঙ্গেই নানা প্রকার বাদ্য যন্ত্রের সৃষ্টি।

সচরাচর বাদ্য চারিজাতি। তত (১), শুষির (২), অবনদ্ধ (৩), ঘন (৪)। তন্মধ্যে—তন্ত্রী অর্থাৎ তার ঘটিত বাদ্য প্রথম জাতি (বীণা প্রভৃতি)। বংশ বা তৎসদৃশ কোন অন্তশ্ছিদ্র কাষ্ঠ নির্ম্মিত যন্ত্রবাদ্য দ্বিতীয় জাতি। চর্ম্মাবনদ্ধ যন্ত্রবাদ্য (ঢাক, ঢোল, পাকওয়াজ প্রভৃতি) তৃতীয়। চতুর্থ—কাংস্য বা অন্য কোন লৌহময় যন্ত্রবাদ্য। যথা—ঘণ্টা, নূপুর, মন্দিরা, করতাল ইত্যাদি।*

তত জাতীয় বাদ্যের মধ্যে বীণা অতি উৎকৃষ্ট এবং পুরাকালে অতি প্রসিদ্ধ। বীণাও আবার দুই প্রকার, স্বরবীণা ও শ্রুতিবীণা। †

একতন্ত্রী (একতারা), স্বরমণ্ডল (সারঙ্গ), আলাপিনী (আঘাটী নামে পশ্চিমে প্রসিদ্ধ), কিন্নরী (ইহা দুই প্রকার—লঘ্বী ও বৃহতী), বৃহৎ কিন্নরী (ইহা দুই প্রকার—লঘ্বী ও বৃহতী; বৃহৎ কিন্নরী তিন তুম্বী দ্বারা নির্ম্মিত হয়), পিনাক (ইহাও এক তুম্ব ঘটিত—অশ্বপুচ্ছ লোমের ধনুকাকার যষ্টি দ্বারা বাদিত হয়) ইত্যাদি নানা প্রকার বীণাজাতীয় বাদ্য আছে। তন্মধ্যে এক তন্ত্রী, ত্রিতন্ত্রী, পঞ্চতন্ত্রী, সপ্ততন্ত্রী পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। ‡

যজুর্ব্বেদে লিখিত আছে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য শততন্ত্রসংযুক্ত বীণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে এই বীণার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বীণার নির্ম্মাণ বিষয়ে অঙ্গুলি, অঙ্গুলি স্থান প্রমাণ, দণ্ড, তন্ত্র, তুম্বী পরিমাণ, তুম্বীর অভ্যন্তরাবকাশ ধারণ, হস্ত ব্যাপার প্রভৃতি সকলই বিশেষ বিশেষ

* চতুর্ব্বিধং তৎ কথিতং ততং সুষিরমেব চ। অবনদ্ধং ঘনঞ্চেতি ততং তন্ত্রীগতং ভবেৎ। বীণাদি সুষিরং বংশ-কাহলাদি প্রকীর্ত্তিতং। চর্ম্মাবনদ্ধবদনং বাদ্যতে পটহাদিকম্। অবনদ্ধঞ্চ তৎ প্রোক্তং কাংস্য-তালাদিকং ঘনম্।—সঙ্গীত দর্পণ।

† বীণা তু দ্বিবিধা প্রোক্তা শ্রুতিস্বরবিশেষণাৎ। শ্রুতিবীণা পুরা প্রোক্তা—সঙ্গীত দর্পণ।

‡ "একতন্ত্রী ত্রিতন্ত্র্যাদ্যা—" "আলাপিনী কিন্নরী চ পিনাকীসংজ্ঞকাপরা। তন্ত্রীভিঃ সপ্তভিঃ কাপি দৃশ্যতে পরিবাদিনী।"—"এবৈব কীর্ত্ত্যতে লোকে স্বরমণ্ডলসংজ্ঞয়া" "—আলাপিন্যেক-তুম্বী স্যাৎ—" "আঘাটী-সংজ্ঞয়া লোকে আলাপিন্যেব কীর্ত্ত্যতে—" "কিন্নরী দ্বিবিধা প্রোক্তা লঘ্বী চ বৃহতী চ সা—"।

গ্রন্থে লিখিত আছে, কিন্তু তত্তাবৎ কার্য্যকুশলী ব্যক্তির নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিক্ষা করিতে হয় বলিয়া তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক। *

বীণা মাত্রেই দুইটী তুম্ব দ্বারা নির্ম্মিত হয়। কেবল কিন্নরী বীণার তিন তুম্বী। ঐ তুম্বীত্রয় তির্য্যক্ ভাবে যোজিত হয়। †

লৌহ অথবা কাংস্য দ্বারা নির্ম্মিত সারিকা (পর্দা) সকল কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমিত করিয়া বীণাদণ্ডের পৃষ্ঠভাগে যোজিত হইয়া থাকে। সারিকা যোজনা সাধারণতঃ চতুর্দ্দশ স্বর অনুসারে চতুর্দ্দশ সংখ্যক, ক্রমে স্বর স্থানে হইয়া থাকে, পরন্তু স্বর গ্রামের আধিক্য ইচ্ছা থাকিলে ২১ সংখ্যা করিতে হয়, ততোধিক অনাবশ্যক। ‡

বীণাদণ্ড, রক্ত চন্দন কাষ্ঠে উত্তম হয়, নচেৎ লঘু—কঠিন এমন কোন কাষ্ঠেও নির্ম্মিত হইতে পারে। §

সুষির জাতীয় বাদ্যের মধ্যে বংশীই উত্তম। বংশী নির্ম্মাণের উপাদান নানাবিধ। বেণু (বাঁশ), খদির কাষ্ঠ, চন্দন কাষ্ঠ, লৌহ, কাংস্য, রৌপ্য, কাঞ্চন প্রভৃতি উত্তম উপাদান। ¶

বংশী যে কোন উপাদানে নির্ম্মিত হউক না কেন, সকল বংশী বর্ত্তুল (গোল), সরল (সোজা), গ্রন্থিভেদ, এবং ছিদ্রহীন হওয়া আবশ্যক। ||

তাদৃশ বংশদণ্ডের শিরঃস্থানে ৩ বা ৪ অঙ্গুলি স্থান ত্যাগ করিয়া একটি রন্ধ্র করিতে হয়—[ একটি ফুৎকার রন্ধ্র—ইহা এক অঙ্গুলি-অগ্রভাগ পরিমিত ],

---

* অঙ্গুল্যাদিপ্রমাণন্তু বীণাদণ্ডাদিবাদনং [ নির্ম্মিতং ]। তন্ত্রীককুভতুম্ব্যাদিলক্ষণং ধারণং তথা। তম্বদন্তে চ ব্যাপারা বামদক্ষিণহস্তয়োঃ—ইত্যাদি।—সঙ্গীত দর্পণ।

† তুম্বীনাং ত্রিতয়ঞ্চাত্র তির্য্যক্ যোজ্যং। [ ঐ ]

‡ লৌহকাংস্যময়া যদ্বা কর্ত্তব্যা সারিকাখ্যয়া। ——দণ্ডপৃষ্ঠে চতুর্দ্দশ। চতুর্দ্দশস্বরস্থানে সারিকাস্তা নিবেশয়েৎ— সঙ্গীত দর্পণ।

§ রক্তচন্দনজান্ সর্ব্বান্ বীণাদণ্ডান্ পরে জগুঃ—লঘুকাঠিন্যযুক্তেন—সঙ্গীত দর্পণ।

¶ —বৈণবো দণ্ডঃ খাদিরশ্চান্দনোঽথবা। আয়সঃ কাংস্যজো রৌপ্যঃ কাঞ্চনোঽপ্যথবা ভবেৎ। [ ঐ ]

|| বর্ত্তুলঃ সরলঃ শ্লক্ষ্ণো গ্রন্থিভেদ-ব্রণাঙ্কিতঃ। [ ঐ ]।

অনন্তর অঙ্গুলির দ্বারা চাপা যাইতে পারে এরূপ করিয়া অর্দ্ধ অঙ্গুলি অন্তর অন্তর অন্য সপ্ত রন্ধ্র করিতে হয়। তদ্দ্বারা স্বর সকলের রূপ প্রকাশ পায়। [ স্বর বিন্যাস প্রকার শিক্ষকের নিকট শিখিতে হয়। ] *

বংশী, সাধারণতঃ অষ্টাদশ অঙ্গুলি পরিমিত। পরন্তু ১৮ পর, ১৪ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। + তাম্রাদি ধাতুতে কাহল নামক বংশী উত্তম হয়। কাহলের অবয়ব ধুস্তূর কুসুমের ন্যায়। বোধ হয় ইহাই শানাই বা টোটা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বংশীর আকার প্রকার ও গঠন প্রণালী নানাপ্রকার। পরন্তু আকার প্রকার গঠন ও শব্দাদির তারতম্য নিবন্ধন নামেরও তারতম্য অর্থাৎ নানাবিধ নাম হইয়াছে।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে সঙ্গীতের সম্যক্ উন্নতি হইয়াছিল। সোমেশ্বর কৃত রাগবিবোধ মধ্যে স্বরলিপির প্রণালী পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে। আর্ষকালে এবং অর্ব্বাগাচার্য্যদিগের সময়ে সংগীতশাস্ত্রের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে সমালোচিত হইল। এ প্রবন্ধে নৃত্য সম্বন্ধে কিছু বলা হইল না; তৎসম্বন্ধে একটী স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিবার ইচ্ছা আছে।

মুসলমানেরা হিন্দুদিগের যেরূপ অন্যান্য কীর্ত্তিকলাপ ধ্বংস করিয়াছিলেন, সঙ্গীত সম্বন্ধে সেরূপ দুর্ব্যবহার করেন নাই; এমন কি ইহাঁরা যদি সংগীতের চর্চ্চা না রাখিতেন তাহা হইলে একালের মধ্যে সংগীতবিদ্যা একবারে লোপ পাইত। ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানেরা যে সংগীতের আলোচনা করেন তাহা এক প্রকার সাধারণ সংগীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষের মুসলমানেরা আর্য্যদিগের সংগীত শিক্ষা করিয়াই বিখ্যাত হইয়াছেন। মৃজাজান "তোফ্‌তুলহেন্দ" নামক একখানি বিবিধ বিষয়ক বৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, ইহার মধ্যে এক পরিচ্ছেদে হনুমন্ত সঙ্গীতের জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত

---

* ত্যক্ত্বা ত্রিচতুরঙ্গুলানি শিরঃস্থলাৎ। ত্যক্ত্বা ফুৎকারযন্ত্রস্ত কাষ্ঠমঙ্গুলি সম্মিতং। অর্দ্ধাঙ্গুল্যন্তরাণি স্যু রন্ধ্রাণ্যন্যানি সপ্ত চ * * * তেষু চ স্বরবিন্যাসপ্রকারোব াদনস্য চ। ভেদাশ্চ সর্ব্বমেবৈতৎ বিজ্ঞেয়ং গ্রন্থলোকতঃ।—সঙ্গীত দর্পণ।

+ অষ্টাদশাঙ্গুলা।.....একৈকাঙ্গুলিবর্দ্ধিতা। বংশী চতুর্দ্দশান্তস্য—সঙ্গীত দর্পণ।

আছে; তাহার স্বরাধ্যায়ে স্বর, শ্রুতি, মূর্চ্ছনার বিষয়; রাগাধ্যায়ে রাগ রাগিণী বর্ণন; তালাধ্যায়ে তাল, লয়ের প্রকরণাদি। এই গ্রন্থ যবন গায়কেরা অত্যন্ত মান্য করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পাঠান নৃপতি গায়েশউদ্দীন বালবীনের রাজ্যকালে পারস্যদেশীয় কবি আমীর খসরু সঙ্গীত-বিদ্যার বিলক্ষণ উন্নতি করিয়াছিলেন। আমীর খসরুর সহিত গোপাল নায়কের সঙ্গীত বিষয়ের বিতণ্ডা হয়, ইহাতে বাদসাহের বিচারে উভয়েই সমতুল্য স্থির হইয়াছিলেন। আমীর খসরু কচ্ছপবীণা বা সেতারের সৃষ্টি করেন। ইহা ভিন্ন ইহা দ্বারা কতিপয় রাগের সৃষ্টি হয়। ইনি পারস্য রাগের সহিত সংস্কৃত রাগ মিশ্রিত করিয়া ইমন কল্যাণ; পারস্য এরাক রাগের সহ তোড়ী মিশ্রিত করিয়া মোহিয়র; ইহা ভিন্ন সাজগিরি, সেফর্দ্দা প্রভৃতি, পারস্য রাগযোগে সৃষ্টি করেন। এ সময় গোপাল নায়ক কর্ত্তৃকও কতিপয় রাগ সৃষ্ট হয়। আকবর বাদসাহের সময় সঙ্গীত বিদ্যার যাহার পর নাই উন্নতি হইয়াছিল।

আবুল ফজলকৃত "আইন আক্‌বরীতে" লিখিত আছে—তিনি গায়কগণকে গোয়ালিয়র, মসাড, টত্রিশ, কাশ্মীর এবং ট্রানসক্‌সিয়ানা হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের গায়কগণ তথাকার শাসনকর্ত্তা জৈনলউদ্দীন ইরাণী এবং তুরাণী যে সকল গায়ক স্ব অধীনে রাখিয়াছিলেন, তাহাদিগের দ্বারা শিক্ষিত হইয়াছিল। গোয়ালিয়র বহুকাল হইতে সঙ্গীতের আকর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজা মান তুনায়র তথাকার সঙ্গীত বিদ্যার উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার রাজসভায় বিখ্যাত গায়ক বক্সু উপস্থিত ছিলেন। আমরা ব্লকমান সাহেব দ্বারা অনুবাদিত আইন আক্‌বরী হইতে আক্‌বরের সভাসদ্ প্রসিদ্ধ গায়কগণের বিবরণ নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

গোয়ালিয়র নিবাসী মিঞা তানসেন গায়কমণ্ডলীর শিরোরত্ন স্বরূপ। ইনি হরিদাস স্বামীর ছাত্র। তানসেনের ন্যায় অদ্বিতীয় গায়ক ভারতবর্ষে সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল না। রামচাঁদ ইহার সঙ্গীতে মোহিত হইয়া এক কোটী মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। ইব্রাহিম সুর বহু অর্থ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াও তাঁহাকে আগ্রায় লইয়া যাইতে পারেন নাই। তান্‌-সেনের এক পুত্রের নাম তান তরঙ্গ। "পাদসানামাতে" তাঁহার বিলাস

নামক অপর পুত্রের উল্লেখ আছে।* ইঁহারা উভয়েই সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।

বাবা রামদাস গোয়ালিয়র নিবাসী প্রসিদ্ধ গায়ক; ইনি প্রায় তানসেনের সমকক্ষ। বাদাওনি কহেন, ইনি ইস্‌লামসার রাজসভা হইতে লক্ষ্ণৌতে বৈরাম খাঁর নিকট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বৈরাম খাঁর কোষাগার অর্থশূন্য সত্ত্বেও, তিনি তাঁহাকে একবার লক্ষমুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করেন। সুবিখ্যাত পদকর্ত্তা সুরদাস ইঁহার পুত্র, তাঁহারা উভয়েই আক্‌বরের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

সোভন খাঁ, স্বগ্‌গন খাঁ, মিয়ান চাঁদ, বিকিতর খাঁ, মহম্মদ খাঁ, রাজ বাহাদুর বীর মণ্ডল খাঁ, চাঁদ খাঁ প্রভৃতি আক্‌বরের প্রসিদ্ধ পার্ষদ। ইঁহারা সকলেই সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী।

"তোজুক," এবং "ইক্‌বাল নামায়" লিখিত আছে, জাহাঙ্গীর বাদসাহের ছত্তর খাঁ, পারউইজদাদ, খরামদাদ, মক্ষু এবং হামজা নামক কতিপয় সুকণ্ঠ গায়ক ছিল। সাজাহানের রাজসভায় জগন্নাথ নামক হিন্দু গায়ক "কব্‌রাই" খ্যাত হয়েন, এবং দিরাং খাঁ ও লাল খাঁ "গুণসমুদ্র" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদা বাদসাহ জগন্নাথ ও দিরাং খাঁকে তুলাদণ্ডে রজত মুদ্রাসহ পরিমাণ করিয়া উভয়কেই পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

মুসলমানেরা ধ্রুপদ, প্রবন্ধ, যুগলবন্ধ, চতুরঙ্গ, খেয়াল, টপ্পা গান করিতেন এবং সে সময় চৌতাল, ধামার, তেওরা, ঝাঁপতাল, রূপক, সুরফাক্তা, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, ব্রহ্মযোগ, লক্ষ্মীতাল, দোবাহার, সাত্তিতাল, রাসতাল, খামসাতাল, বীরপঞ্চ, মোহনতাল, ঢিমাতেতালা, পটতাল, মধ্যমান, একতালা, আড়া, তেহট, সওয়ারী প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। সংগীত সকল গওরহার, নওহার, খাণ্ডার, ডাগর, এই চারি বাণীতে গেয়। মুসলমানেরা কতিপয় সুমধুর যন্ত্রেরও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইঁহারা রুদ্রবীণার পরিবর্ত্তে রবাব, সরস্বতীবীণার পরিবর্ত্তে শদর, ইহা ভিন্ন সুর বাহার, সারঙ্গ, সপ্তস্বরা, কানুন প্রভৃতি সুমধুর যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। মুসলমানেরা সংগীতে অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহারা স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও তৌর্য্যত্রিক আমোদ পৃথিবীর সার স্থির করিলেন। নৃপতিগণের রাজকার্য্য বিরক্তিজনক বোধ হইতে লাগিল এবং ক্রমেই

বিদেশীয় শত্রুগণ নগরতোরণ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিল, কিছুতেই তানভঙ্গ হইল না এবং বিনাযুদ্ধে রাজ্য পরহস্তগত হইল। হিন্দুনৃপতিগণ যবনদিগের বহুদিবসাবধি নির্যাতন সহ্য করিয়া, স্বাধীন হইবার মানসে সকল বিদ্যা পরিত্যাগ করত যুদ্ধবিদ্যা সর্ব্বাদরণীয় বোধ করিলেন। এ সময় সঙ্গীত, সাহিত্য কিছুরই আদর রহিল না। সকলেই বীররসে উন্মত্ত, কে সঙ্গীত শুনিবে এবং কেই বা কাব্য পড়িবে। যাঁহারা সে সময় কাব্য ও সঙ্গীতের আদর করিতেন, তাঁহারা কাপুরুষের মধ্যে পরিগণিত; সুতরাং সঙ্গীতের আদর ক্রমেই হ্রাস পাইতে লাগিল। যাঁহারা সঙ্গীতব্যবসায়ী, তাঁহাবা অল্প শিক্ষা করিয়াই "ওস্তাদ্" হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ইহার পরে ইংরাজদিগের রাজ্য—বঙ্গদেশে সমাজের বিপ্লব উপস্থিত। এ সময় কবি, যাত্রা, পাঁচালি প্রভৃতি নানাপ্রকার গান প্রচলিত হওয়াতে বিশুদ্ধ সঙ্গীত প্রণালী ক্রমেই হীন পরিচ্ছদ পরিধান করিল। অধিকাংশ লোক অর্দ্ধ শিক্ষিত, সমাজ নানা কুসংস্কারে আবৃত, কাজেই কুরীতিও সুরীতি হইয়া উঠিল; কালাবাতি গান লোকের ভাল লাগিল না, "কবির" আদব বৃদ্ধি হইল। ইহার পরে ইংরাজী বিদ্যা উত্তমরূপ অধ্যয়ন আরম্ভ হওয়াতে বাঙ্গালিগণ সুসভ্য হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু দেশীয় বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ তাঁহাদিগের নিতান্ত ঘৃণাকর বোধ হইল। এখন সঙ্গীত নিতান্ত প্রভাহীন এবং অসহায়। যাঁহারা সঙ্গীত আলোচনায় প্রবৃত্ত, তাঁহারা বিদ্যাহীন মূর্খ, এবং অহরহঃ মাদক সেবনে অনুরক্ত, ইহারা কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াই "ওস্তাদ!"। এ সকল লোককে সাধারণে "আতাই" কহে, এই শ্রেণী সঙ্গীতের পরম শত্রু। বঙ্গদেশেই "আতাই" অধিক, এ জন্য এখানকার সঙ্গীত ক্রমেই বিকৃতভাব ধারণ করিয়াছে। নায়কদিগের সঙ্গীতে পশু পক্ষীও বিমোহিত হইত, ইহাদিগের গানে বানরেও হাস্য করে। একালে সঙ্গীতের অবস্থা অতীব শোচনীয়,—চিন্তা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ "নেটিভ মিউসিক্" বলিয়া সঙ্গীতের আদর করিলেন না, কিন্তু সুখের বিষয় ইংরাজগণ—যাঁহারা আর্য্যদিগের শাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষিত, তাঁহারা আমাদিগের সঙ্গীতের নিন্দা করা দূরে থাকুক, ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তবে ক্লার্ক সাহেবের কথা স্বতন্ত্র, তিনি ভারতবর্ষের কিছুই জানেন না; নাবিকদিগের "শারিগান" শুনিয়া প্রকৃত সঙ্গীত মনে করেন, তাঁহার নিকট বিশুদ্ধ সঙ্গীতের প্রশংসা প্রত্যাশা করা বৃথা। ইহাতে আমাদিগের ইয়ুরোপীয় সংগীতের নিন্দা

করা উদ্দেশ্য নয়। ইয়ুরোপীয় সঙ্গীতের সুস্বরানুক্রমতা এবং স্বরৈকতা প্রশংসনীয়, তথাপি আমাদিগের মূর্চ্ছনা, কন্তনাদিযুক্ত সঙ্গীতের সহিত তাহার তুলনা হয় না। ইয়ুরোপীয়গণ Harmony অর্থাৎ স্বরৈক্যতার উৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত, তাঁহাদিগের সঙ্গীতে ইহা ভিন্ন আর কিছুই মধুর নহে। আমাদিগের উদারা, মুদারা, তারা, সপ্তকের ন্যায় ইয়ুরোপীয়গণের Bass, Tenor, Soprano তিন সপ্তক এবং আমাদিগের সা, ঋ, গা, মা, পা, ধা, নি, ন্যায় তাঁহাদিগেরও ডো, রি, মি, ফা, সল, লা, সি, সপ্তস্বর আছে। কিন্তু স্বরসাধনপ্রণালী আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট। আমরা "ইতালীয় অপেরায়" বিবিধযন্ত্র সহযোগে মধুরকণ্ঠ সিগনোরা বোসেসিও এবং রিবলড্রীর সঙ্গীত, তথা প্রোফেসর হেলর এবং জনসনের পিয়ানোবাদন শুনিয়াছি, তাহা শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ পুলকিতও হইয়াছিলাম, কিন্তু সে কিয়ৎকালের জন্য মাত্র, অবশেষে তাহাতে অভিনবত্ব কিছুই না থাকায় বরং বিরক্তি বোধ হইয়াছিল। আমাদিগের সঙ্গীত সেরূপ নহে, একটি রাগিণী অনেকক্ষণ শুনা হইলে, তাহার পরেই আবার এক একটি সময়োচিত নূতন নূতন রাগের গান হওয়াতে শ্রোতার ক্রমেই হর্ষ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এ কথায় যদি কেহ বলেন, আমাদিগেরও অধিকাংশ রাগ রাগিণী প্রায় একপ্রকার—কানাড়ার পরে বাগিশ্রী, মূলতানের পরে ভীমপলাশ, সোহিনীর পর পরজ, ভৈরবের পর রামকেলী ইত্যাদি প্রায় একপ্রকার বোধ হয়; এমন কি কোন কোন ব্যক্তির নিকট বিভিন্নই বোধ হয় না। যাঁহারা সঙ্গীত শাস্ত্রে অজ্ঞ, তাঁহারা এ কথা বলিতে পারেন বটে, কিন্তু যাঁহারা হিন্দু সঙ্গীত কিছু বুঝেন, তাঁহারাও উল্লিখিত রাগিণীনিচয়ের পরস্পর প্রভেদ বুঝিতে পারেন। আমাদিগের সঙ্গীতবিদ্যা বড় কঠিন। না বুঝিয়া নিন্দা করিলে তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিব না। এই সঙ্গীতে সপ্তস্বর, তিন গ্রাম, একবিংশতি মূর্চ্ছনা, দ্বাবিংশতি শ্রুতি; তাহাতে নানাবিধ রাগ রাগিণী সহ, তাললয় স্বরসংযোগে গান করিলে, মনোমধ্যে অপূর্ব্ব রসের সঞ্চার হয়।

আর্য্যজাতীয় সঙ্গীতবিদ্যা ক্রমে বঙ্গদেশে শ্রীহীন হইয়া আসিতেছিল দেখিয়া সহৃদয় মাত্রেই দুঃখিত ছিলেন। এক্ষণে কৃতবিদ্যগণ পুনরায় সঙ্গীতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াতে আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইতেছি। ইহার আন্দোলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে, প্রকাশ্য সংবাদপত্রে সঙ্গীত সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক চলি-

তেছে, একখানি মাসিকপত্র কেবল সঙ্গীতের আলোচনায় প্রবৃত্ত, এতদ্ব্যতীত সঙ্গীত শিক্ষোপযোগী কয়েকখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামি-প্রণীত সঙ্গীতসার প্রথম গ্রন্থ, ইহার পূর্ব্বে বহুকাল হইল পদ্যে মৃত কবি রাধামোহন সেন "সংগীত তরঙ্গ" প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে সংস্কৃত ও পারস্য গ্রন্থ হইতে সঙ্গীত সম্বন্ধীয় অনেক বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির কবিতাগুলিও সুমধুর এবং অনেকগুলি সদ্ভাবপূর্ণ গীতও আছে, কিন্তু উহা সঙ্গীত শিক্ষার উপযোগী হয় নাই। "সঙ্গীতসার" অভিনব প্রণালীতে সঙ্কলিত, প্রথমে সঙ্গীত সম্বন্ধীয় নানা জ্ঞাতব্য বিবরণ, তৎপরে নানা রাগ রাগিণীর স্বরলিপি, তাহাতে তিন সপ্তকের মধ্যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়া এক একটী রাগিণীর সারিগম লিখিত আছে। ইহাতে সহজে কণ্ঠে ও যন্ত্রে রাগাদি শিক্ষা করা যাইতে পারে। প্রথম শিক্ষার জন্য গ্রন্থখানি ভাল হইয়াছে বলিতে হইবেক। আমরা গোস্বামী মহাশয়কে রাগালাপের একখানি বিস্তারিত গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করি; তাহা প্রকাশ হইলে সকলেই সাদরে এক এক খণ্ড গ্রহণ করিবেন। শ্রীযুক্ত বাবু শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা নামক সেতারশিক্ষার একখানি বৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, ইহাতে সেতার শিক্ষার বহুবিধ প্রণালীর স্বরলিপি আছে। সঙ্গীতপ্রিয় শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সেতারশিক্ষা" একখানি অভিনব গ্রন্থ। এখানি ইয়ুরোপীয় প্রণালীতে সঙ্কলিত। স্বরলিপির "গৎ" সমূহ, হার্ম্মোনিয়ম ও "পিয়ানো" যন্ত্রে অতি সহজে বাজাইতে পারা যায়। কৃষ্ণধন বাবু ইয়ুরোপীয় সঙ্গীত যে উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থ দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রতীত হইবে। এই গ্রন্থের তালাধ্যায় অতি বিশদ হইয়াছে, তদ্দ্বারা সহজে প্রচলিত তালগুলি শিক্ষা করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত কৃত সঙ্গীতরত্নাকর নামক আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এখানিও সঙ্গীত শিক্ষোপযোগী গ্রন্থ।

আজি কালি কলিকাতায় ঐকতান বাদনের অনেকে প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাতে বিশুদ্ধ সঙ্গীতবিদ্যার কোন উন্নতি হইতেছে না, তবে অল্লক্ষণ সিন্ধু, কাফী, খাম্বাজ ও মিশ্র সামান্য রাগিণীর "গান ভাঙ্গা গৎ" অর্থাৎ কোন প্রচলিত গানের সুরে "গৎ" নানা যন্ত্র সহযোগে শুনিতে ভাল লাগে মাত্র।

প্রথমে পাথুরিয়াঘাটার নাট্যামোদী মহোদয়গণ কর্ত্তৃক সঙ্গীত পাঠশালা সংস্থাপিত হয়, তৎপরে কিৎকালের মধ্যে কয়েকটী তাহার শাখা পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে শুনিয়া অতীব সুখী হইলাম। এই সংবাদে সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তি *মাত্রেই আমাদিগের ন্যায় সুখী হইবেন। এ সময় সঙ্গীতের উন্নতি করিতে যিনি চেষ্টা করিবেন, তিনিই আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্র; কিন্তু কেহ কেহ সাময়িক পত্রে সঙ্গীত শাস্ত্রের তর্ক করিবার ভাণ করিয়া কোন সম্প্রদায় বা কোন মান্য ব্যক্তিকে গালি বর্ষণ করিতেছেন দেখিয়া অত্যন্ত পরিতাপিত হইতেছি। এতাদৃশ ব্যবহার কখনই প্রশংসনীয় নহে, এ উদ্যমের সময়—প্রকৃত বিষয়ের উন্নতি চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

# পরিশিষ্ট।

## সোমপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত।

আমি বঙ্গদর্শনে ভারতবর্ষের প্রাচীন পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব লিখিয়া পরে বান্ধবগণের অনুরোধে ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছি। ঐ প্রস্তাব মধ্যে সেনবংশীয় নৃপতিগণকে ক্ষত্রিয় স্থির করায়, গত সপ্তাহের সোমপ্রকাশে "পুরাবৃত্তানুসন্ধানেচ্ছু" মহাশয় আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু এ বিষয় বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় বহুল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া আসিয়াটীক সোসাইটীর পত্রিকায় এবং রহস্য-সন্দর্ভে দুইটী সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন; তাহা পাঠ করিলেই সেন রাজাদিগকে বৈদ্য বোধ করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। উমাপতি ধর * কৃত কবিতা মধ্যে সেন বংশীয় নৃপতিগণকে ক্ষত্রিয় বর্ণন করা হইয়াছে, যথা সামন্ত সেন সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন "তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদনো ব্রহ্মবাদী, সব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।" এরূপ অনেক স্থলে তাঁহাদিগকে "ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ" বলা হইয়াছে। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে অন্যান্য প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইল না। পুরাবৃত্তানুসন্ধানেচ্ছু মহাশয় রাজেন্দ্র বাবুর লিখিত প্রবন্ধদ্বয় পাঠে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় উত্তমরূপ অবগত হইতে পারিবেন ইতি।

তাং ২২শে কার্ত্তিক।
১২৭৯ সাল। } শ্রীরামদাস সেন।

## মধ্যস্থ হইতে উদ্ধৃত।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮০ সাল।

### বররুচি।

আমি মাঘ মাসের বঙ্গদর্শনে বররুচি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম "আর্য্য প্রবর" পত্রে তাহার প্রতিবাদ করিয়া একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ যতই

---

* ইনি লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ ছিলেন, যথা—

গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥

উত্তমরূপ সামঞ্জস্ত করিয়া সমালোচিত হয় ততই মঙ্গল; কিন্তু প্রস্তাবলেখক যে যে বিষয়ে আমার প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহা অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল। বররুচি সম্বন্ধে উইলসন্, হল, মূলার, কাউয়েল এবং গোল্ড্‌ষ্টুকরের গ্রন্থ হইতে প্রমাণ সঙ্কলন করিয়াছি, এজন্য যে যে সংস্কৃত গ্রন্থের প্রমাণগুলি আবশ্যক বোধ হইয়াছে তাহাই প্রস্তাবের প্রমাণোপযোগী বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। নতুবা মূলগ্রন্থ হইতে বহুল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিতাম। আমার নিকট মূল "বৃহৎ কথা" বা "কথা সরিৎসাগর" আছে, তাহা হইতে বররুচি-চরিত কথা আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা হইলে প্রস্তাবটী অনর্থক সুদীর্ঘ হইয়া উঠিত, কাজেই তৎপাঠে সকলে বিরক্ত হইতেন।

আমি আধুনিক অমরু, চোর এবং বঙ্গদেশীয় প্রসিদ্ধ কবি ৺ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশকে লক্ষ্য করিয়া "কুটিল ইঙ্গিত বিন্যাস" করি নাই, কিন্তু আধুনিক অশ্লীল বঙ্গদেশীয় কবিগণ, যাঁহারা আদিরসের প্রবর্ত্তক, তাঁহাদিগকেই শ্লেষ করা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য; এবং আমার মতে সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দররচয়িতা তাহার মধ্যে একজন। ইহা কখনই সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বররুচি-প্রণীত নহে।

"বৃহৎ কথা" উপন্যাস গ্রন্থ, সুতরাং তাহার প্রমাণ গ্রাহ্য নহে। কিন্তু তাই বলিয়া কাত্যায়ন বররুচি নামটী সোমদেব ভট্টের কল্পিত হইতে পারে না এবং হেমচন্দ্রও এই নাম উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং ভট্ট মোক্ষমূলারের দোষ কি? "বৃহৎ কথা" নিতান্ত আধুনিক গ্রন্থ নহে, উহা ১০৫৯ খৃঃ অঃ সঙ্কলিত হইয়াছে। পণ্ডিতবর তারানাথ তর্কবাচস্পতিও বৃহৎ কথার প্রমাণ যাহা প্রামাণিক বোধ করিয়াছেন তাহা সিদ্ধান্তকৌমুদীর ভূমিকায় গ্রহণ করিয়াছেন। কাত্যায়ন বররুচি পাণিনির বার্ত্তিক কর্ত্তা, ইহা প্রস্তাবলেখক কোন প্রমাণ না দিয়া কাত্যায়নের অপর নাম বররুচি নহে কি প্রকারে খণ্ডন করিতে সাহসী হইলেন? প্রস্তাবলেখক কহেন "স্থল বিশেষে রাজতরঙ্গিণী যে বিশেষ মান্য গ্রন্থ, ইয়ুরোপীয় দূরদর্শিগণ ইহাকে সম্ভ্রমযোগ্য জ্ঞান করেন, উহা ভাল করিয়া দেখা আবশ্যক, রামদাস বাবু তাহা করেন নাই", ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না। রাজতরঙ্গিণী কাশ্মীরের পুরাবৃত্ত, তাহার মধ্যে বররুচির প্রসঙ্গ মাত্র নাই, সুতরাং তাহার নাম উল্লেখের আবশ্যক কি! ইহাতে বোধ হয় প্রস্তাবলেখক রাজতরঙ্গিণীর নাম মাত্র শুনিয়াছেন, পাঠ করেন নাই; সুতরাং "তাঁহার প্রগাঢ় সংস্কৃত জানা থাকিলে এরূপ হইত না।" "রাজতরঙ্গিণী" মান্য গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে অসম্ভব কথা আছে। রণাদিত্য ৩০০ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন লিখিত আছে, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব; তথাপি এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক প্রমাণ সাদরে উদ্ধৃত করিয়া থাকি, কেন না ইহা অপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় নাই।

প্রস্তাবলেখক কহেন "কাত্যায়ন গোত্রীয় নাম," তাহাতে তাঁহার অপর নাম বররুচি হইবার বাধা কি? শাক্যসিংহের গৌতম গোত্রীয় নাম, তাহাতে তিনি গৌতম এবং শাক্য উভয় নামেই প্রসিদ্ধ।

আমি পাণিনির বার্ত্তিককর্ত্তা এবং বৈদিক কল্পসূত্রপ্রণেতা কাত্যায়ন বা বররুচি এবং সুবন্ধুর

মাতুল বররুচির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। জনকপুরোহিত কাত্যায়ন ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তা ঋষি। সরিপুত্র, কাত্যায়ন এবং মৌদ্গল্যায়ন বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য। এই কাত্যায়ন পালিতভাষার ব্যাকরণকর্ত্তা। ই`হার উল্লেখ মহাবংশে আছে এবং ই`হাকে পালিভাষায় বৌদ্ধেরা কচ্ছয়ণ বলে।

শ্রীরামদাস সেন।

বহরমপুর।

## সোমপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত।

২৬এ চৈত্র ১২৭১।

গত ১৯এ চৈত্রের সোমপ্রকাশে দৃষ্ট হইল, বাবু অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় মল্লিখিত শ্রীহর্ষাখ্য প্রস্তাবের বিরুদ্ধে লেখনী ধাবণ কবিয়াছেন। আমি "বঙ্গদর্শনে" পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে প্রাচীন ঐতিহাসিক বিষয়ের অনুসন্ধান ভ্রমশূন্য হইবে একরূপ সম্ভাবিত নহে। তবে আমার যদি কোন প্রস্তাবে ভ্রম থাকে, তাহা কৃতবিদ্য পাঠকবর্গ সংশোধন করিয়া দিলে অতীব আহ্লাদিত হইব; কিন্তু শ্রীহর্ষ বিষয়ে প্রস্তাবলেখক মহাশয় যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর।

সংস্কৃত গ্রন্থে যে যে বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহাই প্রামাণিক বোধে আমি সকল প্রস্তাবের প্রমাণোপযোগী বিবেচনায় গ্রহণ করিয়াছি। "ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত" একখানি সংস্কৃত পুরাবৃত্ত। তাহাতে শ্রীহর্ষের বিষয় যে টুকু পাইয়াছি তাহাই অবিকল প্রস্তাবের প্রারম্ভে লিখিয়াছি। আদিশূরের বিবরণ আমার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। সুতবাং তাঁহার কাল নিরূপণ কবিতে প্রয়াস পাই নাই। তজ্জন্য প্রস্তাবলেখক আমাকে কোন মতেই দোষী করিতে পারেন না। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে লিখিত আছে ভট্টনারাযণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দর এবং বেদগর্ভ নামক পঞ্চ বিপ্রকে নৃপতি ৯৯৯ শকাব্দায় নির্ম্মিত ভবনে বাস কবিতে দিযাছিলেন। যথা—

"ইতি শ্রুত্বা তেন ব্রাহ্মণেন সার্দ্ধং দূতান্ প্রেষ্য বহুমানপুরঃসরং ভট্টনারায়ণদক্ষশ্রীহর্ষচ্ছান্দর-বেদগর্ভসংজ্ঞকান্ যজ্ঞোপকরণসামগ্রীসংভৃতানানীয় নবনবত্যধিক-নবশতী-শকাব্দে প্রাগুপকল্পিত-বাসে নিবেশয়ামাস।"

আমি জৈনলেখক রাজশেখরের প্রমাণ গ্রাহ্য করিয়াছি, তাঁহার মতে শ্রীহর্ষ জয়ন্তচন্দ্র বা জয়চান্দ্রের সমসাময়িক। তিনি ১১৬৮ এবং ১১৯৪ খৃষ্টাব্দ মধ্যে কান্যকুব্জ ও বারাণসীর অধীশ্বর ছিলেন। জয়চন্দ্রের মাতা তুয়ার বংশীয়া এবং তিনি পৃথ্বীরাজের মাতার সহোদরা।

কবিচন্দ্র বর্দাই পৃথ্বীরাজ বা রায় পিথোরার সভাসদ। তাঁহার "পৃথিরাজ চৌহান রাসৌ" মধ্যে শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে এই লিখিত আছে—

"নরংরব পংচম্ব শ্রীহর্ষসারং।
নেলৈরায় কণ্ঠ দিনৈ ববহারং॥"

নৈষধকর্ত্তা শ্রীহর্ষ পৃথ্বিরাজ, জয়চন্দ্র, কবিচন্দ্র, কুমার পাল এবং হেমাচার্য্যের সমকালবর্ত্তী।

লেখক মহাশয় বলেন যে, বীরসিংহের বিষয় লিখি নাই। ইহার অর্থ কি বুঝিতে পারিলাম না। কেননা শ্রীহর্ষের জীবন-চরিত্ত মধ্যে বীরসিংহের কিছুই উল্লেখ নাই; স্থতরাং তাঁহার বিষয় লিপিবদ্ধ করা অপ্রাসঙ্গিক হয়।

* নৈষধকর্ত্তা ও রত্নাবলী নাটিকাপ্রণেতা শ্রীহর্ষের বিষয় যতদুর পারা গিয়াছে তাহা "বঙ্গদর্শনে" লিখিয়াছি। ইহা অপেক্ষা অধিক প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা যদি কেহ তাঁহাদিগের জীবনচরিত সঙ্কলন করিয়া মুদ্রিত করিতে পারেন তবে তাহা পাঠ করিয়া পরম স্থখী হইব; নতুবা বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া প্রকাশ্য সংবাদ পত্রের ছয় কলম "কিছুই ঠিক নাই" বলিয়া অসার প্রস্তাবে পরিপূর্ণ করাতে কিছু মাত্র লাভ নাই। তাঁহার নিরুৎসাহপূর্ণ বাক্যে প্রকৃত পুরাবৃত্ত-সন্ধায়িগণের কিছু মাত্র ক্ষতি হইবে না; বরং তাহাতে তাঁহাদিগের উত্তরোত্তর উৎসাহ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

শ্রীরামদাস সেন।

বহরমপুর।

# OPINIONS OF THE PRESS.

VARATHABARSAR PURABRITHA SAMALOCHANA, by Ramdas Sen.—This essay has been re-printed from the *Banga Darsana*. It displays research and is well written.—*Hindoo Patriot.*

KALIDASA in Bengali, by Ramdas Sen.—This is a critique on the works of Kalidasa, the prince of Sanskrit poets. It has been re-printed from the *Banga Darsana*. It is the first attempt at a complete criticism of Kalidasa's works in Bengali, and has been ably executed. The writer is an enlightened zemindar of the Moorshedabad District.—*Hindoo Patriot.*

IN his notices Baboo Ramdas professes his faith with all humility. We find him inclined to be guided by the authority of the author of *Râja Tarangini*. It is asserted by the latter that *Kâlidâsa*, otherwise named

*Mátri Gupta*, lived in the sixth century after Christ. This opinion is not quite new, it has found friends in Germany and Bombay. We need not discuss the soundness of theory, it suffices to say that it well accords with the general tendency of the present day to regard our greatest master of the lyre as a modern poet, rather than one who lived in the obscure ages.—*The Calcutta Review.*

## ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন।

বঙ্গদর্শনে এই শিরোনামের একটী সুচারু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, ম্যাগেজিনের প্রস্তাব ইয়ুরোপ ও আমেরিকার ন্যায় আমাদিগের দেশে প্রায় অক্ষয় হয় না, এই নিমিত্ত বহরমপুরের সাহিত্যানুরাগী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন এই প্রবন্ধ বহুবাজারের ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করাইয়া প্রচার করিয়াছেন। দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকালয়ে এতৎ খণ্ড পুস্তিকা সংরক্ষিত হইলে ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকদিগের পক্ষে উত্তম আদর্শ হইবে। রামদাস বাবুর স্বদেশানুরাগিতা ও বিদ্যানুরাগিতার নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে শত শত সাধুবাদ করিলাম।—সংবাদ প্রভাকর।

প্রবাদ আছে বামন দেখিলে ভক্তি করিতে হয়, কেন না বামনের মধ্যে বামনদেবও থাকিতে পারেন। আমরাও বলি খর্ব্বাকৃতি হইলেই কিছু গ্রন্থের প্রতি অভক্তি করিতে হয় না, কেন না উহা সদ্‌গ্রন্থও হইতে পারে। অথবা পুষ্প যেমন লঘুকায় হইলেও আনন্দজনক হয়, বাবু রামদাস সেন প্রণীত ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচনও সেইরূপ পৃষ্ঠায় অল্প হইয়াও আমাদের আনন্দকর হইয়াছে। রামদাস বাবুর অভিরুচি অতি সৎপাত্রেই পতিত হইয়াছে। এলফিনষ্টোন প্রভৃতি মহাশয়েরা বহুল যত্ন পুরঃসর পুরাতন ভারতবর্ষের যে সকল বিবরণ উদ্ধার করিয়াছেন, রামদাস বাবুর সমালোচনকে তাহার সারোদ্ধার বলিলেও বলা যায়। অবশ্য রামদাস বাবুর পুস্তকের পদ্মের সহিত উপমা দেওয়া যায় না কারণ উহা ততদুর স্থূলকায় বা পূর্ণাবয়ব নহে, আর উহাতে রচনাবিলাসও ততদুর নাই। রামদাস বাবুর সৌন্দর্য্য ও সারবত্তা আছে, কিন্তু আকর্ষণী শক্তি নাই, বিষয় আছে কিন্তু বাগ্মিতা নাই অর্থাৎ গুণ আছে কিন্তু রূপ নাই। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে রামদাস বাবু পণ্ডিতের নিকট গ্রহণীয় বটেন। বাঙ্গালা ইস্কুলের নিমিত্ত যে সকল মহাশয় ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়াছেন তাঁহাদের উচিত রামদাস বাবুর সমালোচন তাঁহাদের গ্রন্থের প্রারম্ভে সংযোজন করিয়া দেন।—সমাজ দর্পণ।

ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস নাই। হিন্দু কবিগণের কাব্য গ্রন্থ সমূহ হইতে প্রকৃত বিষয় উদ্ভাবন করা অতীব কঠিন। তৎসমুদায় কেবল অলৌকিক বর্ণনায় পরিপূর্ণ। সুতরাং রামদাস বাবু যথার্থ বিষয় প্রকটন জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।—গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা মাসিক পত্রিকা।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন। বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহবান শ্রীযুক্ত রামদাস সেন বঙ্গদর্শন হইতে এখানি উদ্ধৃত করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। এখানি পাঠ করিলে হিন্দুদিগের পুরাবৃত্তের অনেক বিষয় জানিতে পাবা যায়।—সোমপ্রকাশ।

---

ইহা প্রাচীন ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তের নখদর্পণ স্বরূপ বলিলে হয়। ইহাতে আমরা কতকগুলি বিষয় নূতন দেখিলাম, ইহাতে বোধ হইতেছে যে সচবাচর লোকে কোলব্রুক ও উইলসন দেখিয়া যেমন এইরূপ গ্রন্থ প্রণয়ন করে রামদাস বাবু সেরূপ কবেন নাই; মূল সংস্কৃত গ্রন্থও দেখিয়াছেন। —তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

---

"এই ভারতবর্ষের পুবাবৃত্ত সমালোচনাখ্য" গ্রন্থখানি যদিও অতি ক্ষুদ্রকায়, তথাপি ইহার মধ্যে রচয়িতার অসাধারণ অনুসন্ধান ও শ্রমের পবিচয় সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। নানা গ্রন্থ দর্শন ও তাহার মতামত সকল আলোচনান্তে এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে।—তমোলুক পত্রিকা।

সদ্বিদ্বান ও প্রসিদ্ধ লেখক বহরমপুরস্থ বাবু রাসদাস সেন মহাশয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রচার করিয়াছেন। প্রথমে বঙ্গদর্শনে তিনি উক্ত নামাখ্যাত একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। ইহাতে পুরাবৃত্তমুলক ভূরি জ্ঞান ও অনুসন্ধান সুচারু বাঙ্গালায় সন্নিবেশিত হইয়াছে।—মধ্যস্থ।

পুস্তক খানি অতি ক্ষুদ্র, এমন কি একখানি সাময়িক পত্রের একটী প্রস্তাব স্বরূপ, কিন্তু তিনি যে বহুপুস্তক উদঘাটন করিয়া এই সার উত্থিত করিয়াছেন এই পুস্তকখানি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। তাঁহার তত পরিশ্রমের সার সঙ্কলনকে আমরা সাহিত্য সমাজের একটী অবিনশ্বর ভূষণ বলিয়া স্বীকার করি।—মুর্শিদাবাদ পত্রিকা।

## মহাকবি কালিদাস, শ্রীরামদাস সেন প্রণীত।

বহরমপুরের বিদ্যানুরাগী ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন "মহাকবি কালিদাস" নাম দিয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, উহার একখণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। কলিকাতা ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য নাই। গ্রন্থকার এই পুস্তক তদীয় বন্ধু বান্ধবগণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। বিবিধ সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ হইতে কালিদাসের জীবন চরিত সংকলিত হইয়াছে। রামদাস বাবু এ বিষয়ে যে বহু অনুসন্ধান ও বহু-শ্রম করিয়াছেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিবেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত অনুসন্ধান ও শ্রমের ফল পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের একজন প্রধান কবির জীবনবৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়াও সাহিত্যসংসারের আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ বিক্রমাদিত্য ও কালিদাস সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ আছে, এতৎ পুস্তক পাঠে তাহাও বিশদরূপে প্রতিপন্ন হইবে।—সংবাদ প্রভাকর।

---

এই পুস্তক দেখিতে ক্ষুদ্র-কলেবর, কিন্তু কেবল সার পরিপূর্ণ।—জ্ঞানাঙ্কুর।

---

মহাকবি কালিদাস। ইত্যাখ্য যে আর একখানি ক্ষুদ্রদেহ গ্রন্থ শ্রীযুক্ত রামদাস সেন মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও প্রথমতঃ "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত হয়। * * * * * অনেক ইয়ুরোপীয় ভাবাবিৎ মহাত্মার মতাদি প্রদান ও সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে নানানুসন্ধানান্তে সেন মহাশয় একরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কালিদাস কাশ্মীর দেশীয় রাজবিশেষের অমাত্য ছিলেন, এবং রাজতরঙ্গিণীতে তাঁহাকেই মাতৃগুপ্ত নামে উল্লিখিত হইয়াছে। রচয়িতার এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অনেকে অনেক দোষারোপ করিতেছেন কিন্তু অদ্যাবধি প্রকৃত রূপে কেহই তাঁহার মত খণ্ডন করিতে পারেন নাই। সেনজ নানা গ্রন্থ দর্শন ও বহুশ্রম সহকারে এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন ও তাঁহার মতপ্রতিপোষক অনেক প্রমাণ দিয়াছেন।—তমোলুক পত্রিকা।

রামদাস বাবু এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন।—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

---

এই পুস্তকে বিখ্যাত মহাকবি কালিদাসের জীবনচরিত সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সংগ্রহেও বিস্তর পরিশ্রম, বিস্তর দর্শন এবং বিস্তর পর্য্যালোচনের পরিচয় দিতেছে। আমাদের দেশের

বিখ্যাত ব্যক্তিদিগের প্রকৃত বিবরণ যতই প্রকাশ হইবে ততই মঙ্গল সন্দেহ নাই। রামদাস বাবুর এই অধ্যবসায় এবং অনুশীলনে আমরা যার পর নাই প্রীত হইলাম।—মুর্শিদাবাদ পত্রিকা।

রামদাস বাবু অতিশয় পরিশ্রম সহকারে মতামত ও প্রমাণাপ্রমাণ সংকলন করিয়াছেন।—মধ্যস্থ।

কালিদাস ভারতবর্ষের (এমন কি ভূমণ্ডলের) একটি বিশেষ অলঙ্কার। তাঁহার কবিতা পাঠে সকলেই মোহিত হয়েন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এরূপ কবিকুলচূড়ামণির যথার্থ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া অতীব দুরূহ ব্যাপার, এবং এতৎ সম্বন্ধে কাহাকেও যত্ন ও চেষ্টা করিতে দেখা যায় না। ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান কবি সেক্সপিয়রের জীবনবৃত্তান্ত অনুসন্ধানার্থ ইংলণ্ডীয় অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত জীবন সঙ্কল্প করিতেছেন। আমাদের মধ্যে এরূপ লোক কোথায়? বাবু রামদাস সেন আয়াস স্বীকার করতঃ যে এরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে আমরা তাঁহাকে যথোচিত প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।—গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা মাসিক পত্রিকা।

ইংরাজদিগের বক্তৃতা সকল পাঠ করিলে আমার মনে কেমন হিংসার উদয় হয়, অথবা যেমন ইতিহাসলেখক গীবন কহিয়াছেন যে হিউমের আকর্ষণী রচনা পাঠ করিলে আমার মনে একদাই আহ্লাদ ও নৈরাশ্যের উপচয় হয়, ইংরাজদিগের বক্তৃতা সকল পাঠ করিলে আমার সেইরূপ নৈরাশ্য ও হিংসার সঞ্চার হইয়া থাকে। মনে হয় আমাদের দেশীয়েরা কত দিনেই না জানি রচনাস্থলে এরূপ বিদ্যা বুদ্ধি সহকারে তর্ক বিতর্ক করিতে শিখিবেন। ইংরেজেরা বক্তৃতাস্থলে শত শত জাতির নাম উল্লেখ করিতে পারেন। শত শত তাম্র শাসন ও শত শত স্মরণস্তম্ভের ইতিহাস বিবরণ মুখস্থ বলিতে পারেন, কোন স্থলেই ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের দেশেও এককালে এইরূপ জীমূতবাহন, মল্লিনাথ প্রভৃতি শত শত তার্কিকের আবির্ভাব হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। কাল সহকারে সমুদায়ই লোপ পাইয়াছিল। সম্প্রতি-কালের কাগজ পত্র দেখিয়া আবার সেইরূপ চেষ্টার আবির্ভাব হইতেছে বলিয়া সুখবোধ হয়। রামদাস বাবুর পুস্তকসকলেও ঐরূপ চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমার বোধ হয় রামদাস বাবু কালিদাস বিষয়ে যতদূর বলিয়াছেন তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কোন দেশের কোন গ্রন্থকারই ততদূর বলিতে পারেন নাই।

রামদাস বাবু কালিদাসের অনুসন্ধানে নানাগ্রন্থ ও গ্রন্থকারের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তর্ক বিতর্ক সহকারে সকলের মত খণ্ডন করিয়া গ্রন্থশেষে আপনার মত প্রকাশ করিয়াছেন। রামদাস বাবু অনুমান করেন কালিদাস খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। হর্ষ বিক্রমাদিত্য ইহাঁকে কাশ্মীরের রাজত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি তথায় ৪ বৎসর ৯ মাস ১ দিন রাজ্য করিয়া বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। আমরা কালিদাসের রচনা দেখিয়া যেরূপ বুঝি তাহাতে বলিতে পারি যে কালিদাস ঐরূপ সময়েরই লোক। তাঁহার রচনা দেখিলে তাঁহাকে প্রাচীন অপেক্ষা নব্য বলিয়া বোধ হয়। অর্থাৎ কালিদাস অবশ্য এরূপ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে সময়ে অলঙ্কার শাস্ত্রের আলোচনা সংস্কৃত কবিদিগের মধ্যে একান্ত অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল।—সমাজ দর্পণ।

এইখানি বহরমপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। সেন মহোদয় ইতিপূর্ব্বে "ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন" প্রকাশ করিয়াছিলেন, ক্রমে অত্রত্য প্রধান প্রধান অনেকানেক কবি প্রভৃতির জীবনচরিতাদির প্রকটন করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন, এই অধ্যবসায়টি কার্য্যত পরিণত হইতে থাকিলে কেবল যে দেশীয় পুস্তকাবলির প্রার্থিত ভূষণসামগ্রী সম্পাদিত হইতে চলিল এরূপ নহে, ইহাদ্বারা অনেকানেক সহৃদয় অনাস্বাদিত তুষ্টিচন্দ্রিকার উদয় এবং সামান্যদৃষ্টি সাধুগণেরও বহুদর্শিতা অপূর্ব্ব লাভ হইবে, বলিতে কি, এইরূপ পরিশ্রম আমাদের সর্ব্বথা অভিনন্দনীয় এবং উক্ত পুস্তীদ্বয়ে তদীয় অনুসন্ধিৎসার যাদৃশ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাতে তাঁহাকে ঈদৃশ সাধু কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র বলিয়াও বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে।—প্রত্নকম্রনন্দিনী।

বহরমপুরনিবাসী বাবু শ্রীযুক্ত রামদাস মহোদয়ো বিবিধ যত্নেন বহুবিধসংস্কৃতগ্রন্থানালোকান্ত কবের্জীবনচরিত-সংগ্রহায় প্রবৃত্তঃ।

* * * * *

উপসংহারসময়ে বয়মেতং মহোদ্যোগিনং মহাত্মানমনুরুন্ধ্মো যৎ যথা স মহাকবেঃ কালিদাসস্য জীবনচরিতসংগ্রহায় মহোদ্যমং কৃতবান্ সর্ব্বেষাং প্রাচীনকবীনাং চারিত্র-সংগ্রহায় তথৈব যত্নঃ করণীয়স্তেনৈব হি ভারতবাসিনাং মহোপকারো ভবিষ্যতি। যতঃ কস্মিন্নপি কালে ভারতবাসিনামেতদ্বিষয়কো যত্নো ন বৃত্তঃ এবমনেনৈব কারণেন স স্বয়ং বহুযতমানোঽপি ভারত-ভূষণস্য সম্যক্ জীবনচরিত-সংগ্রহায় ন কৃতকর্ম্মা বভূব।—বিদ্যোদয়ঃ।

রামদাস বাবু যে প্রকার অধ্যবসায় সহকারে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাবলী হইতে অমূল্য সত্য সমুদায় নির্ব্বাচন করিতেছেন, "কালিদাস" "বররুচি" "শ্রীহর্ষ" প্রভৃতির অভ্যুদয় কাল নির্ণয় ও তাঁহাদিগের গ্রন্থাবলী প্রণয়ন বিষয়ক ঘটনাদি সংগ্রহ করিতে তিনি যেরূপ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন তন্নিমিত্ত তিনি আমাদিগের সহস্র ধন্যবাদের পাত্র। রামদাস বাবুর বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, প্রাচীন পুরাবৃত্ত তত্ত্বানুসন্ধায়িগণ আমাদিগের বাক্যের পোষকতা করিবেন সন্দেহ নাই। —সোমপ্রকাশ, প্রেরিত পত্র।

---

## বঙ্গদর্শন, দ্বিতীয় খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। পৌষ মাস।—

"গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর" বিবরণটী লেখকের পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় দিতেছে। এই প্রকার প্রস্তাব যত অধিক পরিমাণে থাকে, ততই আহ্লাদের বিষয়। আমাদিগের লেখকগণের মধ্যে অনুসন্ধান কম আছে, কিন্তু উল্লিখিত প্রস্তাবের ন্যায় প্রস্তাব লিখিতে হইলে অনেক পাঠ ও অনেক অনুসন্ধানের প্রয়োজন। এতদ্দেশীয়দিগের এই অভ্যাসটী যত দিন না হইতেছে তত দিন সাহিত্যের একটী প্রধান অঙ্গহীনতা থাকিতেছে।—সহচর।

—আমরা রামদাস বাবুর প্রস্তাব সকল পড়িয়া অনেক সময়েই তাঁহাকে "বাহবা" না দিয়া থাকিতে পারি না। বাঙ্গালীর মধ্যেও কোন কোন লোক যে বেদ, কালিদাস, প্রাচীনভারত, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভৃতির, উৎসাহ ও পরিশ্রম সহকারে আন্দোলন করিতে পারেন ইহা আমরা ভাবিলেই আহ্লাদে অজ্ঞান হই। সমাজ দর্পণ, সন ১২৮০ সাল, ২৪ পৌষ।

ঐতিহাসিক রহস্য—প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

# ঐতিহাসিক-রহস্য।

## দ্বিতীয় ভাগ।

# বাণভট্ট।

"শ্রীদণ্ডী ডিণ্ডিমাখ্যঃ শ্রুতিমুকুটগুরুর্ভল্লটো ভট্টবাণঃ,
খ্যাতাশ্চান্যে সুবন্ধ্বাদয় ইহ কৃতিভির্বিশ্বমাহ্লাদয়ন্তি।"

বেদান্তাচার্য্যঃ।

# বাণভট্ট।

বিখ্যাতনামা বাণভট্টকৃত কাদম্বরী সংস্কৃতসাহিত্যসংসারমধ্যে একখানি অমূল্য রত্ন। এই গ্রন্থের প্রথম পূর্ব্বভাগ বা বাণভাগ; দ্বিতীয় উত্তরভাগ বা তত্তনয়ভাগ। গ্রন্থকার ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, এজন্য তিনি লোকান্তর গমন করিলে পর, তাঁহার পুত্র শেষভাগ রচনা করিয়া গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। চারলস্ ডিকেন্স "Mystery of Edwin Drood" নামক তাঁহার শেষ উপন্যাসগ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে না পারাতে, তাঁহার মৃত্যুর পর উহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত হইয়াছে, এমন কি তাঁহার উপযুক্ত জামাতা বিখ্যাত লেখক উইল্কী কলিন্স্ও উহার শেষভাগ রচনা করিয়া সংযোজিত করিয়া দিতে পারেন নাই; ফলে সংস্কৃতসাহিত্যভাণ্ডার মধ্যে এতাদৃশ ঘটনা অতি বিরল, তৎপক্ষে সংশয় নাই। কোন সংস্কৃতগ্রন্থ অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রচারিত হয় নাই, সুতরাং বাণপুত্র দেখিলেন যে, তাঁহার পিতার অপূর্ব্বকীর্ত্তি লোপ হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং তজ্জন্য তিনি কাদম্বরীর শেষভাগ লিখিয়া গ্রন্থখানি চিরস্থায়ী করিয়া দিয়াছেন। উত্তরভাগের রচনা যদিও পূর্ব্বভাগের ন্যায় ললিত, মনোহর এবং প্রসাদগুণবিশিষ্ট নহে, তথাপি উপন্যাসভাগ অসংলগ্ন হয় নাই এবং রচনাপ্রণালীরও স্থানে স্থানে বিশেষ মধুরতা আছে। বাণতনয়ের গ্রন্থরচনার যশঃস্পৃহা ছিল না এবং তিনি কবিত্বেরও দর্প করেন নাই। গ্রন্থের মুখবন্ধে অতি বিনীতভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি পিতৃকীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য উত্তরভাগ রচনা করিয়া দিয়াছেন, এমন কি তাঁহার নাম পর্য্যন্ত প্রকাশ না করিয়া উদারতার একশেষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি শেষভাগ রচনা না করিলে গ্রন্থখানির নাম পর্য্যন্ত বোধ করি এতদিন লোপ পাইত; সুতরাং এতাদৃশ কুলপাবন পুত্রের জন্মগ্রহণ, বাণভট্টের পরম সৌভাগ্যের কারণ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কাদম্বরীর প্রারম্ভ শ্লোকমধ্যে বাণভট্ট স্বীয় বংশ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

বভূব বাৎস্যায়নবংশসম্ভবো দ্বিজো জগদ্গীতগুণোঽগ্রণীঃ সতাম্
অনেকভূপার্চ্চিতপাদপঙ্কজঃ কুবেরনামাংশ ইব স্বয়ম্ভুবঃ॥
উবাস যস্য শ্রুতিশান্তকল্মষে সদা পুরোডাশপবিত্রিতাধরে।
সরস্বতী সোমকষায়িতোদরে সমস্তশাস্ত্রস্মৃতিবন্ধুরে মুখে॥
জগুর্গৃহে ভ্যস্তসমস্তবাঙ্ময়ৈঃ সসারিকৈঃ পিঞ্জরবর্ত্তিভিঃ শুকৈঃ
নিগৃহ্যমাণা বটবঃ পদে পদে যজূংষি সামানি চ যস্য শঙ্কিতাঃ॥
হিরণ্যগর্ভো ভুবনাণ্ডকাদিব ক্ষপাকরঃ ক্ষীরমহার্ণবাদিব।
অভূৎ সুপর্ণো বিনতোদরাদিব দ্বিজন্মনামর্থপতিঃ পতিস্ততঃ॥
বিবৃণ্বতো যস্য বিসারি বাঙ্ময়ং দিনে দিনে শিষ্যগণা নবা নবাঃ।
উষঃসু লগ্নাঃ শ্রবণেঽধিকাং শ্রিয়ং প্রচক্রিরে চন্দনপল্লবা ইব॥
বিধানসম্পাদিতদানশোভিতৈঃ স্ফুরন্মহাবীরসনাথমূর্ত্তিভিঃ।
মখৈরসংখ্যৈরজয়ৎ সুরালয়ং সুখেন যো যূপকরৈর্গজৈরিব॥
স চিত্রভানুং তনয়ং মহাত্মনাং সুতোত্তমানাং শ্রুতিশাস্ত্রশালিনাম্।
অবাপ মধ্যে স্ফটিকোপলামলং ক্রমেণ কৈলাসমিব ক্ষমাভৃতাম্॥
মহাত্মনো যস্য সুদূরনির্গতাঃ কলঙ্কমুক্তেন্দুকলামলত্বিষঃ।
দ্বিজন্মনঃ প্রাবিবিশুঃ কৃতান্তরা গুণা নৃসিংহস্য নখাঙ্কুশা ইব॥
দিশামলীকালকভঙ্গতাং গতস্ত্রয়ীবধূকর্ণতমালপল্লবঃ।
চকার যস্যাধ্বরধূমসঞ্চয়ো মলীমসং শুক্লতরং নিজং যশঃ॥
সরস্বতীপাণিসরোজসম্পুটপ্রমৃষ্টহোমে শ্রমশীকরাম্ভসঃ।
যশোংঽশুশুক্লীকৃতসপ্তবিষ্টপাত্ততঃ সুতো বাণ ইতি ব্যজায়ত॥

অর্থাৎ অশেষগুণসম্পন্ন কুবের নামক এক ব্রাহ্মণ বাৎস্যায়নবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ অসাধারণ বাজ্ঞিক ও নিরতিশয় পণ্ডিত ছিলেন, [ তাঁহার পাণ্ডিত্য ও যাজ্ঞিকতার বিষয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ] সেই কুবের হইতে মহাত্মা অর্থপতি জন্মগ্রহণ করেন। এই মহাত্মারও প্রচুর পাণ্ডিত্য ছিল। অর্থপতি কেবল পণ্ডিত ছিলেন এমত নহে, অতিশয় যাজ্ঞিক ও বদান্য ছিলেন। অর্থপতির অনেকগুলি পুত্র জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে চিত্রভানু অতি ধীর ও গুণবান্ হইয়াছিলেন। ৮, ৯ শ্লোকদ্বয়োক্ত

বিশেষণসম্পন্ন চিত্রভানুর যে তনয় জন্মে, তাঁহার নাম "বাণ"—ইহাঁর উপাধি "ভট্ট।" এতৎক্রমেই আমরা "বাণভট্ট" নামটী শুনিতে পাই। "বাণের" বংশধারা এইরূপ ঃ—

বাৎস্যায়ন
গোত্র
|
কুবের
|
অর্থপতি
|
চিত্রভানু।
|
বাণ। *
|
তৎপুত্র; ইহাঁর নাম অজ্ঞাত আছে।

বাণভট্ট স্বকৃত গ্রন্থমধ্যে এইমাত্র আপন পরিচয় দিয়াছেন; ইহাতে আমরা কবি-বৃত্তান্ত বিশেষ কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না, কেবল তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণের নাম জানিতে পারিলাম। শার্ঙ্গধরপদ্ধতির ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে রাজশেখরকৃত একটী শ্লোক দৃষ্ট হয়। যথা—

অহো প্রভাবো বাগ্দেব্যা যন্মাতঙ্গদিবাকরঃ।
শ্রীহর্ষস্যাভবৎ সভ্যঃ সমো বাণ-ময়ূরয়োঃ॥

এই শ্লোকে মাতঙ্গদিবাকর, বাণ ও ময়ূরকে শ্রীহর্ষরাজের সভ্য বলা হইয়াছে। বিলোচন কহেন, বাণ ও ময়ূর, এই দুই ব্যক্তি সমসাময়িক; পরন্তু মাতঙ্গদিবাকরের নাম অন্য কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। পণ্ডিতবর হল সাহেব তাঁহাকে জৈনাচার্য্য মনাতঙ্গ সুরি বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এটী প্রামাণিক হইতেও পারে; কননা মনাতঙ্গ বাণভট্টের সমকালিক, ইহা জৈন গ্রন্থেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং এক্ষণে উক্ত তিন জনের আশ্রয়দাতা শ্রীহর্ষ কোন্ স্থানের নৃপতি তাহাই জিজ্ঞাস্য হইতেছে।

বাণভট্ট হর্ষচরিত প্রণেতা * কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সহিত তাঁহার বাল-সখিতা ছিল। এজন্য তিনি হর্ষচরিতে তাঁহার গুণাবলী বর্ণন করিয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধন ৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়া-

ছিলেন। চীনদেশীয় লেখক মাতন্‌লিনের মতানুসারে তাঁহার ৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিয়াঙসিয়াঙ হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যশাসন সময়ে কান্যকুব্জে গমন করিয়াছিলেন। আবুরিহান কহেন, এই হর্ষবর্দ্ধনকর্ত্তৃক "শ্রীহর্ষ অব্দ" প্রচলিত হইয়াছিল। এই অব্দ ৬০৭ হইতে ১১০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কান্যকুব্জ ও মথুরায় প্রচলিত ছিল। এই শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন এবং ইনিই হিয়াঙসিয়াঙের হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য। বাণভট্ট তাঁহার পার্ষদ, সুতরাং তিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তশতাব্দীর মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন।*

ভদ্র এবং নারায়ণ বাণভট্টের সহাধ্যায়ী। তাঁহার গণপতি, অধিপতি, তারাপতি এবং শ্যামল নামক পিতৃব্য-পুত্র ছিল। তিনি কিছু দিবস যষ্টীগৃহে এবং মণিপুরে বাস করিয়া কান্যকুব্জ গমন করেন। বাণভট্ট, ময়ূরভট্টের জামাতা। ইহাঁদিগের উভয়ের সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। ময়ূরভট্ট উজ্জয়িনীবাসী। তিনি এবং বাণভট্ট উভয়ে বৃদ্ধভোজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দুই জনেই সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী; এজন্য পরস্পর বিদ্যাবিষয়ে ঈর্ষা করিতেন। একদা তাঁহারা বিদ্যাবিবাদে প্রবৃত্ত হইলে, রাজা তাঁহাদিগকে কাশ্মীরে বিদ্যাপরীক্ষার জন্য গমন করিতে আজ্ঞা করিলেন। রাজাজ্ঞানুসারে তাঁহারা কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে ৫০০ শত বলীবর্দ্দ গ্রন্থভার বহন করিয়া যাইতেছে দেখিয়া পরিচালককে ঐ সকল গ্রন্থের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে সে কহিল, এই ৫০০ শত বলীবর্দ্দ "ওঁ" শব্দের টীকা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। এতচ্ছ্রবণে তাঁহারা গমন করিতে করিতে কিয়দ্দূরে দেখেন পুনরায় ২০০০ সহস্র বলীবর্দ্দ "ওঁ" শব্দের আর একখানি টীকা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। তদ্দর্শনে তাঁহারা আপনাদিগকে শত শত ধিক্কার দিয়া পরস্পর পরস্পরের গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন। তাঁহারা বিশ্রামশালায় উভয়ে নিদ্রাগত হইলে, ময়ূরভট্ট, সরস্বতী কর্ত্তৃক জাগরিত হইলেন। দেবী তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরীক্ষার

* মৈথিল মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাভদত্ত স্বীয় ব্যাকরণ মধ্যে "কাদম্বরী" গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারাও বাণভট্টের প্রাচীনতা নির্ণয় হয়।

জন্ম প্রশ্ন করিলেন, "শতচন্দ্রং নভস্তলং"। ময়ূর নিমেষমধ্যে তাহার পাদ-পূরণ করিয়া কহিলেন,—

দামোদরকরাঘাত-বিহ্বলীকৃতচেতসা।
দৃষ্টং চানূরমল্লেন শতচন্দ্রং নভস্তলম্॥

এইরূপ সমস্যাপূরণ করিবামাত্র বাণ হুঙ্কার করিয়া সগর্ব্বে ভ্রুকুটি কুটিল করতঃ ঐ সমস্যা ভিন্ন-কবিতায় পূরণ করিলেন। দেবী কহিলেন, "তোমরা উভয়েই সৎকবি এবং সুপণ্ডিত; কিন্তু বাণ! তুমি গর্ব্বে হুঙ্কার-ধ্বনি করাতে পণ্ডিতোচিত কার্য্য কর নাই। তোমার গর্ব্ব হ্রাস করিবার জন্য 'ওঁ' শব্দের ব্যাখ্যা দেখাইলাম; এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, উক্ত টিপ্পনীকার অপেক্ষা তুমি বিদ্যাবিষয়ে কতদূর হীন। এই তুলনার সমা-লোচনসময়ে তোমার বিদ্যা-গৌরব খর্ব্ব হইল; অতএব পণ্ডিতগণের বিদ্যার গর্ব্ব করা সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য।" সরস্বতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া উভ-য়ের চৈতন্য হইল এবং সেই অবধি তাঁহারা রাজনিকেতনে প্রত্যাগমন করিয়া নির্ব্বিবাদে সুখে বাস কবিতে লাগিলেন।

একদিন বাণের স্ত্রীর সহিত বিবাদ ঘটিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীর প্রগল্‌ভতাবশতঃ সমস্ত রাত্রেই প্রায় বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছিল। ময়ূরভট্ট তাঁহার কন্যার কণ্ঠস্বর শুনিবা হঠাৎ গবাক্ষদ্বারের নিকট গিয়া দেখিলেন, বাণ তাহার পদযুগল ধাবণ করিয়া বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন; কিন্তু তাহাতেও কামিনীর ক্রোধের শান্তি না হইয়া দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল এবং তিনি পদাঘাতে তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বাণ অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন, তিনি এতাদৃশ অপমানেও দুঃখিত না হইয়া নানাবিধ বিনয়বাক্য ও শ্লোকরচনার দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। ময়ূরভট্ট গোপনে এ সকল দেখিয়া এককালে ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহার কন্যাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। বাণের স্ত্রী পিতার কথায় ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহার অঙ্গে চর্ব্বিত তাম্বূল নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "এই চর্ব্বিত তাম্বূলের সঙ্গে তোমার অঙ্গে কুষ্ঠ নির্গত হউক।" প্রভাত হইবামাত্র ময়ূরভট্টের অঙ্গে কুষ্ঠ হইল। ময়ূরভট্ট রাজসভা ত্যাগ করিয়া রোগমুক্ত হইবার জন্য সূর্য্যদেবের মন্দিরে স্তব আরম্ভ করিলেন এবং একান্তচিত্তে "জম্ভারাতীভকুম্ভোদ্ভবমিব দধতঃ"

ইত্যাদি শ্লোকে স্তবারম্ভ করিলে, ষষ্ঠশ্লোক—"শীর্ণশীর্ণাঙ্ঘ্রিপাণিন্" ইত্যাদি পাঠমাত্র ভগবান্ অংশুমালী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কুষ্ঠরোগ হইতে নির্ম্মুক্ত করিলেন। এইরূপে সূর্য্যশতক গ্রন্থের জন্ম হইল। এইরূপ অসার এবং অলৌকিক গল্পে প্রাচীন কবিদিগের জীবনবৃত্তান্ত পরিপূর্ণ, ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

বাণভট্ট বিদ্যাবিষয়ে ময়ূরভট্টের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, সুতরাং ময়ূরভট্ট অলৌকিক ক্ষমতাপ্রভাবে রোগমুক্ত হইয়া রাজসভায় প্রত্যাগত হইলেন দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ঈর্ষ্যায় জর্জ্জরিত হইল। রাজা ময়ূরকে আদর করিতে লাগিলেন এবং সভাসদগণও তাঁহার প্রত্যাগমনে সুখী হইলেন, ইহা বাণভট্টের অসহ্য হইল। তিনি এককালে ক্রোধে অধীর হইয়া স্বীয় হস্তপদ অস্ত্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়া, কায়মনোবাক্যে চণ্ডিকাশতকে চণ্ডীস্তব করাতে ভগবতী প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে পুনরায় হস্তপদবিশিষ্ট করিলেন। এই গল্প এক জন জৈন টীকাকারের লিখিত, হিন্দুগণাপেক্ষাও জৈনদিগের অলৌকিক ক্ষমতা, তাঁহার ইহাই বর্ণন করা মুখ্য উদ্দেশ্য। এজন্য ময়ুব ও বাণভট্টের বিষয় লিখিয়াই তাঁহাদিগের সমকক্ষ এবং সমসাময়িক জৈনাচার্য্য মনাতঙ্গ সূরির বিষয়ে লিখিয়াছেন যে, তিনি ইচ্ছানুসারে ৪৪টী লৌহ নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া ৪৪টী "ভক্তামর স্তোত্র" শ্লোক প্রস্তুত করিয়া শৃঙ্খলমুক্ত হইয়াছিলেন। মনাতঙ্গ সূরি এই অলৌকিক ক্ষমতাপ্রভাবে বৃদ্ধ ভোজকে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এগুলি যদিও গল্পকথা, তথাপি ইহাতে এই সত্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে যে মনাতঙ্গ, ময়ুব, এবং বাণ, ইহাঁরা এক সময়ে এক রাজার আশ্রয়ে বর্ত্তমান ছিলেন। সূর্য্যশতকের টীকাকার মধুসূদনও এইরূপ বাণ ও ময়ূরভট্ট সম্বন্ধে একটি গল্প লিখিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে মনাতঙ্গের উল্লেখ নাই।

মাধবাচার্য্যকৃত শঙ্করবিজয়ে দৃষ্ট হয় যে, খণ্ডনকার কবীন্দ্র শ্রীহর্ষ, বাণ, ময়ুর, উদয়নাচার্য্য এবং শঙ্করাচার্য্য এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। উক্তগ্রন্থে লিখিত আছে, বাণ ও ময়ূর অবন্তীদেশবাসী।

বাণভট্ট হর্ষচরিত, চণ্ডিকাশতক এবং কাদম্বরীগ্রন্থের রচয়িতা। হর্ষচরিতে * শ্রীহর্ষরাজের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। ইহার শঙ্করভট্টকৃত টীকা

* ক-চিহ্নিত পরিশিষ্টে ইহার সংক্ষেপ বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

আছে, তাহা সুপ্রাপ্য নহে। মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য হইতে চণ্ডিকাশতক বিরচিত। উহা আদ্যোপান্ত শার্দ্দূলবিক্রীড়িতচ্ছন্দে গ্রথিত। সরস্বতীকণ্ঠাভরণে লিখিত আছে, বাণভট্ট পদ্য অপেক্ষা গদ্য লিখিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কাদম্বরী তাঁহার উৎকৃষ্ট গদ্যকাব্য। কবি ইহার প্রারম্ভ শ্লোকে লিখিয়াছেন, "দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বাণ স্বীয় অকুণ্ঠিত বুদ্ধি দ্বারা এই কথাগ্রন্থ নির্ম্মাণ করিতেছেন।" * এ গর্ব্বোক্তি তাঁহার নিতান্ত অর্থশূন্য হয় নাই। সংস্কৃত ভাষায় দশকুমার-চরিত, বাসবদত্তা এবং কাদম্বরী, এই তিনখানি প্রসিদ্ধ গদ্যকাব্য আছে। তাহার মধ্যে কাদম্বরীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কুমারভার্গবীয়, চম্পূভারত, চন্দ্রশেখর-চেতো-বিলাস-চম্পূ প্রভৃতির গদ্যরচনা কাদম্বরীর রচনার নিকট কোন অংশে সমকক্ষ বলিয়া লক্ষিত হয় না। দীর্ঘসমাসঘটিত বাক্যপ্রয়োগ করাতে গ্রন্থখানির রচনায় স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কঠোরতা জন্মিয়াছে সত্য; কিন্তু তদ্দ্বারা রসবত্তার হানি হয় নাই। সংস্কৃতভাষায় একখানি কাদম্বরীকথাসার নামক কাব্য গ্রন্থ আছে; উহা আট সর্গে বিভক্ত এবং উপন্যাসভাগ অবিকল বাণভট্টকৃত কাদম্বরী হইতে গৃহীত।

সম্প্রতি বাণভট্টকৃত পার্ব্বতী-পরিণয় নামক একখানি ক্ষুদ্র নাটক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে; উহা কাদম্বরীগ্রন্থকর্ত্তার লেখনীপ্রসূত কি না, তাহা প্রকৃতরূপে নির্ণয় করা সুকঠিন। কোন অলঙ্কারগ্রন্থমধ্যে পার্ব্বতী-পরিণয়ের নামোল্লেখ দেখিতে পাই না; কিন্তু ইহার প্রস্তাবনার শ্লোকের সহিত কাদম্বরীগ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়ের ঐক্য আছে। যথা—

অস্তি কবিঃ সার্ব্বভৌমো বাৎস্যায়নজলধিসম্ভবো বাণঃ।
নৃত্যতি যদ্রসনায়াং বেধোমুখলাসিকা বাণী॥

ইহাতেও স্পষ্ট বাৎস্যায়নবংশোদ্ভব বলা হইয়াছে। রচনাদৃষ্টে নাটকখানি কাদম্বরী-প্রণেতার লিখিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। ইহাতে গ্রন্থকার কিছুই নবিত্ব প্রকাশ করিতে পারেন নাই এবং ইহার অধিকাংশ ভাবই কালিদাসের কুমারসম্ভব হইতে গৃহীত এবং কোন কোন কবিতার, কুমারসম্ভবের কবিতার সহিত, বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। এই নাটক পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত।

---

* দ্বিজেন তেনাক্ষতকণ্ঠকৌণ্ঠ্যয়া মহামনোমোহমলীমসান্ধয়া।
অলব্ধবৈদগ্ধ্যবিলাসমুগ্ধয়া ধিয়া নিবদ্ধেয়মতিদ্বয়ী কথা॥

# জৈন-ধর্ম্ম

The Jina or 'conquering saint,' who having conquered all worldly desires, declares the true knowledge of the Tattvas, is with Jainas what the Buddha or 'perfectly enlightened saint,' is with Buddhists.

MONIER WILLIAMS.

[redacted]

# জৈন-ধৰ্ম্ম।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অবসানেই জৈনধর্ম্মের সমুন্নতি। শাক্যসিংহের উপদেশমালা অসাধারণ চিন্তাশীল ধর্ম্মপরিব্রাজকগণ গ্রহণ করিয়া তত্তৎকালীন ভূমণ্ডলের সুসভ্য জনপদে অভিনব ধর্ম্মের সুস্নিগ্ধ বারি সেচন করতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের উৎস চতুর্দ্দিকে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ধর্ম্মের নানা মতভেদ উপস্থিত হইলেই মহান্ বিপ্লব ঘটিয়া থাকে, বৌদ্ধধর্ম্মের তাহাই ঘটিল, এবং ক্রমে ভারতবর্ষে উহা হীনপ্রভা ধারণ করিল। এই অবসরে জৈনধর্ম্ম শনৈঃ শনৈঃ পাদপিক্ষেপ করিতে করিতে মহাজনের ধর্ম্ম হইয়া উঠিল। সদ্‌বিদ্বদ্‌গণ আচার্য্যের উপদেশ মূলভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করিয়া জৈনধর্ম্মের বিবিধ গ্রন্থাবলী রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ক্রমেই ধর্ম্মের সমুন্নতি হইতে চলিল। বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় জৈনধর্ম্ম প্রগাঢ়-কল্পনাপ্রসূত নহে, সুতরাং উহা ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য দেশে আদৃত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের ছায়া লইয়া ইহা নির্ম্মিত, এবং যদিও ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের নীতিমালা গৃহীত হইয়াছে, তথাপি মূলপত্তন সারহীন এবং নিস্তেজ। জৈনধর্ম্ম, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যবর্ত্তী ধর্ম্ম, ইহাতে পৌত্তলিক উপাসনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিছুমাত্র পরিত্যক্ত হয় নাই; এজন্য ইহার অভিনবত্ব কিছুই নাই বলিলেই হয়। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষায় জৈনগ্রন্থ সকল রচিত হইয়াছে। প্রথম সূত্র গ্রন্থ; ইহাতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গুহ্য কথা সমুদয় জ্ঞাত হওয়া যায়; তাহার মধ্যে কল্পসূত্র, দশবৈকালিক সূত্র, ক্ষেত্রসমাস সূত্র, চতুর্ব্বিংশতি সূত্র, নবতত্ত্ব সূত্র, পতিক্রমণ সূত্র, সংগ্রহণী সূত্র, স্মরণ সূত্র ও পক্ষীসূত্র অতি প্রসিদ্ধ। ইহা ভিন্ন এক-বিংশতি স্থান, উপদেশমালা, বালবিবোধ, উপাধানবিধি, প্রশ্নোত্তর, রত্নমালা, আত্মানুশাসন, ও আরাধনাপ্রকার প্রভৃতি জ্ঞানকাণ্ডের বহুবিধ গ্রন্থ আছে। শান্তিজিনস্তব, বৃহৎশান্তিস্তব, ঋষভস্তব, পার্শ্বনাথস্তব, কল্যাণমন্দিরস্তব প্রভৃতি স্তবগ্রন্থ। পুরাণ অনেকগুলি, এবং সে গুলি হিন্দুদিগের পুরাণের প্রণালীতে রচিত; তাহাব মধ্যে এক্ষণে পদ্মপুরাণ, মহাবীরচরিত, নেমিরাজর্ষিচরিত, চিত্রসেনচরিত, মৃগাবতী-চরিত, গজসিংহচরিত ও সাধুচরিত প্রভৃতি সুপ্রাপ্য।

কেবল বরণানন্দ সনা সমুপ্পন্নে।" তাঁহার অনন্ত, অনুত্তম, নিরাবরণাখ ও কেবলানন্দ উৎপন্ন হইল।

মহাবীরের চতুর্দ্দশ শিষ্য সর্ব্বপ্রধান। তাঁহারা যদিও জিন নহেন, তথাপি জিন-তুল্য মহাপণ্ডিত। যথা,—

"অজিনাণং জিনসঙ্কাসং সর্ব্বাখর সন্নি পাইন"
( অজিনা অপি জিনসদৃশাঃ সর্ব্বাক্ষরসমূহজ্ঞাতারঃ। )

মগধের গোতমবংশীয় বসুভূতির ইন্দ্রভূতি, অগ্নিভূতি এবং বায়ুভূতি নামক তিন পুত্র ছিল। হেমচন্দ্র ইহাদিগের সকলকে গোতম আখ্যা প্রদান করিয়াছেন*। ব্যক্ত, সুধর্ম্ম, মন্দিত, মৌর্য্যপুত্র, অকম্পিত, অচলভ্রাতা, মৈত্রেয়, মহাবীরের একাদশ শিষ্য গণধর নামে খ্যাত। এই সকল আচার্য্যের দ্বারা জৈন ধর্ম্মের সমূহ উন্নতি হইয়াছিল। মহাবীর সসানিক এবং শ্রীণিক নামক কৌশাম্বী এবং রাজগৃহের নৃপদ্বয়কে জৈনমতাবলম্বী করিয়াছিলেন। জৈনগ্রন্থে দৃষ্ট হয়, মহাবীর ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ কহিয়াছিলেন যে, কুমারপাল জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের উন্নতি করিবেন ; এতৎসম্বন্ধে শত্রুঞ্জয়-মাহাত্ম্যে এইমাত্র লিখিত আছে। যথা—

"ততঃ কুমারপালস্তু বাহড়ো বস্তুপালবিৎ।
সমায়াদ্যা ভবিষ্যন্তি শাসনেঽস্মিন্ প্রভাবকাঃ॥"

মহাবীর বহুশিষ্য সমভিব্যাহারে অপাপ পুরীতে প্রতিগমন করিলেন। সে সময় তাঁহার সঙ্গে চতুর্দ্দশ সহস্র সাধু, ৩৬০০০ সহস্র সাধ্বী, চতুর্দ্দশ পূর্ব্বশাস্ত্রে †

* ইন্দ্রভূতিরগ্নিভূতির্ব্বায়ুভূতিশ্চ গোতমঃ।

† মন্ত্রিতানি গণধরৈরঙ্গেভ্যঃ পূর্ব্বমেব যৎ।
পূর্ব্বাণীত্যভিধীয়ন্তে তেনৈতানি চতুর্দ্দশ॥
ইতি মহাবীরচরিতম্।

জৈনদিগের অঙ্গশাস্ত্রের পূর্ব্বে গণধরেরা যাহা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাকে পূর্ব্বাঙ্গ বা পূর্ব্বতন্ত্র বলে। পূর্ব্বনামক শাস্ত্র চতুর্দ্দশ সংখ্যায় বিভক্ত।

পণ্ডিত, ৩০০ শত শ্রবণ, ১৩০০ শত অবধিজ্ঞানী, * ৭০০ শত কেবলী, † ৫০০ শত মনোবিৎ, ৪০০ শত বাদী, এক লক্ষ উনষষ্টিসহস্র শ্রাবক, এবং উক্ত সংখ্যার দ্বিগুণ শ্রাবিকা, এবং গৌতম ও সুধর্ম্মা নামক দুইজন গণধর সঙ্গে ছিল। মহাবীর এই সকল প্রগাঢ়চিন্তাশীল শিষ্যগণের মধ্যে থাকিয়া ৭২ বৎসর বয়সে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। পার্শ্বনাথের ২৫০ শত বৎসর পরে মহাবীরের মৃত্যু হয়। ইউরোপীয় পুরাবিদ্‌গণের মতানুসারে শেষ তীর্থঙ্করের, খৃষ্ট জন্মিবার ৫৬৯ বৎসর পূর্ব্বে, মৃত্যু হইয়াছিল।

মহাবীর চতুর্ব্বিংশ জিন। তাঁহার পূর্ব্বে ঋষভ, অজিত, সম্ভব, অভিনন্দন, সুমতি, পদ্মপ্রভা, সুপার্শ্ব, চন্দ্রপ্রভা, পুষ্পদন্ত, শীতল, শ্রেয়াংস, বসুপূজ্য, বিমল, অনন্ত, ধর্ম্ম, শান্তি, কুন্ত, অরা, মালি, সুব্রত, নাম, নেমি ও [illegible] নামক তীর্থঙ্কর বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে পার্শ্বনাথের মত ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থানে প্রচলিত। শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যমধ্যে পার্শ্বনাথ সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িকা আছে। যথা—

"তত্রাসীদশ্বসেনাখ্যো জিনাজ্ঞাকলনো নৃপঃ।  
অভিরামগুণোদ্দামা বামা বামাশয়াজনি॥  
সর্ব্ববামাশিরোরত্নং শীলধ্যানাস্ত বল্লভা।  
সান্যদা যামিনীযামে তুর্য্যে বর্য্যসুধাকরান্॥  
শয়ানা শয়নীয়ে প্রাপশ্যৎ স্বপ্নাংশ্চতুর্দ্দশ।  
চৈত্রে সিতে চতুর্থ্যাং ভে বিশাখায়াং জিনেশ্বরঃ॥  
তদ্গর্ভে প্রাণতামাগাদুদ্যোতশ্চ জগত্রয়ে॥  
পূর্ণেহথ কালে পৌষস্য দশম্যাং মিত্রভে সুতম্।  
সাসূত শ্যামলং সর্পধ্বজমিজ্যং সুরাসুরৈঃ॥

* "অসম্যগ্‌দর্শনাদি-গুণজনিতক্ষয়োপশমনিমিত্তমবিচ্ছিন্নবিষয়ং জ্ঞানমবধিঃ।"

ইতি জৈনসূত্রবিবরণম্।

প্রমাদিদোষ নিবৃত্তির নিমিত্ত অবিচ্ছিন্ন (ধারাবাহী) বিষয়ক জ্ঞানকে অবধি বলে।

† সর্ব্বথাবরণবিলয়ে চেতনস্বরূপ আবির্ভাবঃ, কেবলং তদস্যাস্তি ইতি কেবলী।—

হেমচন্দ্র টীকা।

অর্থাৎ পার্শ্বনাথ কাশীধামের অশ্বসেন নামে জৈন রাজার পুত্র। ইহার মাতার নাম বামা। বামাদেবী একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, যেন চৈত্র শুক্ল চতুর্থীতিথিতে বিশাখা নক্ষত্রে আদি জিনেশ্বর তাঁহার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অনন্তর তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হইলে, তিনি পৌষ মাসের দশমী তিথিতে মিত্র (অনুরাধা) নক্ষত্রে তাঁহাকে প্রসব করিলেন। তিনি শ্যামবর্ণ এবং সর্পচিহ্নযুক্ত ও সকলের পূজ্য। পার্শ্বদেব যৎকালে মাতৃগর্ভে বাস করেন, তখন তাঁহার মাতা বামাদেবীর এইরূপ জ্ঞান হইত, তিনি যেন তাঁহার পার্শ্বে একটি সর্প ধারণ করিতেছেন। এ কথা মুখেও বলিতেন। অতঃপর ঐ কারণে তাঁহার পিতা "পার্শ্ব" এই নামে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। তাহাতেই তিনি ত্র… পার্শ্বনাথ নামে বিখ্যাত হইলেন। যথা—

"অস্বাস্মিন্ গর্ভগে পার্শ্বে সর্পং সর্পন্তমৈক্ষত।
ইতীব নির্মমে তস্য পার্শ্ব ইত্যভিধাং পিতা॥"

পার্শ্বনাথের বাল্যকাল ও যৌবনকাল উভয়কালই নির্দ্দোষে অতিবাহিত হইয়াছিল। বার্দ্ধক্যে তিনি কাশীবাস পরিত্যাগ করিয়া সম্মেত পর্ব্বতে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি ১০০ শত বৎসর জীবিত ছিলেন, তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কালই উপদেশপ্রদান ও ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে অতিবাহিত হইয়াছিল। যথা—

'আয়ুর্ব্বর্ষশতং প্রপাল্য ভগবান্ সম্মেতশৈলং গতো
মাসেনানশনেন কর্ম্মবিলয়ং কৃত্বা ত্রয়স্ত্রিংশতা।
সার্দ্ধং তৈঃ শ্রমণৈঃ সিতাষ্টমদিনে মাসে শুচৌ নির্বৃতে
রাধায়াং ত্রিদশৈঃ কৃতান্তকরণঃ শ্রীপার্শ্বনাথো জিনঃ॥

জৈনদিগের আচার্য্যেরা বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে সকল দর্শনগ্রন্থ, বস্তুনির্ণয় ও তর্কপ্রণালী উদ্ভাবন করেন, তত্তাবতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ;—

বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ হইবার কারণ এই যে, তাঁহারা আত্মার স্থায়িত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, বাহ্য বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। আদি জৈনাচার্য্যদিগের উহা রুচিকর না হওয়াতেই তাঁহারা ভিন্ন হইলেন। ভিন্ন হইয়া আপনাদের মন্তব্য স্থির রাখিবার জন্য নানা গ্রন্থ ও নানা যুক্তি উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। এই মতের দর্শনগ্রন্থ এই সকল—

সিদ্ধসেন বাক্য। প্রমেয় কমল মার্ত্তণ্ড ( গ্রন্থকার প্রতাপচন্দ্র )। আপ্ত-নিশ্চয়ালঙ্কার ( অহংচন্দ্র স্থরি গ্রন্থকার )। তৌতাতিক ( তুতাতভট্ট গ্রন্থকার )। বীতরাগস্তুতি। অর্হৎপ্রবচন সংগ্রহ। পরমাগম সার। যোগদেব ( ইনি গ্রন্থকার, গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় না )। তত্ত্বার্থ সূত্র। অর্হত্ ( ইনিও গ্রন্থ-নির্ম্মাতা, গ্রন্থের নাম উল্লেখ নাই )। পদ্মনন্দি। বাচকাচার্য্য ( ইনিও গ্রন্থকার ) স্বরূপ সম্বোধন। বাচকাচার্য্যের টীকাকার বিদ্যানন্দ। হেমচন্দ্রাচার্য্য। সিদ্ধান্ত। অনন্তবীর্য্য ( গ্রন্থকার )। স্যাদ্বাদমঞ্জরী ( জিনদত্তস্থরি প্রভৃতি গ্রন্থকার )।

জৈন দুই প্রকার। শ্বেতাম্বর জৈন ও দিগম্বর জৈন। এই উভয়ের ধর্ম্ম-প্রভেদ প্রভৃতি, জিনদত্ত স্থরি বলিয়াছেন। যথা—

"জিনদত্তস্থরিণা জৈনং মতমিত্থমুক্তম্—
বলভোগোপভোগানামুভয়োর্দ্দানলাভয়োঃ।
অন্তরায়স্তথা নিদ্রা ধী-রজ্ঞানং জুগুপ্সিতম্,
হিংসারত্যরতী রাগদ্বেষৌ রতিরতিঃ স্মরঃ॥
শোকো মিথ্যাত্বমেতেঽষ্টাদশ দোষা ন যস্য সঃ।
জিনো দেবো গুরুঃ সম্যক্তত্ত্বজ্ঞানোপদেশকঃ।
জ্ঞানদর্শনচারিত্রাণ্যপবর্গস্য বর্ত্মনি॥
স্যাদ্বাদস্য প্রমাণে দ্বে প্রত্যক্ষমনুমাপি চ।
নিত্যানিত্যাত্মকং সর্ব্বং নব তত্ত্বানি সপ্ত বা।
জীবাজীবৌ পুণ্যপাপে চাশ্রবঃ সংবরোঽপিচ।
বন্ধো নির্জ্জরণং মুক্তিরেষাং ব্যাখ্যাধুনোচ্যতে॥
চেতনালক্ষণো জীবঃ স্যাদজীবস্তদন্যকঃ।
সৎকর্ম্মপুদ্গলঃ পুণ্যং পাপং তস্য বিপর্য্যয়ঃ।
আশ্রবঃ কর্ম্মণাং বন্ধো নির্জরস্তদ্বিয়োজনম্।
অষ্টকর্ম্মক্ষয়ান্মোক্ষোঽথান্তর্ভাবশ্চ কৈশ্চন।
পুণ্যস্য সংশ্রবে পাপস্যাশ্রবে ক্রিয়তে পুনঃ॥
লব্ধানন্তচতুষ্কস্য লোকা গূঢ়স্য চাত্মনঃ।
ক্ষীণাষ্টকর্ম্মণো মুক্তির্নিব্যাবৃত্তির্জিনোদিতা॥
স্বরজোহরণা ভৈক্ষ্যভুজো লুঞ্চিতমূর্দ্ধজাঃ।

শ্বেতাম্বরাঃ ক্ষমাশীলা নিঃসঙ্গা জৈনসাধবঃ॥
লুঞ্চিতাঃ পিচ্ছিকাহস্তাঃ পাণিপাত্রা দিগম্বরাঃ।
ঊর্দ্ধাশিনো গৃহে দাতুর্দ্বিতীয়াঃ স্যুর্জিনর্ষয়ঃ॥
ভুঙ্‌ক্তে ন কেবলং ন স্ত্রীং মোক্ষমেতি দিগম্বরঃ।
প্রাহুরেষাময়ং ভেদো মহান্ শ্বেতাম্বরৈঃ সহ॥" ইতি।

এই সকল শ্লোকের সংক্ষেপ অর্থ এই যে, এই মতের উপদেষ্টা "জিন"। বল, ভোগ, উপভোগ, দান ও লাভ সম্বন্ধে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়া এবং নিদ্রা, ভীতি, অজ্ঞান, জুগুপ্সা, হিংসা, রতি, অরতি, রাগ, দ্বেষ, রমণ, কাম, শোক, মিথ্যা, এই অষ্টাদশ মনুষ্যসহজ দোষ যাঁহার নাই, তিনিই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেষ্টা; এবং জ্ঞান, দর্শন, সচ্চরিত্র ও মোক্ষে অবস্থিত। প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই প্রমাণদ্বয় ইহাদের সম্মত। তর্করীতির নাম স্যাদ্বাদ। জগতের মূল তত্ত্ব এক মতে ৯টী, এক মতে ৭টী। সমুদয় নিত্যানিত্যসম্মিশ্র। সে সকল তত্ত্বের নাম—জীব (১), অজীব (২), পুণ্য (৩), পাপ (৪), আশ্রব (৫), সম্বর (৬), বন্ধ (৭), নির্জরণ (৮), মুক্তি (৯)। চেতন বস্তু জীব—অচেতন পদার্থ অজীব—সৎকর্ম্মসমূহ পুণ্য—তদ্বিপরীত পাপ—কর্ম্মের বন্ধনজনক শক্তির নাম আশ্রব—কর্ম্মত্যাগ নির্জর—অষ্ট-কর্ম্মক্ষয় মুক্তি। সপ্ত তত্ত্ববাদীর মতে মোক্ষ পদার্থটী নির্জরণের অন্তর্ভূত—পুণ্য সংশ্রবের ও পাপ আশ্রবের অন্তর্গত। এই মতের সাধুরা ক্ষমাশীল, সঙ্গরহিত, কেশসংস্কার করে না ও ভিক্ষান্নভোজী। দিগম্বরেরা পিচ্ছিকা ও পয়ঃপাত্রধারী এবং নিরাবরণ অর্থাৎ উলঙ্গ। শ্বেতাম্বরেরা বস্ত্র পরিধান করেন। শ্বেতাম্বরেরা স্ত্রীসম্ভোগে একান্ত বিরত, কিন্তু দিগম্বরেরা রত।

নৈয়ায়িকেরা যেমন কার্য্যলিঙ্গক ঈশ্বরানুমান করিয়া থাকেন, অর্থাৎ "ক্ষিত্যাদিকং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ" ক্ষিত্যাদি পদার্থের কোন না কোন কর্ত্তা আছে, যেহেতু ক্ষিত্যাদি বস্তু জন্য; যে বস্তু জন্য অর্থাৎ জন্মশীল হয়, সেই বস্তুর কর্ত্তা অবশ্য থাকিবে। জৈনেরা এতদ্রূপে ঈশ্বরানুমান করে না। ইহাদের মতে জগৎ জন্যই নহে। ইহারা এইমাত্র বলে যে, কোন এক সর্ব্বজ্ঞ আত্মা আছেন, তিনিই ঈশ্বর অর্থাৎ জীবের পূজ্য। তিনি রাগদ্বেষাদি সর্ব্বপ্রকার দোষবর্জ্জিত ও সত্যবাদী। তাঁহার নাম "অর্হৎ"। যথা—

"সর্ব্বজ্ঞো জিতরাগাদিদোষস্ত্রৈলোক্যপূজিতঃ।
যথাস্থিতার্থবাদী চ দেবোঽর্হন্ পরমেশ্বরঃ॥" ইতি—
অহং চন্দ্র সূরি।

ইহাদের ঈশ্বরানুমানপ্রণালী এই যে, সর্ব্ব-পদার্থ-সাক্ষাৎকারী কোন এক আত্মা আছে। কারণ, যখন দেখা যায় যে, আত্মার জ্ঞানপ্রতিবন্ধক সামগ্রী সকলের সমান নহে, কোন আত্মার জ্ঞানপ্রতিবন্ধক অল্প, কোন আত্মার অধিক; এইরূপ কোন এক আত্মার জ্ঞানপ্রতি-বন্ধক একবারে নাই হইতেও পারে। যাঁহার জ্ঞানপ্রতিবন্ধক একবারে নাই, সেই আত্মাই সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বর। এই প্রতিজ্ঞার উপর অনেক তর্ককৌশল আছে, তত্তাবতের অবতারণ করা নিষ্প্রয়োজন।

জৈনমতে জীব দুই প্রকার। সংসারী ও মুক্ত। সংসারী জীব দুই প্রকার,—সমনস্ক ও অমনস্ক। শিক্ষাক্রিয়াকলাপাদি অভ্যাসরত জীব সমনস্ক, আর তদ্রহিত অমনস্ক। এই অমনস্ক জীব দুই প্রকারে বিভক্ত।—ত্রস ও স্থাবর। শঙ্খ, গণ্ডূলক প্রভৃতি দ্বি-ইন্দ্রিয় ত্রি-ইন্দ্রিয় ভেদে ত্রস ৫ প্রকার। পৃথিবী-জল-বৃক্ষাদি ভেদে বহুবিধ স্থাবর। তত্ত্বজ্ঞান জিনোক্ত উক্ত পদার্থের স্বরূপাবগতি। তত্ত্ব-জ্ঞানের উপায় গুরূপদেশ ও শাস্ত্রচর্চ্চা এবং জিনোক্ত কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান। মুক্তি—জ্ঞানাবরণ ও কর্ম্মবন্ধ ক্ষয় হইলে আত্মার উপরি প্রদেশে সুখস্বরূপে অবস্থান। কাহারও মতে সতত ঊর্দ্ধ গমন।* যথা—

"গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে ত্বালোকাকাশমাগতাঃ॥"

ইহাদের তর্কের নাম সপ্তভঙ্গী নয় অর্থাৎ সপ্ত প্রকার অবয়ব-যুক্ত যুক্তি।

কল্প সূত্রের সমাচারি অধ্যায়ে যতিগণের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের বিবিধ নিয়ম লিখিত আছে। সাধারণতঃ ইহাদের পূজা পদ্ধতি ও মন্ত্র এইরূপ;—"ওম্ হ্রীং—ঋষভেয় স্বস্তি—ওম্ হ্রীং হম্,—ওম্ হ্রীং শ্রীসুধর্ম্মাচার্য্য আদি গুরুভ্যো

---

* এই ঊর্দ্ধগমন যে কিরূপ ঊর্দ্ধগমন তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। ইহা কি উন্নতির নামান্তর? তাহা হইলে এখনকার অনেক সম্প্রদায়ের সহিত এই মতের নৈকট্যসম্বন্ধ ঘটিয়া উঠে।

নমঃ—ওম্ হ্রীং হ্রীম্ সমজিন চৈত্যালেভ্যঃ শ্রীজিনেন্দ্রেভ্যো নমঃ” ইত্যাদি। এবং গায়ত্রী যথা—

“নমো অরীহন্তাণং নমো সিদ্ধাণং নমো আয়রীয়াণং নমো উজহ্বয়াণং নমো লোইসর্ব্বসাহূণং।” *

উপরের লিখিত দার্শনিক তর্ক বিতর্ক সাধারণ যতিগণ অবগত নহেন। তাঁহারা ধর্ম্মের স্থূল মর্ম্ম এইমাত্র জানেন যে—“ধর্ম্মো জগতঃ সারঃ। সর্ব্বসুখানাং প্রধানহেতুত্বাৎ। তস্যোৎপত্তির্মনুজাঃ। সারং তেনৈব মানুষ্যে।” অর্থাৎ ধর্ম্মই জগতের সার, যেহেতু ধর্ম্মই সুখমাত্রের প্রধান কারণ। এবম্ভূত ধর্ম্মের উৎপত্তিকারণ মনুষ্য, সেই কারণে মনুষ্যকে জীবমধ্যে সার বলা যায়। ইহা ভিন্ন “স্বর্গাপবর্গপ্রদঃ” স্বর্গ ও অপবর্গ (মোক্ষ) ধর্ম্মের ফল, ও “সাধূনাম্ আচারঃ” অর্থাৎ সাধুরা যাহা আচরণ করেন, তাহাই ধর্ম্মকে জানিবার পথ; এবং ধর্ম্মের লক্ষণ এই যে, “পুরুষপ্রধানত্বাৎ ধর্ম্মস্য” অর্থাৎ যদ্দ্বারা মনুষ্যেরা উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, তাহাই ধর্ম্ম। যতিগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম (অষ্টম তপস্যা) যথা—

চৈত্যে পরিপাঠো সমস্তসাধুবন্দনং সাংবৎসরিকপ্রতিক্রমণং মিথঃ সাধর্ম্মিকং শমনং অষ্টমং তপশ্চ।

অর্থাৎ চৈত্য (দেবমন্দির) স্থানে পরিপাঠ [ ১ ], সাধুদিগের বন্দনা করা [ ২ ], বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার তীর্থ পরিভ্রমণ [ ৩ ], পরস্পর মিত্রভাবে অবস্থান [ ৪ ], ইন্দ্রিয়দমন [৫] এই পাঁচটী অষ্টম তপস্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

বৌদ্ধদিগের ন্যায় জৈনদিগেরও অহিংসা পরম ধর্ম্ম। অশোকের ন্যায় ইহাদিগেরও এইরূপ রাজঘোষণা আছে,—“অমাবীঘোষনাদ” অর্থাৎ কোন প্রাণীকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিও না। জৈনধর্ম্মের সারনীতি যথা—

“ত্যজ হিংসাং কুরু দয়াং ভজ ধর্ম্মং সনাতনম্।
স্বদেহেনাপি সত্ত্বানাং বিধেহ্যপকৃতিং তথা॥
স্বৈরিণ্যপি মা বৈরং কুর্য্যাঃ স্বস্য হিতায় চ॥
উবাচ চ জিনো দেবো গুরুর্মুক্তপরিগ্রহঃ।
দয়া প্রধানো ধর্ম্মশ্চ ত্রয়মেতৎ সদাস্তু মে॥” ইতি
শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যম্।

* প্রবোধচন্দ্রোদয়-নাটককার কৃষ্ণমিশ্র প্রসঙ্গক্রমে এই জৈনগায়ত্রীটীর উল্লেখ করিয়াছেন।

যে সকল ধর্ম্মনীতি উদ্ধৃত হইল, তাহা সাধারণ ধর্ম্ম অর্থাৎ সকল ধর্ম্মের সারভাগ, সুতরাং ইহা যে কেবল জৈনদিগের ধর্ম্ম, তাহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে ? তাহাতেই উদয়নাচার্য্য কহেন,—

"যত্ত্বসাধারণো মুখমণ্ডলীকরণাদিঃ কেশোল্লুঞ্চনাদিশ্চ নাসৌ সর্ব্বৈরনুষ্ঠীয়তে।" অর্থাৎ মুখবন্ধন, পিচ্ছিকাগ্রহণ, কেশোল্লুঞ্চন প্রভৃতি কয়েকটী জৈনদিগের অসাধারণ ধর্ম্ম ; তাহা অন্য কোন জাতির নাই।

কেহ বলেন, অমরসিংহ এবং হেমচন্দ্র ( সংস্কৃত কোষকার ) জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। অমরসিংহ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন ; সুতরাং তিনি খৃষ্টীয় ৫০০ পঞ্চশত শতাব্দীর ব্যক্তি। বুদ্ধ গয়ার প্রসিদ্ধ জৈন-মন্দির অমরসিংহ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। হেমচন্দ্র শ্বেতাম্বর জৈন। তিনি জৈনগ্রন্থের মতানুসারে মহাবীরের নির্ব্বাণের ১৬৬৯ বৎসর পরে বর্ত্তমান ছিলেন। *

মহাবীরের পরে সুধর্ম্ম, যতীশ্বব, বজ্রসেন, চন্দ্র, মনাতুঙ্গ, জয়দেব, শ্রীমন্, বিজয়, সমুদ্র প্রভৃতি স্থবিরাবলি জৈনধর্ম্মের উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহাদিগের নানা মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে অভীষ্টসিদ্ধি হয় নাই। মহা-মহোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্য ও কুমারিল ভট্ট প্রবল তর্কতরঙ্গে জৈনদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সেই অবধিই জৈনধর্ম্ম হীনপ্রভাবিশিষ্ট হইয়াছে। জৈনদিগের আবু, গির্ণার, শক্রুঞ্জয় এবং পার্শ্বনাথ পর্ব্বত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এই সকল তীর্থের সংস্কৃত ও মাগধী ভাষার গ্রন্থে মাহাত্ম্য বর্ণন আছে, তাহা যতিগণ সাদরে পাঠ করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে শক্রুঞ্জয় মাহাত্ম্য অতি প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থে জৈনাচার্য্য ধনেশ্বর সূরি সুরাষ্ট্র দেশের শক্রুঞ্জয় নামক গিরির স্তোত্র ( মাহাত্ম্য বর্ণনা ) এবং সিদ্ধপুরুষদিগের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা চতুর্দ্দশ সর্গে বিভক্ত। এই গ্রন্থ সুরাষ্ট্রাধিপতি শিলাদিত্যের আগ্রহে ধনেশ্বব সূরি ৪৭৭ শকে প্রস্তুত করেন। তিনি বলভীরাজ শিলাদিত্যের পার্ষদ এবং তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন। †

* প্রকৃত পক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিলে অমরসিংহকে জৈন না বলিয়া বৌদ্ধ বলাই উচিত। হেমচন্দ্রই যথার্থ জৈন ; অমর জৈন নহেন, তিনি বৌদ্ধ।

† "সপ্ত সপ্ততিমব্দানামতিক্রম্য চতুঃশতীম্।
বিক্রমাব্দাচ্ছিলাদিত্যো ভবিতা ভিক্ষুবৃদ্ধিকৃৎ॥

জগৎশেঠের সঙ্গে জৈনধর্ম্মাবলম্বী ওসয়ালগণ বঙ্গদেশে আগমন করেন। এক্ষণে সুবিখ্যাত শেঠবংশধরেরা জৈন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের ওসয়ালগণের সহিত আহার ব্যবহার করিতে আপত্তি নাই। কলিকাতা ও মুরসিদাবাদ ওসয়ালদিগের বাণিজ্য ব্যবসায়ের আদিম স্থান। তাঁহারা বঙ্গদেশে কতিপয় জৈনমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে রায় লছ্মীপৎ সিংহ বাহাদুরের মন্দির বহু ব্যয়ে নির্ম্মিত। এই সকল মন্দিরে ভোজক ব্রাহ্মণগণ পূজারিরূপে নিযুক্ত আছেন।

সপ্ত সপ্ত চতুঃ সরে গতে বৈক্রমবৎসরে।
শ্রীশত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যং বক্তি ভক্তিপ্রণোদিতঃ।
বলভ্যাং শ্রীসুরাষ্ট্রেশ-শিলাদিত্যস্ত চাগ্রহাৎ।”

ইতি শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যম্।

( সরে—শতে। অমরব্যয়শব্দঃ। )

# বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

"কিঙ্কাবিমলচক্ষুঃ পশ্যসি বুদ্ধান্ দশদিশি লোকে।
ধর্ম্মং শৃণোষি———           "

( ললিত বিস্তর, ২য় অধ্যায় । )

প্রচারিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিবরণ প্রকাশ করা এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য এবং তাহাই নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

বৌদ্ধধর্ম্ম অতি প্রাচীন। বাল্মীকি রামায়ণ অযোধ্যা-কাণ্ডীয় নবোত্তর-শততম সর্গে বৌদ্ধধর্ম্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—

"যথা হি চোরঃ স তথাহি বুদ্ধঃ তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।
তস্মাদ্ধি যঃ শক্যতমঃ প্রজানাং ন নাস্তিকে নাভিমুখো বধঃ স্যাৎ॥"

অর্থাৎ বৌদ্ধ যেমন তস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ, নাস্তিককেও তদ্রূপ দণ্ড করিতে হইবে, অতএব যাহাকে বেদবহিষ্কৃত বলিয়া পরিহার করা কর্ত্তব্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই নাস্তিকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না। * এতৎপ্রমাণে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাচীনত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন বায়ুপুরাণ, কল্কিপুরাণ, গণেশ ও শম্ভু প্রভৃতি উপপুরাণে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং বুদ্ধ অবতারের উল্লেখ আছে। শাক্যসিংহ শেষ মর্ত্ত্য বুদ্ধ। ইঁহার পূর্ব্বে ৫৫ জন বুদ্ধ বর্ত্তমান ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে পদ্মোত্তর হইতে সমপূজিত পর্য্যন্ত ৪৯ জন বুদ্ধ স্বর্গে; ও বিপশ্চিৎ, শিখি, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কণক মুনি ও কাশ্যপ মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অতঃপর শেষ বুদ্ধ শাক্যসিংহ "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" মর্ত্ত্যলোকে বোধিসত্ত্বের উন্নতির জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মহাজ্ঞানী ও সর্ব্বশুভপ্রদ, ধর্ম্মের একমাত্র উপদেশক; যথা, ললিত বিস্তরে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"জ্ঞানপ্রভং হততমসুপ্রভাকরং শুভপ্রদং শুভবিমলাগ্রতেজসম্।
প্রশান্তকায়ং শুভশান্তমানসং মুনিং সমাশ্লিষত শাক্যসিংহম্॥
জ্ঞানোদধিং শুদ্ধমহানুভাবং ধর্ম্মেশ্বরং সর্ব্ববিদঃ মুনীশম্॥" ইত্যাদি

অভিধান মধ্যে শাক্যসিংহের নামান্তর যথা—খজিৎ, শ্বেতকেতু, ধর্ম্মকেতু, মহামুনি, পঞ্চজ্ঞান, সর্ব্বদর্শী, মহাবোধী, মহাবল, বহুক্ষণ, ত্রিমূর্ত্তি, সিদ্ধার্থ, শাক্য, সর্ব্বার্থসিদ্ধি, শৌদ্ধোদনি, অর্কবন্ধু, মায়াদেবীসুত ও গৌতম।

---

* রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুবাদিত। কেহ কেহ এই শ্লোকটীকে প্রক্ষিপ্ত মনে করিয়া থাকেন।

হেমচন্দ্র তাঁহার নিম্নলিখিত কয়েকটী নামের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

শাক্যসিংহ, অর্কবান্ধব, রাহুলের, সর্ব্বার্থসিদ্ধ, গৌতমান্বয়, মায়াসুত, শুদ্ধোদনসুত।

অমরকোষের নামগুলি প্রসিদ্ধ। তাহার সিংহলে পালি ভাষায় অনুবাদ যথা,—"শুদ্ধোদনি চ গৌতম, শাক্যসিংহো তথা শাক্যমুনি চ অরি চ বন্ধু চ।"

শাক্যসিংহ এই নামটী নামকরণের নাম নহে। শাক্যবংশের শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার ঐ নাম হইয়াছিল। "শাক্যবংশ" ইহাও আভিজনিক সংজ্ঞা নহে। ইক্ষ্বাকুবংশীয় কোন ব্যক্তি পিতৃশাপে আক্রান্ত হইয়া কপিলাশ্রমে কিছুকাল পর্য্যন্ত এক শাক বৃক্ষের (শেগুন গাছের) আশ্রয় লইয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই ঐ ইক্ষ্বাকুবংশীয় পুরুষের নাম শাক্য বলিয়া প্রথিত হয়। তদ্বংশীয়েরাও তদবধি শাক্য বলিয়া বিখ্যাত। আচার্য্য ভরত "শাক্য মুনি" এই নামের ব্যুৎপত্তিস্থলে লিখিয়াছেন, যথা—

"শাক্যবংশ্যত্বাৎ শাক্যঃ; শাক্যশ্চাসৌ মুনিশ্চেতি শাক্যমুনিঃ, তথাহি—শাকো নাম বৃক্ষবিশেষঃ তত্র ভবো বিদ্যমানঃ শাক্যঃ, পিতুঃ শাপেন কশ্চিদিক্ষ্বাকু-বংশীয়ো গোতমবংশজ-কপিলমুনেরাশ্রমে শাকবৃক্ষে কৃতবাসশ্চ শাক্য ইত্যুচ্যতে;—তদুক্তং, "শাকবৃক্ষপ্রতিচ্ছন্নং বাসং যস্মাৎ প্রচক্রিরে। তস্মাদিক্ষ্বাকু-বংশ্যাস্তে ভুবি শাক্যা ইতি শ্রুতাঃ।

শাক্যের অপর প্রসিদ্ধ নাম গৌতম। এই নাম দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে গোতম বংশীয় মনে করিয়া থাকেন; কিন্তু সেটা তাঁহাদিগের ভ্রম। শাক্যসিংহ প্রকৃত ইক্ষ্বাকুবংশীয়, তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষেরা গোতমবংশীয় কপিল মুনির আশ্রমে গিয়া সুকায়িতভাবে শাকবৃক্ষে বাস করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহারা শাক্য ও গোতম উভয় নামে বিখ্যাত হন। ইনিও সেই বংশে জন্মিয়াছেন বলিয়া, ঐ নামে খ্যাত।

শাক্যসিংহের পিতার নাম শুদ্ধোদন। মাতার নাম মায়াদেবী। শুদ্ধোদন কপিলবস্তু* নগরের রাজা ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম সিংহহনু†। আর্য্য

* নেপাল দেশের পর্ব্বতসন্নিকটে।

† "তব পুত্র! পিতামহঃ সিংহহনুর্নাম"—শাক্যসিংহের প্রতি শুদ্ধোদনের এই বাক্যে প্রকাশ আছে।

অভিধানে লিখিত আছে, শুদ্ধোদন রাজা অতি ন্যায়বান্ ছিলেন এবং পবিত্রান্ন ভোজন করিতেন। যথা—

"শুদ্ধোদনো যতো ভুঙ্‌ক্তে ন্যায়বান্ শুদ্ধমোদনম্।"

ললিতবিস্তরে লিখিত আছে, শাক্যসিংহ জম্বুদ্বীপের ১৮ স্থান ও ১৮ কুল অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে শাক্য কুলকে নির্দ্দোষ জানিয়া তৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যথা—মগধে বিদেহ কুল, কোশলায় কৌশল কুল, বংশরাজ কুল, বিশালা নগরে প্রদ্যোতন কুল, মথুরা ও হস্তিনায় পাণ্ডব কুল ইত্যাদি। তিনি পাণ্ডব বংশকেও সদোষ বিবেচনা করিয়াছিলেন—

"পাণ্ডবকুলপ্রসূতৈঃ কৌরববংশোঽতিব্যাকুলীকৃতো যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মস্য পুত্র ইতি কথয়ন্তি, ভীমসেনো বায়োঃ—ইত্যাদি—"

এ কুলের দোষ হইল যে, পাণ্ডবেরা কুরুদিগকে ব্যাকুল করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা জারজ। এইরূপ সকল বংশেই দোষ, কেবলমাত্র শাক্যবংশ নির্দ্দোষ।

শাক্যসিংহ কপিলবস্তু নগরে বসন্তকালে শুক্লপক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে মায়াদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান্ বোধিসত্ত্ব যে কালে তুষিতপুরী পরিত্যাগ করিয়া মায়াদেবীর দক্ষিণ কুক্ষিতে প্রবেশ করেন, মায়াদেবী সেই সময় নিদ্রিতাবস্থায় এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। যথা—

"হিমরজতনিভশ্চ ষড়্‌বিষাণঃ সুচরণচারুভুজঃ সুরক্তশীর্ষঃ।
উদরমুপগতো গজঃ প্রধানো ললিতগতির্দৃঢ়বজ্রগাত্রসন্ধিঃ॥"

অর্থাৎ তুষার বা রজতের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, ছয়টি দন্তযুক্ত, সুরক্ত ও মনোজ্ঞ কর ও শীর্ষদেশ, এমন একটি গজ, মনোহর গতিতে তাঁহার উদরে প্রবেশ করিল। তৎকালে তিনি কিরূপ সুখে ছিলেন, তাহা বর্ণন করা যায় না।

"ন চ মম সুখং জাতু এবংরূপং দৃষ্টমপি শ্রুতং নাপি চানুভূতম্।"

ভাবিলেন এ কি! কখন আমার এরূপ সুখোদয় হয় নাই, আর এরূপ রূপও কখন দেখি নাই বা শুনি নাই এবং অনুভবও করি নাই।

নিদ্রাভঙ্গে তিনি রাজাকে স্বপ্নবিবরণ সমুদায় অবগত করাইলেন। রাজা গণকদিগকে ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা উত্তর করিল, আপনার

সকল প্রাণীর হিতকারী একটী রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র জন্মিবে এবং তৎকালে এইরূপ দৈববাণী হইল ; যথা—

"তুষিত পুরি চ্যবিত্বা বোধিসত্বো মহাত্মা নৃপতি তব সুতত্বং মায়াকুক্ষোপপন্নঃ।"

অর্থাৎ হে নৃপতি! তুমি শঙ্কিত হইও না, মহাত্মা বোধিসত্ব তুষিত পুরী পরিত্যাগ করিয়া তোমার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া এই মায়া দেবীতে উপপন্ন হইয়াছেন।

মায়াদেবী সুখে বিবিধ সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিলে অষ্ট প্রকার নিমিত্ত ঘটিয়াছিল। যথা,—তৃণকণ্টকাদির কাঠিন্য ছিল না, দংশ মশকাদির উপদ্রব ছিল না, হিমালয় পর্ব্বতের সমস্ত বিহঙ্গগণ আসিয়া রাজা শুদ্ধোদনের গৃহে রব করিয়াছিল, রাজা শুদ্ধোদনের আগারে সর্ব্বকালীন ফল পুষ্প একদা প্রকাশিত হইয়াছিল, শুদ্ধোদনের গৃহে আহার করিলেও আহারীয় দ্রব্য ক্ষয় হয় নাই এবং তাঁহার অন্তঃপুরে যে সকল বাদ্যযন্ত্র ছিল, তৎসমুদায় আপনা আপনি বাদিত হইয়াছিল ইত্যাদি। শেষ বুদ্ধের জন্মসম্বন্ধে এইরূপ বিবিধ অলৌকিক বিবরণ ললিতবিস্তরে লিখিত আছে, এখানে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে প্রস্তাব-বাহুল্য হইয়া উঠে বিবেচনায় বিরত হওয়া গেল।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে শাক্যসিংহ খ্রীষ্ট জন্মিবার ৬২৩ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা মায়াদেবীর, তাঁহার জন্মের এক সপ্তাহের পরে, মৃত্যু হয় এবং তিনি তাঁহার মাতার ভগিনীর দ্বারা অতিযত্নের সহিত প্রতি-পালিত হইয়াছিলেন। রাজার পুত্রমুখ নিরীক্ষণে দিন দিন আনন্দ বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং শাক্যসিংহ অচিরকালমধ্যে বহুবিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বভাবতঃ গম্ভীরপ্রকৃতি, বালকগণের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে এক দণ্ডও অতিবাহিত করিতেন না। তাঁহার কিছুমাত্র বালসুলভ চপলতা ছিল না এবং সময়ে সময়ে তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। রাজা তদ্দর্শনে তাঁহাকে সংসারসুখে সুখী করিবার জন্য নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একদা মহল্পক প্রভৃতি কতকগুলি শাক্য, রাজা শুদ্ধোদনকে বলিল, মহারাজ! দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন যে,

"যদি কুমারোঽভিনিষ্ক্রমিষ্যতি তথাগতো ভবিষ্যতি অর্হন্ সম্যক্ সম্বুদ্ধঃ।—

উত নাভিনিষ্ক্রমিষ্যতি রাজা ভবিষ্যতি চক্রবর্ত্তী চ বিজেতা ধার্ম্মিকো ধর্ম্মরাজঃ সপ্তরত্ন-সমন্বাগতঃ।"

( ১২ অধ্যায় ললিতবিস্তর দেখ। )

যদি আমাদের কুমার প্রব্রজ্যা করেন, তাহা হইলে ইনি সম্যক্ জ্ঞানী বুদ্ধ এবং অর্হত্ হইবেন। আর যদি গৃহাশ্রমী হন, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন। অতএব কুমারকে অচিরাৎ বিবাহিত করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে শাক্যবংশের চক্রবর্ত্তিত্ব আর লোপ হইবে না।

অতঃপর রাজা শুদ্ধোদন কন্যা অন্বেষণ করিবার আদেশ করিলে শত শত শাক্য কন্যাদানের নিমিত্ত উদ্যত হইল।* তদ্বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলে, তিনি কহিলেন, সপ্তম দিবসে উত্তর দিব। ভগবান্ শাক্যসিংহ মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, আমি কাম-ভোগের অনন্ত দোষ জ্ঞাত আছি। যে আমি ধ্যাননিমীলিতনেত্রে ধ্যেয়সুখে উপবন মধ্যে বাস করিব, সেই আমি কি স্ত্রীগৃহে বাস করিতে পারি? না তাহা আমার শোভা পায়? আবার ভাবিলেন, না, সত্ত্বগুণের পরিপাক হইলে কিরূপ হয়, তাহা আমাকে দেখাইতে হইবে, লোককে শিক্ষা দিতে হইবে; পঙ্কজ কর্দ্দমের মধ্যেই বৃদ্ধি পায়, জলমধ্যেই শোভা পায়; অতএব যদি কোন বোধিসত্ত্ব পরিবার লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি তন্মধ্যে থাকিয়াও কদাচিৎ বিনেয় হইতে বা থাকিতে অথবা করিতে পারেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বোধিসত্ত্বেরাও ভার্য্যাপুত্র পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অতএব লোকশিক্ষার নিমিত্ত আমারও ভার্য্যাগ্রহণ ( স্বীকার ) করা আবশ্যক। ইহার মূল এই—

"বিদিতং ময়ানন্তকামদোষাঃ শরণ-সর্ব্ববাস-শোকদুঃখমূলা ভয়ঙ্কর-বিষপত্র-সন্নিকাশা জ্বলননিভা অসিধারাতুল্যরূপাঃ, কামগুণে ন মেঽস্তি ছন্দং রাগো ন চাহং শোভে স্ত্র্যাগারমধ্যে যোঽহমুপবনে বসেয়ং তুষ্ণীম্ ধ্যানসমাধিসুখেন শান্তচিত্তঃ।" ইতি। অপিচ,

"সঙ্কীর্ণ পঙ্কি পদ্মানি বিবৃদ্ধিমেন্তি,
আকীর্ণ রাজ্ঞু জলমধ্যে লভান্তি পুজ্যাম্। [ শোভাম্ ]
যদি বোধিসত্ত্ব পরিবারবলং লভন্তে,
তদ্ সত্ত্বকোটি নিযুতান্যমৃতে বিনেন্তি॥

যে চাপি পূর্ব্বক অভূষিহু বোধিসত্ত্বাঃ,
সর্ব্বেভি ভার্য্যাসুত দর্শিত ইস্ত্রীগারাঃ।
ন চ রাগরক্ত ন চ ধ্যানসুখেভি ভ্রষ্টা
হন্তাহু শিক্ষয়ি অহম্পি গুণেষু তেষাম্॥ (১২ অঃ দেখ।)

এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া সপ্তম দিনে বলিলেন,—

ব্রাহ্মণীং ক্ষত্রিয়াং কন্যাং বৈশ্যাং শূদ্রাং তথৈবচ।
যস্যা এতে গুণাঃ সন্তি তাং মে কন্যাং প্রবেদয়॥"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র বা বৈশ্য, যে কোন জাতির কন্যা হউক, যাহার পূর্ব্বোক্ত গুণ [ সে সকল গুণ ল, বি, ১২ অ, দেখ। ] আছে, সেই কন্যার সহিত আমার বিবাহ দাও। অতঃপর রাজা শুদ্ধোদন, নিজ নগরে প্রচার করিলেন,—

"ন কুলেন ন গোত্রেণ কুমারো মম বিস্মিতঃ।
গুণে সত্যে চ ধর্ম্মে চ তত্রাস্য রমতে মনঃ॥"

আমার কুমার কুল, গোত্র বা রূপলাবণ্যে মোহিত হন না। গুণ, সত্য, ও ধর্ম্মেই কুমারের মন,—ইহা বিবেচনা করিয়া কন্যার অনুসন্ধান কর।

অনন্তর অনুসন্ধান দ্বারা দণ্ডপাণিশাক্যের দুহিতা গোপানাম্নী কামিনী শাক্যের অভিলষিত গুণবতী হইলেন। সুতরাং ভগবান্ শাক্য তাঁহারই পাণিগ্রহণ করিলেন।

অথ দণ্ডপাণেঃ শাক্যস্য দুহিতা শাক্যকন্যা বা দাসীশতপরিবৃতা।"

(ইত্যাদি ল, বি, দেখ।)

শাক্যসিংহ কিছুকাল দাম্পত্যসুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সতত গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার হৃদয়মধ্যে সর্ব্বদা সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে চিন্তা উত্থিত হইত। তিনি মনশ্চক্ষুর্দ্বারা দেখিতেন,—

"সর্ব্বে অনিত্যা, অকামা, অধ্রুবী, ন চ শাশ্বতাপি, ন নিত্যকল্পা মায়ামরীচিঃ সদৃশা, বিদ্যুৎফেনোপমাশ্চপলাঃ॥"

রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের সংসারবৈরাগ্য দেখিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ক্রমেই তাঁহার সাংসারিক সুখে বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। একদা তিনি বহুজন সমভিব্যাহারে রথারোহণে নগরের পূর্ব্বতোরণ দিয়া কুসুমনিকেতনে গমন করিতে-

দ্বাদশবর্ষ পরে তিনি কপিলবস্তুতে গমন করিয়া তাঁহার পিতৃস্বসা, স্ত্রী এবং শাক্যবংশীয় অন্যান্য লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এইরূপ ধর্ম্মপ্রচারে কালাতিপাত করিয়া ভগবান্ বুদ্ধদেব ৮০ বৎসর বয়ঃকালে ৫৪৩ খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ব বৎসরে কুশীনগরে দেব-মানবলীলা সংবরণ করিলেন। এসময় তাঁহার অসংখ্য শিষ্য উপস্থিত ছিল। তাহারা সকলেই বোধিসত্ত্বের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। এবং মৃত্যুশয্যা হইতে বুদ্ধদেব তিনবার স্বশিষ্যবর্গকে ধর্ম্মের রহস্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু কেহই বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না। সে সময় কাহারও ধর্ম্মবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। অবশেষে মৃত্যুকালে ভগবান্ কহিলেন, "ভিক্ষুগণ! আমি শেষবার তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি, সংসারের সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, এজন্য তোমরা নির্ব্বাণ কামনায় যত্নশীল হও।" ভগবান্ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে সাধারণ ভিক্ষুগণ উচ্চৈঃ-স্বরে বিলাপ ও অনুতাপ করিতে লাগিল। কিন্তু আর্হতগণ পৃথিবীর সকল বস্তু ক্ষণভঙ্গুর ভাবিয়া শোকবেগ সংবরণ করিলেন। চন্দনকাষ্ঠের চিতার উপর তাঁহার মৃতশরীর নববস্ত্রাবৃত করিয়া স্থাপিত হইলে, মহা কাশ্যপ, তথা ৫০০ শত ভিক্ষু উহা তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎপরে সকলে ভগবানের চরণ বন্দনা করিয়া চিতা প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। নশ্বর শরীর ধ্বংস হইয়া ভস্মা-বশিষ্ট হইল, ভিক্ষুগণ সেই ভস্মরাশি ধাতুনির্ম্মিত পাত্রে পূর্ণ করিয়া সুগন্ধ পুষ্পে আচ্ছাদিত করত নৃত্যগীত করিতে করিতে নগরমধ্যে আনয়ন করিল। উহা তথায় মহাসম্মানের সহিত সপ্তদিবস রক্ষিত হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্তু, অলকাপুর, রামগ্রাম, উত্থদীপ, পাওয়া এবং কুশীনগর, এই ৮ স্থানে প্রোথিত করিয়া তাহার উপর আটটি স্তূপ নির্ম্মিত করিল। বুদ্ধদেবের উপর এত ভক্তি এবং এত অনুরাগ যে, তাঁহার দন্ত কেশাদি লইয়া বহুব্যয় করিয়া তাহা সংরক্ষণ জন্য বৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ সকল মন্দির বিশেষ বিশেষ তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত এবং তাহা একাল পর্য্যন্ত বিখ্যাত।

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। চৈতন্যদেবের ন্যায় তাঁহার মত, শিষ্যবর্গ কর্ত্তৃক মৃত্যুর অন্তে জগতের হিতের জন্য, প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রসিদ্ধ তিন শিষ্য "ত্রিপেটক" রচনা করেন। প্রথম অধ্যায় অভিধর্ম্ম

কাশ্যপ দ্বারা, দ্বিতীয় অধ্যায় সূত্র আনন্দের দ্বারা এবং তৃতীয় অধ্যায় বিনয় উপালীর দ্বারা প্রস্তুত। ইহা খৃষ্ট জন্মিবার ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়া ৫০০ শত সুপণ্ডিত ভিক্ষুগণের সাহায্যে প্রচারিত হইয়াছিল। ত্রিপেটক প্রচারের পরে তিনটী প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সঙ্গমে আচার্য্যগণ ধর্ম্মের গুহ্য কথা সকল মীমাংসা করিয়া বিবিধ গ্রন্থনিচয় প্রচার করেন। আষাঢ়মাসে কাশ্যপ ৫০০ শত সুপণ্ডিত ভিক্ষুগণকে আহ্বান করতঃ সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগবান্ মায়াময় মর্ত্ত্যদেহ পরিত্যাগ কালে আমাদিগকে কহিয়াছিলেন যে, 'আমি গত হইলে আমার প্রচারিত ধর্ম্ম ও বিনয় তোমাদিগের পথপ্রদর্শক হইবে।' এক্ষণে হে জ্ঞানিগণ! আমাদিগের তদালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।" এতদ্বাক্যে সকলেই সম্মত হইলেন; এবং মগধরাজ অজাতশত্রু শতপাণিশিখরমূলে একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া সকলকে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। তথায় আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মালোচনা হইয়া ৭ মাস পরে (খৃঃ পূঃ ৫৪৩ বৎসরে) প্রথম সঙ্গম শেষ হয়। ইহার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গম কালাশোক কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিল। এই সকল সঙ্গমে বৌদ্ধধর্ম্মের সমূহ উন্নতি হয়। এ সময় বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির সীমা ছিল না। হিন্দুগণ আর্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন; রাজা প্রজা সকলেই এই নবধর্ম্মাবলম্বী হইল। বৈদিক কার্য্যকলাপে ক্রমেই হতাদর হইতে লাগিল; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞার্থে পশুবধের শোণিতস্রোত ক্রমেই অবরুদ্ধ হইল।

অশোক নৃপতি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান উন্নতিকারক। ইনি বিন্দুসরের পুত্র এবং চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। বৈরনির্যাতনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকাতে ইহাঁকে সকলে প্রচণ্ডাশোক বলিত। তৎপরে ইনি পিতার অবর্ত্তমানে ২৬৩ খৃঃ পূঃ মগধের সিংহাসনে আরূঢ় হইলে পর বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি করাতে সকলেই ইহাঁকে ধর্ম্মাশোক বলিত। ইনি মহাপরাক্রমশালী নৃপতি। চারি বৎসরের মধ্যে অশোক সমুদায় ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন মহাচীন পর্য্যন্ত ইহাঁর করতলস্থ হইয়াছিল। এমন কি পাণ্ডবেরাও অশোকের ন্যায় ভারতবর্ষে একাধিপত্য করিতে পারেন নাই। ইনি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মে তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। ইনিই বৌদ্ধগণের, "দেবানাম্

প্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী।" অসংখ্য প্রচারকেরা ইহাঁর অনুজ্ঞানুসারে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে এবং সুগত-পরিব্রাজিকারা * পুরস্ত্রীবর্গের নিকট ধর্ম্মপ্রচার করতঃ অল্পকাল মধ্যেই ভারতবর্ষের সকল জাতিকেই বৌদ্ধমতাবলম্বী করিয়াছিলেন।

অশোক ৮৪ সহস্র স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করেন। এই সকল স্তম্ভ ভারতবর্ষের বিবিধ নগরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমরা কয়েকটী প্রসিদ্ধ অশোক-স্তম্ভ দেখিয়াছি; তাহার মধ্যে ফিরোজ সাহেব নামে বিখ্যাত লাটটী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। এই সকল স্তম্ভের অঙ্গে পালিভাষায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিবিধ অনুজ্ঞা খোদিত আছে †। ইহা ভিন্ন কটকে ধাউলীপর্ব্বতে, গুজরাটে গির্ণারশিখরে এবং আফগানিস্থানে কপর্দ্দি গিরির অঙ্গে অশোকের যশোঘোষণা খোদিত ছিল। সেই সকল লিপি আলোচনায় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অনেক ঐতিহাসিক সত্য অবগত হইয়াছেন। জুনগড়ের পার্ব্বতীয় লিপিমধ্যে আন্তিয়ো-

* যে যে ধর্ম্মে পরিব্রজ্যার বিধি আছে, সেই সেই ধর্ম্মে স্ত্রীজাতিরও সন্ন্যাস বিধি আছে। বৈদিক কালেও ছিল। মধ্যকালে স্ত্রীজাতির পরিব্রজ্যা নিষেধ হইয়াছে। হিন্দুদিগের মধ্যে কেবল কাল্পনিক পরিব্রজ্যা স্ত্রীজাতিতে আছে (ভৈরবী)। তদ্ভিন্ন বৌদ্ধধর্ম্মেও পরিব্রাজিকা ছিল। মালতীমাধব নাটকের ১ম অঙ্কে এই বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা থাকার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। পরিব্রাজিকারা পরিব্রাজকদিগের তুল্য বেশধারিণী ছিল। চীর বা চীবর খণ্ড (কাষায় বস্ত্র) পরিধানা ও ভিক্ষাভোজিনী। ইহাদিগেরও শিষ্যা ছিল। স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীপরিব্রাজিকাদিগের নিকটেই দীক্ষিতা হইত। যথা—

"সৌগতপরিব্রাজিকায়াস্তু কামন্দক্যাঃ প্রথমমুমিকাং
ভাব এবাধীতে— তদন্তেবাসিন্যাস্ত্ববলোকিতাযাঃ—"

মালতীমাধব—১ম অঙ্ক।

"ভংদানীং চীর চীবর পরিচ্ছদং পিণ্ডবাদ মেও
পান অন্তোং—ইত্যাদি—মালতীমাধব প্রথম অঙ্ক দেখ।

সুগত পরিব্রাজিকা দুই প্রকার। কৌমার পরিব্রাজিকা এবং কেবলী পরিব্রাজিকা। পরিব্রাজক ও পরিব্রাজিকা উভয়ের আচার ব্যবস্থা সমস্তই তুল্য, এজন্য পরিব্রাজিকাদের সম্বন্ধে অন্য কিছু বিশেষ বক্তব্য নাই।

† মহারাজ অশোক তাহা পালি-লিপিতে লিখিয়াছেন; যথা—
"হেবঞ্চ হেবঞ্চ মে পালিয়ো বা দেয়ো—"
অর্থাৎ এইরূপে এইরূপে আমার পালি অনুজ্ঞা সকল পাঠ করিবে।

কস্, টলেমী, আন্তিগোনো এবং মগা নামক যবন নৃপতির নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অশোকের খৃঃ পূঃ ২২২ বৎসরে মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আর উন্নতি হয় নাই। অশোকপুত্র মহেন্দ্র সিংহলে ৩০৭ খৃঃ পূঃ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার করেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। তিনি শিষ্যদিগকে প্রশ্নানুরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন। শিষ্যেরা তদর্থ সকল ধারণ পূর্ব্বক বহু বিস্তার করিয়া প্রকাশ করিতেন। ইহাতে ধর্ম্মকীর্ত্তি বলেন "তদ্বিনেয়াঃ প্রচক্রিরে।" সম্ভব বটে। বুদ্ধের বাক্য সকল গম্ভীর অর্থবান্ এবং সুপরিপাটী। বুদ্ধদেবের বাক্য কিরূপ গাম্ভীর্য্যার্থপূর্ণ, তাহা পাঠকগণের গোচরার্থে আমরা বহু অন্বেষণ করিয়া কিয়দংশ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।—

"ইদম্প্রত্যয়ফলমিতি। উৎপাদাদ্বা তথাগতানামনুৎপাদাদ্বা স্থিতৈবৈষাং ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মিতা ধর্ম্মস্থিতিতা ধর্ম্মনিয়ামকতা প্রতীত্যসমুৎপাদানুলোমতা ইতি। অথ পুনরয়ং প্রতীত্যসমুৎপাদো দ্বাভ্যাং কারণাভ্যাং ভবতি হেতূপনিবন্ধতঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্চ। যদিদং বীজাদঙ্কুরোঽঙ্কুরাৎ পত্রং পত্রাৎ কাণ্ডং কাণ্ডান্নালং নালাদ্গর্ভো গর্ভাচ্ছূকং শূকাৎ পুষ্পং পুষ্পাৎ ফলমিতি। অসতি বীজেঽঙ্কুরো ন ভবতি যাবদসতি পুষ্পে ফলন্ন ভবতি, সতি তু বীজেঽঙ্কুরো ভবতি যাবৎ পুষ্পে সতি ফলমিতি। তত্র বীজস্য নৈবং ভবতি জ্ঞানম্ অহমঙ্কুরং নির্ব্বর্ত্তয়ামীতি, অঙ্কুরস্যাপি নৈবং ভবতি জ্ঞানম্ অহং বীজেন নির্ব্বর্ত্তিত ইতি। এবং যাবৎ পুষ্পস্য নৈবং ভবতি জ্ঞানমহং ফলং নির্ব্বর্ত্তয়ামীতি, ফলস্যাপি নৈবং ভবত্যহং পুষ্পেনাভিনির্ব্বর্ত্তিতমিতি। তস্মাৎ অসত্যপি চৈতন্যে বীজাদীনামসত্যপি চান্যোন্যস্মিন্নধিষ্ঠাতরি কার্য্যকারণভাবনিয়মো দৃশ্যতে। ইত্যুক্তো হেতূপনিবন্ধঃ। প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ প্রতীত্যসমুৎপাদস্য উচ্যতে। প্রত্যয়ো হেতূনাং সমবায়ঃ হেতুং হেতুং প্রতি অয়ন্তে হেত্বন্তরাণীতি তেষাময়মানানাং ভাবঃ প্রত্যয়ো হেতুসমবায় ইতি যাবৎ। যণ্ণাং ধাতূনাং সমবায়াৎ বীজহেতুরঙ্কুরো জায়তে। তত্র পৃথিবীধাতুর্বীজস্য সংগ্রহে কৃত্যং করোতি যথাঙ্কুরঃ কঠিনো ভবতি। অপ্ধাতুর্বীজং স্নেহয়তি। তেজোধাতুর্বীজং পরিপাচয়তি। বায়ুধাতুর্বীজমভিনির্হরতি যতোঽঙ্কুরো বীজান্নির্গচ্ছতি। আকাশধাতুর্বীজস্যানাবরণং করোতি। রূপধাতুরপি বীজস্য পরিণামং করোতি। তদেতেষাং অবিকৃতানাং (অবিতর্ক্যাণাং

অবিকৃত্যানাং) ধাতূনাং সমবায়ে বীজে রোহত্যঙ্কুরো জায়তে নান্যথা। তত্র পৃথিবীধাতোর্নৈবং ভবত্যহং বীজস্য সংগ্রহকৃত্যং করোমীতি। যাবদৃতস্য নৈবং ভবত্যহং বীজস্য পরিণামং করোমীতি। অঙ্কুরস্যাপি নৈবং ভবত্যহমেভিঃ প্রত্যয়ৈ-র্নির্ব্বর্ত্তিত ইতি। তথাধ্যাত্মিকঃ প্রতীত্যসমুৎপাদো দ্বাভ্যাম্ কারণাভ্যাম্ ভবতি, হেতূপনিবন্ধতঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্চ। তত্রাস্য হেতূপনিবন্ধো যথা—যদিদমবিদ্যা-প্রত্যয়াঃ সংস্কারা যাবজ্জাতিঃ প্রত্যয়ং জরামরণাদীতি। অবিদ্যা চেন্নাভবিষ্যৎ নৈবং সংস্কারা অজনিষ্যন্ত, নৈবং জরামরণাদয় উদপৎস্যন্ত। যাবজ্জাতিশ্চেন্না-ভবিষ্যন্নৈবং তত্রাবিদ্যায়া নৈবং ভবত্যহং সংস্কারানভিনির্ব্বর্ত্তয়ামীতি। সংস্কারাণা-মপি নৈবং ভবতি বয়মবিদ্যয়া নির্ব্বর্ত্তিতা ইতি। এবং যাবজ্জাত্যা অপি নৈবং ভবত্যহং জরামরণাদ্যভিনির্ব্বর্ত্তয়ামীতি। জরামরণাদীনামপি নৈবং ভবতি বয়ং জাত্যা অভিনির্ব্বর্ত্তিতা ইতি। অথচ সৎস্ববিদ্যাদিষু স্বয়মচেতনেষু চেতনান্তরা-নধিষ্ঠিতেষ্বপি সংস্কারাদীনামুৎপত্তির্বীজাদিম্বিব সৎস্বচেতনেষু চেতনান্তরানধিষ্ঠিতে-ষ্বপ্যঙ্কুরাদীনামিতীদং প্রতীত্যং প্রাপ্যেদমুৎপদ্যত ইতি এতাবন্মাত্রস্য দৃষ্টত্বাৎ। চেতনাধিষ্ঠানস্যানুপলব্ধেঃ। সোঽয়মাধ্যাত্মিকস্য প্রতীত্যসমুদায়স্য হেতূপনিবন্ধঃ। অথ প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশবিজ্ঞানধাতূনাং সমবায়াদ্ভবতি কায়ঃ। তত্র কায়স্য পৃথিবীধাতুঃ কাঠিন্যমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি। অপ্‌ধাতুঃ স্নেহয়তি কায়ম্। তেজোধাতুঃ কায়স্য অশিতপীতে পরিপাচয়তি। বায়ুধাতুঃ কায়স্য শ্বাস-প্রশ্বাসাদি করোতি। আকাশধাতুঃ কায়স্য শুষিরভাবং করোতি। যস্তু নামরূপাঙ্কুর-মভিনির্ব্বর্ত্তয়তি পঞ্চবিজ্ঞানার্থসংযুক্তং সাস্রবঞ্চ মনোবিজ্ঞানং সোঽয়মুচ্যতে বিজ্ঞানধাতুঃ। যদাধ্যাত্মিকাঃ পৃথিব্যাদিধাতবো ভবন্ত্যবিকলাস্তদা সর্ব্বেষাং সমবায়াদ্ভবতি কায়স্যোৎপত্তিঃ। তত্র পৃথিব্যাদিধাতূনাং নৈবং ভবতি বয়ং কায়স্য কাঠিন্যাদি নির্ব্বর্ত্তয়াম ইতি। কায়স্যাপি নৈবং ভবতি বিজ্ঞানমহমেভিঃ প্রত্যয়ৈরভিনির্ব্বর্ত্তিত ইতি। অথচ পৃথিব্যাদিধাতুভ্যোঽচেতনেভ্যশ্চেতনান্তরা-নধিষ্ঠিতেভ্যোঽঙ্কুরস্যেব কায়স্যোৎপত্তিঃ। সোঽয়ং প্রতীত্যসমুৎপাদো দৃষ্ট-ত্বান্নান্যথয়িতব্যঃ। তত্রৈতেষ্বেব ষট্‌সু ধাতুষু যা দেহসংজ্ঞা, পিণ্ডসংজ্ঞা, নিত্যসংজ্ঞা, সুখসংজ্ঞা, সত্ত্বসংজ্ঞা, পুদ্গলসংজ্ঞা, মনুজসংজ্ঞা, মাতৃদুহিতৃসংজ্ঞা, অহঙ্কার-মমকার-সংজ্ঞা, সেয়মবিদ্যাঽস্য সংসারানর্থসম্ভারস্য মূলকারণম্। তস্যামবিদ্যায়াং সত্যাং সংস্কাররাগদ্বেষমোহা বিষয়েষু প্রবর্ত্তন্তে। বস্তুবিষয়া বিজ্ঞপ্তির্বিজ্ঞানম্। বিজ্ঞানাচ্চ

চত্বারো রূপিণ উপাদানস্কন্ধাস্তন্নাম তান্যুপাদায় রূপমভিনির্বর্ত্ততে। তদেকত্বমভি-সংক্ষিপ্য নামরূপং নিরুচ্যতে। শরীরস্যৈব কললবুদ্‌বুদাদ্যবস্থা নামরূপসম্মিশ্রিতা-নীন্দ্রিয়াণি। ষড়ায়তনং নামরূপেন্দ্রিয়াণাং ত্রয়াণাং সন্নিপাতস্তস্মাৎ স্পর্শঃ স্পর্শাদ্বেদনা সুখাদিকা। বেদনায়াং সত্যাং কর্ত্তব্যমেতৎ সুখং পুনর্ময়া ইত্যধ্যব-সিতং তৃষ্ণা ভবতি ততস্তৎপ্রাপ্তয়ে প্রবর্ত্ততে ইত্যাদি।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের জ্ঞানপূর্ব্বক রচয়িতা কেহ নাই। ইহা প্রমাণ করি-বার নিমিত্ত ভগবান্ বুদ্ধদেব, শিষ্যদিগের নিকট জগতের কার্য্যকারণভাবঘটিত বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধমতে সকল বস্তুই প্রতীতিনিষ্পন্ন। তজ্জন্ত তাহারা কার্য্যমাত্রকেই প্রতীত্য নামে ব্যবহার করে। সমুদায় কার্য্যে দুই প্রকার কারণ অনুস্যূত আছে। একের নাম হেতুপনিবন্ধ; অপরের নাম প্রত্যয়োপনিবন্ধ। হেতুপ-নিবন্ধ এই যে, কার্য্যোৎপত্তিকালে যাহাতে কেবলমাত্র হেতুভাব থাকে। যেমন অঙ্কুরোৎপত্তির প্রতি বীজে হেতুভাব। প্রত্যয়োপনিবন্ধ এই যে, কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কারণদ্রব্যের সমবায় (সংযোগ) থাকে। যথা উক্ত অঙ্কুরোৎপত্তির পূর্ব্বে পার্থিবাদিকার্য্যদ্রব্যের সমবায় ছিল। এই হেতুপনিবন্ধ ও প্রত্যয়োপনিবন্ধ নামক কারণদ্বয় বাহ্য জগতে আছে; আধ্যাত্মিক কার্য্যেও আছে। তন্মধ্যে বাহ্যপ্রতীত্য-সমুৎপত্তিবিষয়ে (অর্থাৎ ঘট পট বৃক্ষলতাদি উৎপত্তিবিষয়ে) এইরূপ নিয়ম দৃষ্ট হয়। যথা,—প্রথমতঃ বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে পত্র, ক্রমে কাণ্ড, নাল, গর্ভ, শূক (পুষ্প বা ফলের কোষ), পুষ্প ও ফল জন্মে। এইরূপ পরিপাটীযুক্ত পরিণামক্রমে একটি হইতে আর একটির জন্ম হওয়াকে হেতুপনিবন্ধ বলা যায়। বীজ না থাকিলে অঙ্কুর জন্মে না; পুষ্প না থাকিলে ফল জন্মে না; পুষ্প থাকিলে ফল হইতে পারে; বীজ থাকিলে অঙ্কুর হইতে পারে; কিন্তু বীজ যে অঙ্কুরকে জন্মায়, তাহাতে বীজের এমন কোন জ্ঞান নাই যে, আমি অঙ্কুরকে জন্মাইতেছি। অঙ্কুরেরও এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি বীজ হইতে জন্মলাভ করিয়াছি। পুষ্প, ফল, সকলেরই এইরূপ জানিবে। অতএব, বীজাদির চৈতন্ত না থাকিলেও, চেতনান্তরের অধিষ্ঠান না থাকিলেও, কার্য্যকারণভাবের ব্যাঘাত নাই। বরং কার্য্যকারণ ভাব নিয়মিতরূপেই নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। অঙ্কুর কার্য্যের হেতুভাবপক্ষে যেমন, প্রত্যয়ভাবপক্ষেও (অর্থাৎ কারণদ্রব্যের সংযোগ-

ঘটনাপক্ষেও ) সেইরূপ। পৃথিবীধাতু, জলধাতু, বায়ুধাতু, তেজোধাতু, আকাশ-ধাতু ও রূপধাতু ( বৌদ্ধেরা মূল পদার্থকে ধাতু বলে ),—এই ছয়টি ধাতুর সমবায় অর্থাৎ সংযোগবিশেষ দ্বারা উক্ত অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে পৃথিবীধাতু সংগ্রহ কার্য্য করে ( যে ক্রিয়ার দ্বারা অঙ্কুরের কাঠিন্য জন্মে ), জলধাতু অঙ্কুরের স্নেহ-ভাব সম্পাদন করে ( যাহাতে অঙ্কুর সরস থাকে ও বীজের উচ্ছূনতা জন্মে ), তেজোধাতু বীজকে পরিপাক করে ( যে ব্যাপারে বা যে ক্রিয়ায় বীজাংশ অঙ্কুরভাব প্রাপ্ত হয় ), বায়ুধাতু অভিনির্হার করে ( যদ্বলে অঙ্কুর বীজ হইতে বহি-র্গত হয়), আকাশধাতু বীজকে অনাবরণ করে (যাহাতে বীজমধ্যে অঙ্কুর স্থানপ্রাপ্ত হয় এবং অঙ্কুরও বাহিরে আসিয়া বাড়িবার স্থান পায় ), রূপধাতু বীজকে রূপা-ন্তরে নিয়োজিত করে ( ইহার প্রভাবেই অঙ্কুরাকারে দৃশ্যমান হয় )। এইরূপে পৃথিব্যাদি ধাতুর সমবায় বলেই অঙ্কুর আত্মলাভ করে। সমবায় না থাকিলে আত্মলাভ করে না। এখানেও পৃথিবীধাতুর এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি অঙ্কুরিত করিবার নিমিত্ত বীজকে সংগ্রহ করিতেছি। বাহ্যপ্রতীত্য সমুৎপাদ মধ্যে ( বাহ্যস্থ জন্যবস্তুসমূহের মধ্যে )ও ইহার অন্যথাভাব কোথাও দৃষ্ট হয় না। যেমন বাহ্যকার্য্যের জ্ঞানপূর্ব্বক উৎপত্তি নাই, অর্থাৎ উহাদের কেহ স্রষ্টা নাই, তেমনি আধ্যাত্মিক কার্য্যেরও স্রষ্টা নাই।

আধ্যাত্মিক কার্য্যসমুৎপাদেরও পূর্ব্বপ্রকার দ্বিবিধ কারণ আছে। অবিদ্যা, সংস্কার, যাবজ্জাতি, জরা, মরণ প্রভৃতির উত্তরোত্তর হেতু-হেতুমদ্ভাব; আর পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ ও বিজ্ঞান, এই ষড়্বিধ কারণদ্রব্যের সমবায়। এতদ্ভিন্ন দেহোৎপত্তি হইতে পারে না। অবিদ্যাব্যতিরেকে সংস্কার জন্মে না, সংস্কার ব্যতিরেকে যাবজ্জাতি, যাবজ্জাতি ব্যতিরেকে জরা ও মরণ হয় না। এখানেও যখন অবিদ্যা সংস্কার জন্মায়, তখন অবিদ্যার জ্ঞান হয় না যে, আমি সংস্কার উৎপন্ন করিতেছি। সংস্কারেরও জ্ঞান হয় না যে, আমি অবিদ্যা হইতে জন্মলাভ করিয়াছি বা করিতেছি। অতএব বীজাদির ন্যায় অবিদ্যা প্রভৃতিরও চৈতন্য না থাকিলেও, অন্য কোন চেতনাবান্ পুরুষের অধিষ্ঠান না থাকিলেও সংস্কারাদির জন্মলাভ দৃষ্ট হয়। এতদ্রূপ আধ্যাত্মিক হেতূপনিবদ্ধপক্ষে যেরূপ, প্রত্যয়োপনিবদ্ধ পক্ষেও সেইরূপ। পূর্ব্বোক্ত ষড়্ধাতুর সমবায় বশতঃ শরীরের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীধাতু শরীরের কাঠিন্য সম্পাদন করে; জলধাতু স্নেহিত

করে; তেজোধাতু ভুক্তান্নপানাদি পরিপাক করে; বায়ুধাতু শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করে; আকাশধাতু ছিদ্রভাব জন্মায়। বিজ্ঞানধাতু তাহাতে নামরূপাদি জন্মায়। এই বিজ্ঞান পঞ্চস্কন্ধাত্মক। ঐ ষড়্ধাতু অবিকলভাবে সংহত হইলেই শরীরের উৎপত্তি হয়, নচেৎ হয় না। এস্থলেও পৃথিবীধাতুর কখনই জ্ঞান হয় না যে, আমি শরীরের কাঠিন্য সম্পাদন করিতেছি। শরীর হইতেই বিজ্ঞানের বা বিজ্ঞানান্তরের উৎপত্তি হয়; কিন্তু শরীর কখনই জানে না যে, আমি বিজ্ঞানের উৎপত্তি করিতেছি। অতএব পৃথিব্যাদিধাতু সমস্তই স্বয়ং অচেতন হইলেও এবং চেতনান্তরের অধিষ্ঠান না থাকিলেও শরীরের উৎপত্তি হয়, অন্যথা হয় না। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং ইহা অন্যথা করিবার পথ নাই।*

উক্ত ধাতুষট্কের সমবায়ভাবকে লোকে দেহ, পিণ্ড, নিত্য, সুখ, সত্ত্ব, পুদ্গল, মনুজ ইত্যাদি নানা নামে ব্যবহার করে। এবং তাহার স্ত্রী, পুত্র, পিতৃ, মাতৃ, দুহিতৃ প্রভৃতি নানা নাম কল্পনা করে। ইহাকেই অনর্থশতসম্ভার সংসার বলে এবং এই সংসারের মূলকারণ অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে বিষয়ের প্রতি রাগ, দ্বেষ, মোহ জন্মে। বস্তু-আকার-ধারী বিজ্ঞানের নাম বিষয়। বস্ত্বাকারবিজ্ঞান চারি প্রকার। রূপবিশিষ্ট উপাদান স্কন্ধ নামপ্রভৃতিকে গ্রহণ করিয়া উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানদ্বয়ের একীভাব নামরূপের আশ্রয়। শরীরের কলল ও বুদ্বুদাদি অবস্থা, নাম, রূপ, তন্মিশ্রিত ইন্দ্রিয় সকল। ষড়ায়তন, নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগকে স্পর্শ বলে। স্পর্শ হইতে বেদনা (অনুভব শক্তি) জন্মে; বেদনা হইতে তৃষ্ণা (এই সুখ পুনশ্চ করিব ইত্যাকার ভাবনা) উৎপন্ন হয়। ইত্যাদি।

সংক্ষেপতঃ বৌদ্ধ-লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"তথাহি কৃত্যাদেবী-† বাক্যং
"লোকে ভগবতো লোকনাথাদারভ্য কেবলম্।
যে জন্তবো গতক্লেশান্ বোধিসত্ত্বানবেহি তান্॥
সাগসেঽপি ন কুপ্যন্তি ক্ষময়া চোপকুর্ব্বতে।
বোধিং স্বস্থৈচ নেচ্ছন্তি তে বিশ্বধরণোদ্যমাঃ॥"

---

* এতাবতা এই বলা হইল যে, জগতের কোন চৈতন্যবান্ স্বতন্ত্র ও স্থির কর্ত্তা ঈশ্বর নাই।

† কৃত্যাদেবী বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মাধিষ্ঠাত্রী দেবী অথবা আভিচারজন্যা মারকদেবতাবিশেষ।

ঘটনাপক্ষেও ) সেইরূপ। পৃথিবীধাতু, জলধাতু, বায়ুধাতু, তেজোধাতু, আকাশধাতু ও রূপধাতু (বৌদ্ধেরা মূল পদার্থকে ধাতু বলে),—এই ছয়টি ধাতুর সমবায় অর্থাৎ সংযোগবিশেষ দ্বারা উক্ত অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে পৃথিবীধাতু সংগ্রহ কার্য্য করে (যে ক্রিয়ার দ্বারা অঙ্কুরের কাঠিন্য জন্মে), জলধাতু অঙ্কুরের স্নেহভাব সম্পাদন করে (যাহাতে অঙ্কুর সরস থাকে ও বীজের উচ্ছূনতা জন্মে), তেজোধাতু বীজকে পরিপাক করে (যে ব্যাপারে বা যে ক্রিয়ায় বীজাংশ অঙ্কুরভাব প্রাপ্ত হয়), বায়ুধাতু অভিনির্হার করে (যদ্বলে অঙ্কুর বীজ হইতে বহির্গত হয়), আকাশধাতু বীজকে অনাবরণ করে (যাহাতে বীজমধ্যে অঙ্কুর স্থানপ্রাপ্ত হয় এবং অঙ্কুরও বাহিরে আসিয়া বাড়িবার স্থান পায়), রূপধাতু বীজকে রূপান্তরে নিয়োজিত করে (ইহার প্রভাবেই অঙ্কুরাকারে দৃশ্যমান হয়)। এইরূপে পৃথিব্যাদি ধাতুর সমবায় বলেই অঙ্কুর আত্মলাভ করে। সমবায় না থাকিলে আত্মলাভ করে না। এখানেও পৃথিবীধাতুর এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি অঙ্কুরিত করিবার নিমিত্ত বীজকে সংগ্রহ করিতেছি। বাহ্যপ্রতীত্য সমুৎপাদ মধ্যে (বাহ্যস্থ জড়বস্তুসমূহের মধ্যে)ও ইহার অন্যথাভাব কোথাও দৃষ্ট হয় না। যেমন বাহ্যকার্য্যের জ্ঞানপূর্ব্বক উৎপত্তি নাই, অর্থাৎ উহাদের কেহ স্রষ্টা নাই, তেমনি আধ্যাত্মিক কার্য্যেরও স্রষ্টা নাই।

আধ্যাত্মিক কার্য্যসমুৎপাদেরও পূর্ব্বপ্রকার দ্বিবিধ কারণ আছে। অবিদ্যা, সংস্কার, যাবজ্জাতি, জরা, মরণ প্রভৃতির উত্তরোত্তর হেতু-হেতুমদ্ভাব; আর পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ ও বিজ্ঞান, এই ষড়্বিধ কারণদ্রব্যের সমবায়। এতদ্ভিন্ন দেহোৎপত্তি হইতে পারে না। অবিদ্যাব্যতিরেকে সংস্কার জন্মে না, সংস্কার ব্যতিরেকে যাবজ্জাতি, যাবজ্জাতি ব্যতিরেকে জরা ও মরণ হয় না। এখানেও যখন অবিদ্যা সংস্কার জন্মায়, তখন অবিদ্যার জ্ঞান হয় না যে, আমি সংস্কার উৎপন্ন করিতেছি। সংস্কারেরও জ্ঞান হয় না যে, আমি অবিদ্যা হইতে জন্মলাভ করিয়াছি বা করিতেছি। অতএব বীজাদির ন্যায় অবিদ্যা প্রভৃতিরও চৈতন্য না থাকিলেও, অন্য কোন চেতনাবান্ পুরুষের অধিষ্ঠান না থাকিলেও সংস্কারাদির জন্মলাভ দৃষ্ট হয়। এতদ্রূপ আধ্যাত্মিক হেতূপনিবদ্ধপক্ষে যেরূপ, প্রত্যয়োপনিবদ্ধ পক্ষেও সেইরূপ। পূর্ব্বোক্ত ষড়্ধাতুর সমবায় বশতঃ শরীরের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীধাতু শরীরের কাঠিন্য সম্পাদন করে; জলধাতু স্নেহিত

করে; তেজোধাতু ভুক্তান্নপানাদি পরিপাক করে; বায়ুধাতু শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করে; আকাশধাতু ছিদ্রভাব জন্মায়। বিজ্ঞানধাতু তাহাতে নাম-রূপাদি জন্মায়। এই বিজ্ঞান পঞ্চস্কন্ধাত্মক। ঐ ষড়্ধাতু অবিকলভাবে সংহত হইলেই শরীরের উৎপত্তি হয়, নচেৎ হয় না। এস্থলেও পৃথিবীধাতুর কখনই জ্ঞান হয় না যে, আমি শরীরের কাঠিন্য সম্পাদন করিতেছি। শরীর হইতেই বিজ্ঞা-নের বা বিজ্ঞানান্তরের উৎপত্তি হয়; কিন্তু শরীর কখনই জানে না যে, আমি বিজ্ঞানের উৎপত্তি করিতেছি। অতএব পৃথিব্যাদিধাতু সমস্তই স্বয়ং অচেতন হইলেও এবং চেতনান্তরের অধিষ্ঠান না থাকিলেও শরীরের উৎপত্তি হয়, অন্যথা হয় না। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং ইহা অন্যথা করিবার পথ নাই।*

উক্ত ধাতুষট্‌কের সমবায়ভাবকে লোকে দেহ, পিণ্ড, নিত্য, সুখ, সত্ত্ব, পুদ্গল, মনুজ ইত্যাদি নানা নামে ব্যবহার করে। এবং তাহার স্ত্রী, পুত্র, পিতৃ, মাতৃ, দুহিতৃ প্রভৃতি নানা নাম কল্পনা করে। ইহাকেই অনর্থশতসন্তার সংসার বলে এবং এই সংসারের মূলকারণ অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে বিষয়ের প্রতি রাগ, দ্বেষ, মোহ জন্মে। বস্তু-আকার-ধারী বিজ্ঞানের নাম বিষয়। বস্ত্বাকারবিজ্ঞান চারি প্রকার। রূপবিশিষ্ট উপাদান স্কন্ধ নামপ্রভৃতিকে গ্রহণ করিয়া উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানদ্বয়ের একীভাব নামরূপের আশ্রয়। শরীরের কলল ও বুদ্বুদাদি অবস্থা, নাম, রূপ, তন্মিশ্রিত ইন্দ্রিয় সকল। ষড়ায়তন, নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগকে স্পর্শ বলে। স্পর্শ হইতে বেদনা (অনুভব শক্তি) জন্মে; বেদনা হইতে তৃষ্ণা (এই সুখ পুনশ্চ করিব ইত্যাকার ভাবনা) উৎপন্ন হয়। ইত্যাদি।

সংক্ষেপতঃ বৌদ্ধ-লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"তথাহি কৃত্যাদেবী-† বাক্যং
"লোকে ভগবতো লোকনাথাদারভ্য কেবলম্।
যে জন্তবো গতক্লেশান্ বোধিসত্ত্বানবেহি তান্॥
সাগসেঽপি ন কুপ্যন্তি ক্ষময়া চোপকুর্ব্বতে।
বোধিং স্বস্থৈচ নেচ্ছন্তি তে বিশ্বধরণোদ্যমাঃ॥"

---

* এতাবতা এই বলা হইল যে, জগতের কোন চৈতন্যবান্ স্বতন্ত্র ও স্থির কর্ত্তা ঈশ্বর নাই।

† কৃত্যাদেবী বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মাধিষ্ঠাত্রী দেবী অথবা আভিচারজন্যা মারকদেবতা[illegible]ষ।

অর্থাৎ ভগবান্ লোকনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া, যে সকল জীব গতক্লেশ (মুক্ত) হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে তুমি বোধিসত্ত্ব বলিয়া জান। অপরাধ করিলেও যাঁহারা কোপ করেন না, প্রত্যুত করুণাগুণে উপকার করেন, অন্যকে গতক্লেশ করিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা বোধিসত্ত্ব, তাঁহারাই বিশ্বধারণে উদ্যত।

বৌদ্ধগণের মতে তাদৃশ ধর্ম্ম আর কখন প্রকাশ হয় নাই, যথা "বোধিসত্ত্বস্য পূর্ব্বমশ্রুতেষু ধর্ম্মেষু—" এবং বুদ্ধদেবকে তাহারা "জরামরণবিঘাতী ভিষগ্বর ইবোপগতঃ" জ্ঞান করিত। তাহাদিগের মতে মনুষ্যজন্ম কেবল কষ্টদায়ক এবং জন্মিলেই সকল জীবকে জরা ব্যাধি এবং মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে, সুতরাং জ্ঞানিগণের নির্ব্বাণ কামনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। বৌদ্ধমাত্রেরই পূর্ব্বজন্ম এবং পরজন্মে বিশ্বাস আছে, এবং তাহাদের মতে নিজকর্ম্ম দ্বারা জীবমাত্রে বিবিধ যোনি পরিভ্রমণ করে। কথিত আছে, শাক্যসিংহ স্বয়ং হস্তী ও মৃগ প্রভৃতি পশুযোনি হইতে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সংসার কেবল কষ্টময়; এবং জীব নিজকর্ম্ম দ্বারা সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। *

নিরীশ্বর সাংখ্য কপিল, ঈশ্বরের সত্তা অস্বীকার করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে কোন বিচার উপস্থিত করেন নাই বটে, কিন্তু সাংখ্যের ন্যায় ইহারাও নাস্তিক। বুদ্ধের উপদেশ মধ্যে কোন স্থানেই ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নাই। বৌদ্ধেরা প্রায় স্বভাববাদী; তাহারা বলে স্বভাব সৃষ্ট হয় নাই; চিরকালই এক অবস্থায় আছে। ইকার্ট, টলর, বুক্নর প্রভৃতি জর্ম্মণ তত্ত্ববিদ্গণের এই মত; অধিকন্তু তাঁহারা ঈশ্বরের সত্তা লোপ করিবার জন্য নানা কৌশলময় তর্কপরিপূর্ণ গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। যীশুখ্রীষ্টের ন্যায় শাক্যসিংহ বৌদ্ধগণকে এই দশ আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন যে, (১) জীবহিংসা করিও না, (২) চুরি করিও না, (৩) পরদার করিও না, (৪) মিথ্যা বলিও না এবং (৫) মাদক দ্রব্য সেবন করিও না। এই পাঁচটী ভিন্ন ভিক্ষুগণকে আর ৫টী আজ্ঞা দিয়াছেন; যথা—(১) দ্বিতীয় প্রহর বেলা অতীত হইলে আহার করা অকর্ত্তব্য, (২) নাট্যক্রীড়া ও সঙ্গীতাদি হইতে বিরত থাকা কর্ত্তব্য, (৩) অলঙ্কারাদি এবং সুগন্ধদ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নহে, (৪) দুগ্ধফেননিভশয্যায় শয়ন অনুচিত, এবং (৫) সুবর্ণ ও রৌপ্য গ্রহণ করা উচিত নহে।

বুদ্ধের নীতি অতি চমৎকার, তাহা পাঠ করিলে বৌদ্ধধর্ম্মের উপর ভক্তির

উদ্রেক হয়। আধুনিক সভ্যগণ কহেন, খ্রীষ্টপ্রণীত উপদেশ একমাত্র সুখশান্তির উপায়স্বরূপ; কিন্তু বুদ্ধের উপদেশ তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট। তাহার প্রমাণ একবার "ধর্ম্ম পদ" গ্রন্থ পাঠে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যাবৃহস্পতি আধুনিক তত্ত্বদর্শী অগষ্ট কোমৎ বৌদ্ধগ্রন্থের বিশেষ আদর করিয়াছেন এবং উহা প্রত্যক্ষদর্শনবাদিগণকে এক একবার পাঠজন্য দিন নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন।

মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করাই বৌদ্ধগণের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভিক্ষুগণ তজ্জন্য নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। মাধবাচার্য্য কহেন,—

"কৃত্তিঃ কমণ্ডলুর্মৌণ্ড্যং চীরং পূর্ব্বাহ্নভোজনম্।
সঙ্ঘো রক্তাম্বরত্বঞ্চ শিশ্রিয়ে বৌদ্ধভিক্ষুভিঃ॥"

অর্থাৎ চর্ম্মাসন, কমণ্ডলু, মুণ্ডন, চীর, পূর্ব্বাহ্নভোজন, সমূহাবস্থান ও রক্তাম্বর, এই কয়েকটি বৌদ্ধদিগের যতিধর্ম্মের অঙ্গ *। ইহারা মালা জপিবার সময় এই মাত্র পালি ভাষায় কহিয়া থাকে "অনিত্য দুঃখম্ অনাত্য" ইহাকে ত্রিলক্ষণ কহে। বৌদ্ধেরা কোন প্রকার উপাসনা করে না, কেবল বিহারে বুদ্ধমূর্ত্তির সমীপে ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া থাকে। রোমান্ কাথলিকগণ পাদ্রির নিকট যেমন প্রতি সপ্তাহে আপনার পাপকার্য্য সকল স্বীকার করিয়া আইসে, তদ্রূপ পূর্ব্বকালে বৌদ্ধগণ ধর্ম্মসঙ্গম মধ্যে স্থবিরগণ-সমীপে স্ব স্ব পাপ স্বীকার করিত। প্রিয়দর্শী এজন্য মাসে দুইবার সভা করিতে স্তম্ভের লিপিতে অনুজ্ঞা দিয়াছেন। সিংহলে ভিক্ষুগণ বিহার মধ্যে ভক্তি সহকারে নিম্নলিখিত পালি প্রতিজ্ঞা পাঠ করে। যথা—খুদ্দক পাঠ।

"নম তস ভাগবত অর্হত সম সমবুদ্ধসঃ
বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি।
ধম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।
সঙ্ঘম্ শরণম্ গচ্ছামি।
দুত্যম্পি বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি।
দুত্যম্পি ধম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।
দুত্যম্পি সঙ্ঘম্ শরণম্ গচ্ছামি।

* সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ। ৺ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় অনুবাদিত।

তীত্তম্পি বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি।
তীত্তম্পি ধম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।
তীত্তম্পি সঙ্ঘম্ শরণম্ গচ্ছামি।

শরণ্যতম্।”

বৌদ্ধ-আচার্য্য-প্রণীত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে; কিন্তু আমাদিগের আর্য্য-শাস্ত্রব্যবসায়িগণ তাহার নাম পর্য্যন্তও শ্রবণ করেন নাই। তাঁহারা, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক এবং সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ মধ্যে যেটুকু বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবরণ আছে, তাহাই জানেন মাত্র; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের কোন কোন বঙ্গদেশীয় সামান্য নৈয়ায়িক ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী এবং কিয়দংশ কুসুমাঞ্জলি পড়িয়াই বৌদ্ধমতে দোষারোপ করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন। তাঁহারা মূল বৌদ্ধসূত্র সকল পাঠ করিলে এরূপ বালসুলভ চাপল্য প্রকাশ করিতে কখনই সাহসী হইতেন না। বৌদ্ধদিগের সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অনেক কাল হইতে দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছিল। আকবর বাদসাহের অনুজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা আবুল-ফজল বহু অনুসন্ধানে একখানিও বৌদ্ধসূত্র সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণকে ধন্যবাদ দিতেছি, তাঁহাদিগের প্রযত্নে নেপাল হইতে অসংখ্য সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

নেপালের বৌদ্ধগণ কহেন, ৮৪ সহস্র বৌদ্ধগ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে নিম্ন-লিখিত গ্রন্থগুলি নবধর্ম্ম নামে খ্যাত। অষ্টসাহস্রিক, গণ্ডব্যূহ, দশভূমীশ্বর, সমাধিরাজ, লঙ্কাবতার, সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক, তথাগতগুহ্যক, ললিতবিস্তর, সুবর্ণপ্রভাস। বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থ সকল দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, নিদান, ইত্যুক্ত, জাতক, বৈপুল্য, অদ্ভুত ধর্ম্ম, অবাদান, উপদেশ। প্রসিদ্ধ কতিপয় বৌদ্ধগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত; যথা—প্রজ্ঞাপারমিতা, সারিপুত্রকৃত অভিধর্ম্ম, দেবপুত্রকৃত অভিধর্ম্ম, ধর্ম্মস্কন্ধপদ, কারণ্ডব্যূহ, ধর্ম্মবোধ, ধর্ম্মসংগ্রহ, সপ্তবুদ্ধস্তোত্র, বিনয়সূত্র, মহান্য সূত্র, সূত্রালঙ্কার, জাতকমালা, চৈত্যমাহাত্ম্য, অনুমানখণ্ড, বুদ্ধশিক্ষাসমুচ্চয়, বুদ্ধচরিতকাব্য, বুদ্ধকপালতন্ত্র, সঙ্কীর্ণতন্ত্র প্রভৃতি। এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশ অনেক অনুসন্ধানে হজ্‌সন্ সাহেব নেপালীয় বৌদ্ধগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"বোধিচিত্তবিবরণ" নামক বৌদ্ধগ্রন্থ-প্রণেতা ধর্ম্মকীর্ত্তি বলেন, বুদ্ধের বহুতর শিষ্যের মধ্যে,—

"সৌত্রান্তিকো বৈভাষিকো যোগাচারো মাধ্যমিকশ্চেতি চত্বারঃ শিষ্যাঃ।"

সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক, এই চারিজন শিষ্যই তদীয় ধর্ম্মের আচার্য্য। উক্ত সৌত্রান্তিক প্রভৃতি শব্দগুলি এস্থানে নামমাত্র-বোধক, কি তাহার শাস্ত্রপ্রস্থানবোধক, তাহা স্থির করা যায় না। আমাদের যেমন ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা প্রভৃতি শব্দ শাস্ত্রপ্রস্থানবোধক, গ্রন্থকর্ত্তা-দিগের নাম ভিন্ন; ঐ সকল শব্দ তৎসদৃশ কি না বলা যায় না।

যাহা হউক, উক্ত চারি ব্যক্তি হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। নচেৎ বুদ্ধের উপদেশ কখনই বিভিন্ন মতাক্রান্ত নহে। উক্ত বোধিচিত্তবিবরণ-গ্রন্থকার ধর্ম্মকীর্ত্তিও এইরূপ বলিয়াছেন; যথা—

"দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগাঃ।
ভিদ্যন্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্বহুভিঃ পুনঃ॥
গম্ভীরোত্তানভেদেন কচিচ্চোভয়লক্ষণা।
ভিন্নাপি দেশনা ভিন্না শূন্যতাদ্বয়লক্ষণা॥"

লোকনাথ অর্থাৎ বুদ্ধদেবের উপদেশ একরূপ হইলেও তদীয় শিষ্যদিগের অবস্থা ও বুদ্ধি একরূপ না হওয়াতেই বুদ্ধশাস্ত্র বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। বুদ্ধমতের মূল প্রস্রবণ এক হইয়াও আচার্য্যগণের ভিন্ন ভিন্ন মত দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে। এমন কি, শাক্যসিংহের মত কিরূপ ছিল, তাহা সহজে আচার্য্যগণের গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারা যায় না। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে চারিজন প্রধান আচার্য্যের মত সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র; তাহাতে বুদ্ধের নিজের মত যাহা, যাহা সারিপুত্র ও আনন্দ উপালী প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কিছুমাত্র আভাস দেওয়া হয় নাই। কৃষ্ণমিশ্র প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে যে বৌদ্ধ মতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অতি ঘৃণিত, বিকৃত ভাবাপন্ন। বোধ হয় তিনি "প্রজ্ঞাপারমিতা" প্রভৃতি সূত্রগ্রন্থ কখনই পাঠ করেন নাই; কেবল অন্যধর্ম্মাবলম্বি-প্রণীত আধুনিক সংগ্রহ গ্রন্থ পাঠে, তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল। বুদ্ধের নিজের মত অতি পবিত্র, এজন্য হিন্দুগণ তাঁহাকে

নারায়ণের অবতার বলিয়া থাকেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম সিংহল হইতে ক্রমে চীন, তিব্বত, মোঙ্গলিয়া, জাপান, শ্যাম, উত্তর সাইবেরিয়া এবং লাপ্‌লাণ্ড পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। অন্য কোন ধর্ম্মের এতদূর উন্নতি হয় নাই। এখনও পৃথিবীতে ৪৫৫০০০০০০ ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী আছেন।

সিংহলে ও চীনদেশে এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ আদর আছে। চীন দেশের বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল সংস্কৃত ভাষা হইতে অনুবাদিত। সিংহলে বৌদ্ধ গ্রন্থের বহুল প্রচার, তথাকার গ্রন্থ সকল পালি ভাষায় লিখিত। সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার, তথা পালিভাষায় বৌদ্ধ গ্রন্থনিচয়ের বিবরণ স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিত হইবে।

## শাক্যসিংহের দিগ্বিজয়।

সমর তরঙ্গে বীর যোধগণ,
ঘন ঘন অসি করি আস্ফালন,
প্লাবিতে ধরণী লোহিতের নদে,
রাজ-পুত্রগণ সতত ধায়।
বিপক্ষ পক্ষের করি দর্প চূর্ণ,
চির মনোরথ হইলেই পূর্ণ,
হবে ক্ষত্রোচিত কার্য্য অনুপম,
সুবিখ্যাত কীর্ত্তি রবে ধরায়॥
এতাদৃশ করি নিষ্ঠুরের কাজ,
পূজ্য হইবারে বীরের সমাজ,
কদাচ বাসনা শাক্যসিংহ মনে
ভ্রমেও না হ'লো কভু উদয়।

হয়ে রাজপুত্র ছেড়ে রাজভোগ,
নবীন বয়সে বোধি-সত্ত্ব যোগ,
করিলা অভ্যাস হয়ে চিরযোগী,
কাম ক্রোধ অরি হ'লো বিজয়।
পরনে কৌপীন কমণ্ডলু করে,
দেববৎ হাস্তে আস্থ শোভা করে,
প্রশান্ত বদনে সুবিমল কান্তি
হেরিলে মুনির মানস হরে॥
"বুদ্ধ অবতার মহিমা অপার,
যোগীন্দ্র যোগেতে সদা মগন।
মায়াদেবী-সুত, বহু গুণ যুত,
মর্ত্ত্যে নররূপে নৃপনন্দন॥
জয় জয় জয়, সবে বলে জয়,
অহিংসা পরমধর্ম্মের জয়।
সর্ব্ব জীবে সম দয়া অনুপম,
হেন ধর্ম্ম কভু না হবে ক্ষয়॥"
এতেক কহিলা অমর কিন্নর,
এতেক কহিলা অপ্সর-নিকর,
এতেক কহিলা দেব পুরন্দর,
এতেক কহিলা দেবতা সবে।
হ'লো প্রতিধ্বনি 'বুদ্ধ অবতার'
হ'লো প্রতিধ্বনি 'মহিমা অপার',
বন্দিল স্বর্গের দেব অগণন,
শুনিয়া অবাক্ মানব সবে॥
পারিজাত মালা গলে পরিধান,
স্বর্গ-বিদ্যাধরী করে যশোগান,
মৃদু মন্দ্র রবে বাদিত্র-বাদক
বাজায় মধুর বীণা রবাব।

সঙ্গে বহু জ্ঞানী শিষ্য অগণন,
নানা শাস্ত্র যারা করি অধ্যয়ন
আর্য্য শাস্ত্র সব সামঞ্জস্য করি
সুতীক্ষ্ণ ক'রেছে বুদ্ধি-প্রভাব॥
পরনে কৌপীন সবে উদাসীন,
জ্ঞান-বলে ভব-বন্ধন-বিহীন,
জীবনে উদ্দেশ্য নির্ব্বাণ কামনা,
ভোগবিলাসের নাহিক আশ।
মুখেতে সবার জয় জয় ধ্বনি,
হোক্ নব ধর্ম্মে পবিত্র অবনী,
রসাতলে যাক্ বেদ যাগ যজ্ঞ,
পশু বলিদানে নিত্য উল্লাস॥
গুরু বুদ্ধদেব জ্ঞানের শিখর,
যাঁহা হ'তে জ্ঞান-বারি নিরন্তর
উপালী, আনন্দ, কাশ্যপের সহ
পান করি তৃপ্ত করিলা ধরা।
মায়াময় এই সংসার আঁধার,
তাহে জীব পায় কষ্ট অনিবার,
স্বীয় কর্ম্মগুণে, পাপ আচরণে
সবাই অধীন মরণ জরা॥
স্বভাবে উৎপত্তি স্বভাবেতে লয়,
স্বভাবেই হয় জীব সমুদয়,
নির্ব্বাণেই সুখ, বাঁচিয়া অসুখ,
সুগতের পদে লও শরণ।
যতেক আচার্য্য সবে এই বলি,
মিথ্যা কদাচার পদযুগে দলি,
"বৌদ্ধধর্ম্ম-জয়" করি ঘোর রব,
বুদ্ধদেব সহ করে গমন॥

তর্কের তরঙ্গ—সমর-তরঙ্গ,
যতেক তার্কিক সবে দিয়া ভঙ্গ,
লইল বুদ্ধের চরণে আশ্রয়,
এ ভব যাতনা করিতে নাশ।
স্বর্গে দেবগণ, মর্ত্ত্যে কোটি নর,
ভক্তিভাবে সবে যুড়ি দুই কর,
অক্ষিযুগ মুদি প্রশান্ত অন্তরে,
মনের বেদনা করে প্রকাশ॥
"জয় গুণাকর, শোক তাপ হর,
জগতে পবিত্র তোমার নাম।
একমাত্র গুরু, বাঞ্ছা কল্পতরু,
তুমিই কেবল আনন্দ ধাম॥
নানা গুণধর, ত্রিকালজ্ঞবর,
সংসারের কষ্ট জরা মরণ—
করহ বিনাশ, এই মাত্র আশ,
তব শ্রীচরণে লই শরণ।"
মানব নিকর আনন্দ অন্তর,
সবে এই স্তব করে নিরন্তর,
দেবগণ করি পুষ্প বরষণ,
জয় জয় রবে করিলা বন্দন॥

# সঙ্গীত-শাস্ত্রানুগত নৃত্য
## ও অভিনয়।

"দেশে দেশে নৃপাদীনাং যদাহ্লাদকরং পরম্।
গানং বাদ্যং তথা নৃত্যম্——————"

সঙ্গীতদর্পণম্।)

# সঙ্গীত-শাস্ত্রানুগত নৃত্য

## ও অভিনয়।

নৃত্য মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ; এবং কি আদিম কাল, কি আধুনিক সুসভ্য কাল, সকল সময়েই ইহা প্রচলিত। আদিমকালের অসভ্য নৃত্য এক্ষণে সভ্যকালে নানা রূপান্তর সহকারে, সভ্যসমাজের অভিনয়প্রথার একটী প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই নৃত্য চিরকাল হইতেই প্রচলিত। সকল প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থেই নৃত্যের উল্লেখ আছে। স্বয়ং মহাদেব নৃত্য করিতেন, স্বর্গে গন্ধর্ব্বকন্যাগণ নৃত্য করিয়া দেবতাগণের মনোহরণ করিতেন। মহর্ষি ভরত নাট্যশাস্ত্রের প্রণেতা, তিনিই স্বর্গে অপ্সরাদিগকে নৃত্য শিক্ষা দিতেন। দেবমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া নৃত্য করিলে মহাপুণ্য হয়, এবং চৈতন্যদেবও বৈষ্ণববৃন্দকে হরিনামোচ্চারণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতে বিশেষ উপদেশ দিয়াছিলেন।

অতি প্রাচীনকালে গ্রীকগণ উৎসব উপলক্ষে নৃত্য ও গান করিতে করিতে গ্রাম্য দেবতার মন্দির প্রদক্ষিণ করিত। য়ীহুদিগণের মধ্যে নৃত্য অতি প্রচলিত ছিল। ইজ্রেলগণ শুষ্ক বালুকাভূমির ন্যায় লোহিত সাগর পার হইলে, মোসেস্ এবং মিরাএম আনন্দধ্বনি সহকারে নৃত্য করিয়াছিলেন। ডেবিডও নৃত্য করিতেন, গ্রীকগণের নৃত্য অভিনয়প্রথার অন্তর্ভূত। তাঁহাদিগের ইউমিনি-ডেুশের অর্থাৎ ভয়ানক রসের নৃত্য দেখিয়া অনেকের হৃদয়ে ত্রাস উপস্থিত হইত। গ্রীকদেশীয় শিল্পবিদ্যাবিশারদগণের প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তিতে নৃত্যের বিবিধ ভঙ্গী প্রদর্শিত হইয়াছে। হোমর, অরিস্ততল, পিণ্ডার, সকলেই স্ব স্ব গ্রন্থে নৃত্যের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন, বিশেষতঃ অরিস্ততল নৃত্যের বিবিধ প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া "পোইটীকৃশ" গ্রন্থমধ্যে লিখিয়াছেন। স্পার্টানগণ যুদ্ধকালে নৃত্য করিবার জন্য পঞ্চমবর্ষ হইতে নৃত্য শিক্ষা করিত, তজ্জন্য তাহারা

উত্তম পারদর্শী শিক্ষক দ্বারা শিক্ষিত হইত। তাহাদিগের যুদ্ধের এই নৃত্যের নাম "পাইরিক" নৃত্য। প্রাচীনকাল হইতেই প্রকাশ্য স্থলে নৃত্য, ব্যবসায়ী নটগণের দ্বারা প্রদর্শিত হইত। সম্ভ্রান্ত রোমকগণ ধর্ম্ম-কার্য্য ভিন্ন আমোদের জন্য নৃত্য করিতেন না। আমোদের নিমিত্ত নৃত্য, ব্যবসায়িগণ দ্বারা সম্পাদিত হইত। মিশরদেশীয় নর্ত্তকীগণের নাম আলমী। তাহারা উত্তম কবিতা গান করিতে করিতে নৃত্য করে, ইহার সহিত হিন্দুস্থানী নাচের সৌসাদৃশ্য আছে।

ইউরোপীয়গণের মধ্যে "বলে" সম্ভ্রান্তবর্গ হইতে সাধারণ লোক সকলেই নৃত্য করিয়া থাকেন। কোন কামিনী বা পুরুষ যিনি "বলে" নাচিতে না পারেন, তিনি অকর্ম্মণ্য,—সভ্য সমাজভুক্ত হইবার যোগ্য নহেন। এই "বলের" নৃত্যও বিবিধ প্রকার; যথা—পোল্‌কা, কোয়াড্রিল, কনট্র্ড্যানশ ইত্যাদি। ইহা ভিন্ন অভিনয় কার্য্যে অনেক প্রকার নৃত্য আছে;—যথা ব্যালেট, প্যান্টো-মাইম প্রভৃতি। আমরা এই প্রবন্ধের শীর্ষদেশের প্রস্তাবানুসারে বিদেশীয় কোন নৃত্যের উল্লেখ না করিয়া সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রানুযায়ী প্রাচীন ও মধ্যকালের আর্য্য জাতির নৃত্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমাদিগের পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে নৃত্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—মার্কণ্ডেয় পুরাণে—

"নৃত্যোনালমরূপেণ সিদ্ধির্নাট্যস্য রূপতঃ।
চার্ব্বধিষ্ঠানবন্নৃত্যং নৃত্যমন্যদ্বিড়ম্বনা॥"

এই শ্লোক দ্বারা রূপহীন নট বা নটীর নৃত্যকে নিন্দা করা হইয়াছে।

বরাহপুরাণে— "নৃত্যমানস্য বক্ষ্যামি ফলং যচ্চ বসুন্ধরে।"

ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শৌকর-মাহাত্ম্যে নর্ত্তকের গতি কথিত হইয়াছে।

অগ্নিপুরাণেও— "দৃষ্ট্বা সম্পূজিতং দেবং নৃত্যমানোঽনুমোদয়েৎ।"

অর্থাৎ দেবতার পূজা দেখিয়া যথাশাস্ত্র নৃত্য ও হর্ষ বিস্তার করিবেক, এইরূপ উক্তি আছে।

পুনশ্চ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

"যো নৃত্যতি প্রহৃষ্টাত্মা—"
"নৃত্যং দৃষ্ট্বা তথাপ্নোতি রুদ্রলোকমসংশয়ম্॥"

"স্বয়ং নৃত্যেন সম্পূজ্য তস্যৈবানুচরো ভবেৎ।"
"নৃত্যতাং শ্রীপতেরগ্রে তালিকাবাদনৈর্ভৃশম্॥"

"যে ব্যক্তি হৃষ্টচিত্তে নৃত্য করে"—"দেবদেবীর পূজায় নৃত্য করিলে রুদ্র-লোক প্রাপ্তি হয়"—"স্বয়ং নৃত্যের দ্বারা দেবের পূজা করিলে পরলোকে সেই দেবের অনুচর হয়।" ইত্যাদি প্রকার ফলশ্রুতি আছে।

রামায়ণে ও শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে নৃত্যের বিশেষ বিস্তার আছে। মহা-ভারতীয় বিরাট পর্ব্বে লিখিত আছে, অর্জ্জুন উত্তম নর্ত্তক ছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি বিরাটের অন্তঃপুরে কামিনীগণকে নৃত্য শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

স্মৃতিতে নটের অথবা নর্টীর অন্ন অগ্রাহ্য বলিয়া ব্যবস্থা লিখিয়াছেন; যথা—

"রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটী বরুড় এব চ।"

যমসংহিতা।

অর্থাৎ রজক, চর্ম্মকার, নট ইত্যাদি সাত প্রকার জাতি অত্যন্ত নিকৃষ্ট। ইহাদের অন্ন ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এইরূপ মনুসংহিতা প্রভৃতি সমুদায় সংহিতাতে নটজাতির এবং নাট্যোপজীবীর উল্লেখ আছে, সুতরাং নৃত্যচর্চ্চা এদেশের অতি পুরাতন।

যে দেশের যে প্রকার রুচি, তদনুসারে তাল-মান-রসাশ্রিত বিলাসযুক্ত অঙ্গ-বিক্ষেপের নাম নৃত্য; ইহাই নৃত্যের সামান্য লক্ষণ। যথা—

"দেশরুচ্যা প্রতীতো যস্তালমানরসাশ্রয়ঃ।
সবিলাসাঙ্গবিক্ষেপো নৃত্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥"

সঙ্গীতদামোদর।

নৃত্য দুই প্রকার। তাণ্ডব ও লাস্য। পুংনৃত্যকে তাণ্ডব ও স্ত্রীনৃত্যকে লাস্য কহে। যথা—

"স্ত্রীনৃত্যং লাস্যমাখ্যাতং পুংনৃত্যং তাণ্ডবং স্মৃতম্॥"

সঙ্গীতনারায়ণ।

তাণ্ডি নামক মুনি তাণ্ডব-নৃত্যের বিধি রচনা করিয়াছিলেন, ইহা ভরত মল্লিক অমরকোষের টীকায় বিস্তারপূর্ব্বক লিখিয়াছেন। তাণ্ডব ও লাস্য,—এই দ্বিবিধ নৃত্যই দুই প্রকার। দুই প্রকার তাণ্ডবের প্রথম পেবলি, আর দ্বিতীয় বহুরূপ। যথা—

"তাণ্ডবঞ্চ তথা লাস্যং দ্বিবিধং নৃত্যমুচ্যতে।
পেবলির্বহুরূপঞ্চ তাণ্ডবং দ্বিবিধং মতম্।"

সঙ্গীতদামোদর।

অভিনয়শূন্য অঙ্গবিক্ষেপমাত্রকে পেবলি; আর ছেদ, ভেদ প্রভৃতি বহুবিধ অভিনয়সহকারে যে অঙ্গবিক্ষেপ,—তাহাকে বহুরূপ বলে।

লাস্য নৃত্যও দুই প্রকার। একের নাম ছুরিত, অপরের নাম যৌবত। ভাবরসাদিব্যঞ্জক অভিনয় সহকারে নায়ক নায়িকা উভয়ের পরস্পর আলিঙ্গন চুম্বনাদিপূর্ব্বক যে নৃত্য, তাহাকে ছুরিত বলে; আর কেবল নর্ত্তকী স্বয়ং যে লীলাসহকারে নৃত্য করে, সে নৃত্যকে যৌবত কহে। যথা—

"ছুরিতং যৌবতঞ্চেতি লাস্যং দ্বিবিধমুচ্যতে।
যত্রাভিনয়নৈর্ভাবরসৈরাশ্লেষচুম্বনৈঃ।
নায়িকানায়কৌ রঙ্গে নৃত্যতশ্ছুরিতং হি তৎ॥
মধুরং বদ্ধলীলাভি-র্ন টীভির্যত্র নৃত্যতে।
বশীকরণবিদ্যাভং তল্লাস্যং যৌবতং মতম্॥"

সঙ্গীতদামোদর।

যত প্রকার বিশেষ বিশেষ নৃত্য আছে, তত্তাবতের সাধারণ নাম নর্ত্তন। ফলতঃ, চিত্ত-রঞ্জক অঙ্গ-বিক্ষেপের নামই নর্ত্তন। যথা নর্ত্তকনির্ণয়ে—

"অঙ্গবিক্ষেপবৈশিষ্যং জনচিত্তানুরঞ্জনম্।
নটেন দর্শিতং যত্র নর্ত্তনং কথ্যতে তদা॥"

ইহার অর্থ সহজ। অপিচ সাধারণ নর্ত্তনের ত্রিবিধ জাতি আছে।—নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত। যথা—

"নাট্যং নৃত্যং নৃত্তমিতি ত্রিবিধং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্।"

নাট্য।—"নাটকাদি-কথা দেশবৃত্তিভাবরসাশ্রয়ম্।
চতুর্দ্ধাভিনয়োপেতং নাট্যমুক্তং মনীষিভিঃ॥"

নাটকাদি অর্থাৎ দৃশ্য কাব্য ও তদ্গত কথা, দেশ, বৃত্তি, ভাব ও রসাদি চারি প্রকার অভিনয় দ্বারা প্রদর্শিত হইলে, তাহাকে নাট্য বলা যায়।

নৃত্য।—"অপুস্তসর্ব্বাভিনয়-সম্পন্নং ভাবভূষিতম্।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং নৃত্যং সর্ব্বলোকমনোহরম্॥"

কোন আখ্যায়িকা পুস্তকের অনুগত নহে, নেপথ্য বিধানের অধীন নহে, অথচ রস ভাবাদি দ্বারা বিভূষিত ও তত্তৎ রসভাবাদি অভিনয় দ্বারা প্রদর্শিত, এরূপ হইলে তাহাকে নৃত্য বলা যায়। ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলে সকল লোকেরই মনোহারি হয়। এই নৃত্যের লক্ষণ হিন্দুস্থানের তয়ফাওয়ালিদের মধ্যে অনেকাংশে দৃষ্ট হয়।

নৃত্ত।—হস্তপাদাদিবিক্ষেপৈশ্চমৎকারাঙ্গশোভিতম্।
ত্যক্তাভিনয়মানন্দকরং নৃত্তং জনপ্রিয়ম্॥"

অভিনয়বর্জ্জিত চমৎকারজনক অঙ্গবিশেষের নাম নৃত্ত। এই নৃত্তের তিন প্রকার ভেদ আছে, যথা—

"নৃত্তে ভেদত্রয়ং চাস্তি বিষমং বিকটং লঘু।"

বিষম।—"শস্ত্রসঙ্কটরজ্জ্বাদিভ্রমণং বিষমং হি তৎ॥"

শস্ত্রসঙ্কটের মধ্যে এবং রজ্জুতে পরিভ্রমণ ইত্যাদি প্রকারের নাম বিষম নৃত্ত। এই নৃত্ত মাদ্রাজী বাজীকরদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয়।

বিকট।—"বিরূপতোঽঙ্গবেশাদিব্যাপারং বিকটং মতম্।"

বৈরূপ্যজনক বেশভূষাদি ব্যাপারকে বিকট নৃত্ত বলে।

লঘু।—"উপেতং করণৈরল্পৈ-রুৎপ্লুতাদ্যৈর্লঘু স্মৃতম্।"

অল্প উপকরণ অবলম্বন পূর্ব্বক উৎপ্লুতাদি গতিবিশেষের নাম লঘু নৃত্ত। এই নৃত্ত রাসধারীদিগের মধ্যে ব্যবহার হইয়া থাকে।

## অভিনয়।

'অভি' এই উপসর্গ পূর্ব্বক 'নীঞ্' ধাতু হইতে "অভিনয় শব্দ" উৎপন্ন হইয়াছে। 'অভি'র অর্থ সাংমুখ্য, "নীঞ্" ধাতুর অর্থ পাওয়ান। এতাবতা

তদুভয়ের যোগে এইরূপ অর্থ পাওয়া গেল যে, প্রয়োগ সকল যে প্রক্রিয়ার দ্বারা সাক্ষাৎকারের ন্যায় দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত হয়, সেই প্রক্রিয়াবিশেষের নাম অভিনয়। যথা—

"অভিপূর্ব্বস্তু নীঞ্ ধাতুরাভিমুখ্যার্থনির্ণয়ে।
যস্মাৎ প্রয়োগং নয়তি তস্মাদভিনয়ঃ স্মৃতঃ॥"

অভিনয় চারি প্রকার।

"চতুর্দ্ধাভিনয়ঃ সঃ স্যাৎ বাচিকাহার্য্যসাত্ত্বিকাঃ।
আঙ্গিকশ্চেতি তন্মধ্যে বাচিকঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥"

বাচিক, আহার্য্য, সাত্ত্বিক ও আঙ্গিক, এই চারি প্রকার অভিনয়। তন্মধ্যে বাচিক অভিনয়ই শ্রেষ্ঠ ও কঠিন।

"অঙ্গনেপথ্যসত্ত্বানি বাগর্থং ব্যঞ্জয়ন্তি হি।
তস্মাদ্বাচঃ পরং নাস্তি বাগ্‌ঘি সর্ব্বস্য কারণম্॥"

যেহেতু অঙ্গ, নেপথ্য ও নেপথ্যসত্ত্ব অর্থাৎ প্রাণী, সকলকেই সর্ব্বপ্রকার অর্থ বাক্য দ্বারা প্রকট করিতে হয়, এহেতু বাচিক অভিনয় শ্রেষ্ঠ।

বাচিক।—"গদ্যপদ্যাদিরহিতা ভাষা প্রাকৃতসংস্কৃতৈঃ।
সার্থকৈ রচিতো বাণ্যা বাচিকঃ সোঽভিধীয়তে॥"

গদ্য পদ্য বা তদুভয় লক্ষণবিবর্জ্জিত অর্থাৎ খণ্ড বাক্য, উহা প্রাকৃতই হউক, আর সংস্কৃতই হউক, বা তদুভয়ের সংযোগ করিয়াই হউক, অর্থানুরূপ রচনা করিয়া প্রয়োগ উপস্থিত করিলে, তাহা বাচিক অভিনয়। ইহা অস্মদ্দেশের কথকদিগের প্রধান অবলম্বন।

আহার্য্য।—"আহার্য্যোঽভিনয়ো নাম জ্ঞেয়ো নেপথ্যজো বিধিঃ॥"

নেপথ্যবিধানে সাধ্য (অর্থাৎ সাজ্‌গোজ্) অভিনয়ের নাম আহার্য্যাভিনয়।

নেপথ্যবিধি চারি প্রকার। পুস্ত, অলঙ্কার, সংজীব ও অঙ্গরচনা। যথা—

"চতুর্ব্বিধস্তু নেপথ্যং পুস্তোঽলঙ্কারকস্তথা।
সঞ্জীবশ্চাঙ্গরচনা———॥"

পুস্ত নেপথ্য আবার তিন প্রকার। সন্ধিমা, ভাজিমা ও চেষ্টিমা। বস্ত্র বা চর্ম্মাদি দ্বারা যে দৃশ্য নির্ম্মাণ করা যায়, তাহার নাম সন্ধিমা। সেই দৃশ্য যদি যন্ত্রঘটিত হয়, তবে তাহা ভাজিমা। যে দৃশ্য চেষ্টমান থাকে, তাহা চেষ্টিমা।

পুস্ত।—"শৈলযানবিমানানি চর্ম্মবর্ম্মায়ুধধ্বজাঃ।
যানি ক্রিয়ন্তে তান্যেব স পুস্ত ইতি সংজ্ঞিতঃ॥"

পর্ব্বত, যান, বিমান (ব্যোমচারি যান), চর্ম্ম, বর্ম্ম, অস্ত্র, ধ্বজ, পতাকা প্রভৃতিকে পুস্তজাতীয় বলা যায়।

অলঙ্কার।—"অলঙ্কারশ্চ বিজ্ঞেয়ো মাল্যাভরণবাসসাম্।
নানাবিধসমাযোগো যথাঙ্গেষু বিনির্ম্মিতঃ॥"

মাল্য, আভরণ ও বস্ত্রাদি দ্বারা যথাযোগ্য তত্তদঙ্গের নিমিত্ত যে নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহার নাম অলঙ্কার নেপথ্য।

সংজীব।—"যঃ প্রাণিনাং প্রবেশস্তু স সংজীব ইতি স্মৃতঃ॥"

নেপথ্য হইতে যে প্রাণি-প্রবেশ হয়, তাহার নাম সংজীব।

অঙ্গরচনা।—"তৈরঙ্গরচনা কার্য্যা নানাবেশপ্রধানতঃ।"

পূর্ব্বোক্ত মাল্যাভরণাদি ও শ্বেত, পীত, নীল, লোহিতাদি বর্ণ দ্বারা যথাযোগ্য স্থানে যথাযোগ্যভাবে যে বিন্যাস কবা যায়, তাহাব নাম অঙ্গরচনা।

রক্ত, পীত, শ্বেত, নীল এই চারি বর্ণই প্রধান। এতৎসংযোগে অন্যান্য বিবিধ বর্ণ উৎপন্ন হইবেক। যথা, শ্বেত ও নীল যোগ করিলে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে। সংযোগেতে বর্ণের ভাগবিশেষ, বিশেষরূপে লিখিত আছে, তাহা আর প্রকট করিলাম না।

সুখদুঃখাদিজনিত অন্তঃকার্য্যকে সত্ব বলে (মনের বিবিধ বিকার), তৎ-প্রযুক্ত ভাবের নাম সাত্বিক ভাব। সেই সাত্বিক ভাব আট প্রকার; ইহা বাহ্য শরীরের ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা অভিনয়কার্য্যে প্রকাশ করিতে হয়। 'স্তম্ভ', 'স্বেদ', 'রোমাঞ্চ', 'স্বরভেদ', 'বেপথু', 'বিবর্ণতা', 'অশ্রু', 'প্রলয়'। যথা—

"সুখদুঃখকৃতো ভাবো মনসঃ সত্বমীরিতম্।
তৎপ্রযুক্তশ্চ ভাবশ্চ সাত্বিকঃ সোঽপি চাষ্টধা॥
স্তম্ভঃ স্বেদশ্চ রোমাঞ্চঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয়ঃ —" ইত্যাদি।

নর্ত্তননির্ণয়।

নর্ত্তকগণ রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া কুসুম প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধ ও মঙ্গলময়

দ্রব্য বিকীর্ণ করিবেক, অনন্তর অনুরূপ তানে কোমল নৃত্য প্রথমে আরম্ভ করিবেক। বিষম ও উদ্ধতবিহীন নৃত্য কোমল নৃত্য। যথা—

"প্রবিশ্য নর্ত্তকী রঙ্গং বিকীর্য্য কুসুমাদিকং।
নিঃসারকেণ তানেন কোমলং নৃত্যমাচরেৎ।
তদ্বিষমোদ্ধতাদ্যৈস্তু বিহীনং কোমলং ভবেৎ॥"
সঙ্গীতদামোদর।

রঙ্গপ্রবেশের অনন্তর যে নৃত্য, তাহা দুই প্রকার আছে। একের নাম বদ্ধনৃত্য, অন্যের নাম অবদ্ধ। বদ্ধনৃত্যে গতি, নিয়ম এবং চারী প্রভৃতি বিবিধ ক্রিয়ার নিয়ম থাকে, অবদ্ধনৃত্যে তাহা থাকে না।

নৃত্যের মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে, অনেক জ্ঞাতব্যও আছে। মস্তক, চক্ষু, ভ্রূ, মুখ, বাহু, হস্তক, চালক, তলহস্ত, হস্তপ্রচার, করকর্ম্ম, ক্ষেত্র, কটি, অঙ্ঘ্রি, স্থানক, চারী, করণ, রেচক—ইত্যাদি শারীরিক অনেকবিধ ব্যাপার আছে। নৃত্যশালা ও নটের লক্ষণ, রেখা-লক্ষণ, এবং নৃত্যাঙ্গ ও তাহার সৌষ্ঠব এবং চিত্রক, লাসক, মুদ্রা, প্রমাণ, সভা, সভাধর্ম্ম, সভাসন্নিবেশ, বৃন্দলক্ষণ, বশীকরণ-প্রকার—ইত্যাদি অনেকবিধ জ্ঞাতব্যও আছে। পণ্ডিত বিট্ঠল এই সকল ব্যাপার বিস্তার পূর্ব্বক নর্ত্তননির্ণয়ের চতুর্থ প্রকরণে বলিয়াছেন। ৪র্থ প্রকরণের উত্তরার্দ্ধের প্রতিজ্ঞা শ্লোক এই—

"অথাত্রাস্মিন্ শিরোক্ষিভ্রূমুখরাগাশ্চ বাহবঃ।
হস্তকা হস্তকরসা চালা হস্তপ্রচারকাঃ।
করকর্ম্মাণি ক্ষেত্রাণি কট্যঙ্‌ঘ্রি-স্থানকানি চ।
চার্য্যশ্চ ভূগতা ব্যোমগতাঃ করণরেচকাঃ।
লক্ষণং নৃত্যশালায়া নটস্য চ সুলক্ষণং।
রেখায়া লক্ষণং পশ্চাৎ লাস্যাঙ্গানি চ সৌষ্ঠবম্।
চিত্রকং লাসকং মুদ্রা প্রমাণঞ্চ সভাসদঃ।
সভাপতিঃ সভায়াশ্চ নিবেশো বৃন্দলক্ষণম্।
বংশস্য লক্ষণং তত্র পশ্চাদ্রঙ্গপ্রবেশনম্।
বিবিধং নর্ত্তনং চাস্মিন্ ব্রূমহে লক্ষণং ক্রমাৎ॥"

পণ্ডিত বিট্ঠল এইগুলিকে অতি বিশদরূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অভিনয় সম্পর্কীয় যে কিছু বস্তু, তত্তাবৎ অতীব উত্তমরূপে বলিয়াছেন।

শিরঃ।—"একোনবিংশধা তচ্চ" শিরঃ-সম্বন্ধে ১৯ প্রকার ক্রম আছে। "সমং ধুতং বিধুতঞ্চ" ইত্যাদি ক্রমে তত্তাবতের নাম ও লক্ষণ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

দৃষ্টি।—"অদোষং ভাবসংব্যক্তলোকনং দৃষ্টিরুচ্যতে।" দোষরহিত রসভাবাদির ব্যঞ্জক অবলোকনের নাম দৃষ্টি। এই দৃষ্টি তিন প্রকার। রস-দৃষ্টি, স্থায়ি-দৃষ্টি, সঞ্চারী-দৃষ্টি। এতদ্ভিন্ন ব্যভিচারীদৃষ্টিও আছে। নর্ত্তক বা নর্ত্তকীদিগের পক্ষে এই দৃষ্টিবিজ্ঞান যেমন কঠিন, তেমন আর কিছুই না। শৃঙ্গার, বীর, করুণ প্রভৃতি দশ প্রকার রসভাব এই দৃষ্টির দ্বারাই মূর্ত্তিমান্ করিতে হইবে।

যেরূপে বা যে উপায়ে তাহা হয়, তাহারও উপদেশ আছে; সে সকল ব্যক্ত করিতে গেলে বড় বাহুল্য হইয়া যায়। ফল, রস-দৃষ্টি আট প্রকার, স্থায়িভাব প্রকাশক দৃষ্টি আট, ব্যভিচারী দৃষ্টি কুড়ি, একুনে ছত্রিশ প্রকার দৃষ্টি আছে।

"দৃষ্টি-চারানুগামিন্য-স্তারাকর্ম্মপুটাদয়ঃ।" ইত্যাদি, তদ্ভিন্ন তারা-কর্ম্ম অর্থাৎ চক্ষের মণিবিকারসাধক ব্যাপারও আছে।

ভ্রূ।—সাত প্রকার ভ্রূ-ভেদ আছে। সহজা, উৎক্ষিপ্তা, কুঞ্চিতা, রেচিতা, পতিতা, চতুরা, ভ্রুকুটী, এই সাত। যথা—

"সহজা রেচিতোৎক্ষিপ্তা কুঞ্চিতা পতিতা তথা।
চতুরা ভ্রুকুটী চেতি সদ্ভিঃ সা সপ্তধোদিতা॥"

"সহজা তু স্বভাবস্থা।" ইত্যাদিক্রমে ঐ সকলের লক্ষণও উক্ত হইয়াছে।

মুখরাগ।—"যেনাভিব্যজ্যতে চিত্ত-বৃত্তিধীররসাশ্বিতা।
রসাভিব্যক্তিহেতুত্বান্মুখরাগঃ স উচ্যতে॥"

অন্তরস্থ রস (ভাব) যদ্দ্বারা (মুখে) প্রকাশ পায়, তাদৃশ মুখবর্ণকে মুখরাগ বলে। ইহা চারি প্রকার।

বাহু।—অর্থাৎ বাহুর গতি ষোল প্রকার। ঊর্দ্ধ, অধোমুখ, তির্য্যক্, অপবিদ্ধ, প্রসারিত, অচিন্ত্য, মণ্ডলগতি, স্বস্তিক, বেষ্টিত, আবেষ্টিত, [illegible]ানুগ, আবিদ্ধ, কুঞ্চিত, সরল, নম্র, আন্দোলিত, উৎসারিত। যথা—

"ঊর্দ্ধশ্চাধোমুখস্তির্য্যগপবিদ্ধঃ প্রসারিতঃ।
অচিন্ত্যো মণ্ডলগতিঃ স্বস্তিকাবেষ্টিতাবপি॥

পৃষ্ঠানুগস্তথাবিদ্ধঃ কুঞ্চিতঃ সরলস্তথা।
নম্র আন্দোলিতঃ পশ্চাদুৎসারিত ইতি ক্রমাৎ॥”

ইহাদের লক্ষণ ও সাধনপ্রকারও বর্ণিত আছে।

হস্তক।—“নর্ত্তনে রক্তিজনকোঽব্যঙ্গবানর্থবোধকঃ।
পাদেতরাঙ্গুলিন্যাসবিশেষো হস্তকঃ স্মৃতঃ॥”

নৃত্যকালে আনুরক্তিজনক, অব্যঙ্গ অথচ অর্থপ্রকাশক যে হস্তাঙ্গুলির বিন্যাস বা বিক্ষেপবিশেষ—তাহার নাম হস্তক। উহা তিন প্রকার। সংযুত, অসংযুত ও নৃত্যহস্ত। ইহাদের লক্ষণ ও সাধন উক্ত হইয়াছে। পরন্তু কথিত সংযুতহস্তের আবার আটত্রিশ প্রকার ভেদ আছে। অসংযুত নৃত্যহস্তেরও বত্রিশ প্রকার ভেদ ও তাহাদের প্রত্যেকের নাম ও শিক্ষাপ্রণালী আছে, যথা—

“পতাকো হংসপক্ষশ্চ গোমুখশ্চতুরস্তথা।
নিকুঞ্জকঃ সর্পশিরাঃ পঞ্চাস্যশ্চর্দ্ধচন্দ্রকঃ॥
চতুর্ম্মুখস্ত্রি-দ্বিমুখৌ সূচ্যাস্যস্তাম্রচূড়কাঃ।
সন্দেশহংসচক্রাখ্যৌ ততঃ স্যাদ্রণগৃধ্রকঃ॥
খণ্ডাস্যো মৃগশীর্ষশ্চ মুকুলঃ পদ্মকোশকঃ।
কূর্ম্মনামাভিধো হস্ত-অলপল্লব-পল্লবাঃ॥
অলপদ্মাতিঘোরালৌ শুকাস্যশ্চ লতাভিধঃ।” ইত্যাদি।

পতাক, হংসপক্ষ, গোমুখ, চতুর, নিকুঞ্জক, সর্পশিরা, পঞ্চাস্য বা সিংহাস্য, অর্দ্ধচন্দ্রক, চতুর্ম্মুখ, দ্বিমুখ, সূচ্যাস্য, তাম্রচূড় ইত্যাদি।

চালক।—বংশী বা অন্যবিধ লয়যন্ত্রের অনুগত করিয়া হস্তবিরেচনের নাম চালক।

তলহস্ত বা হস্তপ্রচার।—পার্শ্ব, তির্য্যক্, সম্মুখ প্রভৃতি স্থানবিশেষে যে হস্তান্দোলন, তাহার নাম তলহস্ত।

করকর্ম্ম।—“উৎকর্ষণং বিকর্ষশ্চ তথা আকর্ষণং পুনঃ।
পরিগ্রহো নিগ্রহশ্চ ত্বাহ্বানং রোধনং তথা॥
সংশ্লেষশ্চ বিয়োগশ্চ রক্ষণং মোক্ষণং তথা।
বিক্ষেপে ধুননঞ্চৈব বিসর্জ্জস্তর্জ্জনস্তথা॥

ছেদনং ভেদনঞ্চৈব স্ফোটনং মোটনং তথা।
তাড়নঞ্চেতি হস্তানাং স্ফুটং কর্ম্মাণি কিংশতিঃ॥"

উৎকর্ষণ ( ঊর্দ্ধে ), বিকর্ষণ ( দূরে ), আকর্ষণ ( সম্মুখে ), পরিগ্রহ, নিগ্রহ, আহ্বান, রোধন ( অবরোধ করার মতন ), সংশ্লেষ, বিশ্লেষ ( ছাড়াইয়া দেওয়া ), রক্ষণ, মোক্ষণ ( ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গি ), বিক্ষেপ, ধুনন ( কম্পন ), বিসর্জ্জন, তর্জ্জন, ছেদন, ভেদন, স্ফোটন ( ফুটান ), মোটন ( মট্‌কান ), তাড়ন, এই সকল হস্তকর্ম্ম নামে কথিত হয়।

হস্তক্ষেত্র।—"পার্শ্বদ্বন্দ্বং পুরস্তাচ্চ পশ্চাদূর্দ্ধমধঃশিরাঃ।
ললাটকর্ণস্কন্ধোরুনাভয়ঃ কটিশীর্ষকে।
উরুদ্বয়ঞ্চ হস্তানাং ক্ষেত্রাণীতি ত্রয়োদশ॥"

পার্শ্বদ্বয়, সম্মুখ, পশ্চাৎ, ঊর্দ্ধ, অধঃ, মস্তক, ললাট, কর্ণ, স্কন্ধ, নাভি, কটি, শীর্ষ, উরুদ্বয়,—এই ত্রয়োদশ হস্তক্ষেত্র অর্থাৎ হস্তবিন্যাসের প্রধান স্থান।

কটি।—নির্দ্দোষনৃত্যযোগ্যা কৃশা ( দেহমধ্যে ) কটি ছয় প্রকার। যথা—
"সমাচ্ছিন্না নিবৃত্তা চ রেচিতা কম্পিতা তথা।
উদ্বাহিতা তু সা প্রোক্তা ষড়্‌বিধা চাথ লক্ষণম্‌॥"

কৃশা, সমাচ্ছিন্না, নিবৃত্তা, রেচিতা, কম্পিতা, উদ্বাহিতা। ইহাদের লক্ষণ ও সাধনপ্রকারও নির্দ্দিষ্ট আছে।

চরণ।—নৃত্যের উপযুক্ত চরণের সাধন ও লক্ষণ ত্রয়োদশ প্রকার ; যথা,—
"সমোঽঞ্চিতঃ কুঞ্চিতশ্চ সূচ্যগ্রস্তলসঞ্চরঃ।
উদ্ঘট্টিতঃ ঘট্টিতশ্চ ঘট্টিতোৎসেধকস্ততঃ॥
বট্টিতো মর্দ্দিতশ্চাথ পার্ষ্ণিগশ্চাগ্রগস্তথা।
পার্শ্বগশ্চেতি পাদঃ স্যাৎ ত্রয়োদশবিধস্ততঃ॥"

সম, অঞ্চিত, কুঞ্চিত, সূচ্যগ্র, তলসঞ্চর, উদ্ঘট্টিত, ষট্টিত, ঘট্টিত, উৎসেধক, বট্টিত ( বা ক্রোট্টিত ), মর্দ্দিত, পার্ষ্ণিগ, অগ্রগ, পার্শ্বগ।

স্থানক।—"সন্নিবেশবিশেষোঽঙ্গে স্থানং————"

অনুরক্তিজনক অঙ্গে অঙ্গসন্নিবেশবিশেষের নাম স্থানক। ইহা অসংখ্য প্রকার। তন্মধ্য হইতে নর্ত্তননির্ণয়কার সাতাশটীর লক্ষণ ও সাধনপ্রকার বলিয়াছেন। ঐ সাতাশটীর নাম এই—

সমপাদ, পার্ষ্ণিবিদ্ধ, স্বস্তিক, সংহত, উৎকট, অর্দ্ধচন্দ্র, যান ( বা বর্দ্ধমান ), নন্দ্যাবর্ত্ত, মণ্ডল, চতুরস্র, বৈশাখ, আবহিত্থক, পৃষ্ঠোত্থান, তলোত্থান, অশ্বক্রান্ত, একপাদিক, ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, আলীঢ়, প্রত্যালীঢ়, খণ্ডসূচি, সমসূচি, বিষম-সূচি, কূর্ম্মাসন, নাগবন্ধ, গারুড়, বৃষভাসন।

চারী।—ইহার সাধারণ লক্ষণ এই যে, যাহাতে পাদ, জঙ্ঘা, বক্ষ ও কটি, এই কয়েকটি স্থানকে আয়ত্ত করা যায়। উহা আয়ত্ত হইলে তদ্দ্বারা চরণ করার নামও চারী। সঞ্চরণবিশেষে উহার কোন অংশের নাম চারীকরণ, কোন অংশের নাম ব্যায়াম। পরস্পর ঘটিত অংশবিশেষের নাম খণ্ড। খণ্ড-সমূহের নাম মণ্ডল। ফল—

"চারীভিঃ প্রস্তুতং নৃত্যং চারীভিশ্চেষ্টিতং তথা।
চারীভিঃ শস্ত্রমোক্ষশ্চ চার্য্যো যুদ্ধেষু কীর্ত্তিতাঃ॥"

চারী ( সঞ্চরণবিশেষ ) দ্বারা নৃত্য প্রস্তুত হইয়াছে। চারী দ্বারা চেষ্টা সকল সম্পন্ন হইতেছে, চারী দ্বারা শস্ত্রক্ষেপ সাধিত হয় এবং চারী যুদ্ধেরও এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

চারী প্রথমতঃ দ্বিবিধ।—

"ভৌমী চাকাশিকা চেতি দ্বিধা চারী প্রকীর্ত্তিতা।"

ভৌমী অর্থাৎ পৃথিবীসম্বন্ধীয়া, আকাশিকা অর্থাৎ আকাশসম্বন্ধীয়া। আকাশ-চারী ও ভৌমী চারী, এই উভয়বিধ চারীর আবার ৮২ প্রকার ভেদ আছে। তত্তাবতের নাম, লক্ষণ ও সাধনপ্রকার নর্ত্তননির্ণয়ে উক্ত হইয়াছে। নাম-গুলি এই।—

সমপাদা, স্থিতাবর্ত্তা, শকটাস্যা, বিচ্যবা, অধ্যর্দ্ধিকা, আগতি, এলকা, ক্রীড়িতা, সমসরিত, মত্তল্লী, মতল্লী, উৎস্যন্দিতা, উড্ডিতা, স্যন্দিতা, বদ্ধা, জনিতা, উন্মুখী, রণচক্রা, পরীবৃত্তা, নূপুরপাদিকা ( বিদ্ধিকা ), তির্য্যঙ্মুখা, মরালা, করিহস্তা, কুলীরিকা, বিশ্লিষ্টা, কাতরা, পার্ষ্ণিরেচিতা, উরুতাড়িতা, উরুবেণী, তলোদ্বৃত্তা, হরিণত্রাসিকা, অর্দ্ধমণ্ডলিকা, তির্য্যক্‌কুঞ্চিতা, মদালসা, সঞ্চারিতা, উৎকুঞ্চিতা, স্তম্ভক্রীড়নিকা, লঙ্ঘিতজঙ্ঘা, স্ফুরিতা, আকুঞ্চিতা, সঙ্ঘট্টিতা, খুন্না, স্বস্তিকা, তলদর্শিনী, পুরাতর্দ্ধপুরাটী, সারিকা, স্ফুরিকা, নিকুট্টা, কলিতা, আক্ষেপা, অর্দ্ধ-স্খলিতিকা, সমস্খলিতিকা, সৌখ্যা ( এইগুলি ভৌমীচারীর জাতি )। অতিক্রান্তা,

অপক্রান্তা, পার্শ্বক্রান্তা, মৃগপ্লুতা, ঊর্দ্ধজানু, রঞ্জিতা, সূচিবিদ্ধা, নূপুরপাদা, দোলপাদা, দণ্ডপাদা, বিদ্যুদ্ভ্রান্তা, ভ্রমরী, ভুজঙ্গত্রাসিতা, ক্ষিপ্তা, আবিদ্ধা, উদ্বৃত্তিকা, আতপ্তা, পুরক্ষেপা, বিক্ষেপা, অপক্ষেপা, ডমরা, জঙ্ঘালম্বনিকা, অভিঘ্রতাড়িতা, লপ্তিকা, জঙ্ঘাবর্ত্তা, আবেষ্টনা, উদ্বেষ্টনা, উৎক্ষেপা, পদোৎক্ষেপা, প্রবৃত্তিকা, উল্লোলা, এই একত্রিশ আকাশচারীর জাতি।

করণ।—"হস্তপাদসমাযোগঃ করণং নর্ত্তনস্য চ।"

নৃত্যকালে যে হস্তে হস্তে, পদে পদে, বা হস্ত পদে সংযোগ করে, তাহার নাম করণ। এই করণ অনন্ত প্রকার হইতে পারে, তন্মধ্যে কতকগুলির নিয়ম "নর্ত্তননির্ণয়ে" উক্ত হইয়াছে।

লীন, সমনখ, ছিন্ন, গঙ্গাবতরণ, বৈশাখ, রেচিত, পশ্চাজ্জনিত, পুষ্পপুট, পার্শ্ব, জানু, ঊর্দ্ধজানু, দণ্ডপক্ষ, তলবিলাসিত, বিদ্যুদ্ভ্রান্ত, চন্দ্রাবর্ত্তক, স্তম্ভিত, ললাটতিলক, নামলতা, বৃশ্চিক, ( ১৬ ) এই ষোলটির লক্ষণাদি বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে।

রেচক।—৪ প্রকার ঃ—

"পাদয়োঃ করয়োঃ কট্যাঃ গ্রীবায়াশ্চ ভবন্তি তে।"

পাদরেচক, হস্তরেচক, কটীরেচক, গ্রীবারেচক। ইহাদের লক্ষণাদি তাবৎ উক্ত হইয়াছে।

অতঃপর প্রতিজ্ঞাত নৃত্যবস্তব মধ্যে নৃত্যশালা, নটের লক্ষণ, রেখালক্ষণ, লাস্যাঙ্গ, সৌষ্ঠব, চিত্রকর্ম্ম, মুদ্রা, লাসক, প্রমাণ, সভ্য, সভাপতি, সভাসন্নিবেশ, বৃন্দলক্ষণ, বংশলক্ষণ, রঙ্গপ্রবেশ,—এইগুলিকে পরিত্যাগ করা গেল, কারণ এসকলের উপযোগ নাই।

বক্ত পদার্থের আবাপ, উদ্বাপ, সংযোগ, বিয়োগ বশতঃ বহুবিধ নৃত্য জন্মিতে পারে, এবং জন্মিয়াও থাকে। নৃত্য আর কিছুই নয়, কথিত নিয়ম আয়ত্ত করিয়া, তাল লয় সংযোগ করিলে উহাই নৃত্য নাম ধারণ করে। যদ্যপি স্বতন্ত্র নৃত্যের বিষয় বলিবার আবশ্যক নাই, তথাপি ২।১টী স্বতন্ত্র লিখিলাম। নৃত্য দ্বিবিধ—বদ্ধ নৃত্য ও অনিবদ্ধ নৃত্য।

"কার্য্যং তত্র দ্বিধা নৃত্যং বদ্ধকং চানিবদ্ধকম্।
গত্যাদিনিয়মৈর্যুক্তং বদ্ধকং নৃত্যমুচ্যতে।
অনিবদ্ধস্ত্বনিয়মাৎ—" ইত্যাদি।

# সাহসাঙ্ক চরিত।

The aspiring soul, in thoughts celestial woven,
Dallies in bygone dreams, the dim foretaste of heaven.

THE BHILSA TOPES.

# সাহসাঙ্ক চরিত।

সংস্কৃত ভাষায় দুই খানি কান্যকুব্জাধিপতি সাহসাঙ্ক নৃপতির জীবনবৃত্তান্তঘটিত গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। ইহার মধ্যে প্রথম খানি "সাহসাঙ্ক-চরিত" ও অপর এক খানি "নবসাহসাঙ্কচরিত" নামে খ্যাত। সুবিখ্যাত কোষকার মহেশ্বর সাহসাঙ্ক-চরিতের রচয়িতা। এই গ্রন্থ এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে; কিন্তু "বিশ্ব-প্রকাশ" নিঘণ্টুর প্রারম্ভে মহেশ্বর অন্যান্য কোষকারের বিষয় লিখিয়া আপন পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহেশ্বর লিখিয়াছেন যে, তিনি গাধিপুরেশ্বর সাহসাঙ্কের চিকিৎসক-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের বংশধর, এবং তাঁহার পরিচয় অনুসারে তিনি ১০৩৩ শকে বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ উইল্‌সন সাহেব যে তাঁহার ১১১১ খৃষ্টাব্দ সময় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা ভ্রমপূর্ণ বোধ হইতেছে না। বিশ্ব-কোষের ৯ এবং ১০ শ্লোকে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, মহেশ্বর কৃষ্ণের পৌত্র। সাহসাঙ্কের অপর এক নাম বিক্রমাদিত্য, তিনি মহেশ্বরের মতে গাধিপুরাধিপতি। কেহ কেহ গাধিপুর গাজিপুরের সংস্কৃত নাম মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু সেটী তাঁহাদিগের ভ্রম। উহা কান্যকুব্জের অপর নাম মাত্র।* উইল্‌সন সাহেব বলেন যে, হেমচন্দ্রের অভিধান-চিন্তামণির নানার্থভাগ "বিশ্বকোষ" হইতে সঙ্কলিত, কিন্তু এ কথায় আমরা অনুমোদন করি না। সে যাহা হউক, বিশ্বকোষ হইতে আমাদিগের মত-পরিপোষক কবির জীবনবৃত্তসম্বন্ধীয় বিবরণ ও গ্রন্থ-প্রণয়নের অবতরণিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা,—

শ্রীসাহসাঙ্কনৃপতেরনবদ্যবিদ্যবৈদ্যোত্তারঙ্গপদপঙ্ক্তিমেব বিভ্রৎ।
যশ্চন্দ্রচারুপরিতো হরিচন্দ্রনামা সদ্ব্যাখ্যয়া চরকতন্ত্রমলংচকার॥ ৫॥
আসীদসীমবসুধাধিপবন্দনীয়ে তস্যান্বয়ে সকলবৈদ্যকুলাবতংসঃ।
শক্রস্য দস্র ইব গাধিপুরাধিপস্য শ্রীকৃষ্ণ ইত্যমলকীর্ত্তি-লতা-বিতানঃ॥ ৬॥

---

* প্রসিদ্ধ কোষকার হেমচন্দ্র "কান্যকুব্জং গাধিপুরং" ইত্যাদি ক্রমে কান্যকুব্জ নগরের পর্য্যায়ে 'গাধিপুর' শব্দ বলিয়াছেন। এইরূপ অন্যান্য কোষ এবং মহাভারতাদি গ্রন্থেও কথিত আছে।

সংকল্পসংমিলদমল্পবিকল্পজল্প-কল্পানলাকুলিতবাদিসহস্রসিন্ধুঃ।
তর্কত্রয়ত্রিনয়নস্তনয়স্তদীয়ো দামোদরঃ সমভবদ্ভিষজাং বরেণ্যঃ ॥ ৭ ॥
তস্যাভবৎ স্ফুরদুদারবাচো বাচস্পতিঃ শ্রীললনাবিলাসী।
সদ্বৈদ্যবিদ্যানলিনীদিনেশঃ কৃষ্ণস্ততঃ সৎকুমুদাকরেন্দুঃ ॥ ৮ ॥
যদ্ভ্রাতৃজঃ সকলবৈদ্যকতন্ত্ররত্ন-রত্নাকরশ্রিয়মবাপ্য চ কেশবোঽভূৎ।
কীর্ত্তির্নিকেতনমনিন্দ্যপদপ্রমাণ-বাক্যপ্রচঞ্চরচনাচতুরাননশ্রীঃ ॥ ৯ ॥
কৃষ্ণস্য তস্য চ সুতঃ স্মিতপুণ্ডরীক-দণ্ডাতপত্রপরভাগযশঃপতাকঃ।
শ্রীব্রহ্ম ইত্যবিকলাত্মমুখারবিন্দ-সোল্লাসভাসিতরসার্দ্রসরস্বতীকঃ ॥ ১০ ॥
তস্যাত্মজঃ সরসকৈরবকান্তকীর্ত্তিঃ শ্রীমন্মহেশ্বর ইতি প্রথিতঃ কবীন্দ্রঃ।
শ্রীশেষবাঙ্ময়মহার্ণবপারদৃশ্বা শব্দাগমাম্বুরুহষণ্ডরবির্বভূব ॥ ১১ ॥
যঃ সাহসাঙ্কচরিতাদিমহাপ্রবন্ধ-নির্ম্মাণনৈপুণযুতো গুণগৌরবশ্রীঃ।
যো বৈদ্যকত্রযসরোজসরোজবন্ধুর্বন্ধুঃ সতাং চ কবিকৈরবকাননেন্দুঃ ॥১২॥
সেয়ং কৃতিস্তস্য মহেশ্বরস্য বৈদগ্ধ্যসিন্ধোঃ পুরুষোত্তমানাং।
দেদীপ্যতাং হৃৎকমলেষু নিত্য-মাকল্পমাকল্পিতাকৌস্তভশ্রীঃ ॥ ১৩ ॥
লব্ধৈঃ কথঞ্চিদভিজাতসুবর্ণকার লীলেন কোষশতবারিধিশব্দরত্নৈঃ।
বিশ্বপ্রকাশ ইতি কাঞ্চন রম্যশোভাং বিভ্রন্ময়াত্র ঘটিতো মুখখণ্ড এষঃ ॥ ২৪ ॥
ফণীশ্বরোদীরিতশব্দকোষ-রত্নাকরালোড়নলালিতানাম্।
সেব্যঃ কথং নৈষ সুবর্ণশৈলো বিশ্বপ্রকাশো বিবুধাধিপানাং ॥ ১৫ ॥
ভোগীন্দ্র-কাত্যায়ন-সাহসাঙ্ক-বাচস্পতি-ব্যাড়িপুরঃসরাণাম্।
সবিশ্বরূপামরমঙ্গলানাং শুভাঙ্ক-বোপালিত-ভাগুরীণাং ॥ ১৬ ॥
কোষাবকাশপ্রকটপ্রভাব-সংভাবিতানর্ঘগুণঃ স এষঃ।
সংপাদয়ন্নেষ্যতি বাঞ্ছিতার্থান্ কথং ন চিন্তামণিতাং কবীনাম্ ॥ ১৭ ॥
আমিত্রশৈলচরমাচলমেখলাদ্রি-কৈলাসভূমিবলয়াদ্যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ।
একত্র সংভৃতমগোচরশব্দরত্ন-মালোক্যতাং তদখিলং সুধিয়ঃ কবীন্দ্রাঃ ॥১৯॥
ইত্যাদি।

অর্থাৎ যিনি সাহসাঙ্ক নৃপতির নিকট বৈদ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া মনোহর চরিত্রে অবস্থান করতঃ সদ্ব্যাখ্যার দ্বারা চরক শাস্ত্রকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহার নাম হরিচন্দ্র। (হরিচন্দ্রকৃত চরক-টীকা এক্ষণে আর পাওয়া যায় না।) এই

হরিচন্দ্রের বংশে বহুল-বসুধাপতি-মান্য, বৈদ্যকুলোদ্ভব, নির্ম্মলকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ-নামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও ইন্দ্রের অশ্বিনীকুমারের ন্যায় গাধিপুরাধিপতির বৈদ্য ছিলেন। ( ৫, ৬ ) এই শ্রীকৃষ্ণ হইতে সমস্ত ভিষগ্‌গণের পূজ্য দামোদর জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর মানসিক শক্তিসমুদ্ভূত বহুবিধ জল্পরূপ অনলে বাদিরূপ সমুদ্র পরিতপ্ত হইয়াছিল। এবং ত্রিবিধ তর্কশাস্ত্রে ত্রিনয়ন অর্থাৎ শিবতুল্য ছিলেন। (৭) ইহাঁর পুত্রের নাম বাচস্পতি। বাচস্পতি অতি স্ত্রী-বিলাসী ছিলেন, এবং বৈদ্যবিদ্যারূপ পদ্মকুলের দিবাকর ছিলেন। এই বাচস্পতি হইতে সাধুজনরূপ কুমুদের চন্দ্রস্বরূপ হইয়া কৃষ্ণ উৎপন্ন হন। (৮) ইহাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র কেশব। কেশবও বৈদ্যক শাস্ত্রে পারদৃশ্বা ছিলেন। অপিচ পদ, বাক্য, প্রমাণ ও রচনা-বিষয়ে সুচতুর ছিলেন। (৯) তাদৃশ কৃষ্ণের পুত্র শ্রীব্রহ্ম। ইনিও সর্ব্বগুণসম্পন্ন। (১০) এই শ্রীব্রহ্মের আত্মজ মহেশ্বর। ইনি চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল কীর্ত্তিলাভ করেন, এবং ইনি কবিগণের শ্রেষ্ঠ, বাক্যরূপ অপার সমুদ্রের পারগমনকারী, শব্দশাস্ত্র-রূপ পদ্মবনের সূর্য্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (১১) ইনি সাহসাঙ্ক-চরিত প্রভৃতি মহাপ্রবন্ধ নির্ম্মাণে নিপুণতা প্রকাশ করিয়া, গুণগৌরবে শ্রীসম্পন্ন বৈদ্যক শাস্ত্ররূপ পদ্মের সূর্য্য, সাধুজনের বন্ধু, কবি, এবং কবিত্বরূপ কৈরব ( নাইলফুল ) বনের চন্দ্রস্বরূপ বলিয়া প্রথিত। (১২) এতাদৃশ মহেশ্বরের কৃত এই গ্রন্থ উত্তম পুরুষদিগের হৃদয়ে আকল্প নিত্য নিত্য শ্রীপুরুষোত্তমের কৌস্তভ ধারণের শোভা-লাভ করুক। ( ১৩।১৪ ) ফণিপতিকর্ত্তৃক উদীরিত "শব্দকোষসমুদ্র" আলোড়ন করিতে করিতে যাঁহারা লালায়িত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট কেন না এই সুবর্ণসুমেরুতুল্য "বিশ্বপ্রকাশ" সমাদৃত হইবে ? ( ১৫ )।

ভোগীন্দ্র অর্থাৎ ফণিপতি, কাত্যায়ন, সাহসাঙ্ক, * বাচস্পতি, ব্যাড়ি, বিশ্বরূপ, অমর, শুভাঙ্ক, বোপালিত, ভাগুরি, এবং আদি কবিগণ কি কাঞ্চনশৈলের সেবায় পরাঙ্মুখ হন ? দেবতারাও কি সেই কাঞ্চন শৈলের ( সুমেরুর ) সেবা করেন না ?—ইত্যাদি ইত্যাদি—( ১৬। ১৭। ১৮ )।

* সাহসাঙ্ককৃত শব্দগ্রন্থ যাহা আছে তাহা আমরা দেখিতে পাই নাই, কিন্তু শব্দশাস্ত্রের টীকা-কারেরা স্থানে স্থানে "ইতি সাহসাঙ্ক দেবঃ" এই বলিয়া উক্ত ব্যক্তির নাম গ্রহণ করিয়াছেন। এবং "দেবঃ" এই বিশেষণের দ্বারা বোধ হয় যে সাহসাঙ্ক ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ছিলেন।

আদিপুরুষ
|
———
|
হরিচন্দ্র
|
শ্রীকৃষ্ণ
|
দামোদর
|
বাচস্পতি
|

- কৃষ্ণ
  - শ্রীব্রহ্ম
    - মহেশ্বর
- ( অনির্দ্দিষ্ট-নামা )
  - কেশব

অপিচ, রায় মুকুটমণি খ্যাত বৃহস্পতি ৪৫৩২ কলিগতাব্দে অর্থাৎ ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে অমরকোষের প্রসিদ্ধ টীকা পদচন্দ্রিকা রচনা করেন এবং মেদিনীকার তাঁহার পরে স্বীয় কোষ রচনা করিয়াছেন, ইহাঁরা উভয়েই বিশ্বপ্রকাশের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তথাহি মেদিনী,—

"হারাবল্যভিধাং ত্রিকাণ্ডশেষঞ্চ রত্নমালাঞ্চ।
অপি বহুদোষং বিশ্বপ্রকাশকোষঞ্চ সুবিচার্য্য॥"

ইত্যাদি।

কোলাচল মল্লিনাথ সূরি বিশ্বকোষের প্রমাণ স্বীয় টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। রায় মুকুট, মেদিনীকার এবং হেমাচার্য্য, সকলেই মহেশ্বরাচার্য্যের পরে বর্ত্তমান ছিলেন। এক্ষণে প্রকৃত কথার অনুসরণ করা যাউক। মহেশ্বরের সাহসাঙ্ক-চরিত রচনার পরে নৈষধকর্ত্তা শ্রীহর্ষ নবসাহসাঙ্কচরিত রচনা করেন।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, রাজশেখরের প্রবন্ধচিন্তামণির প্রমাণানুসারে শ্রীহর্ষদেব ১১৬৩ খৃষ্টাব্দে জয়ন্ত চন্দ্রের সভাসদ্ ছিলেন। এই প্রমাণ বিদ্বৎশার্দ্দূল বুলার মহোদয় গ্রাহ্য করিয়াছেন, সুতরাং আমরাও তাহা রাজশেখরের শ্রীহর্ষ-প্রবন্ধ পাঠে প্রামাণিক বোধ করিতেছি। পুনরায় রাজশেখর সূরি হরিহর প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, হরিহর শ্রীহর্ষের বংশধর। তিনি শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত প্রথম প্রচা-

বিত খণ্ড ১২[illegible] খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটে লইয়া গিয়া ঢোলকার রাণা বিরাধ বলের মন্ত্রী বস্তুপালকে প্রতিলিপি প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীহর্ষের সাহসাঙ্ক-চরিতের পূর্ব্বে "নব" শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, তিনি নূতন রাজা সাহসাঙ্কের চরিত-বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং এখানি মহেশ্বরের গ্রন্থ হইতে পৃথক্ নৃপতির চরিত্র-বর্ণনবিষয়ক গ্রন্থ; এজন্য ইহার নাম নবসাহসাঙ্কচরিত রাখা হইয়াছিল। যথা—

> দ্বাবিংশো নবসাহসাঙ্কচরিতে চম্পূকৃতোয়ং মহা-
> কাব্যে তস্য কৃতৌ নলীয়চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ॥

ইহাতে টীকাকার নারায়ণ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

নবো যঃ সাহসাঙ্কনামা রাজা তস্য চরিতে বিষয়ে চম্পূং গদ্যপদ্যময়ীং কথাং করোতীতি কৃৎ তস্য বিনির্ম্মিতবতঃ সোপি গ্রন্থস্তেন কৃত ইতি সূচ্যতে।

অর্থাৎ—

যিনি অভিনব সাহসাঙ্ক রাজার চরিত্র লইয়া চম্পু অর্থাৎ গদ্যপদ্যময় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এই নলচরিত বর্ণনাত্মক মহাকাব্যের দ্বাবিংশ সর্গ তৎকর্ত্তৃক সমাপ্ত হইল। নলচরিত বর্ণনাত্মক মহাকাব্যের রচয়িতা এস্থলে এই অর্থের সূচনা করিলেন যে, নবসাহসাঙ্কচরিতগ্রন্থও তাঁহার দ্বারা নির্ম্মিত।

এই প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক, নূতন সাহসাঙ্ক নৃপতিব চরিত্রবর্ণন গ্রন্থ; এজন্য শ্রীহর্ষ উহার নাম "নবসাহসাঙ্কচরিত" রাখিয়াছিলেন।

# বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচন।

What are religions ? Moral legislations,
and as such, worthy of all respect.

*Louis Viardot.*

# বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচন।

কুশী নগরের * সন্নিকটস্থ "পাওয়া" গ্রামের কানন মধ্যে শাক্যসিংহ মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার বদনমণ্ডল প্রশান্ত এবং তাহাতে মৃত্যুযন্ত্রণার লক্ষণ কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। চতুর্দ্দিকে স্থবির-মণ্ডলী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, সকলেরই মূর্ত্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর—দৃশ্যটী দেখিলে বোধ হয়, যেন দেবতাগণ কোন অলৌকিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কানন নিস্তব্ধ, চতুর্দ্দিক্ গম্ভীরভাবে পরিপূর্ণ, এমত সময়ে বুদ্ধদেব কহিলেন "ভিক্ষুগণ! যদি তোমাদিগের বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ এবং মার্গ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে, তবে তাহা এই সময় ভঞ্জন করিয়া লও।" ভগবান্ বারত্রয় এই কথা বলিলেন; কিন্তু কেহই তাহার প্রত্যুত্তর করিল না, ভিক্ষুবৃন্দ নিস্তব্ধে উপবেশন করিয়া রহিলেন। বুদ্ধদেব পুনর্ব্বার বলিলেন, "হে ভিক্ষুবৃন্দ! আমি তোমাদিগকে এই শেষবার উপদেশ দিতেছি যে, পৃথিবীর সকল বস্তু ক্ষণভঙ্গুর; এজন্য তোমরা নির্ব্বাণকামনায় জীবনক্ষেপ কর।" তিনি এই শেষ বাক্য বলিয়া ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে সংসার পরিত্যাগ করিলেন। ভগবানের মৃত্যুর পর আর্হতগণ কহিলেন, বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভগবানের মৃত্যুর বহুকাল পর একদা নাগসেন সগলাধিপতি মহারাজ মিলিন্দকে † কহিলেন, "বহুগুণসম্পন্ন ভগবান্ জীবিত আছেন।" তাহাতে তিনি প্রত্যুত্তর কবিলেন, "তবে তিনি কোথায়?" আচার্য্য নাগসেন কহিলেন, "ভগবান্ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহায় আর জন্মগ্রহণ

---

* এই নগর গোরক্ষপুরের সন্নিকট ছিল।

† ইনি যোন বা যবনরাজ মিলিন্দ (Bactrian King Menander)। ভারতবর্ষীয় কোন কোন স্থলে ইনি খ্রীষ্ট জন্মের ২০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজ্য করিয়াছিলেন। দেবামানন্বিও (Demetrius) ইহাঁর পারিষদ ছিলেন। মিলিন্দের সহিত নাগসেনের ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর পালিভাষায় "মিলিন্দ পঞ্হে" লিখিত আছে।

করিয়া ভবযন্ত্রণাভোগ করিতে হইবে না। তিনি এখানে, সেখানে বা অন্য কোন স্থানেই বর্ত্তমান নাই। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে তাহা কি এখানে বা সেখানে আছে বলা যাইতে পারে? আমাদিগের ভগবান্ সেইরূপ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি চিরকালের জন্য অস্তগত হইয়াছেন, আর উদিত হইবেন না। তিনি আর কোন স্থলেই বর্ত্তমান নাই; কিন্তু তিনি তাঁহার ধর্ম্মচক্রে বর্ত্তমান আছেন এবং তাঁহার সেই প্রদর্শিত ধর্ম্ম মধ্যেই তিনি সজীব রহিয়াছেন।" আমরা এক্ষণে বুদ্ধদেবের সেই পবিত্র ধর্ম্মের সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের সারাংশের আলোচনা করা যাইবে, তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় আমাদিগের স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে।

ভগবান্ শাক্যসিংহের প্রধান বিহারস্থান শ্রাবস্তী।* তথা হইতে তিনি সকল লোককে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন, এজন্য উহার অপর নাম ধর্ম্মপত্তন। এই স্থলেই সকল লোক তাঁহার উপদেশকদম্ব শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছিল, এমন কি দেবতারাও তাঁহার ধর্ম্মঘোষণা শ্রবণে আনন্দে মগ্ন হইয়া তাঁহাকে এইরূপ উক্তির দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন—

"উৎপন্নো লোকপ্রদ্যোতো লোকনাথঃ প্রভঙ্করঃ।
"অন্ধীভূতস্য লোকস্য চক্ষুর্দ্দাতা রণঞ্জহঃ॥
"ভগবান্ জিতসংগ্রামঃ পুণ্যৈঃ পূর্ণমনোরথঃ।
"সম্পূর্ণৈঃ শুক্লধর্ম্মৈশ্চ জগন্তি তর্পয়িষ্যসি।

---

* মহাভারতে লিখিত আছে 'শ্রাবস্তী' ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী। মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু হইতে অধস্তন অষ্টমপুরুষ শ্রাবস্তক উহার নির্ম্মাতা। যথা, মনু—ইক্ষ্বাকু—নাশক—ককুৎস্থ—অনেনাঃ—পৃথু—বিষগশ্ব—অদ্রি—যুবনাশ্ব—শ্রাব—শ্রাবস্তক। এই শ্রাবস্তক রাজা উহা স্বনামে বিখ্যাত করিয়া দক্ষিণ দিকে স্থাপন করেন।

"অদ্রেশ্চ যুবনাশ্বস্তু শ্রাবস্তস্যাত্মজোঽভবৎ।
তস্য শ্রাবস্তকো জ্ঞেয়ঃ শ্রাবস্তী যেন নির্ম্মিতা॥"
(বনপর্ব্ব।)

মহাভারতে এইরূপ শ্রাবস্তীর উল্লেখসত্ত্বেও প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী কনিংহাম সাহেব, ইহা প্রাচীন অযোধ্যা (কোশল) প্রদেশের রাজধানী স্থির করিয়াছেন। ইহার আধুনিক নাম 'সাহেৎ মাহেৎ'। পালিভাষায় শ্রাবস্তীর নাম স্বাতিপুর।

"চিরম্ সুপ্তমিমং লোকং তমঃস্কন্ধাবগুণ্ঠিতং।
"ভবান্ প্রজ্ঞাপ্রদীপেন সমর্থঃ প্রতিবোধিতুং॥
"চিরাতুরে জীবলোকে ক্লেশব্যাধিপ্রপীড়িতে।
"বৈদ্যরাট্ ত্বং সমুৎপন্নঃ সর্ব্বব্যাধি প্রমোচকঃ॥
"ভবিষ্যন্ত্যক্ষণাঃ শূন্যাস্ত্বয়ি নাথে সমুদ্গতে।
"মনুষ্যাশ্চৈব দেবাশ্চ ভবিষ্যন্তি সুখান্বিতাঃ।
"পণ্ডিতাশ্চাপ্যরোগাশ্চ ধর্ম্মং শ্রোষ্যন্তি যেঽপি তে॥"
ইত্যাদি।

অর্থাৎ "আপনি লোকভাস্কর, লোকনাথ এবং অন্ধীভূত লোক সকলের চক্ষুর্দ্দাতা হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনি ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, কামজয়ী, পূর্ণ-মনোরথ, এবং আপনি এই জগৎ শুক্লধর্ম্মের * দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবেন। জগৎ বহুকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন আছে, আপনি ইহাকে জ্ঞানালোক বিস্তার দ্বারা প্রবুদ্ধ করিতে সমর্থ। এই জীবলোক ক্লেশব্যাধিতে প্রপীড়িত আছে দেখিয়া আপনি বৈদ্যরাজ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনার দ্বারাই এই জীবলোকের সকল পীড়ার অন্ত হইবে। এই জীবলোক এতকাল চক্ষুর্হীন হইয়াছিল, আপনি উদিত হওয়াতে তাহারা সচক্ষু হইবে। কি দেব, কি মনুষ্য, সকলেই সুখী হইবে। যাহারা আপনার এই ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করে, তাহারা পণ্ডিত হয় এবং গতব্যাধি হয়।" ইত্যাদি।

একদা ধ্যাননিমীলিত নেত্রে উপবিষ্ট শাক্যসিংহ ভাবিলেন, হায় কি কষ্ট! এই জীবলোক কেবল কষ্টময়! জন্মিতেছে—বাঁচিতেছে—মরিতেছে—চ্যুত হইতেছে! লোক সকল এই মহাদুঃখস্কন্ধের মধ্য হইতে নিঃসৃত হইতে জানে না, এবং জরাব্যাধি প্রভৃতির অন্ত অর্থাৎ নাশক্রিয়া অবগত নহে। এইরূপ গভীর চিন্তার পর শাক্যসিংহ ভাবিলেন, "কি হেতু জরামরণ হয়?"

* শুক্লধর্ম্ম অর্থাৎ অহিংসাধর্ম্ম। অহিংসাধর্ম্মের শুক্লসংজ্ঞা বৌদ্ধভাষার অন্তর্গত নহে। ইহা সংস্কৃত ভাষার অন্তর্গত। বেদ হইতে আকর্ষণ করিয়া প্রথমতঃ ব্যাস, তৎপরে পতঞ্জলি ইহার ব্যবহার করিয়াছিলেন।

"জরামরণং কিংমূলকম্?"

এই প্রশ্নোদয়ের পরক্ষণেই উদয় হইল "জাতিপ্রত্যয়ং হি জরামরণম্।" জাতিপ্রত্যয় জরামরণের কারণ।

"কিংমূলকং জাতিঃ?" জাতির মূল কি?

"জাতির্ভবতি ভবপ্রত্যয়া।" ভব অর্থাৎ উৎপত্তিই জাতির মূল। এইরূপ উৎপত্তির বীজ উপাদান (অর্থাৎ পৃথিবীধাত্বাদি), উপাদানের মূল তৃষ্ণা, তৃষ্ণার মূল বেদনা, বেদনার মূল স্পর্শ, স্পর্শের বীজ ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের বীজ নামরূপ, নামরূপের বীজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞানোৎপত্তির বীজ সংস্কার, সংস্কারের বীজ অবিদ্যা *। দুঃখস্কন্ধের এই হেতু-ভাব অবগত হইয়া বোধিসত্ত্ব, ঐ হেতু-ভাবের উচ্ছেদচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে হইল যে—

"অবিদ্যায়ামসত্যাং সংস্কারা ন ভবন্তি অবিদ্যানিরোধাৎ সংস্কারনিরোধঃ। সংস্কারনিরোধাদ্বিজ্ঞাননিরোধঃ। যাবজ্জাতিনিরোধাজ্জরামরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখদৌর্ম্মনস্যোপায়াশা নিরুধ্যন্তে। এবমস্য কেবলস্য মহতো দুঃখস্কন্ধস্য নিরোধো ভবতীতি। ইতি হি ভিক্ষবো বোধিসত্ত্বস্য পূর্ব্বমশ্রুতেষু ধর্ম্মেষু যোণ্ডনিশং মনসিকারাদ্বহুলীকারাজ্জ্ঞানমুদপাদি চক্ষুরুদপাদি—বিদ্যোদপাদি—ভূরিরুদপাদি—মেধোদপাদি প্রজ্ঞোদপাদি আলোকঃ প্রাদুর্বভূব।"

অবিদ্যাকে নিরোধ করিতে পারিলে সংস্কার নিরুদ্ধ হয়; সংস্কার নিরুদ্ধ হইলে বিজ্ঞানোৎপত্তি নিরুদ্ধ হয়; এইরূপে ক্রমে সমস্ত দুঃখস্কন্ধ নিরুদ্ধ হইতে পারে। অতএব দুঃখনিরোধের নাম নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ হইলে সুখদুঃখাদি থাকে না, আত্মাও থাকে না, একবারে অভাব হইয়া যায়। শাক্যসিংহ এইরূপ চিন্তার চরম ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং তিনি "জরামরণ-বিঘাতী ভিষগ্বর" বলিয়া খ্যাত হইলেন।

---

* পালিভাষায় দ্বাদশ নিদানের মতও এইরূপ; যথা," অবিজ্জা, পচ্চয়া সঙ্খারা, সঙ্খার পচ্চয়া বিঞ্ঞানম্, বিঞ্ঞান পচ্চয়া নামরূপম্, নামরূপ পচ্চয়া ষড়ায়তনম্, ষড়ায়তন পচ্চয়া ফাসসো, ফাসস পচ্চয়া বেদনা, বেদনা পচ্চয়া তণ্হা, তণ্হা পচ্চয়া উপাদানম্, উপাদান পচ্চয়া ভাবো, ভাব পচ্চয়া জাতি, জাতি পচ্চয়া জরামরণম্ শোকা পরিদেব দুঃখম্" ইত্যাদি।

লোকে প্রবাদ আছে যে, বুদ্ধদেব বেদ নিন্দা করিয়াছিলেন, তদনুসারে এক্ষণকার বৌদ্ধেরা বেদকে ভণ্ডনির্ম্মিত বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন; কিন্তু বুদ্ধদেব যে একেবারে সমূলে বেদের উচ্ছেদ চেষ্টা করিয়াছিলেন এমত বোধ হয় না। ফল, বেদের অভ্রান্তত্ব স্বীকার তিনি করিতেন না, ইহা বিশ্বাস হয়। তিনি অহিংসাধর্ম্মের উপদেশক, সুতরাং হিংসাঘটিত বৈদিককার্য্য তাঁহার মতের বাহির। তিনি সংসারত্যাগের পরিপোষক ও উপযোগী চিত্তনৈর্ম্মল্যকারক ধর্ম্মের পক্ষপাতী, সুতরাং তদ্বিরোধী বৈদিক-ধর্ম্মও তাঁহার মতের বাহির। অতএব, যে সকল বৈদিক কর্ম্ম তাঁহার মতের অনুকূল, তাহা তাঁহার মতস্থ বলিয়া অনুমিত হয়। অস্মদ্দেশীয় জয়দেব কবি এইজন্যই বুদ্ধমূর্ত্তির স্তোত্রে বলিয়াছেন,—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্।
সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্ ॥"

যে সকল শ্রুতিতে পশুঘাতঘটিত যজ্ঞবিধি আছে, তুমি সেই সকল শ্রুতিকে নিন্দা করিয়াছ। এতাবতা সকল শ্রুতিকে নিন্দা কর নাই, ইহাও ব্যক্ত করা হইল।

যে সকল যজ্ঞে হিংসাদি দোষ নাই, সে সকল যজ্ঞ করিতে তাঁহার নিষেধ ছিল না, কেননা তিনি স্বয়ং তাদৃশ যজ্ঞ করিয়াছিলেন; ইহা শাক্যদেবের জীবনীতেও পাওয়া যায়। যথা—

"আত্মপরহিতপ্রতিপন্নোঽনুত্তরপ্রতি-
পত্তিশূরো লোকস্যার্থকামো হিতকামঃ
সুখকামো যোগক্ষেমকামো লোকানু-
কম্পকো হিতৈষী মৈত্রী বিহারী মহা-
কারুণিকঃ সংগ্রহবস্তুকুশলঃ সততশমিতো-
ঽপরিচ্ছিন্নমানসঃ সত্ত্বপরিপাক-
বিনয়কুশলঃ সর্ব্বসত্ত্বেষ্বেকপুত্ত্রক-
প্রেমানুগতমনস্কিকারঃ সর্ব্ববস্তুনির-
পেক্ষপরিত্যাগী দানে সংবিভাগরতঃ
সততপাণিত্যাগশূরো যষ্টযজ্ঞঃ—" ইত্যাদি।

ললিতবিস্তরের এই প্রমাণের দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধ হইতেছে যে, তিনি অহিংসাঘটিত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ছিলেন।

ভগবান্ শাক্যসিংহ যে দিন গৃহত্যাগে কৃতনিশ্চয় হন, সেই দিন রাত্রে তাঁহারি দৈববাণী হইয়াছিল। তাহা এই—

"অয়মদ্য কালসময়ো নিষ্ক্রমোতি মতি বিচিন্তোহি।"

হে পুরুষসিংহ! তোমার এই কাল নিষ্ক্রমণের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে, অতএব নিষ্ক্রমণ বুদ্ধিকে চিন্তা কর।

"নহি বদ্ধ মোচায়াতী ন বান্ধপুরুষো দর্শয়তি মার্গং।
মুক্তস্তু মোচায়াতী সচক্ষুরন্ধান্ দর্শয়তি মার্গম্॥"

"যে সত্ব কামদাসো গৃহধনপুত্রভার্য্যাপরিশুদ্ধা তে তুভ্যং শিক্ষমানা নৈষ্ক্রম্য-মতৌ স্পৃহা কুর্য়ুঃ।"

বদ্ধ ব্যক্তি অন্য বদ্ধকে মুক্ত করিতে পারে না। যেমন অন্ধ পুরুষ পথ প্রদর্শন কবিতে পারে না। যে স্বয়ং মুক্ত, সেই ব্যক্তিই অন্যকে মুক্ত করিতে পারে। যেমন সচক্ষু ব্যক্তি অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে।

অতএব যে সকল প্রাণী কামদাস, গৃহ, ধন, পুত্র ও ভার্য্যাদিতে পরিবৃত আছে, তাহারা তোমা হইতে শিক্ষালাভ করিয়া নিষ্ক্রমণের নিমিত্ত মতি করুক।

ঋষিদিগের মতে মুক্তি, আর বৌদ্ধদিগের মতে প্রজ্ঞাপারমিত, প্রায় তুল্যার্থ। উপায়ও প্রায় একবিধ। যথা—

"উদারচ্ছন্দেন চাশয়ে নাধ্যাসয়েন করুণা য প্রাণিষ্টৎ পাদ্যতে।
চিত্তবরাগ্র বোধায় শব্দে চ রূপ তূরিয়েভি নিশ্চরী॥"
"শ্রদ্ধা প্রসাদোহ বিমুক্তি গৌরবং নির্ম্মাণতা ওনমনা গুরূণাং।
পরিপৃচ্ছতা কিং কুশলং গবেষণা অনুস্মৃতী ভাবনুশব্দ নিশ্চরী॥
"দানে দমে সংযমশীল শব্দঃ ক্ষান্ত্যশ্চ শব্দস্তথ বীর্য্যশব্দো ধ্যানাভিনির্হার সমাধি শব্দঃ প্রজ্ঞা উপায়স্তু চ শব্দনিশ্চরী।"
"মৈত্রায় শব্দঃ করুণায় শব্দো মুদ্রিতা উপেক্ষণায় অভিজ্ঞ শব্দঃ।
চতুঃসঙ্গহ বস্তু বিনিশ্চয়েন সত্ত্বানুপরিপাচন শব্দ নিশ্চরী।"

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, করুণা, চিত্তৈকাগ্রতা, শ্রদ্ধা, প্রসন্নতা, গৌরব-ত্যাগ, নির্ম্মলতা, গুরুর নিকট নতিশীলতা, কুশলান্বেষিত্ব, অনুস্মরণ, দান, দম,

ক্ষান্তি, উৎসাহ, ধ্যান, সমাধি, এই সকল প্রজ্ঞালাভের উপায়। এতৎসাধন-জন্য প্রজ্ঞার পারে অর্থাৎ অনন্তর নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণমুক্তি বৌদ্ধদিগের যেমন, ঋষিদিগেরও সেইরূপ।

শাক্যসিংহ বুদ্ধধর্ম্মকে অভিমুখ করিয়াছিলেন, প্রণিধানের মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, প্রাণীর প্রতি মহাকরুণা প্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রাণিগণের মুক্তিপথ চিন্তা করিয়াছিলেন, সর্ব্বসম্পদ্‌কে বিপত্তিপর্য্যবসানা দৃষ্ট করিয়াছিলেন, সংসারকে অনেক উপদ্রব ও ভয়সঙ্কুল দেখিতেন, কাম এবং কলিপাশ ছেদন করিয়াছিলেন, সংসারবন্ধন হইতে আত্মাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, এবং নির্ব্বাণে চিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই বিশ্বাস সকল বৌদ্ধদিগের আছে, এবং তাহাদের গ্রন্থেও এইরূপ লিখিত আছে।

"বুদ্ধধর্ম্মাংশ্চাভিমুখীকরোতি স্ম—প্রণিধান-
বলং চাভিনির্হরতি স্ম—সত্ত্বেষু চ
মহাকরুণাং অবক্রাময়তি স্ম—সত্ত্বপ্রমোক্ষং
চিন্তয়তি স্ম—সর্ব্বসম্পদো বিপত্তিপর্য্যব-
সানা ইতি প্রত্যবেক্ষতে স্ম—অনেকোপ-
দ্রবভয়বহুলঞ্চ সংসারমুপপরীক্ষতে স্ম—
মারকলিপাশাংশ্চ সঞ্ছিনত্তি স্ম—
সংসারপ্রবন্ধাদাত্মানমুচ্চালয়তি স্ম—
নির্ব্বাণে চ চিত্তং সম্প্রে ষয়তি স্ম—" ইত্যাদি———

ভারতবর্ষীয় আর্য্য দার্শনিকদিগের মধ্যে যেমন জগতের মূলতত্ত্ব কোন মতে পঁচিশ, কোন মতে ষোল, কোন মতে সাত,—তেমনি পুরাতন বৌদ্ধদিগের মতে জগতের মূলতত্ত্ব দুই, চিত্ত ও ভূত। চিত্ত হইতে পঞ্চস্কন্ধাত্মক চৈত্তপদার্থের, ভূত হইতে ভৌতিক পদার্থের, এই উভয়বিধ পদার্থ দ্বারা বাহ্য ও অভ্যান্তরঘটিত সমস্ত ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতেছে। তদ্‌যথা—

"ভূতং ভৌতিকং চিত্তং চৈত্তঞ্চ।"

(শঙ্করাচার্যাধৃত বুদ্ধবাক্য।)

"খরস্নেহোষ্ণেরণস্বভাবাস্তে পৃথিবীধাত্বাদয়শ্চত্বারঃ।"

বুদ্ধদেবের মতে ভূত ৪টী, ইনি মূল পদার্থকে ধাতু শব্দে উল্লেখ করিতেন

তদনুসারে পৃথিবীধাতু, আপ্যধাতু, তেজোধাতু, বায়ুধাতু। এই চারি প্রকার ধাতু অর্থাৎ পরমাণুসত্তা বৌদ্ধদিগের মতে হইতেছে। আকাশ কোন পদার্থ নহে। আবরণাভাব অর্থাৎ যেখানে কিছু নাই, সেই অবকাশময় স্থানের নাম আকাশ, তাহা কোনও পদার্থ নহে।

উক্ত চারি প্রকার ধাতু অর্থাৎ পরমাণুর স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন। পৃথিবীধাতু খর অর্থাৎ কঠিনস্বভাব। পৃথিবীর স্বভাবেই বস্তুতে কাঠিন্য জন্মে। আপ্যধাতু স্নেহস্বভাবাপন্ন, তেজোধাতু উষ্ণস্বভাব, বায়বীয় পরমাণু ঈরণ অর্থাৎ চলনশীল। "অন্যদপি স্বাভাব্যমন্তরাস্তি তেষাম্" উক্ত ঐ প্রকার স্বভাবাপন্ন চারি প্রকার ধাতুর অন্য প্রকার স্বভাবও আছে, তাহা আকর্ষণ, বিকর্ষণ, বিক্রিয়া-ধর্ম্মবত্তাদি অনেক প্রকার। এই চারি প্রকার পরমাণু-রাশির ন্যূনাধিক ও তারতম্য ভাবে সংহত হওয়ার নাম স্থূল সৃষ্টি। ইহা ভূত হইতে জন্মলাভ করে বলিয়া ভৌতিক নামে অভিহিত হয়। এইরূপে ভূত ভৌতিক সমুদায় জগতের এক অবয়ব। অবশিষ্ট অবয়ব পঞ্চস্কন্ধাত্মক চৈত্তপদার্থের [illegible] পূরণ হয়। যথা—

"রূপ-বিজ্ঞান-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কারসংজ্ঞকাঃ পঞ্চস্কন্ধাশ্চিত্তচৈত্তাত্মকাঃ।"

(শঙ্করাচার্য্যধৃত বুদ্ধবাক্য।)

সবিষয় ইন্দ্রিয়কে রূপস্কন্ধ বলে (বিষয় সকল বহিঃস্থ হইলেও অন্তঃস্থ ইন্দ্রিয় দ্বারাই উহার উপলব্ধি।) বাহ্য বস্তু কিছু নাই, সমস্তই অন্তঃস্থ বিজ্ঞান ধাতুর পরিণাম, এই মতের উত্থান এই স্থান হইতেই হইয়াছে।

"অহমহমিত্যালয়বিজ্ঞানং রূপস্কন্ধঃ।"

"আমি আমি" "আমার আমার" এবম্প্রকার অহংভাবাপন্ন সর্ব্বদা উৎপন্ন জ্ঞানপ্রবাহের নাম বিজ্ঞানস্কন্ধ। সুখদুঃখাদির অনুভব হওয়ার নাম বেদনাস্কন্ধ। ইহা গো, ইহা মহিষ, উহা অশ্ব, এই প্রকার ভেদব্যবহারসম্পাদক নামবিশিষ্ট বিকল্পাত্মক প্রতীতির নাম সংজ্ঞাস্কন্ধ। রাগ, দ্বেষ, মোহ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ইত্যাদি আন্তরীণ ভাবসমূহকে সংস্কারস্কন্ধ বলে। (বৌদ্ধমতে ধর্ম্মাধর্ম্ম কেবল চিত্তগত সংস্কারমাত্র।)

"বিজ্ঞানস্কন্ধশ্চিত্তমাত্মা চ, অন্যচ্চত্বারঃ স্কন্ধাশ্চৈত্তাশ্চ
সংহতাঃ লোকযাত্রানির্ব্বাহকাঃ।"

এই মতে আত্মার নিত্যতা নাই, স্থিরতাও নাই। জগতের সকল ভাবই ক্ষণিক; তবে যে স্থির বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহা কেবল প্রবাহের শক্তিতে। বর্ত্তমান দেহে প্রতিক্ষণেই স্রোতের ন্যায় বিজ্ঞানধাতুর উৎপত্তি বিনাশ হইতেছে। যদি মধ্যে ব্যবধানকাল থাকিত, তাহা হইলেই প্রতীতি হইত, ব্যবধান নাই বলিয়াই যেন বাল্য হইতে মরণ পর্য্যন্ত এক আত্মাই ভোগ করিতেছেন বলিয়া প্রতীতি হয়।

"—ত্রয়াদন্যৎ সংস্কৃতং ক্ষণিকঞ্চ।"

( শঙ্করাচার্য্যধৃত বোধিচিত্তবিবরণ। )

আর্য্যদিগের মতে যেমন ভাববিকার ছয়, বৌদ্ধদিগের মতে ভাববিকার বিংশতিরও অধিক। যথা—

"অবিদ্যা সংস্কারো বিজ্ঞানং নামরূপং ষড়ায়তনং স্পর্শো বেদনাতৃষ্ণোপাদানং ভবো জাতির্জরা মরণং শোকঃ পরিবেদনা দুঃখং দুর্মনস্তা ইত্যেবংজাতীয়কা ইতরেতরহেতুকাঃ।"

( শঙ্করাচার্য্যধৃত বৌদ্ধসূত্র।")

ক্ষণিক বস্তুতে স্থিরত্ব বুদ্ধির নাম অবিদ্যা। জগতের সকল পদার্থই ক্ষণিক, কিন্তু এ শত বৎসর, ও দশ বৎসর আছে বা থাকিবে ইত্যাদি বুদ্ধিই আমাদের অবিদ্যা। এই অবিদ্যায় রাগ, দ্বেষ, মোহ জন্মে—পশ্চাৎ সংস্কার জন্মে। সেই সংস্কার বিজ্ঞানকে জন্মায়। গর্ভস্থ তাৎকালিক বিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান তুল্যার্থ। এই আলয়বিজ্ঞান ক্রমশঃ শরীরস্থ ৪ প্রকার ধাতু উপযুক্তরূপে সংহত করে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের স্বভাব প্রকাশ করিয়া পরস্পরকে পরিপাক করে। তৎপরে রূপনিষ্পত্তি অর্থাৎ শুক্র শোণিতের নিষ্পত্তি হয়। এইরূপে নামরূপ শব্দে গর্ভস্থ কলল ও বুদ্‌বুদ ( আদি ব্যবস্থা ) পর্যান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। তৎপরে ষড়ায়তন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান চারি ধাতু ও রূপ, এই ছয়টির সংযোগে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম ষড়ায়তন। নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয় এই তিনের সংযোগ হওয়ার নাম স্পর্শ। স্পর্শ হইতে সুখাকারা বেদনা, বেদনা হইতে বিষয়তৃষ্ণা, বিষয়তৃষ্ণা হইতে প্রবৃত্তি, এই প্রবৃত্তি অনুসারে ধর্ম্মাধর্ম্ম এই ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে জাতি অর্থাৎ নানাদেহোৎপত্তি। এত দূরে পঞ্চস্কন্ধ উৎপত্তির কথা বলা হইল। এই উৎপন্ন পঞ্চস্কন্ধের পরিপাক হয়, সেই পরিপাকের

নাম বার্দ্ধক্য ( ইহাকে জরাস্কন্ধ বলে। ) তৎপরে নাশ হয়; অর্থাৎ যে বলে স্কন্ধ সমুদয় সংহত ছিল, সে বলের লয় হইলে সকলই লয় হইল—থাকিল সেই মূল ধাতু-মাত্র।—ঐরূপ নাশ হইলে তৎপ্রতি স্নেহভাবাপন্ন জীবের অন্তর্দাহের, নাম শোক। শোক উপস্থিত হইলে "হা পুত্র!" বলিয়া বিলাপ করে। এই বিলাপের নাম পরিবেদনা। যাহা ইষ্ট নয়, অর্থাৎ মনের অনুকূল নয়, তাহার অনুভব হওয়ার নাম দুঃখ। এই দুঃখ হইতে দুর্মনস্থা অর্থাৎ মনোব্যথা জন্মে। এতদ্ভিন্ন মান, অপমান প্রভৃতি বিকারান্তর জন্মিয়া থাকে।

এই সকলগুলি পরস্পর পরস্পরের হইয়া হেতু-হেতুমদ্ভাবে অবস্থান করি-তেছে অর্থাৎ যেমন অবিদ্যা সংস্কার উৎপত্তির প্রতি হেতু, তেমনি আবার সংস্কারও অবিদ্যান্তর উৎপত্তির প্রতি হেতু। এইরূপ প্রাচীন বৌদ্ধগণ জগৎপরীক্ষা সম্বন্ধে মত প্রকাশ কবিয়াছেন।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মতে ভোক্তা আত্মা নাই। বিজ্ঞানই আত্মা এবং বিজ্ঞানই আত্মার ভোগ্য। বিজ্ঞান ব্যতীত পদার্থান্তর এ জগতে নাই। এই বিজ্ঞাননিরোধের নামই মুক্তি। ক্ষণিকত্ব বুদ্ধি জন্মাইবার নিমিত্ত বৌদ্ধেরা ধ্যান করিয়া থাকেন। বৌদ্ধদিগের দর্শনশাস্ত্রীয় ভাষার কতিপয় উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

| বৌদ্ধদর্শন। | আর্য্যদর্শন। ( গৌতমাদি অর্থাৎ সংস্কৃত ) |
|---|---|
| খর | কাঠিন্য |
| ধাতু | ভূত |
| হেতুক | প্রকার |
| প্রত্যয় | কারণ |
| আলয় বিজ্ঞান | গর্ভস্থজীবের প্রথম জ্ঞান |
| পুদ্গল | দেহ |
| প্রতীত্য, প্রত্যয়হেতুক | কার্য্য |
| ভাব, উৎপাদ | উৎপত্তি |
| নিরোধ | ধ্বংস |

| | |
|---|---|
| প্রতিসংখ্যা নিরোধ | হনন |
| অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ | স্বয়ং বিনাশী |
| আবরণাভাব | আকাশ |
| সন্তানী | হেতু-ফলভাব |
| সন্নিশ্রয় | অধিকরণ |
| অজীব | ভোগ্য |
| আশ্রব | বিষয় প্রবৃত্তি |
| সংবর | যম নিয়মাদি |
| নির্জ্জর | প্রায়শ্চিত্ত |
| বন্ধ | কর্ম্ম |
| মোক্ষ | কর্ম্মনাশ |
| অস্তিকায় | তত্ব বা পদার্থ |
| ঘাতিকর্ম্ম | শ্রেয়ঃ-প্রতিবন্ধক |
| ভঙ্গিনয় | যুক্তিরীতি |
| তীর্থঙ্কর | আচার্য্য |

ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই, তাঁহার মৃত্যুর পর (৫৪৩ খৃঃ জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে) তদীয় কাশ্যপ নামক ব্রাহ্মণ শিষ্য অভিধর্ম্ম, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আনন্দ সূত্র, এবং উপালী নামক শূদ্র বিনয় নামক বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন। এই "রত্নত্রয়ে" শাক্যসিংহের সমুদায় বাক্য গৃহীত হইয়াছে, ইহাই প্রাচীন বৌদ্ধদিগের মূল ধর্ম্মগ্রন্থ এবং ইহাতেই বুদ্ধদেব সংসারমধ্যে সজীব রহিয়াছেন। এই গ্রন্থত্রিতয়ের প্রত্যেক বাক্য ভগবানের মুখনিঃসৃত বাক্য বলিয়া সাদরে ভিক্ষুমণ্ডলী গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধাচার্য্য বুদ্ধঘোষ কহেন, "এ সকল বুদ্ধবচন, এজন্য ইহার সকল অংশই অপরিবর্ত্তনীয়, কেননা বুদ্ধদেব ইহার মধ্যে একটী বাক্যও বৃথা ব্যবহার করেন নাই।" এই "রত্নত্রয়" অর্থাৎ বিনয়, সূত্র, অভিধর্ম্ম, ত্রিবিধ গ্রন্থকে ত্রিপিটক কহে।

পালিভাষায় উহার নাম "ত্রিপিটকম্।" ভিলসাস্তূপ গ্রন্থকার কনিংহাম সাহেব কহেন, বিনয় ও সূত্রপিটকে শ্রাবক ও সাধারণ বুদ্ধমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, এজন্য উহা প্রাকৃত; এবং অভিধর্ম্ম পিটক বোধিসত্ত্ব-গণকে বলা হইয়াছিল, এজন্য উহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সমুদায় পালেয় বা পালিভাষায় লিখিত হইয়াছিল, কেননা বুদ্ধদেব মাগধী ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় উপদেশ প্রদান করেন নাই। তিনি ভিক্ষুবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন, "আমার বাক্য সকল সংস্কৃতে অনুবাদ করিও না, তাহা হইলে বিশেষ অপরাধী হইবে। আমি যেমত প্রাকৃতভাষায় উপদেশ দিতেছি, ঠিক্ সেইরূপ ভাষা গ্রন্থাদিতে ব্যবহার করিবে।" সুতরাং ইহা নিঃসংশয় স্থির হইতেছে, ত্রিপিটক পালিভাষায় রচিত হইয়াছিল। এবং ইহার টীকাকারও কহেন "বুদ্ধ-বাক্য সকল সকণিরুত্তি অর্থাৎ প্রাকৃতভাষায় রচিত।" মহাবংশের লিখনানুসারে সুভূতিনামক সিংহলদেশীয় বৌদ্ধাচার্য্য অনুমান করেন, ত্রিপিটক শ্রুতির ন্যায় পূর্ব্বে সকলের কণ্ঠস্থ ছিল, তৎপরে অনুমান খ্রীষ্টজন্মের একশত বৎসরের পূর্ব্বে ভট্টগমনীর রাজ্যকালে গ্রন্থবদ্ধ হইয়া লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। ৩০৭ খ্রীঃ পূঃ মহারাজ মহেন্দ্র ত্রিপিটক ও তাহার অর্থকথা সিংহল-দ্বীপে প্রচার করেন এবং তিনি সাধারণ বৌদ্ধগণের জন্য তাহার সিংহলীয় অনুবাদ করিয়াছিলেন। সিংহলীয় ভাষার সেই অনুবাদ এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে। আচার্য্য বুদ্ধঘোষ চারি শত খ্রীষ্টাব্দে ইহার পুনরায় পালি অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা সিংহল ও ব্রহ্মদেশে প্রচলিত আছে। বিনয় পিটকে শাক্যসিংহের জীবনচরিত ও বৌদ্ধ ভিক্ষুবৃন্দের নিমিত্ত সর্ব্বসৎকর্ম্মপদ্ধতি লিখিত আছে। সূত্র পিটক বুদ্ধদেবের উপদেশ ও বিবিধ আখ্যানে পরিপূর্ণ, এবং অভিধর্ম্ম পিটকে বিজ্ঞানাদি-ঘটিত বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব নিরূপিত আছে। ত্রিপিটকের বিভাগ এইরূপ ঃ—

বিনয়পিটকম্।

পরাজিকা, পাসিত্তি, মহাবগ্গো, পরিবারপাঠো ঃ

সুত্তপিটকম্।

দীঘ্‌ঘ নিক্কেয়, মঝ্‌ঝি নিক্কেয়, সামুত্ত, অঙ্গুত্তর নিক্কেয়, ক্ষুদ্দক নিক্কেয়। শেষোক্ত গ্রন্থখানি নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত। খুদ্দক পাঠো, ধম্মপদম্, উদানম্,

ইতিবুত্তকম্, স্বত্তনিপাত, বিমানবাথ্থু, থেরগাথা, পেটবাথ্থু, থেরীগাথা, জাতকম্, নিদ্দেশো, পতিসম্ভিদ মাগ্গ, অপাদানম্, বুদ্ধবংশ, সারিয়পিটকম্।

অভিধম্মপিটকম্।

ধম্মসঙ্গনি, বিভাঙ্গম, কথাবাথ্থু, পুগ্গল, পানত্তি, ধাতুকথা, যমকম্, পাঠনম্।

নির্ব্বাণকামনাই বৌদ্ধ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই নির্ব্বাণপ্রাপ্তির জন্যই তাহারা শারীরিক নানাবিধ কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকে এবং শাক্যসিংহও পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, বৌদ্ধগণকে একমাত্র নির্ব্বাণ লাভ করিতে বিবিধ উপদেশ দিয়াছেন। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণই কষ্টদায়ক। সৎকার্য্যের দ্বারা পুনর্জ্জন্ম না হইয়া নির্ব্বাণ লাভ হয় এবং তাহাই বৌদ্ধগণের পরম সুখ। বৌদ্ধশাস্ত্রে লিখিত আছে যে,

"জিয়্ঘচা চরম রোগ সঙ্খার পরম দুথম্।
এতম্ নত্য যথা ভূতম্ নিব্বাণম্ পরমম্ সুথম্॥"

অর্থাৎ যেমন ক্ষুধা, রোগ অপেক্ষাও কষ্টদায়ক, সেইমত জীবন, দুঃখ অপেক্ষাও ক্লেশদায়ক; কিন্তু একমাত্র নির্ব্বাণই পরম সুখ। নির্ব্বাণপ্রাপ্তির নিমিত্ত আর্হতগণকে নিম্নলিখিত গুণবিশিষ্ট হইতে হইবেক; যথা,—দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য্য, ধ্যান, প্রজ্ঞান, উপায়, বল, প্রণিধি ও জ্ঞান, (ইহাকে পারমিতা কহে।) বৌদ্ধেরা নাস্তিক, তাহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে ঈশ্বরের নামমাত্রেরও উল্লেখ নাই। বৌদ্ধগ্রন্থমধ্যে আদিবুদ্ধশব্দের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ তাহার অর্থ ঈশ্বর অনুমান করেন; কিন্তু সেটী ভ্রম। উহার অর্থ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের দীপঙ্করাদি বুদ্ধ। বুদ্ধের নীতি অতি পবিত্র, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয়ে অলৌকিক ভাবের উদয় হয়। তত্ত্ববিৎ কাণ্ট ও কোমৎ, যে সকল অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ শাক্যসিংহের মুখ হইতে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বিনির্গত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের জ্যোতি ভারতবর্ষ হইতে বিকীর্ণ হইয়া পৃথিবীর অনেক সুসভ্য জাতির হৃদয় উজ্জ্বল করিয়াছিল। এক সময় "ওঁ মণিপদ্মে হুং" এই মন্ত্রে পৃথিবী কম্পান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে যবনজাতি আমাদিগকে এক্ষণে অসভ্য অর্দ্ধশিক্ষিত বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে, সেই জাতির পিতামহ গ্রীকগণ আমাদিগের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এই ধর্ম্মের উন্নতি

সাধন করিতেন। * আমরা সেই আর্য্যজাতি; এবং ভারতবর্ষের মৃত্তিকা হইতেই জ্ঞানবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। কিন্তু হায়! সে দিন কোথায়! "তে হি নো দিবসা গতাঃ" সে দিন গত হইয়াছে! আমাদিগের সেই অসীম বুদ্ধিবল কালের তরঙ্গে চিরকালের জন্য বিলীন হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্র আলোচনা করিতে গিয়া হৃদয় শোকে আপ্লুত হইয়া উঠিল, সুতরাং অদ্য এই পর্য্যন্তই থাকিল।

* যোনধর্ম্ম রক্ষিত অলসেনন্দা নগর হইতে ১৫৭ খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে সিংহলদ্বীপে ধর্ম্মপ্রচার জন্য গমন করিয়াছিলেন। যথা—মহাবংশ—"যোনান-গরল-সন্দ যোব-মহাধম্ম-রক্ষিতো।"

# পালিভাষা ও তৎসমালোচন।

**Atthan páti rakkhati itı tasma pálı.**

# পালিভাষা ও তৎসমালোচন।

"পালি" অতি প্রাচীন ভাষা। সংস্কৃত ইহার জননী। তথাপি পালিব্যাকরণকর্ত্তা কচ্চায়ন * কহেন "এই ভাষা সকল ভাষার মূল।" এই কল্পের আরম্ভে ব্রাহ্মণ ও অন্যবর্ণের ইহা মাতৃভাষা ছিল, এবং বুদ্ধদেব স্বয়ং এই ভাষায় কথোপকথন করিয়াছিলেন। ইহাকে মাগধী ভাষাও বলে। যথা ;—

"সা মাগধী মূলভাষা নরেয় আদি কপ্পিক।
ব্রাহ্মণ সম্ভুট্টল্লাপ সম বুদ্ধ চ্চাপি ভাষরে॥"

পুনশ্চ "পতি-সম্বিধ-অত্থুয়" নামক পালিগ্রন্থে লিখিত আছে "এই ভাষা দেবলোকে, নরলোকে, নরকে, প্রেতলোকে, এবং পশুজাতির মধ্যে সর্ব্বস্থলেই প্রচলিত। কিরাত, অন্ধক, যোণক, দামিল প্রভৃতি ভাষা পরিবর্ত্তনশীল; কিন্তু মাগধী আর্য্য ও ব্রাহ্মণগণের ভাষা, এজন্য অপরিবর্ত্তনীয়, চিরকাল সমানরূপে ব্যবহৃত। বুদ্ধদেব স্বয়ং মাগধী ভাষা সুগম ভাবিয়া পিটক-নিচয় এই ভাষায় সর্ব্বসাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।"

লিখিবার ও কথোপকথনের (গৃহধর্ম্মের) ভাষা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকার, এবং এই দ্বিবিধ ভাষা চিরকালই প্রসিদ্ধ। "ন ম্লেচ্ছিত বৈ নাপভ্রংশিত বৈ" এই শ্রুতিবাক্য, আর "য এব শব্দা লোকে ত এব বেদে," "লোকবেদয়োঃ সাধারণ্যাৎ' ইত্যাদি আচার্য্যবাক্য, এবং "যদ্যয়জ্ঞীয়ং বাচং বদেৎ" এই বেদবাক্য, এবং "যাতযামঞ্চ যত্নবেৎ" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, অতি প্রাচীনকালেও দ্বিবিধ ভাষা প্রচলিত ছিল। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে,—

"ততো ভাষাশ্চ সম্ভূজে পঞ্চাশৎ ষট্ চ সংখ্যয়া।
তজ্জ্ঞানায় চ বালানাং তত্তদ্ব্যাকরণানি চ॥"

---

* কাত্যায়ন।

"বিধাতা ছাপান্নটী ভাষার সৃষ্টি করিলেন এবং তত্তদ্ভাষার ব্যাকরণও করিলেন"। এ কথা যতদূর সত্য হউক, তাহার অনুশীলন নিষ্প্রয়োজন। ফল, সমস্ত ভারতবর্ষে আঠারটী শাস্ত্রীয় ভাষা প্রচলিত আছে। ইহা ভিন্ন ব্যবহারিক ভাষা নানাপ্রকার আছে। শাস্ত্রীয় ভাষা প্রধানতঃ দ্বিবিধ, সংস্কৃত ও প্রাকৃত। শিক্ষাগ্রন্থে ভগবান্ পাণিনি বলিয়াছেন—

"প্রাকৃতে সংস্কৃতে বাপি স্বয়ং প্রোক্তা স্বয়ম্ভুবা।"

স্বয়ম্ভু স্বয়ং সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা বলিয়াছেন। এতাবতা শাস্ত্রীয় ভাষা দ্বিবিধ হইতেছে, এবং তাহার প্রভেদ অষ্টাদশ প্রকার। যথা;—(১) সংস্কৃত (২) প্রাকৃত। এই প্রাকৃতের ভেদ (৩) উদীচী, (৪) মহারাষ্ট্রী, (৫) মাগধী, (৬) মিশ্রার্দ্ধ মাগধী, (৭) শকাভীরী, (৮) শ্রবন্তী, (৯) দ্রাবিড়ী, (১০) ওড্রীয়া, (১১) পাশ্চাত্যা, (১২) প্রাচ্যা, (১৩) বাহ্লিকী, (১৪) রন্তিকা, (১৫) দাক্ষিণাত্যা, (১৬) পৈশাচী, (১৭) আবন্তী, (১৮) শৌরসেনী; এতন্মধ্যে অষ্টম স্থানে শ্রবন্তী ভাষা আছে, উহাই পলিভাষা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভগবান্ শাক্যসিংহ যে সময় শ্রবন্তীস্থ জেতবনে বাস করিয়া ভিক্ষুদিগকে উপদেশ প্রদান করেন, সেই সময়েই ঐ বৌদ্ধভাষার সংস্কার হয় এবং সেই সংস্কারপ্রাপ্ত ভাষা পালি নামে প্রখ্যাত হয়। কহ্লন পণ্ডিত লিখিয়াছেন,—

"বৌদ্ধভাষাম[illegible]ানো মাহেশ্বরতয়া নৃপঃ।"

এতদ্দ্বারা তাঁহার বৌদ্ধভাষার ভিন্নতা দেখানই প্রধান উদ্দেশ্য। হর্ষীর টীকায় উক্ত হইয়াছে;—

"সংস্কৃতা শিষ্টভাষা চ শ্রবন্তী বাক্ বিনায়কা।"

অর্থাৎ শিষ্টদিগের ভাষা সংস্কৃত, আর বিনায়কদিগের ভাষা শ্রবন্তী। বিনায়ক শব্দে বৌদ্ধ বুঝায়।

"ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ।"

অতএব, বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ উভয়েই বিনায়ক। এই আঠার প্রকার ভাষার উদাহরণ "প্রাকৃতলঙ্কেশ্বরব্যাকরণে" কিছু কিছু আছে। সে সকল উদাহরণ পর্য্যালোচনা করিলে পালিভাষার সহিত শ্রবন্তীভাষার সাম্য দৃষ্ট হইবে।

পালি শব্দের প্রকৃত অর্থ 'শ্রেণী'। যথা—মহাবংশে (মূলপালি) "অন্নপালি ব্যাধনম্ তদা অসি নিবেসিত" অর্থাৎ সেই সময় রাজার ব্যাধগণের নিমিত্ত এক

শ্রেণী বাটী নির্ম্মিত হইল। আমাদিগের সংস্কৃত সূত্র ও তন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধদিগের শ্রেণীবদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থনিচয় 'পালি' নামে প্রখ্যাত হইয়াছিল। এক্ষণে সাধারণতঃ সেই মাগধী-ভাষায় বিরচিত গ্রন্থনিচয়ের ভাষানুসারে পালি একটী স্বতন্ত্র বৌদ্ধ ভাষা হইয়াছে। অধ্যাপক চাইলডার্শ অনুমান করেন যে, বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থনিচয় খ্রীষ্টজন্মগ্রহণের একশত বা দুইশত বর্ষ পরে পালি গ্রন্থ নামে প্রচলিত হইয়াছিল। কারণ, কেবল আধুনিক কতিপয় পালিগ্রন্থে, পালি যে কেবল বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধীয় মূলগ্রন্থকে বুঝায়, তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। যথা—সামান্ঞ-ফালসূত্র অত্থ-কথা—" "নেবা পালিয়ম্ ন অত্থ কথায়ম্ দীশতি" অর্থাৎ মূল বা অর্থকথায় অর্থাৎ টীকায় ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না; যথা—লঘু-পদ্ম-পুণ্ডরীক "পালিয়ম্ পান বুদ্ধতি কেন অত্থেন" অর্থাৎ তাঁহাকে মূলগ্রন্থে কিজন্য বুদ্ধ বলা যায়? পুনশ্চ যথা—মহাবংশ "পিটক-ত্যয় পালিন সতস অত্থকত্থান" অর্থাৎ মূলত্রিপিটক এবং তাহার অর্থকথা—ইত্যাদি আধুনিক পালিগ্রন্থের ভূরি ভূরি উদাহরণ আলোচনা দ্বারা, পালি যে মূল বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থের একটী বিখ্যাত নাম, তাহা সপ্রমাণ হইবেক। পালিভাষায় মূলধর্ম্মগ্রন্থ রচিত বলিয়া পালি শব্দ মূলগ্রন্থকে বুঝাইত; এবং ইহার টীকা অন্য ভাষায় রচিত, তাহা উপরের লিখিত প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। সাধারণতঃ পালি মগধদেশীয় ভাষা। এই প্রাকৃত ভাষার নাম মাগধী, কিন্তু ইহা দৃশ্য কাব্যের প্রাকৃত ভাষা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতি প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে "পালিভাষা" এই নামের পরিবর্ত্তে মাগধী ভাষা ব্যবহৃত হইত, এবং তাহাতে পালিভাষাই বুঝাইত। পালিভাষায় বুদ্ধদেব বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং খ্রীষ্ট-জন্মের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে ইহা মগধদেশের ভাষা ছিল। তখন ইহাকে মাগধী বলিত, পরে সিংহলদ্বীপে ইহা পালি নামে খ্যাত হইল। এক্ষণে পালিভাষা, কথোপকথনের এবং বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থের মূল প্রাকৃত ভাষাকে বুঝাইতেছে, এজন্য ইহাকে আর মাগধীভাষা বলা যায় না, তাহা দৃশ্য কাব্যের স্বতন্ত্র ভাষা হইয়া থাকিল। ভট্ট লাসেন কহেন, পালির সহিত সৌরসেনী ও মহারাষ্ট্রীর সৌসাদৃশ্য আছে, তজ্জন্য ইহাকে মাগধী বলা যাইতে পারে না, আমরা তাঁহার এ কথা অপ্রমাণ বোধ করিলাম। বররুচির প্রাকৃত প্রকাশের মহারাষ্ট্রী ও সৌরসেনীর সহিত পালিভাষার কোন সৌসাদৃশ্য নাই। বৌদ্ধগণের তিনটী প্রাকৃত ভাষা ছিল।

যথা—প্রথম গাথা, দ্বিতীয় প্রস্তরে খোদিত কীর্ত্তিস্তম্ভের ভাষা ও তৃতীয় পালি-ভাষা। আমাদিগের মতে অশোকের লাটের ভাষার সহিত আধুনিক পালির অতি অল্পমাত্র ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ললিতবিস্তরের গাথা, নেপালীয় বৌদ্ধভাষা।

শাক্যসিংহ মাগধী অর্থাৎ পালিভাষায় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যবর্গ সেই সকল উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া উহা প্রাকৃত ভাষায় প্রচার করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। পালিভাষায় কর্কশ শব্দ সকল পরিত্যক্ত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের বাক্য সুমধুর করিবার জন্য এই ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা ইহার সংস্কৃত ভাষার সহিত বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য প্রতীয়মান হইবেক। যথা—

| সংস্কৃত। | পালি। |
|---|---|
| অভিধর্ম্ম | অভিধম্ম |
| অমৃত | অমত |
| অর্হত | অরহ |
| অর্থকথা | অথকথা |
| শ্রুতি | শুতি |
| মন্ত্র | মন্তো |
| মার্গ | মাগ্গো |
| ম্লেচ্ছ | মিলাক্ষো |
| নির্ব্বাণ | নিব্বানম্ |
| বর্ণ | বন্নো |
| যবন | যোন |
| পর্ব্বত | পব্বত |
| অশ্ব | অসো |
| রক্ত | রত্ত |
| বৃক্ষ | রুক্ষ |
| শিষ্য | শিষণ |
| সর্প | সপ্প |
| সিংহ | সিহো |

মগধরাজ মহামহেন্দ্র ৩০৭ খ্রীঃ পূঃ সিংহলদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন, সেই সময় তাঁহার দ্বারা পালিভাষা তথায় প্রচলিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় চারি শত শতাব্দীতে বুদ্ধঘোষ মগধদেশ হইতে সিংহলদ্বীপে গমন করিয়া তথায় পালিভাষার বিলক্ষণ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। তিনি বিবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পালিভাষায় রচনা করিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

কচ্চায়নকৃত পালিব্যাকরণ অতি প্রসিদ্ধ। আমাদিগেব পাণিনি-ব্যাকরণের ন্যায় বৌদ্ধগণ এই গ্রন্থের মান্য করিয়া থাকেন। সিংহলদ্বীপে সকল বৌদ্ধমঠে উহা সাদরে রক্ষিত হইয়া থাকে এবং উহা বৌদ্ধ স্থবিরগণ একালপর্য্যন্ত বহু পরিশ্রমের সহিত অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছেন। অনেকগুলি পালিব্যাকরণ আছে, তাহাদের মধ্যে কচ্চায়নকৃত ব্যাকরণ প্রাচীন ও উৎকৃষ্ট। অধ্যাপক এগ্‌লিং কহেন, কচ্চায়নের পালিব্যাকরণের নিয়মানুসারে কাতন্ত্র ব্যাকবণ রচিত হইয়াছে।

এই পালিব্যাকরণ আট ভাগে বিভক্ত। সেই আট ভাগ বিবিধ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার এইরূপে গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন; যথা—

"সিথান তিলোকমহিতম্ অভিবন্দি জগ্গন
বুদ্ধন চ ধম্ম মমলান্ গণ মুও মঞ্চ
সথ্স তস বচনাথ বরান্ সুবোধন্
ব্যাখ্যামি সুত্তহিত মেথ্য সুসন্ধিকপ্পান্॥
সোযান জিনিরিত নেয়েন বুদ্ধ লভন্তি
তঞ্চপি তস বচনাথ সুবোধনেন।
অথ্যন চ অক্ষর পদেষু অনোহভাব
সিয়ত্থিক পদ মতো বিবিধন শূন্যেয়॥"

অর্থাৎ "আমি ত্রিলোক-আরাধ্য বুদ্ধদেব, তথা নির্ম্মল ধর্ম্ম, ও স্থবিরমণ্ডলীকে বন্দনা করিয়া সন্ধিকল্পের গভীরার্থ সূত্র অনুসারে ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি॥ জ্ঞানিগণ বুদ্ধদেবের উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া চিরসুখসম্ভোগ কবিয়া থাকেন। এক্ষণে যাঁহারা তাদৃশ যথার্থ সুখের আশা করেন, তাঁহারা এই গ্রন্থের নানাপ্রকার বাক্যসংযোগ শ্রবণ করুন।" *

* এইস্থলে মর্ম্মানুবাদমাত্র করা হইয়াছে।

পালি ব্যাকরণের সূত্র যথা—

১। অথ অক্ষর সঞ্ঞাতো।

২। অক্ষর পাদোয় একচত্তালিশন্।

৩। তত্থো উদান্ত স্বর অথ।

৪। লহু মত্ত তয় রস্ব।

৫। অঞ্ঞ দীঘ্ঘ।

৬। শেষ ব্যঞ্জন।

৭। বগ পঞ্চা-পঞ্চাশ-মন্ত।

এইরূপে কচ্চায়ন ব্যাকরণ আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বার্ত্তিক দ্বারা গ্রন্থব্যাখ্যা সুগম করিয়াছেন। ইহাতে কোন কোন স্থানে পাণিনিসূত্র অবিকল গৃহীত হইয়াছে। যথা, পাণিনি "অপাদানে পঞ্চমী", তথা কচ্চায়ন "অপাদানে পঞ্চমী"। এই গ্রন্থে অনেক বৌদ্ধতীর্থস্থানের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা— শ্রবস্তী, পাটলী, বারাণসী ইত্যাদি।

কেহ কেহ অনুমান করেন, কচ্চায়ন ব্যাকরণের বৃত্তি স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা অপ্রামাণিক; যথা—

"কচ্চায়নকতো যোগো, বুত্তি চ সঙ্ঘনন্দিনো।
প্যায়োগো ব্রহ্মদত্তেন, ন্যাসো বিমলবুদ্ধিনা॥"

অর্থাৎ মূল কচ্চায়নকৃত, বৃত্তি সঙ্ঘনন্দীর, উদাহরণ ব্রহ্মদত্তের ও ন্যাস বিমলবুদ্ধিকৃত।

রূপসিদ্ধি এই ব্যাকবণেব প্রসিদ্ধ টীকাকাব।

বালাবতার।—এখানি সচরাচর প্রচলিত পালি-ব্যাকরণ। ইহা কচ্চায়নের ব্যাকরণের সংক্ষিপ্তসার, এবং এপর্য্যন্ত সিংহলে এতদ্দেশীয় লঘুকৌমুদীর ন্যায় আদরণীয়। বালাবতার কচ্চায়নের ব্যাকরণ হইতে বিভিন্ন নিয়মানুসারে সঙ্কলিত। ইহার প্রথম অধ্যায়ে সন্ধি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাম, তৃতীয় অধ্যায়ে সমাস, চতুর্থ অধ্যায়ে তদ্ধিত, পঞ্চম অধ্যায়ে আখ্যাত, ষষ্ঠ অধ্যায়ে কৃৎ ও উণাদি সূত্র, এবং সপ্তম অধ্যায়ে কারক ও বিভক্তিভেদ নির্ণীত আছে। গ্রন্থারম্ভে একটী গাথা আছে। যথা—

"বুদ্ধনতি দত্তিবন্দিত বুদ্ধম্ ভুজবিলোচনন্।
বালাবতারণ ভাবিষন্ বালানান্ বুদ্ধি বুদ্ধিয়।"

অর্থাৎ প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় আনন্দবর্দ্ধক বুদ্ধদেবকে তিনবার প্রণাম করিয়া সুকুমারমতি বালকের জ্ঞানোন্নতি ও বুদ্ধিবৃদ্ধির নিমিত্ত বালাবতার রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। *

দেবরক্ষিত নামক সিংহলীয় বৌদ্ধ পুরোহিত ইহার মূল মুদ্রিত করিয়াছেন।

রূপসিদ্ধি।—এখানিও কচ্চায়নের পালিব্যাকরণের সারসংগ্রহ; কিন্তু বালাবতারের ন্যায় প্রাঞ্জল ও শিক্ষোপযোগী নহে। যে সময় মহারাষ্ট্র প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, সেই সময় এই ব্যাকরণ রচিত হয়। গ্রন্থকার কচ্চায়নের একজন প্রাচীন সঙ্কলনকর্ত্তা, তিনি মূলগ্রন্থের বানান আদি হইতে বিস্তর উপকরণ গ্রহণ করিয়াছেন। যথা—

"কচ্চায়নন্ চ চরিয়ন্ নমিত্ব, নিশ্রেয় কচ্চায়ন বানানাদিন্।
বালাপবেধাথ্য সুজন করিশন, ব্যাখ্যান সুখানন্দন পদরূপসিদ্ধি॥"

অর্থাৎ "আচার্য্য কচ্চায়নকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কৃত বানান আদি পর্য্যালোচনা করতঃ বালকগণের জ্ঞানোন্নতির নিমিত্ত কয়েক কাণ্ডে বিভাগ করিয়া এই পদরূপসিদ্ধি রচনা করিলাম।"

গ্রন্থকার আপনার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। যথা—

"বিখ্যাত আনন্দ থেরাভ্ভয় বরগুরুনাম তম্মপাণি ধজানন।
শিষো দিপাঙ্করাখ্য দমিল বসুমতি দিপালধ্যাপ্ত কাশ।
বালাদিচ্চদি বাসদিত্য মধিবসান নসনান যোতিও।
সোয়ম্ বুদ্ধপ্পিয়ভোরতি ইমামুজুকান রূপসিদ্ধিন অকাশী।"

অর্থাৎ এই নির্দোষ রূপসিদ্ধিগ্রন্থ বিখ্যাত আনন্দ শিষ্য তম্মপাণি (সিংহল) প্রদেশের ধ্বজস্বরূপ ও দামিল দেশের (চোল) দীপস্বরূপ এবং "বুদ্ধপ্পিয়" (বুদ্ধপ্রিয়) বিখ্যাত দীপঙ্কর রচনা করেন। তিনি বাল্যাদিচ্চ ও চূড়ামাণিক্য নামক মঠদ্বয়ের পুরোহিত ছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করিয়াছিল।

---

* এই প্রস্তাবে পালি ও গাথাসমূহের অক্ষরার্থ অনুবাদ করি নাই, কেবল মর্ম্মানুবাদ করিয়াছি মাত্র।

সিংহলদেশীয় প্রবাদ অনুসারে গ্রন্থকার সিংহলদ্বীপবাসী ছিলেন।

মহাবংশে উল্লেখ আছে, মহারাজ পরাক্রমবাহু চোল দেশীয় ( তাঞ্জোর ) এক-জন স্থবিরের নিকটে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয়, উক্ত নৃপতির সময় হইতে তাঞ্জোর দেশীয় জ্ঞানী ও নানাশাস্ত্রদর্শী বৌদ্ধগণ সিংহলদ্বীপে উপনিবেশ করিয়াছিলেন। রূপসিদ্ধি গ্রন্থকারের মুখবন্ধ শ্লোকানুসারে তাঁহাকে চোলদেশবাসী বোধ হইতেছে।

মৌগ্‌গল্যায়ণ ব্যাকরণ।—এখানিও বিখ্যাত বৌদ্ধ গুরু মৌদগল্যায়নপ্রণীত। "বিনয়াত্থসমুচ্চয়" ও "পঞ্চিকাপদীপ" গ্রন্থে এবং বিখ্যাত আচার্য্য মেধাঙ্করের গ্রন্থে এই গ্রন্থকারের বিশেষরূপে গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। মৌগ্‌গল্যায়ণ ১১৫৩ হইতে ১১৮৬ খৃঃ অব্দ মধ্যে পরাক্রমবাহুর রাজ্যকালে অনুরাধাপুরের থুপারাম মঠের পুরোহিত ছিলেন। এখানি কচ্চায়নকৃত ব্যাকরণ ও সদানীতি হইতে বিভিন্ন প্রকার রীতিতে রচিত। সমুদায় ব্যাকরণ ষষ্ঠভাগে বিভক্ত। যথা—

প্রথম সন্ধি, দ্বিতীয় সি-আদি, তৃতীয় সমাস, চতুর্থ নাদি, পঞ্চম খাদি, এবং ষষ্ঠ ত্যাদি। গ্রন্থের প্রারম্ভ বাক্য যথা—

"সিদ্ধ সিদ্ধ গুণম সাধু নমাসিত্ব তথাগতম্।
সধম্ম সঙ্ঘম ভাবিষন্ মগধন শব্দ লক্ষণম্॥"

অর্থাৎ প্রথমে বিনীতভাবে বুদ্ধ, ধর্ম্ম, এবং সঙ্ঘকে বন্দনা করিয়া আমি মাগধী ভাষার ব্যাকরণ ব্যাখ্যা করিতেছি।

গ্রন্থের সমাপ্তিশ্লোক যথা -

"তস্স ভূতি সমাসেন বিপুলাত্থ পকাশিনী।
রচিত পুন তেনেব সসাম্ব যোত কারিন॥"

এই কয়েকখানি সচরাচর প্রচলিত ব্যাকরণ ভিন্ন পালিভাষায় দীপানি, কচ্চায়নভেদ টীকা, মহাশব্দনীতি, প্যায়োগসিদ্ধি, গরলদেনীসন্ধ, পঞ্চিকাপদীপ, অক্কতপদ প্রভৃতি ব্যাকরণ আছে।

বুত্তোদয়।—এখানি প্রসিদ্ধ পালিচ্ছন্দোগ্রন্থ। ইহা গদ্যে ও পদ্যে রচিত। ইহা পিঙ্গল, বৃত্তরত্নাকর প্রভৃতি প্রামাণিক সংস্কৃত ছন্দোগ্রন্থের আদর্শে লিখিত। গ্রন্থকার প্রারম্ভ শ্লোকে লিখিয়াছেন —

"নমাথ্‌জন শান্তন তমশান্তন ভেদিনো
ঘক্ষুজালন্তরুচিন মুনিন্দোদাতরচিনো।
পিঙ্গলাচার্য্য দিহিস্থন্দানম দিতমপুরা
সুদ্ধ মাগধী কানন তন ন'সাধতি যথিচ্ছিতম্॥
ততো মগধ ভাষের সতাবম বিভেদনন
লক্ষ লক্ষণ সমুত্বন পশানথ পদাকমম্।
ইদম বুত্তোদয়ন নামা লোকীয় চ্ছন্দ নিশ্চিতন্
অব ভিশ্রমহন দানি তেশম সুখ বিবুদ্ধিয়॥"

অর্থাৎ "মুনীন্দ্রকে নমস্কার, যিনি চন্দ্রের ন্যায় কিরণে ধর্ম্মের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করেন, এবং যিনি মানবজাতির মনের তিমির নাশ করেন। পিঙ্গলাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্ব পণ্ডিতগণের রচিত ছন্দোগ্রন্থ দ্বারা বিশুদ্ধ মাগধীভাষা উত্তমরূপ শিক্ষা করা যায় না, এজন্য অতি সুগম মাগধীভাষায় এই বুত্তোদয় রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাতে উত্তমরূপ মাত্রা ও বর্ণের প্রভেদ দেখাইয়া প্রচলিত ছন্দঃসমূহের রচনার রীতি উদাহরণ সহকারে প্রদর্শিত হইল।" এই গ্রন্থ ছয় অংশে বিভক্ত। গ্রন্থকারের নাম সঙ্ঘরক্ষিত।

ধাতুমঞ্জুষা।—এখানি শিলাবংশ নামক বৌদ্ধ স্থবিরকৃত পালিভাষার ধাতুপাঠ। ইহা কচ্চায়নের ব্যাকরণ-সম্মত গ্রন্থ, এজন্য ইহার :অপর নাম কচ্চায়ন-ধাতু-মঞ্জুষা। গ্রন্থের প্রারম্ভ শ্লোক যথা—

"নিরুত্তি নিকর পার পাবাবারন্তগান্ মুনিন্
বন্দিত ধাতুমঞ্জুষান্ ক্রমি পবচনান্ যশান্
সুগত গম মধম তন তন ব্যাকরণানি চ॥" ইত্যাদি।

"অর্থাৎ শব্দসমুদ্র পার হইয়াছেন, এতাদৃশ বুদ্ধদেবকে বন্দনা করিয়া সদ্ধর্ম্মের মার্গস্বরূপ এই ধাতুমঞ্জুষা রচনা করিলাম। বৌদ্ধধর্ম্ম, বিবিধ ব্যাকরণ উত্তমরূপ আলোচনা করিয়া এই ধাতুপাঠ সঙ্কলন করিলাম।"

গ্রন্থকার এইরূপ আপনার পরিচয় দিয়াছেন। তথাহি—

"রচিতা ধাতুমঞ্জুষা শিলাবংশেন ধীমতা
সধম্ম পঙ্কেরুহ রাজহংস, অসিথ ধামাৎ থিটি শিলাবংশ
যক্কাদিলে নাম্য নিবাসবাসী, যতীশ্বরে সো জমিদান্ অকাশী—"

অর্থাৎ এই ধাতুমঞ্জুষা প্রথম্ পাঠার্থিগণের শিক্ষার জন্য পণ্ডিতবর শিলাবংশ কর্তৃক রচিত। এই শিলাবংশ একজন যক্যাদিলেন মন্দিরের পুরোহিত ও তথায় অবস্থিতি করেন; তাঁহার বাসনা বৌদ্ধধর্ম্ম বহুকাল প্রচলিত থাকিয়া রাজহংসের ন্যায় ধর্ম্মগ্রন্থরূপ পদ্মবনে বিরাজ করুক।

ধাতুমঞ্জুষা।—ডন এনড্রিশ সিলভিয়া বাতুবান্ত দেব নামক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিত ইহা সিংহল ও ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ সহ প্রকাশ করিয়াছেন।

অভিধানপদীপি।—এখানি সংস্কৃত অমরকোষের ন্যায় প্রসিদ্ধ পালি অভিধান। ইহা অমরকোষের প্রণালীতে আদ্যোপান্ত রচিত।

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ যথা—

"তথাগতো করুণাকরো করো
প্যাযন্তো যোসঞ্জ সুখাপ মহান্ পদান্।
অক পয়াখান কলিসম্ ভাব
নমামি তান্ কেবল দুঃখ করণ্ করণ্॥"

অর্থাৎ আমি দয়ার সিন্ধু তথাগত বুদ্ধদেবকে বন্দনা করি, যিনি নির্ব্বাণ আপনার আয়ত্তাধীন বিবেচনা করিয়াও অন্যের সুখবর্দ্ধন নিমিত্ত স্বয়ং পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের অপার কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য বৃত্তান্ত যথা—

"সগ্গ কাণ্ডোচ ভূকাণ্ডো
তথা সামান্য কাণ্ডকান্
কাণ্ডাট্টত্তান বিত এস
অভিধান পদীপিকা
তিদীব মাহিয়ান ভুজগ বশাথি
সকলাথ সমাভায় দিপাঁনিয়ান
ইহও কুশল মতীম সনায়ো
পাতু হোত্তি মহা মুনিন বচন॥"

অর্থাৎ এই অভিধানপদীপিকা ত্রিকাণ্ডে বিভক্ত। যথা—স্বর্গ, পৃথিবী ও সামান্য কাণ্ড। ইহাতে স্বর্গ, পৃথিবী এবং নাগদেশের সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে মহামুনির সকল বাক্য অবগত হইবেন। এই গ্রন্থ লঙ্কাধিপতি পরাক্রমবাহুর রাজ্যকালে যোগ্-

গল্ল্যায়ণ কর্ত্তৃক রচিত। পরাক্রমবাহু ১১৫৩ খৃঃ অব্দে রাজ্যারম্ভ করেন। উপরের লিখিত প্রবন্ধে পালিভাষাসম্বন্ধীয় ব্যাকরণ, ধাতুপাঠ, ছন্দোগ্রন্থ এবং অভিধানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলিত হইল, এক্ষণে পালিভাষায় অন্যান্য সাহিত্য গ্রন্থের বিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে সারোদ্ধৃত হইতেছে। আমরা পালিভাষায় সুপণ্ডিত নহি, এজন্য সুবিজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ এই প্রস্তাবের অসম্পূর্ণতা বা মর্ণগত বা অনুবাদঘটিত দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

মহাবংশ।—ইতিপূর্ব্বে সংস্কৃতভাষায় নৃপতি বা কোন মহাত্মার জীবনী কিংবা কোন দেশের ইতিহাস সঙ্কলনের পদ্ধতি ছিল না। কেবল পুরাণ ও বৃহৎ কথার ন্যায় অলীক গল্পপরিপূর্ণ গ্রন্থই ছিল। আমাদিগের যাহা কিছু পুরাবৃত্ত সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা হইতে অণুমাত্র সত্য আবিষ্কার করা যায় কি না সন্দেহ। আমাদিগের সংস্কৃতে প্রকৃত পুরাবৃত্তমধ্যে কেবল একমাত্র রাজতরঙ্গিণী প্রামাণিক গ্রন্থ, কিন্তু তাহাও আধুনিক। রাজতরঙ্গিণী ১১৪০ খৃঃ অব্দে সঙ্কলিত হইয়াছিল। কিন্তু পালিভাষায় রচিত সিংহলদেশীয় বৌদ্ধ-ইতিহাস-গ্রন্থনিচয় তাহা অপেক্ষা সমধিক প্রাচীন। সিংহলদেশীয় পালিভাষাস্থ বৌদ্ধ-ইতিহাস-সমূহ প্রকৃত পুবাবৃত্তের প্রণালীতে সঙ্কলিত, তাহা হইতে আমরা সিংহল দ্বীপের অনেক বৌদ্ধ-ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রাচীন বিবরণ জানিতে পারিতেছি। পালি-বৌদ্ধ-ঐতিহাসিক গ্রন্থেব মধ্যে মহাবংশ অতি প্রসিদ্ধ এবং প্রাচীন। মহাবংশ নামে পালিভাষার দুইখানি পুবাবৃত্ত প্রচলিত, কিন্তু দুইখানি গ্রন্থের বিবরণে পরস্পর অনৈক্য নাই। ইহার মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থখানি অনুরাধা-পুরের উত্তর বিহারের কোন স্থবির কর্ত্তৃক রচিত, কিন্তু কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা ইহা সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার কোন বিবরণ অবগত হইতে পা঩া যায় না। সিংহলেশ্বর ধাতুসেন এই গ্রন্থেব পাঠ শ্রবণ করিতেন; তিনি ৪৫৯-৪৭৭ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রাজ্য কবিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রাচীন মহাবংশ গ্রন্থখানি ইহার পূর্ব্বে রচিত। এই গ্রন্থে মহাসেনের মৃত্যু পর্য্যন্ত (৩০২ খ্রীঃ অব্দ) বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থখানি প্রথম গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট এবং সম্পূর্ণ। ইহাতেও মহাসেনের মৃত্যু পর্য্যন্ত ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ মহানামকৃত। গ্রন্থমধ্যে ৫৪৩ খ্রীঃ পূঃ হইতে সিংহল দ্বীপের প্রাচীন ইতিবৃত্ত লিখিত হইয়াছে। মহাবংশ এক প্রকারে

বৌদ্ধদিগের পুরাণ বলিলেও হয়, এজন্ম তাহাতে আমাদিগের পুরাণের ন্যায় অনেক অলৌকিক বিবরণও আছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে ঐতিহাসিক বিবরণসমূহ সুপ্রণালী-সহকারে বিবিধ প্রাচীন সিংহলদেশীয় গ্রন্থ হইতে সঙ্ক-লিত হইয়াছে। আমাদিগের সংস্কৃত পুরাণের ন্যায় এ গ্রন্থখানি কেবল "কাহিনী" নহে। মহাবংশে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা হয় নাই। মহানাম-কৃত মহাবংশ ৪৫৯ হইতে ৪৭৭ খৃঃ অব্দের মধ্যে সঙ্কলিত। ইহা এক শত অধ্যায়ে বিভক্ত এবং আদ্যোপান্ত পালি কবিতায় গ্রথিত। গ্রন্থকার ইহা টীকাসহ রচনা করিয়াছেন।

মহাবংশের আর এক অংশ আছে, তাহার নাম স্মলুবংশ। এই অংশে পরাক্রমবাহুর (১২৬৬ খ্রীঃ অব্দ) রাজ্যশাসন পর্য্যন্ত কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ কীর্ত্তি শ্রীমহারাজের অনুজ্ঞানুসারে ও তিবত্তবয় দ্বারা রচিত।

জর্জ্জ টরনার মহোদয় দ্বারা মহাবংশের ৩৭ অধ্যায় অনুবাদসহ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

দ্বীপবংশ।—মহাবংশের ন্যায় এখানিও সিংহলদেশীয় প্রসিদ্ধ পালি-ইতিবৃত্ত। মেং টরনার সাহেব অনুমান করেন, এই গ্রন্থ উত্তর বিহারের বৌদ্ধ স্থবির-গণের মহাবংশ গ্রন্থ। দ্বীপবংশ সুপ্রণালী অনুসারে রচিত নহে, এজন্ম কেহ কেহ অনুমান করেন, এই গ্রন্থ এক সময়ে এক ব্যক্তির দ্বারা রচিত হয় নাই। এই গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ঐতিহাসিক বিবরণ বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে।

পালিভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে নাম অতাঙ্গ-বংশ, দাঁতাবংশ, ব্রহ্মজালসুত্ত, জাতক (পঞ্চ) ক্ষুদ্দক পাঠ, সুত্ত নিপাত, মহা পরিনিব্বাণ সুত্ত, ধম্মপদ প্রভৃতি। এই সকল গ্রন্থ অতি প্রসিদ্ধ এবং সিংহলদেশে প্রচলিত।

পালিভাষা এক্ষণে সিংহল দ্বীপে ও ব্রহ্মদেশে প্রচলিত আছে। এই ভাষার অনেক গ্রন্থ চাইল্ডার্শ, ফস্‌বুল, ক্রফ ও কুমার স্বামীর যত্নে মুদ্রিত হইয়াছে।

# বেদ।

"The vedic Literature will always remain the most attractive object of study in relation to India."—*Dr. Burnell's Elements of South Indian Paleography.*

# বেদ।

বেদ হিন্দুদিগের মূল ধর্ম্মগ্রন্থ এবং ইহা হইতেই অন্যান্য শাস্ত্র ক্রমে ক্রমে জন্ম লাভ করিয়াছে। বেদে আর্য্যজাতির অটল বিশ্বাস। আমাদিগের ঐহিক পারত্রিক সকল কার্য্যই বেদমূলক। বেদ অমান্য করিলে হিন্দুধর্ম্মের জীবন নাশ করা হয়, সুতরাং সনাতন-হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণের বেদ অমান্য করিবার অধিকার নাই। কি জেন্দ আবেস্তা, কি বাইবল, কি কোরাণ, পৃথিবীর সকল প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে বেদ প্রাচীন, এবং কেবলমাত্র ভূমণ্ডলের একমাত্র প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া বিদেশীয় পণ্ডিতগণ যাহার পর নাই ইহার আদর করিয়া থাকেন।

বিদ্ ধাতু হইতে বেদ শব্দ, এজন্য ইহার প্রাকৃতিক অর্থ এই যে, জ্ঞান-লাভ অথবা শ্রেয়োলাভ হয় যদ্দ্বারা, তাহারই নাম বেদ। বেদের অপর নাম ত্রয়ী অর্থাৎ তিন বেদ—ঋক্, যজুঃ, সাম। ঋগ্বেদে এই তিন বেদের উল্লেখ আছে। যথা—

“ অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে গোপায় যমৃষয়স্ত্রয়ী-
বেদা বিদুঃ ঋচো যজূংষি সামানি ॥”

ভগবান্ মনু কহেন –

“ অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনং।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থ-মৃগ্‌যজুঃসামলক্ষণং ॥”

অর্থাৎ—তিনি (ঈশ্বর) যজ্ঞকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি হইতে সনাতন ঋক্‌বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ, এবং সূর্য্য হইতে সামবেদ উদ্ধৃত করিলেন।*

উপনিষদের সময় চারি বেদ প্রচলিত ছিল। যথা—

“তস্যৈতস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ
সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ।” ইত্যাদি—

* পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মনুসংহিতা ১২ পৃষ্ঠা দেখ।

অর্থাৎ প্রস্তাবিত পরমাত্মা হইতে, নিশ্বাস যেমন পুরুষের প্রযত্ন ব্যতীত বহির্গত হয়, সেইরূপ ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্বাঙ্গিরস প্রভৃতি শাস্ত্রও নির্গত হইয়াছে।

পৌরাণিক কালে ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব, এই চারি বেদই প্রচলিত ছিল; এজন্য মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে এই চারি বেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদসমূহ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক। মন্ত্রগুলি সংহিতা-বদ্ধ হইয়া আছে, অবশিষ্ট ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগ পদ্যে ও ব্রাহ্মণভাগ গদ্যে রচিত। ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ বেদের ব্যাখ্যা। যথা—পাণিনির মতে "ব্রহ্মণো বেদস্য ব্যাখ্যানম্" এইরূপ বাক্যে "ব্রাহ্মণ" শব্দ নিষ্পন্ন হওয়ায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, অগ্রে মন্ত্রভাগ ও তৎপরে ব্রাহ্মণভাগ রচিত হইয়াছিল, কেননা ব্যাখ্যা পরেই হইয়া থাকে।

বেদবাক্য সকল তিন শ্রেণীভুক্ত। লৌকিক বাক্য সকল যেরূপ পদ্য, গদ্য, গীত, এই তিন প্রকার ভিন্ন চারিপ্রকার নাই, বেদেও সেইরূপ পদ্য গদ্য গীত এই তিন শ্রেণীর রচনা আছে। পদ্যগুলি ঋক্, গদ্যভাগ যজুঃ ও গীতভাগ সাম। যথা—জৈমিনিসূত্র "তেষামৃগ্‌যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা," "গীতিষু সামাখ্যা, শেষে যজুঃশব্দঃ"।

যজুর আর একটি নাম নিগদ অর্থাৎ গদ্য। অথর্ব্ব বেদের স্বতন্ত্র কোন লক্ষণ নাই, অপর তিন বেদের কোন কোন অংশ লইয়া অথর্ব্ব-নামক ঋষি ইহা প্রচার করেন। এই বেদ পারলৌকিক ফলপ্রদ যাগ-যজ্ঞের উপকারী নহে, ইহা সাংসারিক ব্যবস্থার উপকারী।

জৈমিনি বেদকে পৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষনির্ম্মিত বলেন না, ঈশ্বরনির্ম্মিতও নহে। তাঁহার মতে বেদের নির্ম্মাতা কেহ নাই। শব্দ, অর্থ ও তদুভয়ের সম্বন্ধ (বোধ্য বোধক ভাব) নিত্য। মনুষ্যের কণ্ঠে যে শব্দ হয়, তাহা ধ্বনিমাত্র; তাহার নিত্যতা নাই। ধ্বনি সকল অনিত্য। আমরা বাস্তবিক শব্দের রূপবিশেষ আবির্ভাব করিবার জন্য ধ্বনিমাত্র করিয়া থাকি। এই ধ্বনি দেশ, কাল, পাত্র ও প্রযত্নভেদে মনুষ্যের বাগ্‌যন্ত্রের তারতম্যহেতু শব্দপ্রকাশক সঙ্কেতধ্বনিগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া যায়। আমি বলিলাম লবণ, একজন বলিল লুণ, আর একজন ধ্বনি করিল ড়বণ;—লক্ষ্য

সকলেরই এক। একজন বলিল "মাতর্," একজন বলিল "মা," আর একজন বলিল, "মাতারি," অপরে বলিল "মাদর্," ইহাতে সকলেই সেই জননীবোধক শব্দ প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইল। এই মর্ম্মে জৈমিনি মীমাংসাসূত্রের প্রমাণপাদে কহিয়াছেন,—

"ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশোঽব্যতিরেকশ্চার্থেঽনুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ।"

এই সূত্র হইতে ইহার অনন্তর একত্রিশ সূত্র পর্য্যন্ত সমুদায় সূত্রে শব্দ-ব্রহ্মের বিচার করিয়াছেন। অপিচ, উক্তপ্রকার শব্দের রূপ প্রকাশ করিবার জন্য লোকে নানাবিধ সঙ্কেত কল্পনা করায় লৌকিক শব্দের অনেক বাহুল্য হইয়া উঠিয়াছে। এই লোককৃত সাঙ্কেতিক শব্দের প্রামাণ্য নাই। লৌকিক শব্দই পৌরুষেয়, কেননা পুরুষগণ ইহার সঙ্কেত করিয়াছে। বৈদিক শব্দ কাহারও সঙ্কেত দ্বারা স্থাপিত হয় নাই, কেননা উহার সঙ্কেত-কর্ত্তা কেহ দৃষ্ট হয় না, অনুমিতও হয় না। "বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যা (২৭ সূং), "অনিত্যদর্শনাচ্চ" (২৮ সূং), "সারস্বতং সূক্তম্" (অর্থাৎ সরস্বতী-প্রণীত), "কঠশাখা"—কঠনামক ঋষিপ্রণীত শাখা; এই রূপ পৈপ্পলাদক, মৌহুল, মৌদ্গল প্রভৃতি বেদভাগের বক্তা বিবেচনা করিয়া এবং "ববরঃ প্রাবাহণি-রকাময়ত," "ঔদ্দালকি-রকাময়ত," এই সকল ব্যক্তিঘটিত আখ্যায়িকা দেখিয়া ও ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উক্ত সূত্রের দ্বারা বেদ পুরুষনির্ম্মিত এবং বেদের বিষয়বিশেষও অনিত্য অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ কাল ছিল, এখন নাই, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া পরিশেষে "উক্তস্তু শব্দপূর্ব্বত্বং" (২৯ সূং) "আখ্যাপ্রবচনাৎ (৩০ সূং) ইত্যাদি সূত্রে জৈমিনি তাদৃশ বিশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিয়াছেন। এই বিচারের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, কাঠক প্রভৃতি আখ্যান কেবল কঠাদি ঋষিগণ উহা প্রথমে বা প্রাধান্যক্রমে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া ঐরূপ সমাখ্যান হইয়াছে।

সাংখ্যকার কপিল, "ন ত্রিভিরপৌরুষেয়ত্বাদ্বেদস্য তদর্থস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ" (৫ অঃ ৪১ সূ) এই সূত্রে আরম্ভ করিয়া "ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্যাসম্ভবাৎ (৫ অঃ ৪৬ সূ) এবং অন্যান্য বহুতর সূত্র দ্বারা নানাপ্রকার আশঙ্কা উদ্ভাবন করিয়া পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বেদ কোন পুরুষ বুদ্ধি দ্বারা

নির্ম্মাণ করেন নাই, চিরকালই আছে। তবে কল্পান্তকালে যে ব্যক্তি প্রথম শরীরী হন—তিনি অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা প্রকাশ করেন মাত্র। সুপ্তব্যক্তি প্রতিবুদ্ধ হইলে যেমন পুনর্ব্বার তাহার পূর্ব্বাভ্যস্ত পদার্থের জ্ঞান স্বতঃই উৎপন্ন হয়, সেইরূপ বেদও তাঁহার জ্ঞানে স্বতঃই উদিত হইয়াছিল; এবং পুরুষের যেমন শ্বাসপ্রশ্বাস উৎপাদন করিতে বুদ্ধি বা যত্ন অপেক্ষা করে না, সেই-রূপ বেদ উচ্চারণ করিতেও তাঁহার বুদ্ধি বা যত্ন অপেক্ষিত হয় নাই। বেদান্তও এইরূপ বলেন। গৌতম বলেন, বেদ জন্য বটে, কিন্তু তাহার প্রমাণ অগ্রাহ্য নহে। কেননা ভ্রমপ্রমাদাদিরহিত আপ্তপুরুষ ইহার বক্তা। "মন্ত্রায়ুর্ব্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যম্" এই সূত্র দ্বারা বেদের প্রামাণ্যপরিগ্রহের দৃষ্টান্ত দেখান। "মন্ত্রকে ও আয়ুর্ব্বেদকে" গৌতম যদিও স্পষ্টাভিধানে ঈশ্বরপ্রণীত বলেন নাই; কিন্তু গতিকে তাঁহার ঈশ্বরপ্রণীত বলা হইতেছে। তাঁহার মতে তাদৃশ আপ্ত-পুরুষ ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই নাই। মনু প্রভৃতি ঋষিদিগেরও এই মত। আস্তিক আর্য্য গ্রন্থকারদিগের মতে অপৌরুষেয় বাক্যের নাম বেদ, কেহই তাহা মনুষ্যপ্রণীত বলিয়া স্বীকার করেন না।

এ সকল শাস্ত্রীয় তর্ক ত্যাগ করিয়া যুক্তি অবলম্বন করিলে দৃষ্ট হইবে, বৈদিক ঋষিগণই উহার প্রণেতা। তাঁহারাই আপনাদের অভীষ্টসাধনের জন্য দেবতাদিগের নিকট ছন্দোযুক্ত স্তোত্র লইয়া গমন করিয়াছিলেন। যথা—

"অর্থং পশ্যন্ত ঋষয়ো দেবতাশ্ছন্দোভিবভ্যধাবন্।"

বৈদিক স্তোত্রনিচয় এক সময়ে রচিত নহে, তাহা সময়ে সময়ে ঋষিগণ কর্ত্তৃক এক এক অংশে রচিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বেদ যাহা আমরা ব্যবহার করিতেছি, ব্যাসের পূর্ব্বে ইহা এরূপ ছিল না। পরাশরনন্দন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধের পূর্ব্বে সমুদায় বেদ সুপ্রণালীবদ্ধ করিয়া প্রচার করেন, এজন্য তাঁহার নাম বেদব্যাস হইয়াছে। তিনি চারিজন শিষ্যকে চারিবেদ উপদেশ দিয়াছিলেন; যথা—বহ্বৃচ-নামক ঋগ্বেদ সংহিতা পৈলকে, নিগদাখ্য যজুর্ব্বেদ সংহিতা বৈশম্পায়নকে, ছন্দোগ-নামক সামবেদ সংহিতা জৈমিনিকে, এবং আঙ্গিরসী-নামক অথর্ব্ব-সংহিতা সুমন্তকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ১২শ স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত আছে—"পৈল স্বীয় সংহিতা দুই ভাগ করিয়া ইন্দ্রপ্রমতিকে ও বাস্কলকে কহিলেন, এবং বাস্কল তাহা

চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া বোধ্য, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ও অগ্নিমিত্র এই চারি শিষ্যকে উপদেশ দিলেন, এবং ইন্দ্রপ্রমতিও স্বীয় পুত্র মাণ্ডুকেয় ঋষিকে ও মাণ্ডুকেয়ের শিষ্য দেবমিত্র সৌভরি প্রভৃতিকে অধ্যয়ন করাইলেন। পরে মাণ্ডুকেয়ের পুত্র শাকল্য সেই সংহিতাকে পাঁচ ভাগ করিয়া বাস্য, মুদ্গল, শালীয়, গোখল্য ও শিশির-নামক পাঁচ শিষ্যকে প্রদান করিলেন, এবং শাকল্যের শিষ্য জতুকর্ণ স্বীয় সংহিতাকে পাঁচ ভাগ কবিয়া নিরুক্তের সহিত বলাক, পৈল, জাজল ও বিরজ, এই চাবিজনকে শিক্ষা দিলেন। পরে বাস্কলের পুত্র বাস্কলি উক্ত সর্ব্বশাখা হইতে সংগ্রহ কবিয়া একখানি বাল-খিল্যনামক সংহিতা প্রস্তুত করিলেন, এবং বালায়নি, ভুজ্য ও কাশার এই তিন দৈত্য তাহা ধারণ করিল *। ঋগ্বেদসংহিতাব শাকল্য শাখা প্রচলিত। উহা ৮ অষ্টকে বিভক্ত এবং তাহা পুনরায় ৬৪ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২০০৬ বর্গ আছে, তাহাতে ১০৪১৭ ঋচা দৃষ্ট হয়। অন্যমতে ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডলে এবং ১০০ শত অনুবাকে বিভক্ত, তাহাতে ১০০০ এক সহস্র সূক্ত আছে। এই সংহিতাব সর্ব্বসমেত ১৫৩৮২৬ পদ বর্ত্তমানসময়ে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। শৌনক মুনিকৃত "চবণব্যূহ" গ্রন্থানুসারে বেদের অনেক অধ্যায এ সময় প্রাপ্ত হওয়া যায না, সে সমস্ত লোপ পাইয়াছে; সুতরাং তাহাদেব উল্লেখ এখানে করা গেল না।

ঋগ্বেদের দুই খানি ব্রাহ্মণ, ঐতরেয ও সাঙ্খ্যায়ন বা কৌষিতকী ব্রাহ্মণ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ আট পঞ্চিকায় বিভক্ত, তাহাদের প্রত্যেকে ৫টী কবিয়া অধ্যায় আছে। এই সমুদায় অধ্যায়ে ২৮৫ খণ্ড আছে। সাঙ্খ্যায়ন বা কৌষিতকী ব্রাহ্মণে ৩০টী অধ্যায় আছে। ঋগ্বেদের সংহিতার ও ব্রাহ্মণেব টীকাকার সায়নাচার্য্য।

যজুর্ব্বেদসংহিতা, কৃষ্ণ ও শুক্ল, এই দুই অংশে বিভক্ত। ইহাকে তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়ী সংহিতাও কহে। ইহার শাখার নাম তৈত্তিরীয, মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণ তৈত্তিরীয, এবং শুক্লযজুর্ব্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের ও ব্রাহ্মণের টীকাকার সায়নমাধব এবং শুক্লযজু-

* পণ্ডিতবর ৺আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের অনুবাদিত শ্রীমদ্ভাগবত।

র্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার টীকাকার মহীধর এবং উয়ট ; কিন্তু উহার ব্রাহ্মণের টীকাকার সায়নাচার্য্য।

সামবেদসংহিতা পূর্ব্ব ও উত্তরভাগে বিভক্ত। ইহার শাখার নাম কৌথুম এবং রাণ্যায়ন। সামবেদের আট খানি ব্রাহ্মণ আছে ; তাহাদের নাম যথা,—প্রৌঢ় ব্রা পঞ্চবিংশ, ষড়্বিংশ, সামবিধান ব্রাহ্মণ, আর্ষেয়, দেবতাধ্যায়, বংশ এবং সংহিতোপনিষদ্ ব্রাহ্মণ। সায়নাচার্য্য এই আট খানি ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন সামবেদের অদ্ভুত ব্রাহ্মণ নামক আর একখানি ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত আছে—"অথর্ব্ববিৎ সুমন্ত কবন্ধনামক শিষ্যকে স্বীয় সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন, এবং কবন্ধ তাহাকে দুই ভাগ করিবা পথ্য ও বেদদর্শসংজ্ঞক শিষ্যদ্বয়কে শিক্ষা দিলেন। বেদদর্শের চারি শিষ্য। সৌক্লায়নি, ব্রহ্মবলী, মোদোষ, পিপ্পলায়নি। পথ্যের তিন শিষ্য কুমুদ, শুনক ও জাজলি, ইহারা সকলেই অথর্ব্ববিৎ। অঙ্গিরার পুত্র শুনক স্বীয় সংহিতাকে দুই ভাগ করিয়া বভ্রু ও সৈন্ধবায়নকে প্রদান করিলেন, সৈন্ধবায়নের শিষ্য সাবর্ণি প্রভৃতিরাও পরে তাহা গ্রহণ করিলেন। পরে নক্ষত্রকল্প, শান্তিকশ্যপ ( কল্প ) ও অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ অথর্ব্ববেদের আচার্য্য হইয়াছিলেন।" * অথর্ব্ববেদের শৌনক শাখামাত্র বর্ত্তমান আছে। ইহার বিংশতি কাণ্ডে ৬০১৫ শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। গোপথ ব্রাহ্মণ অথর্ব্ববেদের ব্রাহ্মণ।

মহামুনি যাস্কের নিরুক্ত অনুসারে পূর্ব্বে বেদ-ব্যাখ্যা হইত। এখনও নিরুক্তবিরুদ্ধ বেদব্যাখ্যা বুধমণ্ডলীর অপাঠ্য। যাস্কের পূর্ব্বেও বেদশব্দের নিরুক্তি বর্ত্তমান ছিল, তাহা যাস্কই বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

"স্থূলোষ্ঠীবিন্ ক্লপয়তি ন স্নেহয়তি—ত্রিভ্য আখ্যাতেভ্যো জায়তে ইতি শাকপুনিঃ—ঊর্ণনাভনামকো মুনির্জুহোতি-ধাতোরুৎপন্নো হোতৃশব্দো মন্যতে।" ইত্যাদি।

স্থূলোষ্ঠীবি, শাকপুনি ও ঊর্ণনাভ প্রভৃতি নিরুক্তকার যাস্কের পূর্ব্বে বর্ত্ত-

* শ্রীমদ্ভাগবত। ৺আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের অনুবাদ।

মান ছিলেন। আমরা যাস্ক মুনির নিরুক্তের সাহায্যে নিম্নে দেবতা ও বৈদিক শব্দ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম।

ঋগ্বেদের দেবতা। প্রথমতঃ দেবতা দুই-শ্রেণী।—যাগাঙ্গ দেবতা এবং স্তোত্রাঙ্গ দেবতা। স্তোত্র বা শস্ত্র *।—যাঁহাদের গুণমাহাত্ম্যাদি বর্ণনাপূর্ব্বক প্রশংসা করা যায়, সে সকল স্তোত্রাঙ্গ দেবতা। যজ্ঞকালে ঘৃত, মধু, দধি, পাশব মাংস প্রভৃতি যাঁহাদের উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাঁহারা যাগাঙ্গ দেবতা। ঋক্ সংহিতা এবং যজুঃ সংহিতায় বহুতর দেবতার উল্লেখ আছে। ইদানীন্তন কালেও বহুতর অবৈদিক দেবতার নাম, রূপ, মাহাত্ম্যবর্ণনা দৃষ্ট হয়। সে সকল দেবতা না শস্ত্রাঙ্গ, না যাগাঙ্গ; কেবল পূজা বা উপাসনার অনুকল্প প্রভৃতি কার্য্যের নিমিত্ত পৌরাণিক সময়ে কল্পিত হইয়াছে। বৈদিক দেবতার সমস্ত নাম সংগ্রহ করিবার আবশ্যকতা নাই; কতিপয় নাম সংগ্রহ করা যাইতেছে, তাহাতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন।

অগ্নি, † বায়ু, ইন্দ্রবায়ু, মিত্রাবরুণ, অশ্বিনীকুমার, ঐন্দ্র, বৈশ্বদেব, সারস্বত, মরুৎ, অগ্নিবিশেষ (সুসমিদ্ধ, ইতীদ্ধ, সমিদ্ধবাগ্নি, তনূনপাৎ, নরাশংস, ইল, বর্হির্দেবী, দ্বার, উজাস্তো, নক্তা), দৈব্য, হোতৃযুগল, প্রচেতাদ্বয়, সরস্বতী, নাভারত্যা, ত্বষ্টা, বনস্পতি, স্বাহাকৃতি, বৃহস্পতি, মিত্রাগ্নি, পূষা, ভগ, আদিত্য (সূর্য্যবিশেষ), মরুদ্গণ, ব্রহ্মণস্পতি, সোম, সদসস্পতি, নারাশংসী, দক্ষিণা, ঋভু, সবিতা, দ্যু, বিষ্ণু, ‡ অপ্, ইন্দ্রাণী, পৃথিবী, অগ্নায়ী, বরুণানী, বৈষ্ণবী, প্রজাপতি, উলূখল, মুষল, হরিশ্চন্দ্র, অধিষবন, উষঃকাল, ইত্যাদি

* স্তোত্র এবং শস্ত্র এতদুভয়ের এইমাত্র প্রভেদ যে, গীতের উপযুক্ত মন্ত্র দ্বারা যেস্থানে দেবতার প্রশংসাদি করা যায়, সেই স্থানেই স্তোত্র; আর যাহা গীতের অনুপযুক্ত মন্ত্র, তাহা শস্ত্র।

† "অগ্নির্বৈ দেবতা তস্যৈতানি নামানি—সর্ব্ব ইতি প্রাচ্য আচক্ষতে ভব ইতি যথা বাহিক পশূনাম্পতি রুদ্রোঽগ্নিরিতি তান্যস্যাসন্তানি নামানি অগ্নীত্যেব সন্তাম্যম।" (ইতি শতপথঃ ব্রাহ্মণ।)

‡ অতো দেবা অবন্ত নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে পৃথিব্যা সপ্তধামভিঃ। ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমূঢ়মস্য পাংশুরে। ঋগ্বেদঃ, ১ম মণ্ডলঃ। এই স্তোত্র পৌরাণিক চতুর্ভুজ বিষ্ণু বুঝাইতেছে না। যাস্ক ঋষি ইহার অর্থ করিতেছেন।—

"বিষ্ণুঃ আদিত্যঃ কথমিতি যথাহহঃ ত্রিধা নিধায় পদং নিধত্তে পদং নিধানং।"

অনেক দেবদেবী আছে। এই সকল দেবদেবীর স্তোত্র মধুচ্ছন্দ, বিশ্বামিত্র, জেতা, মেধাতিথি, শুনঃশেফ, হিরণ্য, স্তূপ, সব্য, গোতম, অঙ্গিরস্, প্রস্কন্ন ( ঘোর ঋষির পুত্র ), কুৎস প্রভৃতি ঋষিগণ কর্ত্তৃক গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অযুজোবৃহতী, প্রস্তার-পংক্তি প্রভৃতি ছন্দে গ্রথিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের দুইটী স্তোত্র নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

## ইন্দ্র।

১

আকাশের জ্যোতি—ভীম বজ্রধর!
মহামতি ইন্দ্র সর্ব্বগুণাকর!
তব স্তুতিচয় মোরা নিরন্তর
মধুর সুস্বরে করিব গান।
কোমল, মধুর, নবীন গাথায়,
যাহাতে দেবের মানস ভুলায়
—সহজে যুড়ায় তাপিত প্রাণ।

২

এস এস দেব ছাড়ি সুরপুর,
শুনিতে এহেন সঙ্গীত মধুর।
যে সঙ্গীতে শোক তাপ হয় দূর-
এহেন সঙ্গীত কর শ্রবণ।
শুভ্রময় অদ্রি-উৎসের সমান
বিমল আনন্দ করিব প্রদান—
শুন—করযোড়ে করি বন্দন।

স্বর্ণময় রথে করি আরোহণ,
এস এস ইন্দ্র এ মর্ত্ত্য-ভবন।
করুক সারথি রথ সঞ্চালন
বেগে বজ্রনাদে বিমানপথে।
ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে সুরবালা-দলে
বিস্ময়-উৎফুল্ল-লোচনে সকলে,
হেরিবে তোমায় স্বর্ণরথে।

৪

ব'সো দর্ভাসনে লও উপহার
অন্নব্যঞ্জনাদি বিবিধ প্রকার,
গন্ধদ্রব্য নানা—সোম—সুধাধার
(দেবের দুর্ল্লভ অপূর্ব্ব ধন)
করযোড়ে মোরা তোমারে আহ্বান
করিতেছি, শুনি এই স্তবগান
বিপক্ষের ভয় কর ভঞ্জন।

৫

অতীব কাতরে আমরা এখন
লয়েছি তোমার চরণে শরণ।
কর দেব কর অভীষ্ট সাধন,
সুধা-সোমরস করিয়া পান।
জয় জয় দেব বজ্রনাদ কর,
বিপক্ষের ভয় আমাদের হর—
তব যশ মোরা করিব গান।

## উষা। *

১

পরিণীতা যোষা সম দীপ্তি দান
মোদের হৃদয়ে—( সুখের নিদান ),
তোমার কৃপায়, অয়ি উষাদেবি!
ঘোর অন্ধকার হইল নাশ।
উঠিল মানব তব পদ সেবি,
তব কান্তিচ্ছটা হ'লো প্রকাশ।

২

দূরে বা নিকটে করিয়া গমন
চেতাইলে যত জীব অগণন,
সবে স্বীয় কার্য্যে হ'লো ধাবমান!
হেরিয়া তোমার মধুর বেশ,
ধন প্রসবিতা কৃপার নিদান
সুবর্ণ বরণ শোভা অশেষ।

৩

দ্যুদেবতা পুত্রী কমনীয়া উষা,
অঙ্গে শোভে সদা রমণীয় ভূষা,
স্তুতিপ্রিয় অতি, মরণ-রহিত,
এস যজ্ঞস্থানে ডাকি তোমায়।
কর দেব-বালা আমাদের হিত,
নিয়োজিত মোরা তব পূজায়।

* এই কবিতাটী ইতিপূর্ব্বে জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

যথা প্রভাতের হইলে আলোক,
তোমার আজ্ঞায় যত দেবলোক
সোমরস পানে আনন্দ অন্তরে
যজ্ঞস্থানে সবে করে গমন।
গো, অশ্ব, অন্ন, আমাদের ঘরে
তেমতি কৃপায় কর স্থাপন।

৫

দুর্ব্বল হউক বিপক্ষের বল,
তব জয়ধ্বনি আমরা সকল
পবিত্র হৃদয়ে করিব প্রদান।
বিচিত্র-বসনা মঙ্গলময়ি!
সতত করিব তব যশঃ গান,
হই যেন মোবা বিপক্ষজয়ী।
অয়ি উষাদেবি! দ্যুলোক-দুহিতা,
বশিষ্ঠ প্রভৃতি যাজ্ঞিক-পূজিতা,
তোমার রূপেতে তমঃ হয় দূর—
বিশ্ববরণীয় মধুর রূপ!
তব কৃপা সদা পাইতে প্রচুর
হইয়াছি মোরা অতি লোলুপ।

জৈমিনির মতে দেবতা নামক কোনও জৈব পদার্থ নাই। "ইন্দ্র" এই শব্দই দেবতা। তদ্ভিন্ন "ইন্দ্র" এই শব্দের অর্থ সহস্রাক্ষাদিযুক্ত কোন জীব নাই। যাগকালে দ্রব্যত্যাগের উদ্দেশ্যভূত দেবতার, "ইন্দ্রায় স্বাহা" এই মন্ত্রমাত্রই দেবতা। মীমাংসা-দর্শনের ষষ্ঠাধ্যায়ে ইহার একপ্রকার বিচার করা হইয়াছে—

"ফলার্থত্বাৎ কর্ম্মণঃ শাস্ত্রং সর্ব্বাধিকারং স্যাৎ।"

ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা দেবতাদিগের যাগযজ্ঞ করার অধিকার নাই, ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। দেবতাদিগের কোনপ্রকার বিগ্রহ নাই। এই অংশে জৈমিনি যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বলা যাইতেছে। ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য যেমন যাগের একটি অঙ্গ, দেবতাও তদ্রূপ একটি যাগের অঙ্গ। যাগকালে দেবতাদিগের আহ্বান করিতে হয়, দেবতা যদি শরীরী হন, তবে তাঁহাদিগের আগমন-কালে যজমানের প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত, আর যদি তাঁহারা মহিমাবলে অস্মদাদির অপ্রত্যক্ষ হইয়া অবস্থান করেন, এমত হয়, তথাপি এক সময়ে বহুলোক যাগ করিতেছে এবং সকলেই এককালে আহ্বান করিয়াছে, তাহাতে তাঁহার এক সময়ে সর্ব্বত্র গমন অসম্ভব এবং শাস্ত্রানুসারে তাঁহার সর্ব্বত্রই অধিষ্ঠান করা উচিত; সুতরাং তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। আর যদি মন্ত্রই দেবতা হয়, তবে যে, যে স্থলে যাগ করুক না কেন, "ইন্দ্রায় স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই যজ্ঞসিদ্ধি হইবেক। "বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য সকল স্তুতিবাক্যমাত্র। জৈমিনি এই-রূপ দেবতা ও যজ্ঞসম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন, তাহা আধুনিক রুচির সম্পূর্ণ বিপরীত, এজন্য উল্লেখ করিলাম না।

সোমলতার উল্লেখ বেদমধ্যে বিশেষরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঋষিগণ সোমের স্তুতি করিয়াছেন, তাহার রস স্বয়ং পান করিয়াছেন ও দেবতা-গণকে অর্পণ করতঃ পরমানন্দ উপভোগ করিয়াছেন। বেদে লিখিত আছে, সোমলতার রস তৃপ্তিকর, হর্ষজনক এবং অতি মধুর। সোমলতা * পার্ব্বতীয় লতাবিশেষ। সামবেদীয় ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণে এক আখ্যায়িকায় উক্ত হইয়াছে, সোমলতা পৃথিবীমধ্যে আর উৎপন্ন হয় না, এজন্য সোমযাগ প্রতিনিধিদ্রব্যের দ্বারা সম্পন্ন করিতে হইবেক। এক্ষণে পুনা প্রভৃতি স্থান হইতে যে সোম-লতা আনীত হয়, তাহা বৈদিক কালের প্রকৃত সোমলতা নহে, কিন্তু সেই জাতীয় বটে। সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ হোগ সাহেব এই লতার আস্বাদ অতীব তিক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত এবং মত্ততাকারক, এইরূপ লিখিয়াছেন; † কিন্তু বেদে ইহার

---

* Asclepias Acida.

† Ait. Br. Vol. II. p. 439.

সম্পূর্ণ বিপরীত বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তাহাতে লিখিত আছে, সোমলতার রস সুমিষ্ট, মাদক ও অত্যন্ত হর্ষজনক; যথা ঋগ্বেদ—

"প্রবো ভ্রিয়ন্ত ইন্দং বো মৎসরা মাদয়িষ্ণবঃ। দ্রপ্সা মধ্বশ্চমূষদঃ।"

হে ইন্দ্র-আদি দেবগণ! আপনাদের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট সোম সম্পাদিত করা হইতেছে, ইহা অত্যন্ত তৃপ্তিকর, হর্ষের হেতু, বিন্দু বিন্দু করিয়া নিষ্কাশিত, অতি মধুর এবং চমূ অর্থাৎ পাত্রবিশেষে অবস্থিত আছে। পুনশ্চ "অশ্বিনৌ পিবতং মধু" অর্থাৎ হে অশ্বিনীকুমার! এই মাধুর্য্যগুণবিশিষ্ট সোম পান কর। এইরূপ সর্ব্বত্রই বেদে সোমের মিষ্টতা বর্ণিত আছে, বিশেষ ঊনিশবর্গে সোমসূক্ত-নামক ঋক্সমূহে সোমের মিষ্টাস্বাদ স্পষ্ট বর্ণনা করা হইয়াছে। সোমের রস দুগ্ধের ন্যায় ও গাঢ়; যথা "সন্তে পয়াংসি সমুচন্তু রাজা" অর্থাৎ হে সোম! তোমার পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত পয় অর্থাৎ ক্ষীর সকল তোমাকেই প্রাপ্ত হউক। ইহার বর্ণসম্বন্ধে এইমাত্র উক্ত হইয়াছে, "রাজ্ঞো নু তে বরুণস্য ব্রতানি বৃহস্পাতেবং তব সোম ধাম—"

অর্থাৎ হে সোম! তুমি রাজমান বরুণের ন্যায়, তোমার তেজ অতি বিস্তীর্ণ এবং গাম্ভীর্য্যযুক্ত। ইহাতে এইমাত্র অনুভব হইতেছে যে, সোমের বর্ণ জলের ন্যায় শুভ্র। সোমলতার আকার পুত্তিকা * লতার সদৃশ (পুঁই শাকের মত) হইবার সম্ভাবনা, কেননা সোমলতার অভাবে পুত্তিকা লতার বিধান আছে—"সাদৃশ্যে প্রতিনিধিঃ" শাস্ত্রকারেরা কোন বস্তুর অভাব হইলে তৎসদৃশ বস্ত্বন্তরের গ্রহণ বিধান করিয়াছেন; সুতরাং সোমাভাবে পুত্তিকার বিধি; যথা—

" সোমাভাবে পুত্তিকামভিষুণুয়াৎ।" শ্রুতিঃ।

ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগ্রন্থে সোমাভাবস্থলে পুত্তিকা-বিধানের অনেক বাক্য আছে।

সোম তন্তুযুক্ত অর্থাৎ অভ্যন্তরে আঁশযুক্ত লতা। যথা—

"আপ্যায়স্ব মন্দিতম সোম বিশ্বেভিরংশুভিঃ।
ভবা নঃ সুশ্রব স্তমঃ সখা বৃধে। ১৪ অ, ১৯ সূক্ত।

অর্থাৎ হে অতিশয় মদযুক্ত সোম! তুমি তোমার সমুদয় তন্তু দ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত কর।

---

* Guilandina Bonduc

সোমরসের বিবিধ গুণের মধ্যে পুষ্টিকারিতা ও রোগনাশকত্ব গুণ আছে।
যথা— "গয়স্কানো অমিহা বসুবিৎ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ।" ১৪ অ, ৯১ সূ।

অর্থাৎ হে সোম! তুমি ধনের বৃদ্ধিকারী, রোগসমূহের নাশক, শরীর ও মনের পুষ্টিকারক।

আর্ষকালের ঋষিগণই সোমলতা প্রকাশ করেন। যথা—

"ত্বং সোম প্রচিকিতো মনীষত্বং রজিষ্ঠমনুনেষি পথাং।"

অর্থাৎ হে সোম! তুমি আমাদের বুদ্ধি দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়াছ।

সোমরস কণ্ডন দ্বারা অর্থাৎ কুটিয়া অভিষব অর্থাৎ নিষ্কাশন করা হইত। ইহা রাখিবার পাত্রকে চমূ কহে। এই পাত্র কাষ্ঠ বা গোচর্ম্মনির্ম্মিত হইত। উহার রস উঠাইবার পাত্র পৃথক্, তাহার নাম গ্রহ।

"যৎ সানোঃ সানুমারুহৎ ভূর্য্যস্পষ্টকর্ত্বং।
তদিন্দ্রোঽর্থং চেততি যথেনং বৃষ্টিরেজতি॥"

যৎকালে যজমান সকল সোমবল্লী আহরণের নিমিত্ত এক পর্ব্বতশিখর হইতে শিখরান্তরে আরোহণ করেন, তখনই তাঁহাদিগের সোম-যাগ আরম্ভ করা হয়। ইন্দ্র তৎকালে যজমানের প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহাদের যজ্ঞস্থলে আগমন করেন।

ঋগ্বেদে পুরূরবা, যযাতি প্রভৃতি রাজাদিগের নাম পাওয়া যায়; যথা—

"মনুষ্যদগ্নে অঙ্গিরস্বদাঙ্গিরো যযাতিবৎসদনে পূর্ব্ববচ্ছুভে।"

বেদের সংহিতা, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণে অনেক রাজা ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের আখ্যায়িকা আছে, তাহাকে পুরাণ বলা যায়; * ইহা ভিন্ন বৈদিক কালে অন্য পুরাণ ছিল না; তবে মহাভারত, রামায়ণ ও অন্যান্য পুরাণ প্রভৃতি বেদানুযায়ী অর্থাৎ অনেকাংশের অবলম্বন-পীঠ বেদ। পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত কাশীর পণ্ডিতগণের তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইলে তিনি বৈদিক আখ্যায়িকাকেই পুরাণ বলিয়া মান্য করিয়াছিলেন; উহা ভিন্ন তিনি স্বতন্ত্র পুরাণ মান্য করেন নাই।

ভাষা, পার্থিব অবস্থা, মনুষ্যগণের প্রকৃতি এবং তাহাদের আচার ব্যবহার সমুদায় পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং সহজেই এইরূপ উপলব্ধি হয় যে, এখন আমরা যাহা দেখিতেছি ও শুনিতেছি, অতি পূর্ব্বকালে এরূপ ছিল না। কিরূপ ছিল, তাহাও নিরূপণ করা যায় না। তবে কি না পুরাকালের ভাব মনোমধ্যে

* "ঋচঃ সামানি চ্ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ।"—অথর্ব্ববেদ।

আবির্ভূত হইলে অনির্ব্বচনীয় আমোদ উপস্থিত হয় বলিয়া কথঞ্চিৎ নিরূপণ করিতে ইচ্ছা হয়।

অনুসন্ধের বিষয় বহুপ্রকার হইলেও প্রধানতঃ ৪টী বিভাগ স্থির করা গেল। ভাষা (১), পার্থিব অবস্থা (২), জীব-প্রকৃতি (৩), তাহাদের ব্যবহারপদ্ধতি (৪)। ইহার স্পষ্টতার জন্য চারিটী কালেরও উল্লেখ হউক। বৈদিক কাল (১), আর্ষকাল (২), আচার্য্যকাল (৩), পরাভূত কাল (৪)। যে কালে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সকল প্রচারিত হয়, তাহাই বৈদিককালের লক্ষ্য। আর্ষকালের লক্ষ্য মধ্যকাল (অর্থাৎ যে সময় স্মৃতি ও নানাবিধ পুরাণ প্রকটিত হয়।) এই আর্ষকাল ও পরাভূত কাল এতদুভয়ের অন্তরাল কালকে আচার্য্যকাল বলিয়া জানিতে হইবে। পরাভূতকাল, বর্ত্তমানকাল ৫০০ বৎসর পর্য্যন্ত গ্রহণ করা গেল। এই চারিটী কালের সহিত উপর্য্যুক্ত চারিটী বিষয়ের প্রত্যেকের সম্বন্ধ থাকিবে।

প্রথমে বৈদিক কালের ভাষাসম্বন্ধে লেখা যাইতেছে।

ভারতবর্ষের প্রধান ভাষা সংস্কৃত। তদ্ভিন্ন অন্য ভাষাও দেখা যাইতেছে। এইরূপ আদিমকালেও ছিল কি না—অনুসন্ধান করিলে, ছিল বলিয়াই প্রতীতি হয়। সংস্কৃতের অবস্থা কথঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে বটে, কিন্তু অন্য ভাষা কিরূপ আকারে ছিল, তাহা বুঝা যায় না। বৈদিক গ্রন্থ সকল পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, সংস্কৃত ভিন্ন ভাষান্তরেরও প্রচার ছিল, এবং তাহা এক্ষণকার ন্যায় শ্রেণীবিশেষে বিভিন্ন আকারে ছিল। দেবতারা কিংবা আর্য্যেরা যাহাকে "গৌঃ" বলিতেন, তৎকালে অসুরেরা তাহাকে "গাবী" "গোনী" "গোপোৎলী" ইত্যাদি বলিত। তাঁহারা শত্রুদিগকে "হে অরয়ঃ!" বলিয়া সম্বোধন করিতেন, অসুরেরা "হেলব" বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যুত্তর দিত। যাহারা আদিমকালের অসুর, তাহারাই মধ্যকালের ম্লেচ্ছ। কেন না, মহর্ষি জৈমিনি "চোদিতস্তু প্রতীতেন অবিরোধাৎ প্রমাণেন।" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ম্লেচ্ছ সাঙ্কেতিক পদার্থকেও যজ্ঞকার্য্যে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া পূর্ব্বোক্ত আসুরিক বাক্যকে ম্লেচ্ছবাক্য বলিয়া উদাহরণ দিয়াছেন। "পিক" "নেম" "সত" "তামরস" প্রভৃতি অনেকগুলি শব্দ এক্ষণে সংস্কৃত ভাষামধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছে, বস্তুতঃ ঐ সকল শব্দ সংস্কৃতই নহে। ঐ সকল শব্দ তত্তৎ অর্থে পূর্ব্বকালের অসুরেরা বা ম্লেচ্ছেরাই ব্যবহার করিত। তাহারা কোকিলকে "পিক," নামকে

ও অর্দ্ধভাগকে "নেম," পদ্মকে "তামরস" বলিত। সংহিতা গ্রন্থে যাহাদিগকে অসুর বলা হইয়াছিল, ব্রাহ্মণগ্রন্থে তাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলা হয়, তদ্দৃষ্টে ম্লেচ্ছ ও অসুর একমূলক বা তুল্যজাতি বলিতে হইবে। পরন্তু "ম্লেচ্ছ" এই নামান্তর হইবার অন্য কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। পুরাকালেও এক্ষণকার ন্যায় সাধারণ ব্যবহার্য্য ভাষান্তর ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ,—

"তেঽসুরা হেলয় হেলয় ইতি কুর্ব্বন্তঃ পরাবভূবুঃ। তস্মাদ্ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিত বৈ নাপভাষিত বৈ ম্লেচ্ছোহবা যদেষ অপশব্দঃ।"

ইত্যাদি ব্রাহ্মণ বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যাহারা অসুর, তাহারাই ম্লেচ্ছ, এবং সংস্কৃত ভিন্ন নানাপ্রকার অপশব্দ ছিল। "নাযজ্ঞিয়াং বাচং বদেৎ" ইত্যাদি মন্ত্রকাণ্ডেও যজ্ঞকালে অপশব্দ বলিতে নিষেধ থাকাতে উপর্য্যুক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীভূত হইতেছে। অতএব সংস্কৃত ভিন্ন অন্য প্রকার ভাষাও ছিল, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ঋগ্বেদের অথবা তৎসমজাতীয় গ্রন্থের সংস্কৃত আমরা বুঝিতে পারি না। তাহার কয়েকটী নিগূঢ় কারণ আছে। প্রথমতঃ বর্ত্তমানকালের সংস্কৃত ব্যাকরণের অধীন, বেদের সংস্কৃত ব্যাকরণের অধীন নহে। (ব্যাকরণই বেদবাক্য অনুসারে রচিত—যেহেতু ব্যাকরণ বেদের অনেক পরে)। দ্বিতীয়তঃ বাক্যের আকার ও সংস্থান এক্ষণকার অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন। তৃতীয়তঃ পূর্ব্বে যে সকল শব্দ দ্বারা যে সকল বস্তুকে বুঝাইবার প্রথা ছিল, এক্ষণে আর সেই সকল শব্দ দ্বারা সেই সকল বস্তু বুঝান হয় না এবং শব্দ সকলের সম্বন্ধঘটনা এক্ষণকার রীতিবহির্ভূত। মনে করুন—

"সত্যং ত্বেষা অমবন্ত ধন্বঞ্চিদা রুদ্রিয়াসঃ। মিহ কৃণ্বন্ত্যবাতাং॥"

ঋগ্বেদের (১ অং, ১ম অষ্টক, ১ম, ২৮ সূক্ত, ৭ ঋক্) এই ঋক্ পাঠমাত্রে, বোধ হয় কেহই অর্থ বুঝিবেন না। না বুঝিবার অন্য কিছু কারণ নাই, কেবল ঐ সকল শব্দ ও ঐরূপ রীতি আমরা কখন অনুভব করি নাই। "সত্যং" এই শব্দটী আমরা ব্যবহার করি—উহা বুঝা গেল। তৎপরে "ত্বেষা" বুঝিলাম না, আমাদের বুদ্ধি—তু+এষা এইরূপ গ্রহণ করিতেই প্রথমতঃ ধাবিত হইবে, কিন্তু তাহা নহে। আমরা যেরূপ স্থলে "ত্বিষ্" ব্যবহার করি, তদ্রূপ স্থলে "ত্বেষা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। "ত্বেষা" ঐ ত্বিষ্ শব্দেরই তুল্য। "অমবন্তঃ"

অম শব্দে বল বুঝায়। "অম" এইটী যে বলের একটী নাম, তাহা আমরা আর শুনিতে পাই না সুতরাং বুঝিতেও পারি না। "ধন্বঞ্চিদা"—"ধন্বন্" মরুভূমি, "চিৎ" প্রায়শঃ। ইহা বুঝিলেও বুঝা যায় বটে, কিন্তু "চিদা" এই চিৎ শব্দের পরে আকার থাকাতেই গোলযোগ। ঐ আকারটীর সহিত "অবাতাং" শব্দের সম্বন্ধ। আ অবাতাং। আ সমন্তাৎ।—এইরূপ অর্থ হইবে, ইত্যাদি। পূর্ব্বে ব্যাকরণ ছিল না। যথা—

"বৃহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ নান্তং জগাম।"

এই বেদবাক্য দ্বারা প্রতীতি হয় যে, পূর্ব্বকালে চীনদেশীয় বর্ণমালার ন্যায় একটী একটী করিয়া শব্দরাশি শিখিয়া গ্রন্থাধ্যয়ন করিতে হইত। কিছুকাল পরে কিঞ্চিৎ কৌশলসম্পন্ন প্রণালী নিবদ্ধ হইল—অর্থাৎ নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাতন, এই চারি-জাতি শব্দ স্থির হইল।

"চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়োঽস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তা সোঽস্য। ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্যাং আবিবেশ।"

শব্দসমুদ্রের পার প্রাপ্তির নিমিত্ত কতকগুলি সুনিয়ম সংস্থাপিত হইলে উপযুক্ত রূপক বাক্যটী লোকে আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছিল। বৈয়াকরণিক বস্তুগুলি উহাতে বৃষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত, এই চারি প্রকার পদসমূহ ঐ বৃষের শৃঙ্গ। তিনটী কাল তাহার পদ। সুপ্ ও তিঙ্ তাহার মস্তক। সাতটী বিভক্তি তাহার হস্ত। উরঃ, কণ্ঠ ও মূর্দ্ধা এই তিন স্থানে ঐ সমুদয় গ্রথিত। এই বৃষ জগতে আবির্ভূত হইবামাত্র শব্দকার্য্য রব করিয়া উঠিল। যাহা ইচ্ছা তাহাই প্রকাশ করা যায় বলিয়া উহা নানাপ্রকার নামে খ্যাত হইল। কিছুকাল পরেই ব্যাকরণ জন্মে। ব্যাকরণ বলিলে যে পাণিনি-ব্যাকরণ বুঝিবে তাহা নহে। কেননা, পাণিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগের মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং "ব্যাকরণ" এই নামও পাণিনি-ব্যাকরণ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান ব্যাকরণ, বর্ত্তমান নিরুক্তগ্রন্থ, বর্ত্তমান কোষগ্রন্থ, এ সকলের পূর্ব্বেও ঐ ঐ জাতীয় গ্রন্থ ছিল। পাণিনি যেমন পূর্ব্ব ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন, নিরুক্তকার যাস্ক মুনিও তেমন অন্য নিরুক্তের উল্লেখ করিয়াছেন।

মেদিনী প্রভৃতি কোষগ্রন্থের পূর্ব্বে "বৃহদুৎপলিনী," "উৎপলিনী" প্রভৃতি কোষগ্রন্থ ছিল, ঐ সকল এখন আর পাওয়া যায় না। "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" প্রভৃতি বেদমন্ত্র-ব্যাখ্যা-গ্রন্থে ঐ সকল প্রাচীন কোষ হইতে শব্দপর্য্যায় উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব পাণিন্যাদি মুনিগণ আদিম আচার্য্য নহেন। বৈদিকগ্রন্থে বলের নাম আটাইশ, সংগ্রামের নাম ছ-চল্লিশ, অপত্যের নাম পনর, বাক্যের নাম সাতান্ন, ধনের নাম আটাইশ, ইত্যাদি দেখা যায়। সে সকল নাম এক্ষণে আর ব্যবহার করিতে প্রায় দেখা যায় না। আদিম কালের কোন বস্তুর নাম দশ ছিল, এক্ষণে তাহার ২০০ নাম দেখা যায়। আবার কোন বস্তুর পঞ্চাশটী ছিল, এখন পাঁচটীও নাই। এতদূর বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কতকগুলি শব্দ আদিম কাল হইতে সমান চলিয়া আসিতেছে; যথা—গো, অশ্ব ইত্যাদি। কতকগুলি ম্লেচ্ছ শব্দ সাধারণ্যে চলিত আছে। ম্লেচ্ছ শব্দ শুনিলে সাধারণে মনে করে, পারসী কি ইংরাজী; বস্তুতঃ তাহা নহে। যুধিষ্ঠিরকে বিদুর ম্লেচ্ছভাষায় গুপ্ত জতুগৃহের কথা বলিয়াছিলেন; এই কথায় সাধারণে মনে করে, বিদুর ও যুধিষ্ঠির পারসী জানিতেন; উহা ভ্রম।

ফল ম্লেচ্ছভাষাসম্বন্ধে যেরূপ আর্য্যশাস্ত্রে উল্লেখ দেখা যায়, তাহাতে এই-রূপ অর্থ দাঁড়ায় যে, ম্লেচ্ছভাষা আর কিছু নহে, কেবল প্রকৃতি প্রত্যয়াদি বৈয়াকরণিক সম্বন্ধহীন ভাষাই ম্লেচ্ছভাষা। ম্লেচ্ছভাষা সম্বন্ধে এইরূপ নির্ণয় আছে:—

শুদ্ধ ভাষা তিন প্রকারে রূপান্তরিত হইয়া ম্লেচ্ছভাষায় পরিণত হইয়াছে। কোন স্থলে বর্ণাধিক্যবশতঃ, কোথাও বর্ণবিপর্য্যয়বশতঃ কোথাও বা বর্ণলোপ-বশতঃ, স্থলবিশেষে বর্ণ-স্বরাদি বিকৃত হইয়া ম্লেচ্ছভাষানামে প্রচলিত হইয়া যায়। কাণ্ব শতপথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বৈদিকগ্রন্থে উক্তপ্রকার ভাষার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। আধুনিক নাটকাদিতে যেমন ভদ্র ও ইতর লোকের কথাবার্ত্তা বিভিন্ন, তদ্রূপ বৈদিক গ্রন্থেও দেবতাদিগের ও অসুর ম্লেচ্ছদিগের কথাবার্ত্তা বিভিন্ন। কাণ্ব শতপথ ব্রাহ্মণে, ইন্দ্র অসুরদিগকে জিজ্ঞাসা করি-লেন—

"ইমাং চিত্রাখ্যাং মদীয়ামিষ্টকামুপধাস্যে।"

তোমাদিগের নিমিত্ত আমি এই আমার ইষ্টকা অগ্নিতে নিক্ষেপ করি।

অসুরেরা উত্তর করিল, "উপহি"। এটী "উপধেহি" হইলে শুদ্ধ হইত, কিন্তু বর্ণলোপ হওয়াতে তাহা না হইয়া ম্লেচ্ছভাষায় পরিণত হইয়াছে। এইরূপ—

" তেঽসুরা হেলয় হেলয় ইতি বদন্তঃ পরাবভূবুঃ।"

এস্থলে "হেলয়" এই শব্দের স্থানে দেবতারা বা আর্য্যেরা "হে অরয়ঃ" প্রয়োগ করিয়াছেন। এস্থলে বর্ণ বিপর্য্যয়ানুসারী ম্লেচ্ছভাষা জানিতে হইবে।

এইরূপ বৈদিক ভাষার আলোচনা করিলেও বৈদিক কাল নিরূপণ করা সহজ ব্যাপার নহে। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ এক সময়ে রচিত হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অংশ রচিত হইয়াছে। পণ্ডিতবর হোগ সাহেব অনুমান করেন, বেদের সংহিতা ২৪০০ হইতে ২০০০ খ্রীষ্ট জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে, ও ব্রাহ্মণভাগ ১২০০ খ্রীঃ পূঃ রচিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ ও বিপ্র শব্দে পূর্ব্বে বৈদিকমন্ত্রের বক্তা বুঝাইত। এক্ষণে সূত্রধারী ব্রাহ্মণ যেমন এক জাতি হইয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। যাঁহারা যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতেন, এবং ধর্ম্মের প্রচার করিতেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ নামে বাচ্য হইতেন। পরে ক্রমে পুত্রপৌত্রাদির একটি ব্যবসা অনুসারে ব্রাহ্মণ এক জাতি হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণগণের বৈদিককাল হইতেই শিখা রাখা প্রসিদ্ধ; কিন্তু সে সময় "তরমুজের বোঁটাসম টীকি শোভে শিরে" ছিল না, তাহা শাস্ত্রানুসারে মস্তকের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া থাকিত; এই শাস্ত্রীয় টীকির নাম "বেড়ী।" ইহা ভিন্ন ভিন্ন বংশ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ছিল। যথা—

" দক্ষিণকপর্দা বাশিষ্ঠা আত্রেয়াস্ত্রিকপর্দিনঃ।
আঙ্গিরসঃ পঞ্চচূড়া মুণ্ডা ভৃগবঃ শিখিনোঽন্যে॥"

এইরূপ শিখা রাখা কেবল টুপী বা পাগড়ীর প্রতিনিধি। বৈদকিকালে টুপী বা পাগড়ী বন্ধন করিতে হইত, তাহা না করিলে লোকসমাজে নিন্দা করিত। যথা—মহর্ষি আপস্তম্ব কহিয়াছেন,—

"ন সমাবৃত্তা বপেয়ুরন্যত্র বীহারাদিত্যেকে। অথাপি ব্রাহ্মণ এষ রিক্তো বা পিহিতস্তস্যৈব তদেব পিধানং যচ্ছিখা॥"

অর্থাৎ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ মস্তক মুণ্ডন কবিবে না, কেননা গৃহস্থ ব্যক্তির মস্তক আবরণশূন্য হইলে, সে লোকের নিকট তুচ্ছ হয়; এজন্য যে ব্যক্তি শিখা রাখে, তাহার শিখাই ঐ আবরণস্থানীয়।

বৈদিককালের আর্য্যেরা কৃষিজীবী ছিলেন, তাঁহারা কৃষিকার্য্যেই বিশেষ সুখ অনুভব করিতেন। বেদের মধ্যে গ্রাম ও চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত পুরের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থে দৃষ্ট হয়, যজ্ঞবেদী ইষ্টকে নির্ম্মিত হইত, ইহাতে বোধ হয় গৃহাদিও ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত হইত। ঋগ্বেদের মন্ত্রভাগেও ইষ্টকনির্ম্মিত পুরীর উল্লেখ থাকা দৃষ্ট হয়। আদিমকালে অসভ্যজাতি অসুরেরা দৌরাত্ম্য করিত এবং আর্য্যগণ তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতেন, আর কোন কোন সময়ে কোন উপায় না দেখিয়া দেবতাদিগের নিকট তাহাদের দমনের জন্য প্রার্থনা করিতেন। রাজার দ্বারা গ্রামাদি শাসিত হইত, ভাব্য প্রভৃতি রাজার উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। সে সময় আর্য্যজাতির ব্রীহি ( ধান্য ), যব, মাষকলাই, তিল, ওষধি ( শস্য ), বীরুৎ ( লতা ), করম্ভ ( ফল )—"ব্রীহিমথো যবমথো মাষমথো তিলং" প্রধান আহারের দ্রব্য ছিল। সময়ে সময়ে তাঁহারা অপূপ অর্থাৎ পিষ্টক এবং যজ্ঞকার্য্য ভিন্নও মেষ, মহিষ, গো প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করিতেন। *

সোমরস এবং বিবিধপ্রকার সুরার সে সময় অত্যন্ত ব্যবহার ছিল এবং সুরাবিক্রেতারও অভাব ছিল না। ঋগ্বেদমধ্যে আর্য্যজাতির নানাপ্রকার ব্যবসায়ের উল্লেখ আছে। অধিকাংশ লোকই ব্যবসাকার্য্য দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। আদিমকালে মনুষ্যের আয়ু ১০০ বৎসরের অধিক ছিল না। মনু বলেন,—সত্যযুগে মনুষ্যের আয়ু ৪০০ বৎসর, ত্রেতায় ৩০০ বৎসর, দ্বাপরে ২০০ বৎসর, কলিতে ১০০ বৎসর; এ সকল কল্পনামাত্র; কেননা, বেদে দেখা যায়, পুরুষের আয়ু শত বৎসর—"ধত্তে শতাক্ষরা ভবন্তি শতায়ুঃ পুরুষঃ।" পুনশ্চ ঋকৃমন্ত্রে দেখা যায়, আর্য্যগণ প্রার্থনা করিতেন, "জীবেম শরদঃ শতম্" অর্থাৎ আমি যেন শত বৎসর জীবিত থাকি এবং আশীর্ব্বাদ করিবার সময়েও বলিতেন "দাতা শতং জীবতু"—দাতা শত বর্ষ জীবিত থাকুন। ইত্যাদি।

আর্য্যজাতির আচার ব্যবহারসম্বন্ধে পুনরায় লেখনী ধারণ করিবার ইচ্ছা আছে, এজন্য এতৎসম্বন্ধে এস্থলে বহুল আলোচনা করিলাম না।

---

* মহাভারতোক্ত চর্ম্মণ্বতী নদী ও রন্তিদেব রাজার বৃত্তান্ত পাঠ করিলে গোমাংস ভক্ষণ বিষয়ে সংশয় থাকিবে না।

# শালিবাহন বা সাতবাহন নৃপতি।

Le us sit upon the ground and toll
Sad stories of the death of kings.
*( K. Richard ), Richard II.*

# শালিবাহন বা সাতবাহন নৃপতি।

সুবিখ্যাত শালিবাহন নৃপতি মগধে রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহাঁর দ্বারা খ্রীষ্টজন্মের আটাত্তর বৎসর পরে শকের সৃষ্টি হয়। বৃহজ্জাতক ও বৃহৎ-সংহিতার টীকাকার ভট্ট উৎপল বিক্রমাদিত্যকে শকের সৃষ্টিকর্ত্তা স্থির করিয়াছেন। শালিবাহনকে, শকারি বিক্রমাদিত্য বলিয়া তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল। শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যের মতানুসারে শকারি বিক্রমাদিত্য ৪৬৬ শকে ( ৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ) সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন।

এস্থলে আমরা বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহনের কাল নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমাদিগের উদ্দেশ্য পৃথক্। আমরা অদ্য মহারাষ্ট্রাধিপতি শালি-বাহনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। ইনি মগধেশ্বর শালিবাহন হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

শালিবাহন বা সাতবাহন মহারাষ্ট্রপ্রদেশের প্রতিষ্ঠানপুরীর অধীশ্বর। তাঁহার রাজধানী গোদাবরীতটে স্থাপিত ছিল। ইহার আধুনিক নাম পাটন। শালিবাহন-শক, এক্ষণে মহারাষ্ট্রপ্রদেশের নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণে, এবং বিক্র-মাব্দ ঐ নদীর উত্তরাংশে প্রচলিত আছে। কথিত আছে, কলিযুগের প্রারম্ভে যুধিষ্ঠির, বিক্রম এবং শালিবাহন, তৎপরে বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জ্জুন ভূপতি এবং কল্কী এই ছয় ব্যক্তির শক প্রচলিত হইবে। যথা—

"যুধিষ্ঠিরো বিক্রম-শালিবাহনৌ ততো নৃপঃ স্যাদ্বিজয়াভিনন্দনঃ।
ততস্তু নাগার্জ্জুনভূপতিঃ কলৌ কল্কী ষড়েতে শককারকাঃ স্মৃতাঃ॥"

এতৎসম্বন্ধে বোম্বাইপ্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণ কহেন, যুধিষ্ঠিরের শক* ৩০৪৪

* ইহার সহিত বৃহৎসংহিতার ১৩ অং ৩ শ্লোকের ঐক্য নাই। যথা—

"আসন্মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ॥"

অর্থাৎ যুধিষ্ঠির যখন পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন, তখন সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে অবস্থিত ছিল। এই যুধিষ্ঠিরের শক ২৬২৫ বৎসর পর্য্যন্ত ছিল।

এই শ্লোকটী রাজতরঙ্গিণীতে অবিকল ঐরূপে পঠিত হইয়াছে।

পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল; তৎপরে উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের শক ১৩৫ বৎসর-মাত্র প্রচলিত হইয়া প্রতিষ্ঠানাধিপতি শালিবাহনের শক আরম্ভ হয়। তাহা ১৮০০০ বৎসর প্রচলিত থাকিবে এবং এই শকের পরে গৌড়দেশের ধারা-তীর্থ নগরের অধীশ্বর নাগার্জ্জুনের শক ৪০০০০০ বৎসর এবং অবশেষে ষষ্ঠ নৃপতি কর্ণাটদেশের করবীরপত্তনাধিপতি (কোলাপুর) কল্কীর শক ৮২১ বৎসর প্রচলিত হইবে।* আমাদিগের এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর বিশ্বাস নাই, সুতরাং এ বিষয়টী প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিলাম মাত্র।

জিনপ্রভাসূরি-প্রণীত কল্পপ্রদীপনামক জৈনগ্রন্থে সাতবাহন নৃপতির একটী গল্প লিখিত আছে। প্রস্তাবের প্রারম্ভে গ্রন্থকার মহারাষ্ট্র প্রদেশস্থ প্রতিষ্ঠান-পুরীর বিবিধ বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন যে, তথায় এক কুম্ভকারগৃহে কতি-পয় ব্রাহ্মণ একটী ভগিনীসহ বাস করিতেন। একদা তাঁহাদিগের ভগিনী গোদাবরী হইতে বারি আনয়ন মানসে গমন করিয়াছিলেন, তথায় শেষ নাগ তাঁহার রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া মনুষ্যদেহ পরিগ্রহ করতঃ তাঁহার প্রতি প্রেমানুরাগ প্রদর্শন করিলেন। এবং তাঁহারই গর্ভে সাতবাহন জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। জিনপ্রভাসূরি কহেন, লোকে তাঁহাকে এই কারণে সাতবাহন বলিত। যথা "সনোতের্দানার্থত্বাৎ লোকৈঃ সাতবাহন † ইতি ব্যপদেশং লম্ভিতঃ" অর্থাৎ সন্‌ধাতু-নিষ্পন্ন সাত শব্দের অর্থ দান, তিনি দানে রত ছিলেন, অর্থাৎ দানধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও অত্যন্ত দাতা ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে সাতবাহন বলিয়া খ্যাত করিয়াছিল মহারাষ্ট্রভাষায় শালি-বাহনচরিতেও এইরূপ আখ্যায়িকা লিখিত আছে। তাহার শেষে লিখিত আছে যে, বিক্রম সাতবাহন দ্বারা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উজ্জয়িনীতে পলা-

* মহাভাগবত প্রভৃতি পুরাণে লিখিত আছে, ভগবান্ কল্কী সম্ভলগ্রামে জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই সম্ভলগ্রাম একণে সম্বল মোরাদাবাদ" নামে বিখ্যাত।

† "সাতসাহন ইতি ব্যপদেশং লম্ভিতঃ।" এইরূপ পাঠ বহু পুস্তকে দৃষ্ট হয়। এত-দনুসারে এবং "প্রাকৃতে সাতবাহনঃ' এই বাক্য অনুসারে "সাতবাহন" নাম হওয়াই উচিত এবং বিশুদ্ধ। কিন্তু আমাদের প্রচলিত আবৃত্তি অনুসারে 'সতবাহন' নামও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

য়ন করিয়াছিলেন প্রতিষ্ঠান সাতবাহনের রাজধানী। তাহা তিনি সুরম্য হর্ম্ম্য-পরিখাবেষ্টিত দুর্গ দ্বারা পরিশোভিত করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণাপাঠের সকল লোকদিগকে ঋণমুক্ত ও অধীন করতঃ তাপী পর্য্যন্ত জয় করিয়া স্বীয় শক প্রচলিত করেন। জিনপ্রভাস্থরি কহেন, তিনি জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সুদৃশ্য চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে পঞ্চাশ জন জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, জৈনধর্ম্ম সাতবাহনের প্রযত্নে উজ্জ্বলপ্রভা ধারণ করিয়াছিল। রাজশেখরকৃত প্রবন্ধ-কোষেও সাতবাহনকে মহারাষ্ট্রপ্রদেশস্থ প্রতিষ্ঠানপুরীর অধীশ্বর বলা হইয়াছে। জিনপ্রভাস্থবি ১৫ শত সম্বৎ মধ্যে, ও তিলকস্থরির শিষ্য রাজশেখর ১৪০৫ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। রাজশেখর চতুর্ব্বিংশতি প্রবন্ধে অন্যান্য কবি প্রভৃতির মধ্যে সাতবাহন, বঙ্কাচ্ছুল, বিক্রমাদিত্য, নাগার্জ্জুন, উদয়ন, লক্ষ্মণসেন এবং মদনবর্ম্মা, এই সপ্ত নৃপতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

জিনপ্রভাস্থরি প্রতিষ্ঠান রাজধানীর এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

জীয়াজ্জৈত্রং পত্তনং পূতমেতদ্গোদাবর্য্যা শ্রীপ্রতিষ্ঠানসংজ্ঞং।
রত্নাপীড়ং শ্রীমহারাষ্ট্রলক্ষ্মা রম্যং হর্ম্ম্যৈর্নেত্রশৈত্যৈশ্চ চৈত্যৈঃ ॥ ১ ॥

অষ্টাষষ্টির্লৌকিকা অত্র তীর্থা দ্বাপঞ্চাশজ্জজ্ঞিরে চাত্র বীরাঃ।
পৃথ্বীশানাং ন প্রবেশোঽত্র বীরক্ষেত্রত্বেন প্রৌঢ়তেজো রবীণাং ॥ ২ ॥

নশ্যতীতি পুটভেদনতোঽস্মাৎ ষষ্টিযোজনমিতঃ কিল বর্ত্ম।
বোধনায় ভৃগুকচ্ছমগচ্ছদ্বাজিতো জিনপতিঃ কমঠাঙ্কঃ ॥ ৩ ॥

অন্বিতত্রিনবতের্নবশত্যা অত্যয়েঽত্র শরদাং জিনমোক্ষাৎ।
কালকো ব্যধিত বার্ষিকমার্য্য-পর্ব্ব ভাদ্রপদশুক্লচতুর্থ্যাম্ ॥ ৪ ॥

তত্তদায়তনপংক্তিবীক্ষণাদত্র মুঞ্চতি জনো বিচক্ষণঃ।
তৎক্ষণাৎ সুরবিমানধোরণী-শ্রীবিলোকবিষয়ং কুতূহলং ॥ ৫ ॥

সাতবাহনপুরঃসরা নৃপা-শ্চিত্রকারিচরিতা ইহাভবন্।
দৈবতৈর্বহুবিধৈরধিষ্ঠিতে চাত্র সত্রসদনান্যনেকশঃ ॥ ৬ ॥

কপিলাত্রেয়-বৃহস্পতি-পঞ্চালা ইহ মহীভৃদুপরোধাৎ।
স্বস্বচতুর্লক্ষগ্রন্থার্থং শ্লোকমেকমপ্রথয়ন্ ॥ ৭ ॥

( স চায়ং শ্লোকঃ। )

জীর্ণে ভোজনমাত্রেয়ঃ কপিলঃ প্রাণিনো দয়া।
বৃহস্পতিরবিশ্বাসঃ পঞ্চালঃ স্ত্রীষু মার্দ্দবং ॥ ৮ ॥

শ্লোকগুলির ভাবার্থ এইরূপঃ—

শ্রীমান্ প্রতিষ্ঠান নগর জয়যুক্ত হউক। এই নগর গোদাবরী নদীর তীরসম্ভূত ও অতি পবিত্র। * মহরাষ্ট্রী লক্ষ্মী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত। নয়নশীতলকারি চৈত্য ও রমণীয় হর্ম্ম্যসমূহে ভূষিত। এখানে ৬৮ সংখ্যক তীর্থ বা ৬৮ জন আচার্য্য উৎপন্ন হইয়াছেন। ৫২ জন বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ১ ॥ এখানে শত্রু রাজারা প্রবেশ করিতে পারে না। বীরগণের জন্মভূমি বলিয়া অতি তীক্ষ্ণতেজা সূর্য্যও এখানে প্রখর কিরণ বর্ষণ করেন না ॥ ২ ॥ জিননাথ কমঠাঙ্ক জ্ঞানদানের নিমিত্ত এই স্থান হইতেই ভৃগুকচ্ছে অশ্বারোহণে গমন করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে ৬০ যোজনপরিমিত এক প্রসিদ্ধ পথ উদ্ভাবিত হইয়াছিল। ॥ ৩ ॥ এই জিনপতির নির্ব্বাণপ্রাপ্তির কাল হইতে ৯৯৩ বৎসরের পরে ঐই স্থানে ভাদ্র শুক্ল চতুর্থী তিথিতে ভগবানের পর্ব্ব ( উৎসব ) হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ এই স্থানের প্রাসাদশ্রেণীর শোভা দেখিলে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের দেবপুর দেখিবার কুতূহল থাকে না ॥ ৫ ॥ সাতবাহন প্রভৃতি রাজগণ, যাঁহাদিগের চরিত্র অপূর্ব্ব ও কার্য্য অদ্ভুত, তাঁহারা এই স্থানেই জন্মিয়াছিলেন। এখানে অনেক দেবতার অধিষ্ঠান আছে এবং অনেকশত দেবভবন আছে ॥ ৬ ॥ এইখানে কপিল, আত্রেয়, বৃহস্পতি, পঞ্চাল, ইহাঁরা রাজার উপরোধে চারিলক্ষপরিমিত গ্রন্থের অর্থ বিন্যাস করত একটী শ্লোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। ( সে শ্লোক এই ) ॥ ৭ ॥ আত্রেয় জীর্ণ হইলে পর ভোজন, কপিল প্রাণীর প্রতি দয়া, বৃহস্পতি স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাস, পঞ্চাল স্ত্রীর প্রতি মৃদু ব্যবহার ( কর্ত্তব্য বলেন ) ॥ ৮ ॥

শালিবাহন একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষের অনেক নৃপতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া সাহিত্যসংসার উজ্জ্বল করিয়া

* মহাভারতে আর এক প্রতিষ্ঠান নগরের উল্লেখ আছে, তাহা প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী এবং তাহা দীর্ঘমধ্য 'প্রতীষ্ঠান' শব্দের বাচ্য। সে স্থানে এক্ষণে "বিঠোর" নামে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে।

গিয়াছেন। কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষদেব—রত্নাবলী, নাগানন্দ ও প্রিয়দর্শনিকা নাটিকা। বিক্রমাদিত্য—কোষগ্রন্থ। মুঞ্জ—মুঞ্জপ্রতিদেশ ব্যবস্থা। ভোজদেব—* অশ্বায়ুর্ব্বেদ, রাজমার্ত্তণ্ড (যোগসূত্রটীকা), যুক্তিকল্পতরু, কামধেনু, রাজমার্ত্তণ্ড (এখানি স্মৃতিসংগ্রহ), সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ও তত্ত্বপ্রকাশ। শূদ্রক—মৃচ্ছকটিক। কান্যকুব্জাধিপতি মদনপাল—মদনবিনোদ, নিঘণ্টু রচনা করেন। হেমাচার্য্য বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, মুঞ্জ ও ভোজ, এই চারি বিখ্যাত গ্রন্থকার নৃপতির উল্লেখ করিয়াছেন। এই চারি নৃপতি প্রসিদ্ধ বিদ্বান্। ইহাদিগের সম্বন্ধে একজন সংস্কৃত কবি কহিয়াছেন,—

"ধাতর্ভ্রাতরশেষযাচকজনে বৈরায়সে সর্ব্বথা
যস্মাদ্বিক্রমশালিবাহনমহীভৃন্মুঞ্জভোজাদয়ঃ।
অত্যন্তং চিরজীবিনো ন বিহিতাস্তে বিশ্বজীবাতবো
মার্কণ্ডধ্রুবলোমশপ্রভৃতয়ঃ সৃষ্টা হি দীর্ঘায়ুষঃ॥"

অর্থাৎ, একজন যাচক বিধাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে। হে বিধাতঃ! তুমি পৃথিবীর যাচকগণের প্রতি অত্যন্ত বৈরাচরণ করিয়াছ, যেহেতু যাঁহারা এই পৃথিবীস্থ যাচকগণের জীবন, সেই সমস্ত ব্যক্তি অর্থাৎ বিক্রম, শালিবাহন, মুঞ্জ ও ভোজ প্রভৃতি রাজাকে দীর্ঘজীবী না করিয়া মার্কণ্ড, ধ্রুব ও লোমশ প্রভৃতি কতকগুলি অকর্ম্মণ্য মনুষ্যকে দীর্ঘায়ু করিয়াছ!

প্রবন্ধচিন্তামণির চতুর্ব্বিংশ প্রবন্ধে লিখিত আছে, শালিবাহন বুধগণের সাহায্যে ৪০০০০০ গাথা বা প্রাকৃত কবিতা রচনা করেন। তাহা "গাথা-কোষ" নামে প্রসিদ্ধ। বাণভট্ট হর্ষচরিতে এই কোষ-প্রবন্ধের বিষয় লিখিয়াছেন যে,—

"অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎ সাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোষং রত্নৈরিব সুভাসিতম্॥"

অর্থাৎ সাতবাহন চিরস্থায়ী, অগ্রাম্য (যাহা বিরক্তিকর নহে) এবং বিশুদ্ধ জাতি (অর্থাৎ ছন্দোবিশেষ) দ্বারা রত্ন-ভাসিত কোষের ন্যায় অভিধান রচনা করিয়াছেন।

---

* ভোজদেবের একখানি ব্যাকরণ আছে, তাহা সুপ্রাপ্য নহে। সিদ্ধান্তকৌমুদী-গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। যথা—

"অত্র ভোজঃ দলিবলি স্খলিরণি ধ্বনি ত্রিপক্ষপরক্ষেতি পপাঠ।"

ইহা ভিন্ন বৈদিক নিঘণ্টুভাষ্যে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বোম্বাই প্রদেশের রাও সাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ মান্দলিক মহোদয় কহেন যে, তিনি বাজীননিবাসী কোন ব্রাহ্মণের নিকট হইতে শালিবাহন-সপ্তসতী-নামধেয় এই গাথাকোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা আদ্যোপান্ত মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষায় রচিত। উক্ত রাওসাহেব আধুনিক মহারাষ্ট্রভাষার সহিত উহার ভাষার এইরূপ ভিন্নতা দেখাইয়াছেন।—

| মহারাষ্ট্রী | মরাঠী | অর্থ। |
|---|---|---|
| অত্তা | আতে | পিতার ভগিনী |
| ঝুরই | ঝুরত্যে | দুঃখ |
| পাব | পাব | পাওয়া |
| ওট্ঠো | ওঠ | ওষ্ঠ |
| তুইহ্ম | তুহ্মে | তোমার |
| মইহ্ম | মাহ্মে | আমার |
| সিপ্পি | শিম্পি | ঝিনুক |
| পিক্বং | পিকলেলেং | পক্ব |
| পাড়ি | পাড়ী | গাভী |
| চিখিথল্লো | চিখল | কর্দ্দম |
| ফলই | ফাড়িতো | চক্ষের জল |
| চ্ছিল্লী | সাল | বৃক্ষের ত্বক্ |
| পোট্ট | পোট | উদর |
| শোণার | সোণার | স্বর্ণকার |
| রুন্দো | রুন্দ | প্রশস্ত |
| তুপ্পং | তুপ | ঘৃত |
| মঞ্জরম্ | মাঞ্জুর | মার্জ্জার |
| জুন্নং | জুনেং | বৃদ্ধ |
| ওল্লং | ওলেং | অস্ত্র |
| চুক্বং | চুকী | ভুল |
| বোড় | মুলগা | বালক |

মুঞ্জ সর্ব্বপ্রথম মরাঠী কবি। তিনি ১৩০০ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে বর্ত্তমান

ছিলেন। তাহার পর যানেশ্বর ভগবদ্গীতার টীকা মরাঠি ভাষায় ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন। তাঁহাদিগের ভাষার সহিত শালিবাহন-সপ্তশতীর মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষার অনেক ভিন্নতা দৃষ্ট হইবে। ইহাতে বোধ হয়, শালিবাহনসপ্তশতী প্রাচীন গ্রন্থ। সেরূপ ভাষার অপর একখানিও গ্রন্থ মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্রচলিত নাই।

শালিবাহন-সপ্তশতী সপ্ত অধ্যায়ে বা শতকে বিভক্ত। প্রত্যেক শতকের শেষে এইরূপ একটী করিয়া কবিতা আছে। যথা—

রসি অ জন হি অ অ দ ই এ কই বচ্ছল পমুহ
সুকুই ণি ম্ম বি এ। সত্ত সতম্মি সমত্তং পঢ়মং
গাহা সত্যং এ অম্॥

অর্থাৎ সুরসিকগণের আনন্দবর্দ্ধক কবিকুলচূড়ামণি কবিবৎসল কৃত প্রথম শত গাথা ( ৭০০ মধ্যে ) শেষ হইল।

এই গ্রন্থ সাতবাহন বা শালিবাহনকৃত তাহাব সন্দেহ নাই, কেননা ইহাতে অনেক স্থলে গোদাবরী ও বিন্ধ্যাচলের উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে বৌদ্ধ, ভিক্ষু, সঙ্ঘ প্রভৃতি বৌদ্ধ ভাষাব উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহার প্রাচীনত্ব নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে। গ্রন্থখানি সমুদায় শালিবাহনের লেখনীপ্রসূত নহে। তাহার মধ্যে দুই স্থলে শালিবাহন ও বিক্রমের প্রশংসা-সূচক কবিতা আছে, তাহা অপর কোন কবিপ্রণীত বলিয়া বোধ হয়। শালি-বাহনসপ্তশতীর টীকাকার কহেন, তাহাতে নিম্নলিখিত কবিদিগের রচিত কবিতাও আছে। যথা,—

বোদিশ্ব, চুল্লই, অমররাজ, কুমারিল, মকরন্দ সেন ও শ্রীবাজ।

জৈন লেখকগণ কহেন, শালিবাহন জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে পশুপতিকে বন্দনা করা হইয়াছে।

শালিবাহন সংস্কৃত ভাষায় কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কি না তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। শালিবাহন প্রাকৃত ভাষারই কবি ছিলেন, তদ্বিষয়ে "প্রাকৃতে সাতবাহনঃ" এইরূপ বাক্য প্রচলিত আছে। লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ্ শ্রীধরদাস সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে ৪৪৬ কবির কবিতা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ; কিন্তু তাহার মধ্যে শালিবাহনের নাম নাই ; ইহাতে বোধ হইতেছে, তিনি কোন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্য বচনা করেন নাই।

কাশ্মীরনিবাসী সোমদেবভট্ট-সঙ্কলিত কথাসরিৎসাগর গ্রন্থের প্রথম লম্বকে যে শতবাহনের বিবরণ আছে, তিনি আমাদিগের আলোচ্য নৃপতি হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

বৃহৎকথার শতবাহন মহারাজ নন্দের সম-সাময়িক। আমাদিগের প্রস্তাবের আলোচ্য শালিবাহন বা সাতবাহন। শালিবাহনসপ্তশতীর গ্রন্থকারও মহারাষ্ট্র প্রদেশের নৃপতি। তিনি ১৭৯৯ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার শক একালপর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্রচলিত আছে।

# বুদ্ধদেবের দন্ত।

The tooth-relic, of a colour like a part of the moon, white as the *Kunda* flower and new sandal-wood, caused with its radiance palace gates, mountains, trees, and the like to appear for a moment as if they were formed of polished silver.—*The Datha'vansa, Chap.* V., *translated by M. C. Swa'my.*

# বুদ্ধদেবের দন্ত।

বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবল বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ শাক্যসিংহকে দেববৎ মান্ত করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার নির্ব্বাণের পর হইতেই তাঁহার মূর্ত্তি সম্মানের সহিত মন্দিরমধ্যে রক্ষিত হইতে লাগিল। বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না, কিন্তু বুদ্ধদেবকে দেববৎ সম্মান করিতেন, এবং তাঁহাকে এইরূপ স্তব করিতেন, যথা—

নৌমি শ্রীশাক্যসিংহং সকলহিতকরং ধর্ম্মরাজং মহেশং।
সর্ব্বজ্ঞং জ্ঞানকায়ং ত্রিমলবিরহিতং সৌগতং বোধিরাজং॥

এই স্তব ভক্তিপ্রকাশক। হিন্দুশাস্ত্রেও গুরুদেবের চরণপূজা প্রচলিত আছে, বৌদ্ধেরাও সেইমত তাহাদিগের প্রধান গুরু বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের পরেও তাঁহার মূর্ত্তির উপাসনা করিত। ইহা পৌত্তলিক উপাসনা নহে, কেবল ভক্তি-প্রকাশক উপাসনামাত্র। অদ্যাপি সিংহলদ্বীপে বুদ্ধমূর্ত্তির সমীপে বৌদ্ধগণ পুষ্প প্রদান করিয়া থাকে ; কিন্তু তাহা পূজার প্রণালীতে প্রদত্ত হয় না।

খ্রীষ্টজন্মের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে বৈশাখী পূর্ণিমার রজনীতে শাক্যসিংহের মৃত্যুর পর, তাঁহার চিতাস্থিত ভস্ম সুবর্ণপাত্রে বৌদ্ধ স্থবিরগণ কর্ত্তৃক নানাদেশে প্রেরিত ও প্রোথিত হইয়া তদুপরি চৈত্য নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নৃপতিগণ কর্ত্তৃক তাঁহার অস্থিখণ্ড সাদরে রক্ষিত হইয়াছিল। ধম্মাশোক এই সকল অস্থিখণ্ড এবং চিতাস্থিত ভস্ম পুনরায় বিভাগ করতঃ নানাস্থানে প্রেরণ করিয়া তদুপরি চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব যে বটবৃক্ষমূলে ছয় বৎসর ধ্যান করিয়া ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—সেই আদি বৃক্ষের শাখা হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ এপর্য্যন্ত সিংহলদ্বীপে বর্ত্তমান আছে। মগধ হইতে এই বটবৃক্ষের শাখা, ধম্মাশোক তাঁহার অষ্টাদশবর্ষ রাজ্যশাসনকালে অনুরাধাপুরে প্রেরণ করেন ও তথায় উহা মহামেঘাস্তের প্রমোদকাননে রোপিত হয়। যথা মহাবংশ—

অথরসহি ধম্মাশোকেশ রাজিনো।
মহামেঘ'অনাবামে মহাবোধি পতিৎগুহি।

সিংহলে মহারাজ তিষ্যের রাজ্যশাসনকালে খ্রীঃ পূঃ ২২৮ বৎসরে ঐ বট-

বৃক্ষ রোপিত হয়। এই বটবৃক্ষ এপর্য্যন্ত সজীব আছে। ইহার বয়ঃক্রম এক্ষণে ২১৬৪ বৎসর। বুদ্ধদেবকে স্মরণ রাখিবার জন্য বৌদ্ধগণ এইরূপ নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে বুদ্ধদেবের দন্ত একাল পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ। এই দন্ত দেখিবার জন্য প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ সিংহলের মন্দিরে অতি সমারোহের সহিত গমন করিয়াছিলেন। উহা কান্দীর মালিগাওয়া মন্দিরে অতি যত্নের সহিত রক্ষিত আছে। ব্রহ্মদেশের রাজদূতগণ ইয়ুরোপ হইতে প্রত্যাগত হইয়া এই মন্দির ভক্তির সহিত প্রদক্ষিণ করিবার জন্য সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। একাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধগণ এই মন্দিরে বুদ্ধদন্তদর্শনাভিলাষে গমন করিয়া থাকে। এই দন্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

বুদ্ধের এই দন্তের ইতিবৃত্ত বিবিধ পালিগ্রন্থে লিখিত আছে। তাহার মধ্যে "দালাদবংশ" বা "দাতধাতু বংশ" অতি প্রাচীন এবং বিস্তীর্ণ, তাহা সিংহলদেশীয় প্রাচীন ইলুভাষায় ৩১০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে; ইহার পালিভাষায় ধম্মকীত্তিথের দ্বারা অনুবাদিত "দাতবংশই" প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। দাতবংশের রচনা অতি মনোহর এবং প্রাঞ্জল। অনুরাধাপুরের পালতী-নগরের রাজ্ঞী লীলাবতীর রাজ্যশাসনকালে ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ধম্মকীত্তি বর্ত্তমান ছিলেন। "তিনি দাতবংশ" ভিন্ন চন্দ্রগোমিকৃত সংস্কৃত ব্যাকরণের টীকা, ও পালি বিনয় ও অঙ্গুত্তর গ্রন্থের টীকা এবং বিনয়সঙ্ঘনামক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মহাবংশে দাতবংশের ও বুদ্ধদন্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

নয়মিত স অসান্তি দাতধাতুম মহা মহেসিণো।  
ব্রাহ্মণি কচি অযায় কলিঙ্গমহ ইধানয ই।  
দাতাধাতু সয়ন সম্মহি উত্তেন উধিনা সতন্।  
গহেত্ত বহু মন্নেন কটয়া গমনম্ উত্তমনম্॥  
পক্ষিপিত্ত করণণ্ডামি হি উসিদ্ধ ফলিকুম্ভয়ে।  
দেয়ানন্ পিয়তীস্মেন রাজ উত্তমহি করোতি॥  
ধম্মচক্কের গিহে অঙ্গয়ত্তিম্ মহোপতি।  
ততোপট্টেয়তন গেহন্ দাথ ধাতু ঘরণ অহু॥

এই সকল শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ এইরূপ;—

তাঁহার (শ্রীমেঘবাহনের) নবমবর্ষ রাজ্যশাসন সময়ে দাতবংশের বর্ণিত

বিবরণানুসারে কোন ব্রাহ্মণী রাজ্ঞী বুদ্ধের দন্ত কলিঙ্গ হইতে আনয়ন করেন। তাহা তিনি (রাজ্ঞী) ভক্তিসহকারে "ফালিক" প্রস্তরনির্ম্মিত আধারে "দেকপির," তিস্‌স নির্ম্মিত ধর্ম্মচক্র গৃহে রাখিয়াছিলেন।

দাতবংশের দ্বিতীয় অধ্যায় সাতার শ্লোকে লিখিত আছে; ক্ষেম নামক বুদ্ধশিষ্য, শাক্যসিংহের দন্ত তাঁহার নির্ব্বাণের পর (৫৪৩ খ্রীঃ পূঃ) কুশীনগর হইতে আনয়ন করিয়া কলিঙ্গ প্রদেশের দন্তপুর * নগরাধিপ ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদত্ত ও তাঁহার পুত্র ও পৌত্র করী এবং সুনন্দের রাজ্যশাসন হইতে দন্তপুরে অপর রাজগণের শাসন পর্য্যন্ত প্রায় ৮০০ শত বৎসর এই দন্ত সাদরে রক্ষিত হইয়াছিল। দন্তপুরাধিপ গুহসিংহ বুদ্ধদন্তের বিবরণ কিছু জ্ঞাত ছিলেন না। একদা তিনি নগরমধ্যে মহাসমারোহ দর্শনে প্রজাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অদ্য কি নিমিত্ত এই উৎসব হইতেছে?" তাহাতে একজন বৌদ্ধ স্থবির ক্ষেমাচার্য্যের আনীত বুদ্ধদন্তের বিবরণ তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন। বৌদ্ধ পুরোহিত দ্বারা তিনি বুদ্ধচরিত্রের প্রকৃত মহিমা অবগত হওয়ায় তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মিল। এবং তিনি স্বরাজ্য হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিপক্ষবাদিগণকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণ এইরূপে দন্তপুর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পাটলিপুত্রাধিপ পাণ্ডুরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিল। পাণ্ডু হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, তিনি স্বধর্ম্মাবলম্বিগণের অপমানের কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার অধীন নৃপতি চৈতন্যকে গুহসিংহের বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাঁহাকে পাটলিপুত্রে বন্দী করিয়া আনিবার নিমিত্ত আজ্ঞা প্রদান করিলেন। চৈতন্য অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে দন্তপুরে প্রবেশ করিলে, গুহসিংহ তাঁহাকে বন্ধুর ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া রাজবাটীতে লইয়া গেলেন। তথায় উভয়ের কথোপকথনানন্তর বিলক্ষণ সম্প্রীতি জন্মিল। গুহসিংহ চৈতন্যকে বুদ্ধদন্ত দেখাইলে তিনি তাহার অলৌকিক ক্ষমতাপ্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ দন্তের অসীম মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। তাঁহার সৈন্য ও সেনাপতিগণ বিপক্ষভাব বিস্মৃত হইয়া সকলেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল। গুহসিংহ চৈতন্যের সমভিব্যাহারে বৈরভাব পরিত্যাগ করতঃ মাণিক্যময় পাত্রে

---

* প্রাচীন তত্ত্ববিৎ কনিংহেম সাহেব অনুমান করেন, ইহার আধুনিক নাম রাজমহেন্দ্রী।

বুদ্ধদন্ত লইয়া জম্বুদ্বীপাধিপতি পাণ্ডুনৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পাটলিপুত্রে উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডু, চৈতন্য ও তাঁহার সৈন্যগণের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের কথা শুনিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন, এবং যে দন্তপ্রভাবে তাঁহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, সেই দন্তখণ্ড প্রজ্বলিত হুতাশনমধ্যে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মের অলৌকিক ক্ষমতাপ্রভাবে দন্ত ভস্ম না হইয়া রথচক্রের ন্যায় বৃহৎ পদ্মমধ্যে মণিমাণিক্য আধারে কুন্দপুষ্পের শোভা ধারণ করিয়া রহিল *। পাণ্ডু এতদ্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দন্ত হস্তিপদ দ্বারা দলিত করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না। পরিশেষে তিনি উহা লৌহমুদ্গর দ্বারা চূর্ণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু ধর্ম্মের আশ্চর্য্য শক্তিপ্রভাবে উহা সেই লৌহমুদ্গরে সংযোজিত হইয়া রহিল। কেহই তাহা বিচ্ছিন্ন করিতে পারিল না। তৎপরে সুভদ্র নামক বৌদ্ধ পুরোহিতের আজ্ঞায় উহা স্থানভ্রষ্ট হইয়া তাঁহার হস্তস্থিত সুবর্ণপাত্রে পতিত হইল। রাজা পাণ্ডু এ সকল দেখিয়া এককালে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন; অবশেষে বৌদ্ধধর্ম্মের "রত্নত্রিতয়" অবগত হইয়া, সুগতের পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন †। তিনি এই দন্তের নিমিত্ত মনোহর চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এক জন নৃপতি এই দন্ত প্রাপ্তির জন্য পাটলিপুত্রে যুদ্ধযাত্রা করিয়া পাণ্ডু কর্ত্তৃক সমরে নিহত হইয়াছিলেন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর গুহসিংহ বুদ্ধদন্তখণ্ড পুনরায় স্বরাজ্যে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু অধিককাল তিনি উহা রাখিতে পারেন নাই। ক্ষেরধারের ভ্রাতুষ্পুত্র অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার বিরুদ্ধে এই দন্ত পাইবার আশয়ে যুদ্ধযাত্রা করিলে গুহসিংহ আপনাকে হীনবল ভাবিয়া তাঁহার জামাতা অবন্তীরাজকুমার দন্তকুমারকে উহা গোপনে

---

* দাঠবংশ তৃতীয় অধ্যায়।

পদ্মমধ্যে মণির আধারে দন্ত দৃষ্ট হওয়াতেই বোধ হয় "ওঁ মণি পদ্মহো হ্রীং" বৌদ্ধ মন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

† পাণ্ডু বুদ্ধদন্ত দন্তপুরাধিপের নিকট হইতে লইয়া যে ধর্ম্মের মহিমা বিস্তার করেন, তাহার উল্লেখ এইরূপ পালিভাষার লিপিতে দিল্লীর প্রস্তরস্তম্ভে খোদিত আছে—"দেবানম্ পিয় পাণ্ডু সোরাজা হিয়ন্ অহ সত্যস্থিতি যশ অভিশিতেন মেইয়ন ধম্মলিপি লিখ পিতহি। দন্তপুরতো দশনন উপাদায়িন" ইত্যাদি।

লইয়া প্রস্থান করিবার জন্য প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রী হেমমালার সঙ্গে গোপনে দন্তখণ্ড লইয়া তাম্রলিপ্ত (তম্‌লুক) হইতে সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। দন্তকুমারের নিকট হইতে সিংহলাধিপতি মেঘবাহন সাদরে ঐ দন্ত লইয়া "দেবানম্ পিয়" তিস্‌স নির্ম্মিত ধর্ম্মমন্দিরে রাখিয়াছিলেন। এই পর্য্যন্ত দাতবংশ ৫ম অধ্যায়-মধ্যে বুদ্ধদন্তের অনেক অলৌকিক বিবরণ বর্ণিত আছে। এক্ষণে এই দন্ত সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণ আমরা কতিপয় প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছি।

চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান একদা সিংহলদ্বীপে মহাসমারোহ সহকারে বুদ্ধদন্ত প্রতিষ্ঠার বার্ষিক উৎসব দর্শন করিয়াছিলেন।

১২৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই দন্ত কান্দীর মালিগবা মন্দিরে রক্ষিত হয়। বৌদ্ধভাষায় সুপণ্ডিত মৃত টারনার সাহেব কহেন, ১৩০৩ হইতে ১৩১৪ খ্রীষ্টাব্দ-মধ্যে প্রথম ভুবনেকবাহুর রাজ্যকালে পাণ্ডুদেশাধিপতি কুলশেখরের সেনাপতি অরিচক্রবর্ত্তী সিংহল জয় করিয়া এই দন্তখণ্ড পাণ্ডুনগরে আনয়ন করেন। তৎপরে উহা পুনরায় তৃতীয় পরাক্রম নৃপতি পাণ্ডুনগরাধিপকে পরাজয় করতঃ সিংহলের মন্দিরে পূর্ব্বের ন্যায় স্থাপন করেন। রেবিরো নামক ইতিবৃত্তলেখক কহেন যে, উহা ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে পোর্টুগিজ যুদ্ধের সময় কনষ্টেনটাইন ডিব্রাগাঞ্জা চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সিংহলবাসী বৌদ্ধগণ এই কথায় বিশ্বাস করে না। তাহারা, বুদ্ধদন্ত ধ্বংস হইবার নহে, ইহা মনে মনে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে। সিংহলীয় আধুনিক ইতিবৃত্তে লিখিত আছে যে, ঐ দন্ত পোর্টুগিজ যুদ্ধের সময় সফ্রাগামের মন্দিরে লুক্কায়িতভাবে রাখা হইয়াছিল। এজন্য তাহা কনেষ্টেনটাইন ডিব্রাগাঞ্জা বিনষ্ট করিতে পারেন নাই। সিংহলবাসী বৌদ্ধগণ যাহাই বলুন না কেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এক্ষণে কান্দীর মন্দিরে যে বুদ্ধদন্ত আছে, কখনই তাহা মনুষ্যের দন্ত নহে। উহা কুম্ভীরের দন্ত, এবং সিংহলবাসী সুপণ্ডিত মুতুকুমার স্বামীও তাহাতে একমত হইয়াছেন। বর্ষে বর্ষে মহাসমারোহের সহিত এই দন্ত সিংহলবাসিগণের সম্মুখে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই উৎসবের নাম "দালাদ পিঙ্কয়া।"

# পরিশিষ্ট।

## শ্রীহর্ষচরিত * ।

বাণভট্টের রচনা সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। তাঁহার কাদম্বরীর উপন্যাসভাগ কথাসরিৎসাগর হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থকার স্বীয় অসামান্য ক্ষমতাপ্রভাবে সেই উপাখ্যানটী অমূল্যরত্ন করিয়া তুলিয়াছেন। কাদম্বরীর গদ্যরচনা অতি চমৎকার, ইহার নিকট সুবন্ধুর বাসবদত্তা এবং দণ্ডীর দশকুমারচরিত কোন গুণেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া লক্ষিত হয় না।

বাণভট্ট খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি ও ময়ূরভট্ট সমসাময়িক ; ইহাঁরা উভয়েই শ্রীহর্ষের পারিষদ ছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াঙ্‌ সিয়াঙ্‌ এই শ্রীহর্ষ নৃপতির রাজসভা দর্শন করিয়া তাহার বিস্তারিত বিবরণ স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বাণকৃত কাদম্বরী তাঁহার শেষ কাব্য। তিনি তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর কাদম্বরীর উত্তরভাগ রচনা করিয়া গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। বাণ কাদম্বরী ও শ্রীহর্ষচরিত নামক দুই খানি গদ্য কাব্য, চণ্ডিকাশতক নামক স্তোত্র এবং পার্ব্বতীপরিণয় ও মুকুটতাড়িত নামক নাটক রচনা করিয়া সাহিত্য-সংসারের বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীহর্ষচরিত আমাদিগের প্রস্তাবের আলোচ্য বিষয়। এ নিমিত্ত ইহার প্রত্যেক অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

### ১ম উচ্ছ্বাসে কবিবংশ বর্ণন।

বাণভট্ট যেরূপ আত্মপরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সংক্ষেপে সঙ্কলন এই,—

দুর্ব্বাসা মুনিকর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া সরস্বতী দেবী সাবিত্রীর সহিত শোণ নদের

* মৎকর্ত্তৃক এই প্রস্তাব "প্রতিকার" সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীহর্ষচরিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের প্রকাশিত।

তীরে শাপক্ষয় করিবার জন্য কালকর্ত্তন কবিতেছিলেন। এই সময় দধীচি মুনির সংসর্গে ইনি দুই পুত্র প্রসব করেন। দধীচি মুনির মাতা রাজা শর্য্যাতির কন্যা সুকন্যা এবং পিতা চ্যবন। ১ম পুত্রটী সারস্বত, ২য়টী বৎস নামে বিখ্যাত।

এই বৎস হইতে বাৎস্য বংশ প্রথিত। এই বংশে বাৎস্যায়ন প্রভৃতি মুনির জন্ম। ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগ গেলে এবং কলিযুগের অনেক বৎসর অতীত হইলে এই বাৎস্যায়ন বংশে কুবেব নামক দ্বিজ জন্মগ্রহণ করেন। কুবেরের ৪ পুত্র। অচ্যুত, ঈশান, হর, পাশুপত। পশুপতির পুত্র ভ্রুহংস, শুচি, কবি, মহীদত্ত, ধার্থ, জাতবেদা, চিত্রভানু, ঐক্ষ, বিশ্বরূপ, মেঘদত্ত। এই চিত্রভানুর পুত্র বাণ, ইহাঁর মাতার নাম মধ্যরাজদেবী। শিশুকালে বাণের মাতৃবিয়োগ হয়। পিতা প্রতিপালন করিয়া বাণের ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মৃত হন। বাণ ইতোমধ্যে সমস্ত শ্রুতি স্মৃতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পূর্ণযৌবন হইলে বাণের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতে বুদ্ধি চলিত হইল, সমবয়স্ক তরুণদিগের সহিত মিলিত হইয়া দেশত্যাগ করিলেন। কিছুকাল বিদেশে থাকিয়া পুনশ্চ বিদ্যোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে অনেক গুরুকুল এবং অনেক রাজকুল সেবা করিয়া বাণ এক্ষণে স্বদেশে আসিয়া পৈতৃক শাসন গ্রহণ করিলেন এবং ক্রমেই তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

---

২য় উচ্ছ্বাস।

বাণ খ্যাত্যাপন্ন হইলেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে শিষ্য সমাগত হইতে লাগিল। অনেক যাগ যজ্ঞাদি ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, তাঁহার যশঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইল। এই সময় ঈশান-কোণাধিপতি শ্রীহর্ষদেবের ভ্রাতা কৃষ্ণদেব বাণের সহিত বন্ধুতার আশায় তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়া দূত পাঠাইলেন। এই দূতের নাম মেখলক। বাণ, রাজার পত্র অর্থাৎ বন্ধুত্বকরণের ইচ্ছা জ্ঞাত হইয়া, প্রথমতঃ তাদৃশ কার্য্যে যাইবার অনিচ্ছা করিয়াছিলেন বটে, পরিশেষে স্বীকার করিলেন এবং চিন্তা করিলেন "কি করি! নিষ্কারণ বন্ধু রাজার এবং কৃষ্ণ দেবের আদেশ অন্যথা করিতে পারি না। কিন্তু রাজসেবা অতি কষ্টদায়ক, ভৃত্যভাব বিষম, রাজকুল অতি গম্ভীর, সেখানে আমার পূর্ব্বপ্রীতি নাই, বংশের কেহই তাঁহাকে নতি স্তুতি করে নাই, কোন উপকার স্মরণেরও অনুরোধ নাই, বাল্যকালের সেবাজনিত স্নেহও নাই, বিশেষতঃ

সে কার্য্যে গৌরব কি? প্রজাবিভাগজন্য লাভের লোভও নাই, তাহাতে বিদ্যার কুতূহলও নাই, আকার-সৌন্দর্য্যের আদর নাই, সেবা করিবার কৌশলও জানি না।" (৩৮ পৃ, ৫ পংক্তির অচিন্তয়দিত্যাদি হইতে ১৫ পংক্তির 'শরণম্' পর্য্যন্ত সংস্কৃত দেখ)। ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া পরিশেষে গমন করা স্থির করিলেন। প্রীতিকূট হইতে প্রথম দিনে চণ্ডিকাকানন অতিক্রম, পরে মল্লকূট গমন। ২য় দিনে গঙ্গা উত্তরণ ও যষ্ঠীগ্রাম বনগ্রাম গমন। ৩য় দিনে রাজ-ভবনের নিকট, ৪র্থ দিনে রাজদ্বার, ক্রমে হর্ষদেবের সহিত সাক্ষাৎকার, কথোপ-কথন পরে বন্ধুতা সম্পন্ন হইল।

৩য় উচ্ছ্বাস।

তথায় তাঁহার শৈশবকালের অনেক বন্ধুর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিলেন। গণপতি, অধিপতি, তারাপতি ও শ্যামল নামক দ্বিজের সহিত সাক্ষাৎকার এবং শ্যামলের সহিত অধিকতর বন্ধুত্ব হইল; তিনি শিষ্য হইলেন। ইহাঁরা একদিন "হর্ষচরিতাদভিন্নং প্রতিভাতি হি মে পুরাণম্।" (২৬ পৃষ্ঠায় ২ পংক্তি দেখ।) ইত্যন্ত আর্য্যাশ্লোক সুস্বরে গান করিতে শুনিয়া হর্ষচরিত লিখিতে বাণকে অনু-রোধ করেন। রাজার সহিত বন্ধুতা করিয়া মধ্যে একবার আপন গৃহে আসিয়া-ছিলেন। (৬৪ পৃষ্ঠায় ২২ পংক্তিতে "সন্ধ্যামুপাসিতুং শোণতটমযাসীৎ।" থাকায় তাঁহার স্থিতিস্থান বা রাজা শ্রীহর্ষের বাটী শোণ নদের নিকটবর্ত্তী অনু-মিত হইতেছে।) শ্রীকণ্ঠ নামে জনপদ ছিল। স্থাণ্বীশ্বর নামে গ্রাম। তাহার রাজা পুষ্পভূতি। ইনি শৈব। একদিন শুনিলেন, ভৈরবাচার্য্য নামে এক শৈব ছিলেন; তিনি শিবের সাক্ষাৎ অংশ। ইহাঁকে দেখিবার নিমিত্ত রাজা ব্যগ্র থাকেন। দৈবযোগে ভৈরবাচার্য্যের শিষ্য একদিন রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিল। ক্রমে ভৈরবাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎকার, ভৈরব কর্ত্তৃক রাজার দীক্ষা হইল।

এই পুষ্পভূতির বংশে হূণ হরিণক নামে রাজা। ইহাঁর মহিষী যশো-বতী। ইহাঁর তনয়া আদিত্যভক্তা। ইহাঁর প্রথম পুত্র রাজ্যবর্দ্ধন, দ্বিতীয়

হর্ষদেব। তৎপরে এক কন্যা। প্রথমে কন্যার বিবাহ। পরে পুত্রের বিবাহ। জামাতার নাম গৃহবর্ম্মা।

---

৫ম উচ্ছ্বাস।

একদা রাজ্যবর্দ্ধন হূণদিগকে জয় করিবার জন্য গমন করিলে হর্ষদেব তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহাকে পিতার পীড়ার সংবাদ দিয়া বাটীতে আনয়ন করেন। হর্ষদেব নগরে আসিয়া দেখেন, সকল ছিন্ন ভিন্ন। রাজার মৃত্যু, যশোবতীর খেদ, হর্ষদেবের বিলাপ। স্বামিশোকে যশোবতীর মৃত্যু, হর্ষদেবের বিলাপ।

৬ষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

হর্ষদেব পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃ-শোকে কাতর হইয়া রাজ্য করিতে অনিচ্ছা করায় সাধু লোকেরা তাঁহাকে প্রবোধিত করিলে তিনি রাজ্যমধ্যে রাজা হইতে পুনঃ প্রবৃত্ত হন। তথাপি কোন উদ্যম করেন না। কিন্তু তিনি স্বপ্নে শুভস্বপ্ন ও জাগ্রতে শুভসূচক নিমিত্তনিচয় দেখিতে পাইলেন। পরে এক দিন মনে হইল, গৌড়াধম তাঁহার ভ্রাতাকে অন্যায়ে বধ করিয়াছে। এইরূপ মনোবৃত্তি উত্তেজিত হওয়াতে তাঁহার হীনজন-সুলভ শোক তাপ পলায়ন করিল, চিরসুলভ জিগীষার উদয় হইল। এক দিন বলিলেন, "আমি স্কন্দ গুপ্তকে দেখিব।" স্কন্দ গুপ্ত দেখা করিল। তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া দিগ্বিজয়, ও অপহৃত রাজ্য আহরণের প্রতিজ্ঞা করিলেন।

---

৭ম উচ্ছ্বাস।

বিজয়ার্থ যাত্রা। সরস্বতীকূলে অবস্থান। হেমকূট পর্য্যন্ত পরাজয় করণ। করগ্রহণ। ভণ্ডিনামক রাজা তাঁহার শরণ গ্রহণ করেন।

৮ম উচ্ছ্বাস।

বন্ধু দিবাকর মিত্রের সহিত সাক্ষাৎকার। এক ভিক্ষুর সহিত সাক্ষাৎকার এবং বিবিধ বৃত্তান্ত। ভগিনী, ভগিনীপতির সংবাদ প্রাপ্তি। ভিক্ষুককে আচার্য্য স্বীকার। ভিক্ষুর সান্ত্বনা। ভিক্ষুর প্রস্থান।

এইস্থানে মুদ্রিত হর্ষচরিত সমাপ্ত। বোধ হয়, আরও কিছু আছে। কেননা অপূর্ণ রহিয়াছে। রাজা বিবাহাদি করিলেন কি না, বলা হইল না। সম্প্রতি শ্রীহর্ষচরিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকমধ্যে নির্ব্বাচিত হইয়াছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত আমরা একখানিও শুদ্ধ পুস্তক দর্শন করিতে পারিলাম না। তাহাতে কি প্রকারে বিদ্যালয়ে উহা পঠিত হইবে, তাহা বুঝিতে অক্ষম। সম্প্রতি শুনিলাম, বম্বাই প্রদেশে শ্রীহর্ষচরিত শঙ্কর পণ্ডিতকৃত টীকার সহিত মুদ্রিত করিবার উদ্যোগ হইতেছে। আমরা পরিশুদ্ধ একখানি মুদ্রিত শ্রীহর্ষচরিত দেখিবার প্রতীক্ষায় থাকিলাম।

# জৈনমত সমালোচন।

"For modes of faith let graceless zealots fight,
His can't be wrong whose life is in the right."

POPE.

# ঐতিহাসিক রহস্য—তৃতীয় ভাগ।

## জৈনমত-সমালোচন

জৈনধর্ম্ম ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়া ভিন্নদেশে প্রচারিত হয় নাই। বিদেশীয়গণ কেহই বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় জৈনধর্ম্মের আদব কবেন নাই, এবং ইহা ভারতবর্ষের মধ্যে কিয়দ্দিবসের জন্য উজ্জ্বল দীধিতি বিকীর্ণ কবিয়া ক্রমে ক্রমে প্রভাহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার আভ্যন্তরিক ভাব সারহীন ও নিস্তেজ, কাজেই বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় ইহা বৈদেশিকগণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

চৈনিক পবিব্রাজক হিয়াঙ সিয়াঙ্ শ্বেতাম্বর জৈন ও ভিক্ষুমণ্ডলীর বিবরণ তাঁহার সিংহপুরভ্রমণবৃত্তান্ত-মধ্যে লিখিয়াছেন, এবং অপর একস্থলে তিনি ভারতবর্ষের "চিং লিয়াঙপূ" বা সম্মিত্য সম্প্রদায়ের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়কে জৈনধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বোধ হইতেছে, কেননা জৈনমতের অপর নাম "সম্মতি," সুতরাং তাঁহার মতে "সম্মিত্য" সম্প্রদায় জৈনভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী নহে। এই চীনদেশীয় পণ্ডিত ভিন্ন অন্য কোন বিদেশীয় প্রাচীন কালের পণ্ডিতগণেব গ্রন্থে জৈনধর্ম্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

তিনশত খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধেরা বারাণসী হইতে কাঞ্চীতে অবস্থিতি করিয়া সুগতের বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন। তৎপরে ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তথায় শ্রবণ বেলিগোলা হইতে অকলঙ্ক নামক একজন জৈনধর্ম্মে সুপণ্ডিত যতি আগমন করত তথাকার বৌদ্ধভিক্ষু-গণকে বৌদ্ধ নৃপ হিমশীতলের সম্মুখে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিতণ্ডায় পরাস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে নৃপতির সাহায্যে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ তথা হইতে সিংহলে প্রস্থান করেন। হিমশীতল নৃপতি জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এই নবধর্ম্মের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হেমাচার্য্য এইরূপে কুমারপালকেও জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া

গুজরাটে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন। মহীসুরের হম্‌চী নামক গ্রামের জৈন নৃপতির তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই তাম্রশাসন ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বের কোন প্রামাণিক জৈনশাসন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বেল্লাল রাজগণ ও বিজয়নগরের নৃপতির রাজ্যশাসন-কালে ১৬০০ এবং ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে জৈনধর্ম্ম উক্ত রাজ্যসমূহে প্রচারিত ছিল। দেবগণ্ড ও বেলাপোলমের বৌদ্ধ মন্দিবসমূহ ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে জৈনগণ ধ্বংস করিয়াছিলেন। তাহার পরেই শৈবগণ কল্যাণের জৈন নৃপতি বিজয়লকে বিনাশ করিয়া শৈবধর্ম্ম প্রচার করেন। আমরা ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বের জৈন-ধর্ম্মের সমুন্নতির প্রামাণিক বৃত্তান্ত দেখিতে পাই না। অধ্যাপক উইলসন ও কর্ণেল মেকেঞ্জি ইহার পূর্ব্বের জৈন ইতিবৃত্ত কিছুই সঙ্কলন করিতে পারেন নাই; তদ্ভিন্ন জৈন মাহাত্ম্যসমূহ জৈনধর্ম্মের অলৌকিক বৃত্তান্তপরিপূর্ণ, তাহা হইতে অণুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সুধর্ম্ম জৈনধর্ম্মের প্রথম আচার্য্য। জম্বুস্বামী তাঁহার শিষ্য এবং শেষ কেবলি। তাহার পরে প্রভাবস্বামী, শ্যামভদ্র সুরি, যশোভদ্র সুরি, সম্ভূতি-বিজয় সুরি, ভদ্রবহু সুরি, স্থূলভদ্র সুরি, এই ষট্ শ্রুতকাবলি ও আর্য্য মহা-গিরি সুরি, শুহাষ্টি সুরি, আর্য্য সুস্থিট সুরি, ইন্দ্রদীন সুরি, দীন্ন সুরি, সিংহ-গিরি সুরি, বজ্রস্বামী সুরি নামক দশ পূর্ব্বি দ্বারা মহাবীরের মৃত্যুর পরে জৈনধর্ম্ম প্রচাবিত হইয়াছিল। শ্রুতকাবলি দ্বারা দশবৈকালিক নামক ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রচারিত হয়। এই শ্রুতকাবলি ও দশপূর্ব্বিগণ জৈনধর্ম্মের প্রথম আচার্য্য। তাহার পরে আচার্য্য হেমচন্দ্র ঐই ধর্ম্মের উন্নতিসাধন করেন।

আমরা এই প্রস্তাবে জৈনমত ও জৈননীতির স্থূল স্থূল বিবরণ আলো-চনা কবিলাম।

জৈনধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা অর্হৎ। ইনি দক্ষিণকর্ণাটনিবাসী এবং বেঙ্কটগিরির অধীশ্বর। অর্হৎ নৃপতি ঋষভ দেবের চরিত্র আদর্শ করিয়া তাঁহার মত ধর্ম্মপরায়ণ হইবার জন্য সকলকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত সংসার পরিত্যাগ করতঃ ধর্ম্মগুরু হইয়াছিলেন। জৈনধর্ম্মের দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর মত তাঁহার পরে সৃষ্ট হয়, এ বিষয় আমরা বিশেষরূপে জৈনধর্ম্মের প্রস্তাবে আলোচনা করিয়াছি।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধে ঋষভদেবের বিষয় লিখিত আছে। ইনি হিন্দুদিগের মতে বিষ্ণুর অংশাবতার। জৈনেরা ইহাঁকে প্রথম আর্হত বলিয়া জানেন। অর্হৎ নৃপতি ঋষভদেবের চরিত্র আদর্শ করতঃ ধর্ম্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার আর্হত আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল। পৌরাণিক মতে ঋষভদেব অতি প্রাচীন এবং মহারাজ ভরতের পিতা।

জৈনেরা পরমেশ্বর অস্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, 'অর্হৎ'ই পরমেশ্বর। বীতরাগস্তুতি নামক জৈনগ্রন্থে লিখিত আছে—

"কর্ত্তাস্তি নিত্যো জগতঃ স চৈকঃ স সর্ব্বগঃ স স্ববশঃ স নিত্যঃ।
ইমাস্তু হেয়াঃ কুবিড়ম্বনাঃ স্যুস্তেষাং ন যেষামনুশাসকস্ত্বম্॥"

এই জগতের এক অদ্বিতীয় কর্ত্তা আছেন। তিনি নিত্য, সর্ব্বগত, স্বাধীন; তিনি ভিন্ন এই সকল দৃশ্য সমস্তই বিড়ম্বনার সামগ্রী এবং কুদৃষ্টি অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান-দৃষ্ট। হে অর্হন্! তুমি যাহার শাস্তা বা নিয়ন্তা নহে, এমন কোন বস্তুই নাই।

জৈনদিগের পরমেশ্বর বৈদান্তিক পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত। জৈনেরা পরমেশ্বরকে নিম্নলিখিত ভাবে দেখেন।

সর্ব্বজ্ঞো জিতরাগাদিদোষস্ত্রৈলোক্যপূজিতঃ।
যথাস্থিতার্থবাদী চ দেবোঽর্হন্ পরমেশ্বরঃ॥

(অর্হৎচন্দ্র সূরিকৃত আপ্তনিশ্চয়ালঙ্কার)

অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, রাগদ্বেষাদি সমস্ত দোষ-জয়ী, ত্রিলোক-মান্য, সত্যবাদী (অর্থাৎ আপ্ত পুরুষ) অর্হৎ দেবই পরমেশ্বর।

ইহাঁদের মতে ধর্ম্মই একমাত্র মুক্তির সাধন। ধর্ম্ম দ্বারা বন্ধক্ষয় হইলে জীব মুক্ত হয়, অর্থাৎ স্বভাব প্রাপ্ত হয়। মুক্তির স্বরূপ সতত ঊর্দ্ধগমন। জৈনেরা এইরূপ বলেন, যথা—

"মৃত্তিকা-বিলিপ্তমলাবূঁদ্রব্যং জলেঽধঃ পততি—পুনরপেতমৃত্তিকাবন্ধং সৎ ঊর্দ্ধং গচ্ছতি—তথা কর্ম্মবন্ধবিনির্মুক্ত আত্মা অসঙ্গত্বাৎ ঊর্দ্ধং গচ্ছতি।"

জৈন আচার্য্যবৃন্দের এই মতপ্রকাশক শ্লোক যথা—

"গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে আলোকাকাশমাগতাঃ॥"

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহগণের আকাশ বা ঊর্দ্ধগতির সীমা আছে—তাহারাও ঊর্দ্ধগমন করে এবং পুনশ্চ নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ অধঃ আগমন করে; কিন্তু যাহারা একবার আলোকাকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা আর নিম্নে প্রত্যাগত হয় না। আত্মার স্বভাবই সতত ঊর্দ্ধগমন। দেহরূপ পাপভরে আত্মা অধঃপতিত আছেন—ইহার খণ্ডন হইলেই আত্মা স্বীয় স্বভাব ধারণ করিবে। অনন্ত আকাশ—সুতরাং উন্নতিও অনন্ত। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, অলাবু ফলকে মৃত্তিকালিপ্ত করিয়া অথবা গুরু বস্তু বাঁধিয়া সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন ভাসমান-স্বভাব হইলেও নিম্নে ডুবিয়া যায়—পুনরায় সেই বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলে স্বীয় স্বভাব জন্য অতলস্পর্শ সমুদ্রের নিম্ন হইতে ক্রমে ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়—ইহাও ঠিক সেইরূপ।

এই মতে দুইটী মাত্র মূলতত্ত্ব। একের নাম জীব, দ্বিতীয় অজীব। তন্মধ্যে বোধস্বরূপ জীব, আর অবোধাত্মক অজীব। এই দুই তত্ত্বের বিস্তার বহুবিধ; যথা পদ্মনন্দী বাক্য—

"চিদচিদ্বে পরে তত্ত্বে বিবেকস্তদ্বিবেচনম্।"

কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে ঐ জীবাজীব পদার্থের ভেদ এইরূপ—জীব দ্বিবিধ—সংসারী জীব এবং মুক্ত জীব। অজীব বহুবিধ যথা—অমনস্ক, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুদ্গল (শরীর), অস্তিকায় (তত্ত্ব) প্রভৃতি। জৈনেরা বৃক্ষলতাদিকেও জীবন্ত পদার্থ মধ্যে গণ্য করে; কিন্তু তাহারা অমনস্ক জীব অর্থাৎ তাহাদের মন নাই এই মাত্র বলেন।

এই সম্প্রদায়ের মতে জগতের তত্ত্ব সাত প্রকার "জীব, অজীব, আস্রব, সংবর, নির্জর, মোক্ষ, বন্ধ।" এতন্মধ্যে আস্রব, সংবর, নির্জর, এই তিন প্রকার পদার্থের লক্ষণ বলা যাইতেছে, অন্যগুলি স্পষ্টার্থ।

আস্রব—জঠরাগ্নি বা শারীরিক তাপবলে দেহের চলন হয়। তাহাতে আত্মাও সচল হয়। নিশ্চল নিষ্ক্রিয় আত্মার ঐরূপ চলন অর্থাৎ ক্রিয়াকারিত্ব ঘটনা হওয়ার নাম যোগ। এই যোগভাব প্রাপ্ত হইলেই আত্মা বদ্ধ হয়, এই জন্য ঐ যোগভাবের নাম আস্রব। কেবল ঐ যোগভাব হইতেই নানাবিধ কর্ম্ম স্রবিত (আহত বা উৎপন্ন) হয়। যেমন আর্দ্রবস্ত্রেই ধূলা জড়ায়, সেইমত আস্রবার্দ্র আত্মার নানাবিধ কর্ম্ম (পাপ) জড়ায়, সুতরাং আত্মা মলিন থাকে।

সংবর—যে কার্য্য দ্বারা আত্মার আস্রব অর্থাৎ আর্দ্রভাব নিবৃত্ত হয়, তাহার নাম সংবর।

নির্জ্জর—যে কার্য্য দ্বারা আত্মার সংসার ভাবের বীজ সকল জীর্ণ হয়, তাহার নাম নির্জ্জর।

জৈন তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন—

"সংসারবীজভূতানাং কর্ম্মণাং জরণাদিহ।
নির্জরা সা স্মৃতা দ্বেধা সকামা কামবর্জিতা।
স্মৃতা সকামা কামিনামকামা ত্বন্যদেহিনাম্॥"

জৈনতত্ত্বজ্ঞানীরা বন্ধমোক্ষের কারণ এইরূপ নির্দ্দেশ করেন, যথা—

"আস্রবো বন্ধহেতুঃ স্যাৎ সংবরো মোক্ষকারণম্।
ইতীয়মার্হতী মুক্তিঃ..........................॥"

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত আস্রবই জীবের বন্ধনহেতু, এবং মুক্তির হেতু সংবর।

মুক্তি—"নিঃশেষকর্ম্মবন্ধোচ্ছেদাদসঙ্গতত্ত্বেনাবস্থানং মোক্ষঃ"—কর্ম্মজন্য বন্ধনের নিঃশেষ ছেদ হইলে জীব যে আপনার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া নিঃসঙ্গভাবে অবস্থান করে, তাহাই মোক্ষ।

জৈনদিগের আগমসার নামক একখানি গ্রন্থ আছে, তাহাতে অর্হতের বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে এইরূপ মোক্ষপথ নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

"সম্যগ্দর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ।"

সম্যক্ দর্শন, জ্ঞান এবং চরিত্র, এই তিনটী মোক্ষের পথ। ইহার বৃত্তি-কর্ত্তা যোগদেব ব্যাখ্যা করিয়া কহিয়াছেন,—

"যেন রূপেণ জীবাদ্যর্থো ব্যবস্থিতস্তেন রূপেণ অর্হতা প্রতিপাদিতেঽর্থে বিপরীতাভিনিবেশরাহিত্যরূপং শ্রদ্ধানং সম্যক্ দর্শনম্। যেন স্বভাবেন জীবাদয়ো ব্যবস্থিতাস্তেনৈব স্বভাবেন সংশয়সম্মোহাদ্যনাক্রান্তস্য জীবস্য গুরূপদিষ্টপথা শ্রবণ-মননাদ্যভ্যাসপাটবেন জ্ঞানাবরকাণাং পূর্ব্বোপপাদিতমিথ্যাদর্শনাবিরতিপ্রমাদী-নামুপশমে সতি স্বয়মেব সমুদেতি। সংসরণচ্ছেদায়োদ্যতস্য শ্রদ্দধানস্য জ্ঞান-বতো জীবস্য পাপকর্ম্মভ্যো নিবৃত্তিঃ সম্যক্ চারিত্রম্। এতানি সম্যগ্জ্ঞানাদীনি

সমুদিতান্যেব মোক্ষকারণম্। ন তু প্রত্যেকম্। এতত্ত্রয়ং চার্হতে রত্নত্রয়পদেন ব্যবহ্রিয়তে।”

অর্থাৎ জীব অজীব প্রভৃতি পদার্থ যে যেরূপে ব্যবস্থিত অর্থাৎ ঐ সকল পদার্থের যাহা যথার্থরূপ, অর্হৎ অবিকল সেইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। অর্হতের উপদেশ যেরূপ, তাহার বিপরীত অনুভব না হইয়া যদি ঠিক অর্হৎ-নির্দ্দিষ্ট অর্থ বুঝিতে পারে এবং তাহাতেই অবিচলিত শ্রদ্ধা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সম্যক্ দর্শন বলা যায় এবং সেই জ্ঞান সংশয় ও সম্মোহ-রহিত হইয়া দৃঢ় হইলে তাহাকে সম্যক্ জ্ঞান শব্দে উল্লেখ করা যায়। এই জ্ঞান শ্রদ্ধাবান্ জীবের গুরূপদেশ অনুসারে শ্রবণ মনন দ্বারা অভ্যাসপটু হইলে, তত্ত্বজ্ঞানের আবরণ যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান, মিথ্যা দর্শন প্রভৃতির বিলয় হইলে তত্ত্বজ্ঞান স্বভাবতঃই উদিত হয়। সংসারের কর্ম্ম সমুদয়ের ছেদ করিতে উদ্যত শ্রদ্ধালু জ্ঞানবান্ জীব যে পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকে, তাহার নাম সম্যক্ চরিত্র। অতএব জীব সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চরিত্র, এতত্ত্রিতয়বলেই মুক্তি লাভ করে। এই তিনটী মিলিত হইলেই মুক্তি, নচেৎ প্রত্যেকের মুক্তি দিবার ক্ষমতা নাই। ইহাকেই অর্হতেরা ‘রত্নত্রয়’ নামে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

জৈনদিগের কয়েকখানি দর্শনশাস্ত্র আছে, তাহার মধ্যে দ্রব্যানুযোগতর্কণার রচনা প্রাঞ্জল। দ্রব্য অর্থাৎ পদার্থ বিচার দ্বারা জ্ঞানমার্গ বিস্তার করাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহার গ্রন্থকার আপনার স্পষ্ট পরিচয় প্রদান করেন নাই। দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্তিকালে এইমাত্র লিখিয়াছেন।—

“সংজ্ঞা-সংখ্যা-লক্ষণাভ্যো বিভাগং
দ্রব্যাদীনাং যো বিদিত্বা মিথোঽত্র।
বাচাস্তে শ্রীতীর্থনাথ-প্রণীতে
শ্রদ্ধাং কুর্য্যান্নিশ্চলস্তস্য বোধঃ॥”

অর্থাৎ শ্রীতীর্থনাথ-প্রণীত বাক্যে যাঁহারা শ্রদ্ধা করিবেন, তাঁহাদিগের নিশ্চল অর্থাৎ কেবলী জ্ঞান উৎপন্ন হইবেক। এই শ্লোক দ্বারা স্পষ্ট গ্রন্থ-কর্ত্তাকে বুঝাইতেছে না। তীর্থনাথ-প্রণীত বাক্য বোধ হয় অর্হৎ-বাক্য লক্ষ্য করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, যদি তাহা না হয় তবে গ্রন্থকারের নাম

তীর্থনাথ। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থকর্ত্তার স্পষ্ট পরিচয় নাই। ইহার টীকাকারও বিশেষ পরিচয় দেন নাই। তিনি বলেন গ্রন্থকর্ত্তার নাম ভোজ। ইহাতে লিখিত আছে—

"তেষাং বিনেয়লেশেন ভোজেন রচিতোক্তিভিঃ।
পরস্বাত্মপ্রবোধার্থং দ্রব্যানুযোগতর্কণা॥"

যাঁহারা জৈনমুনি—তাহাদের ক্ষুদ্র শিষ্য ভোজ কর্ত্তৃক আপন এবং পরের আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত দ্রব্যানুযোগতর্কণা প্রকট করা গেল। এই শ্লোকের ব্যাখ্যার স্থলে লিখিত আছে—

"ভোজেতিসঙ্কেতেন সন্দর্ভকুর্ত্তুর্নামনিদর্শনমিতি।"

অর্থাৎ ভোজ এই সঙ্কেতে সন্দর্ভকর্ত্তার নামও ভোজ। গ্রন্থের প্রারম্ভ-বাক্য যথা—

"শ্রীযুগাদিজিনং নত্বা কৃত্বা শ্রীগুরুবন্দনম্।
আত্মোপকৃতয়ে কুর্ব্বে দ্রব্যানুযোগতর্কণাম্॥"

শ্রীযুগ প্রভৃতি জিন কুলকে নমস্কার করিয়া, শ্রীগুরু দেবকে বন্দনা করিয়া আপনার উন্নতির নিমিত্ত দ্রব্যানুযোগতর্কণা নির্ম্মাণ করিলাম। দ্রব্যানুযোগ-তর্কণা এবং তট্টীকাধৃত জৈনগ্রন্থের নামাবলি—

পঞ্চকল্প (ভাষ্য গ্রন্থ), ধর্ম্মদাস (গ্রন্থকার), তত্ত্বার্থ সম্মতি, ষোড়শ বাক্, উপদেশমালা, প্রবচনসার, ললিতবিস্তর, বিংশতি, সম্মতিগ্রন্থ, অর্হৎ-প্রবচন সংগ্রহ, আচারাঙ্গ, দ্রব্যসংগ্রহগাথা, নয়চক্র, ধর্ম্মসংগ্রহণীসূত্র, হরিভদ্র সূরিকৃত ধর্ম্মসংগ্রহণী টীকা, তত্ত্বার্থ ভাষ্য, দ্রব্যার্থিক নয়, সিদ্ধসেন ও দিবা-কর (গ্রন্থকার), আচারসূত্র, ঋজুসূত্র, উত্তরাধ্যয়ন, নয়গ্রন্থ, যোগদৃষ্টিসমুচ্চয়, মহানিশীথসূত্র, বৃহৎকল্পগাথা।

দ্রব্যানুযোগতর্কণা পঞ্চদশ অধ্যায়ে গ্রথিত। এখানি শ্বেতাম্বর জৈনমতের গ্রন্থ, কেননা ইহাতে দিগম্বর মতের খণ্ডন আছে এবং ঋষভ নাথকে সম-ধিক মান্য করা হইয়াছে।

জৈনমতে দ্রব্য বা পদার্থ ৬। হিন্দুদার্শনিকদিগের মধ্যে যেমন কেহ ১৬, কেহ ১৪, কেহ ৭ পদার্থ স্বীকার করিয়া তাহারই বিভূতি এই জগৎ,

এই কথা বলেন। সেইরূপ জৈনেরা ৬ :পদার্থ স্বীকার করতঃ তাহারই বিভূতি বা বিস্তার এই জগৎ, এইরূপ বলেন। যথা—

"ধর্ম্মাধর্ম্মৌ নভঃকালৌ পুদ্গলো জীব ইত্যমী।
অর্থাঃ ষট্ সময়ে খ্যাতা জিনৈরাদ্যন্তবর্জ্জিতাঃ॥"
(দ্রব্যানুযোগ ১০ অধ্যায়)

ধর্ম্ম (১) অধর্ম্ম (২) অনন্ত আকাশ (৩) অনন্ত কাল (৪) পুদ্গল অর্থাৎ দেহ (৫) আর জীব (৬) এই ছয় প্রকার পদার্থ জৈন শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। এই পদার্থনিচয় আদ্যন্তবর্জ্জিত অর্থাৎ নিত্য।

"সম্যক্ত্বং হি দয়াদানক্রিয়ামূলং প্রকীর্ত্তিতম্।
বিনা তৎ সঞ্চরন্ ধর্ম্মে জাত্যন্ধ ইব খিদ্যতে॥"
(দ্রব্যানুযোগ ১০ অধ্যায়।)

কথিত ছয়টী দ্রব্য এবং তাহাদের গুণ বিচার দ্বারা যে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, আত্মা সংস্কৃত হয়, তাহার নাম সম্যক্ত্ব। এই সম্যক্তার মূল দয়া (জীবরক্ষা), দান (অভয়াদি দান) প্রভৃতি পঞ্চধা ক্রিয়া। অতএব এই সম্যক্ত্ব ত্যাগ করিয়া যিনি ধর্ম্মপথে ভ্রমণ করিতে বাঞ্ছা করেন, তিনি জন্মান্ধের ন্যায় পদে পদে খেদ প্রাপ্ত হয়েন, সুতরাং জৈনেরা জ্ঞান ভিন্ন কেবল চারিত্র মাত্রে সন্তুষ্ট হইবেন না।

ঐ ছয়টী পদার্থের মধ্যে কাল ভিন্ন অন্য পাঁচটীর অস্তিকায় সংজ্ঞা দেওয়া হয়—"অস্তয়ঃ প্রদেশাঃ তৈঃ কথ্যতে শব্দায়তে ইত্যস্তিকায়ঃ" এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা প্রদেশ অর্থাৎ সংঘাতবৎ বস্তু বুঝাইতেছে। তট্টীকা যথা—

"নন্বু কালাধ্যাস্তিকায়াত্বং কথং নাস্তি? তত্রাহ অস্তয় ইতি। কস্মিন্নপি কালে কালদ্রব্যস্য প্রদেশসংঘাতৌ ন বিদ্যেতে যত একঃ সময়ঃ অন্যস্মাৎ সময়াৎ ন প্রশ্লিষ্যতে। এবমন্যেষামপি—"

যেহেতু একটি সময় অন্য একটি সময় হইতে বাস্তবিক বিশ্লিষ্ট হয় না, এজন্য উহার সংঘাত বা প্রদেশ নাই। যাহার সংঘাতভাব ও প্রদেশ নাই, তাহার অস্তিকায়ত্ব নাই।

জৈনেরা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে দেহের এবং জীবের বিবিধ পরিণামের কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। যথা—

"পরিণামগতিধর্ম্মো ভবেৎ পুদ্গলজীবয়োঃ।
অপেক্ষাকারণাল্লোকে মীনস্যেব জলং সদা॥"

(দ্রব্যানুযোগ ১০ অধ্যায়।)

অর্থাৎ জল যে প্রকার মৎস্যের গতি, সঞ্চরণ, হ্রাস ও বৃদ্ধ্যাদি বিবিধ পরিণামের হেতু, এইরূপ দেহ ও জীবের গত্যাগতি প্রভৃতি বিবিধ পরিণামের হেতু ধর্ম্মদ্রব্য ও অধর্ম্মদ্রব্য।

জীব মুক্ত এবং সতত ঊর্দ্ধগমন-স্বভাব; সুতরাং সহজমুক্ত ও নিসর্গ ঊর্দ্ধগমনস্বভাব জীবের নিয়ামক ধর্ম্ম যদি না থাকিত, তবে অনন্ত আকাশে জীব নিরন্তরই উদ্গত হইত—নিবৃত্ত হইত না অর্থাৎ তাহা হইলে এই সংসারে আর কোন দেহীই থাকিত না; আর যদি অধর্ম্ম না থাকিত, তাহা হইলে জীবের এক স্থানেই নিত্য স্থিতি হইত। কুত্রাপি গতি হইত না। অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকাতেই জীবের গত্যাগতি সিদ্ধ হইতেছে। যথা,—

"সহজোর্দ্ধগমুক্তস্য ধর্ম্মস্য নিয়মং বিনা।
কদাপি গগনেঽনন্তে ভ্রমণং ন নিবর্ত্তয়েৎ॥
স্থিতিহেতুর্যদাধর্ম্মো নোচ্যতে ক্বাপি চেদ্দ্বয়োঃ।
তদা নিত্যস্থিতিঃ স্থানে কুত্রাপি ন গতির্ভবেৎ॥ (ঐ ১০ অঃ)

এইরূপ প্রণালীতে দ্রব্যানুযোগকার স্বমতের পদার্থ সকলকে হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক নির্ণয় করিয়া ছন্দোবন্ধে রচনা করিয়াছেন। টীকাকার সেই সকল বিচার ও হেতুবাদ গুলি পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। এই টীকার মধ্যে বিবিধ প্রাকৃত বা ঢব্বাভাষার গ্রন্থের উদাহরণ আছে। যথা,—

"সুম্মজহাসমুত্তান নস্মহ কয়বয়বং মিপড়ি-
য়াইইয়ংজীবো বিস সুত্তোন গস্মই গউচি সংসারে।"

(উত্তরাধ্যয়ন)

"গিয়চ্ছো কেবলী চতুব্বিতে জাননেয় কথনেয়
উল্লেরাগদ্বেষ অনন্ত করেস্‌স বজ্জণ বা।"

(বৃহৎকল্পগাথা)

এইরূপ মহানিশীথ সূত্র, নন্দিসেনাধিকার প্রভৃতি প্রাকৃত জৈন দর্শনশাস্ত্র হইতেও পদার্থ বিচার করা হইয়াছে।

যোগদৃষ্টিসমুচ্চয় নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—

"তাৎকালিকপক্ষপাতভাবশূন্যা চ যা ক্রিয়া।
অনয়োরন্তরং জ্ঞেয়ং ভানুখদ্যোতয়োরিব॥"

যোগপক্ষ-নিবিষ্ট জ্ঞান আর ভাববিহীন ক্রিয়া এতদুভয়ের প্রভেদ সূর্য্য ও খদ্যোতের প্রভেদের ন্যায়। জ্ঞানসম্বন্ধে দ্রব্যানুযোগটীকাকার লিখিয়াছেন—

"জ্ঞানং হি জীবস্য গুণো বিশেষো জ্ঞানং ভবাব্ধেস্তরণেষু পোতঃ।
জ্ঞানং হি মিথ্যাত্বতমোবিনাশে ভানুঃ কৃশানুঃ পৃথুকর্ম্মকক্ষে॥
জ্ঞানং নিধানং পরমং প্রধানং জ্ঞানং সমানং ন বহুক্রিয়াভিঃ।
জ্ঞানং মহানন্দরসং রহস্যং জ্ঞানং পরং ব্রহ্ম জয়ত্যনন্তম্॥
বাহ্যাচারপরাশ্চ বোধরহিতা ইজ্যাখ্যযোগোদ্ধতাঃ।
যে কেঽপি প্রতিসেবনাবিধুরিতাস্তে নিন্দিতাঃ শাসনে॥"

অর্থাৎ জ্ঞান জীবের একটী বিশেষ গুণ, জ্ঞানই ভবসমুদ্র তরণের নৌকা, জ্ঞানই মিথ্যাভূত অজ্ঞানের বিনাশক। জ্ঞানই কর্ম্মরূপ তৃণের অগ্নি। জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ও প্রধান, জ্ঞান কোন প্রকার ক্রিয়ার তুল্য হয় না। জ্ঞানই আনন্দ, জ্ঞানই রহস্য, জ্ঞানই পরম ব্রহ্ম। যাহারা রহস্য আচারে রত, যাগযজ্ঞযোগে উদ্ধত, প্রতিসেবন অর্থাৎ জ্ঞানবিরহিত, তাহারা জৈনশাস্ত্র-সম্মত নিন্দ্য ব্যক্তি।

জিনদত্ত সূরিকৃত "বিবেক-বিলাস" প্রভৃতি গ্রন্থে জৈনদিগের অভিমত নীতি গ্রথিত আছে। বিবেক-বিলাস হইতে কতিপয় জৈন নীতির বিষয় নিম্নে প্রদান করিলাম।

বসতিযোগ্য স্থান—

"গুণিনঃ সূনৃতং শৌচং প্রতিষ্ঠা গুণগৌরবম্।
অপূর্ব্বজ্ঞানলাভশ্চ যত্র তত্র বসেৎ সুধীঃ॥"

যেখানে গুণবান্ লোক, সত্য, শুচিতা, প্রতিষ্ঠা, গুণের গৌরব, এবং যেখানে বাস করিলে অপূর্ব্ব জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা, সেই স্থানেই বাস করা কর্ত্তব্য।

"বালরাজ্যং ভবেদ্যত্র দ্বৈরাজ্যং যত্র বা ভবেৎ।
স্ত্রীরাজ্যং মূর্খরাজ্যং বা যত্র স্যাত্তত্র নো বসেৎ॥"

বালক, স্ত্রী ও মূর্খ যেখানে রাজা, বা যেখানে দুইজন রাজা অথবা স্ত্রী রাজা সেখানে বাস করিবে না।

ভ্রমণ—"ন ব্রজেন্নিষ্ফলং কচিৎ" অর্থাৎ নিষ্ফল গমন করিবে না।

"একাকিনা ন গন্তব্যং স্বপেন্নৈকাকিনো গৃহে।
নৈবোপরি নাপি পথি বিশেৎ কস্যাপি বেশ্মনি॥"

একাকী দূরগমন করিবে না, একাকী একগৃহে শয়ন করিবে না। উচ্চ স্থানে শয়ন করিবে না, সহসা একা কাহার গৃহে প্রবেশ করিবে না।

"ন ধার্য্যমুত্তমৈর্জীর্ণং বস্ত্রং ন চ মলীমসম্।
বিনা রক্তোৎপলং রক্তপুষ্পঞ্চ ন কদাচন॥"

উত্তম ব্যক্তিরা জীর্ণ কি মলিন বস্ত্র পরিধান করিবেন না। রক্ত পদ্ম ব্যতীত অন্যপ্রকার রক্তপুষ্প ধারণ করিবেন না।

"দেবা বৃদ্ধাশ্চ ন প্রাজ্ঞৈর্বঞ্চনীয়াঃ কদাচন।
ভাব্যং প্রতিভুবা নৈব দক্ষিণেন চ সাক্ষিণা॥"

যদি প্রাজ্ঞ হও, তবে দেবতা ও বৃদ্ধদিগের প্রতারণা করিও না—প্রতিভূ হইও না—সাক্ষী হইও না।

"বহিস্তোঽভ্যাগতো গেহমুপবিশ্য ক্ষণং সুধীঃ।
কুর্য্যাদ্বস্ত্রপরাবর্ত্তং দেহশৌচাদি কর্ম্ম চ॥"

বাহির হইতে ভ্রমণ করিয়া আসিলে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিবে; অনন্তর বস্ত্র ত্যাগ করিবে। তৎপরে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিবে।

"পেষণী খণ্ডনী চুল্লী গর্গরী বর্দ্ধনী তথা।
অমী পাপকরাঃ পঞ্চ গৃহিণো ধর্ম্মবাধকাঃ॥"

পেষণ যন্ত্র, ছেদন যন্ত্র, পাকস্থান, জলাধার (কুম্ভ), বর্দ্ধনী (গাড়ু, ঘটী) এই পাঁচ ব্যবহার্য্য বস্তু হইতে গৃহস্থদিগের ধর্ম্মবাধক পাপ জন্মে অর্থাৎ ঐ সকল হিংসা-স্থান, সাবধান থাকিলেও ঐ সকল স্থানে হিংসা ঘটে। কিন্তু—

"গদিতোঽস্তি গৃহস্থস্য তৎপাতকবিঘাতকঃ।
ধর্ম্মঃ সবিস্তরো বৃদ্ধৈরশ্রান্তঃ ধর্ম্মমাচরেৎ॥"

ঐ সকল অবশ্যম্ভাবী পাপবিনাশক ধর্ম্মরাশি বৃদ্ধেরা অনেক প্রকার বলিয়াছেন, অতএব মনুষ্য নিরন্তর ধর্ম্মাচরণ করিবেক।

"দয়া দানং দমো দেবপূজা ভক্তির্গুরৌ ক্ষমা।
সত্যং শৌচং তপোঽস্তেয়ং ধর্ম্মোঽয়ং গৃহমেধিনাম্॥"

দয়া, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, দেবপূজা, গুরুভক্তি, ক্ষমা, সত্য, শুচি থাকা, তপস্যা, চৌর্য্যবিমুখতা, এইগুলি গৃহস্থদিগের ধর্ম্ম।

"সারঃ পরোপকারশ্চ ক্রমো ধর্ম্মবিদাময়ম্॥"

ধর্ম্মের অবয়ব বহুবিস্তৃত হইলেও তৎসমুদায়ের সার পরোপকার।

ধর্ম্ম দুই প্রকার। পাপনাশক (ইহার নামান্তর প্রায়শ্চিত্ত) আর নির্ব্বাণোপকারক। পাপনাশক ধর্ম্ম এই—

"হীনোদ্ধরণমদ্রোহো বিনয়েন্দ্রিয়সংযমে।
ন্যায়বৃত্তির্মৃদুত্বঞ্চ ধর্ম্মোঽয়ং পাপসংচ্ছিদে॥"

পতিতের উদ্ধার, অহিংসা, বিনয়, ইন্দ্রিয়সংযম, ন্যায়পূর্ব্বক জীবিকাগ্রহণ, মৃদুতা, এই সকল ধর্ম্ম পাপ নাশ করে।

"অতিথীনর্থিনো দুঃস্থান্ ভক্তিশক্ত্যনুকম্পনৈঃ।
আগতঃ সোঽতিথিঃ পূজ্যো বিশেষেণ মনীষিণা॥"

অতিথি, যাচক, দুঃস্থ ব্যক্তি গৃহাগত হইলে যথাশক্তি ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়া পশ্চাৎ আহার করান উচিত।

"আর্ত্তস্তৃষ্ণাক্ষুধাভ্যাং যো বিত্রস্তো বা স্বমন্দিরম্।
আগতঃ সোঽতিথিঃ পূজ্যো বিশেষেণ মনীষিণা॥"

পীড়িত, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর ও ভয়যুক্ত হইয়া যদি কোন ব্যক্তি গৃহে আগমন করে, তবে তাহাকে বিশেষরূপে অর্চ্চনা করিবেক।

"দুষ্প্রাপ্যং প্রাপ্য মানুষ্যং কার্য্যং তৎ কিঞ্চিদুত্তমৈঃ।
মুহূর্ত্তকেমপ্যস্য নৈব যাতি যথা বৃথা॥"

দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়া এমন কার্য্য করিতে হইবে যে, যাহাতে এক মুহূর্ত্তও যেন বৃথা না যায়।

হিন্দুদিগের নীতি ও জৈনদিগের নীতিতে বড় প্রভেদ নাই। তাহার কারণ, এই দুই সম্প্রদায় এক দেশ ও একত্র বাসী, এবং জৈননীতির অধিকাংশ ভাব হিন্দুদিগের নীতিশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে।

# বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত।

"দ্যোর্ধ্বাচম্পতিনেব পন্নগপুরী শেষাহিনেবাভবৎ
যেনৈকেন বিদুষ্মতী বসুমতী মুখ্যেন সংখ্যাবতাম্।
সোঽয়ং ব্যাকরণার্ণবৈকতরণিশ্চাতুর্য্যচিন্তামণি-
র্জীয়াৎ কোবিদগর্ব্বপর্ব্বতপবিঃ শ্রীবোপদেবঃ কবিঃ॥"

# বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত

বোপদেবকে সংস্কৃত-বিদ্যাবিশারদ উইলসন সাহেব দেবগিরি ( দেওঘর বা দৌলতাবাদের ) অধীশ্বর হেমাদ্রির সভাসদ্ স্থির করিয়াছেন * এবং আমরাও তাহাই প্রামাণিক বিবেচনায় বহু দিবস হইল একটী প্রস্তাবে লিখিয়াছিলাম; কিন্তু সেটী এক্ষণে ভ্রমপূর্ণ বোধ হইতেছে। তজ্জন্যই আমরা অদ্য বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা পূর্ব্বক, বোপদেবের বিবরণ স্বতন্ত্ররূপে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

উইলসন সাহেবের ন্যায়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণিও বোপদেবকে হেমাদ্রির দানখণ্ডের ভূমিকায় হেমাদ্রির পার্ষদ বলিয়াছেন। যথা "হেমাদ্রিরপি স্বয়ং নৃপতিঃ যস্য সভাপণ্ডিতো মহামহোপাধ্যায়ঃ শ্রীবোপদেব আসীৎ, অমুমীয়তে পক্ষবসুধরেন্দুমিতে শকসম্বৎসরে দ্বিত্রাদিবৎসরন্যূনাধিক্যেন সমজনিষ্ট।" শিরোমণি মহাশয় পুনশ্চ লিখিয়াছেন "সাম্প্রতং বিজ্ঞাপ্যতে, হেমাদ্রিস্তু দেবগিরিস্থযাদববংশ-মহারাজাধিরাজমহাদেব-চক্রবর্ত্তিনো রাজ্ঞো ধর্ম্মাধিকরণ-পণ্ডিত আসীৎ।" ইহাতে হেমাদ্রিকে যাদববংশাবতংস মহারাজ মহাদেবের ধর্ম্মাধ্যক্ষ বলা হইয়াছে এবং চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি-মধ্যে হেমাদ্রি যে স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন তাহার সহিত ইহার ঐক্য আছে; হেমাদ্রি কোন স্থলেই আপনাকে রাজা বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন নাই। উইলসন সাহেব ও পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে নৃপতি স্থির করিয়া বোপদেবকে যে তাঁহার সভাসদ বলিয়াছেন, এ বিষয় কোন প্রামাণিক সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে পাইলাম না; সুতরাং আমরা ইহাতে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য প্রাপ্ত হইতেছি না। হেমাদ্রি দানখণ্ডের প্রারম্ভে, আপনাকে মহারাজ মহাদেবের ধর্ম্মাধ্যক্ষ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এবং চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির প্রতি অধ্যায়ের শেষে এইরূপ লিখিয়াছেন। যথা—"ইতি শ্রীমহারাজাধিরাজ শ্রীমহাদেবস্য সমস্তকরণা-ধীশ্বর-সকল-বিদ্যা-বিশারদ-শ্রীহেমাদ্রি-

---

* Vide Wilson's Vishnu Purana vol 1. Preface, page L ( Trubner Co. )

বিরচিতে চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণৌ দানখণ্ডে” ইত্যাদি। হেমাদ্রি স্বীয় পরিচয় এই পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বোপদেবের কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। কিন্তু বোপদেবকৃত মুক্তাফল গ্রন্থের টীকা নির্ম্মাণকালে হেমাদ্রি প্রথমতঃ বোপদেবকৃত গ্রন্থাবলীর এইরূপ গণনা করিয়াছেন, যথা—

“যস্য ব্যাকরণে বরেণ্যঘটনাঃ স্ফীতাঃ প্রবন্ধা দশ,
প্রখ্যাতা নব বৈদ্যকেঽথ তিথিনির্দ্ধারার্থমেকোঽদ্ভুতঃ।
সাহিত্যে ত্রয় এব যস্য ভগবত্তত্ত্বোক্তি * * * ভু- *
রন্তর্ব্বাণিশিরোমণেরিহ গুণঃ কে কে ন লোকোত্তরাঃ॥”

অর্থাৎ যাঁহার ব্যাকরণের কীর্ত্তি অদ্ভুত,—ব্যাকরণ বিষয়ে যাঁহার ১০টি প্রবন্ধ,—বৈদ্যক গ্রন্থের উপর ৯টি প্রবন্ধ,—তিথিনির্ণয় নামক ধর্ম্মশাস্ত্র,—সাহিত্য ৩ খান,—ভাগবতের উপর ৩টি প্রবন্ধ,—সেই অন্তর্ব্বাণি মহামহোপাধ্যায় বোপদেবের কোন্ কোন্ গুণ না অলৌকিক?

বোপদেবও হেমাদ্রির উল্লেখ করিয়াছেন এবং কহিয়াছেন, “আমি হেমাদ্রির সন্তোষের নিমিত্ত হরিলীলাখ্য ভাগবতব্যাখ্যা করিলাম।” যথা,—

“শ্রীমদ্ভাগবতস্কন্ধাধ্যায়ার্থাদি নিরূপ্যতে।
বিদুষা বোপদেবেন মন্ত্রিহেমাদ্রিতুষ্টয়ে॥”

(বোপদেবকৃত হরিলীলাটীকা)

হেমাদ্রি বোপদেবকৃত হরিলীলাটীকার টীকা লিখিয়াছেন। হেমাদ্রি ও বোপদেব সমসাময়িক এবং এই হেমাদ্রি দাক্ষিণাত্যের দেবগিরীশ্বর মহাদেবের মন্ত্রী ছিলেন। মহারাজ মহাদেবের আশ্রয়ে হেমাদ্রি ও বোপদেব উভয়েই দেবগিরিতে বাস করিতেন।

হেমাদ্রির সহিত বোপদেবের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, এজন্য তিনি হরিলীলাটীকায় “মন্ত্রি-হেমাদ্রি-তুষ্টয়ে” এইরূপ লিখিয়াছেন, নতুবা তিনি হেমাদ্রির সভাসদ্ হইলে কিঞ্চিৎ নত হইয়াই লিখিতেন।

করহাট ক্ষেত্রবাসী গোপালাচার্য্য বলেন, বিট্ঠলভট্ট-কৃত প্রাকৃত গ্রন্থে লিখিত আছে—“সচায়ং হেমাদ্রিঃ দ্বাদশাধিকদ্বাদশশত (১২১২) শকোদ্ভব-দাক্ষিণাত্যালন্দী-গ্রামস্থ-জ্ঞানেশ্বর-সংজ্ঞক-ভগবদ্ভক্ত-কৃত-গীতা-ব্যাখ্যানোত্তর-কালিকঃ”

* “ভগবত্তত্ত্বোক্তিরাশ্চর্য্যভূঃ”—এ পাঠ আমরা পুস্তকান্তরে পাইয়াছি।——শ্রীমঃ

অর্থাৎ হেমাদ্রি ১২১২ শকাব্দে দাক্ষিণাত্যের অলন্দী গ্রামের জ্ঞানেশ্বরকৃত গীতা-ব্যাখ্যানের পরভবিক "এবং তদাশ্রিততৎসমকালিক-বোপদেবপ্রাক্কালিকঃ"... "একাদশ-শতে শাকে বিংশত্যব্দদ্বয়ে গতে। অবতীর্ণং মধ্বমুনিং সদা বন্দে মহাগুরুম্।" ইতি স্মৃত্যর্থ-সাগরাদি-মহানিবন্ধ-মহিত-শ্রীসদানন্দতীর্থভগবৎ-পাদাচার্য্যৈঃ—" অর্থাৎ হেমাদ্রির আশ্রিত এবং সমসাময়িক বোপদেবের পূর্ব্বে ১১২৫ শাকে মধ্বাচার্য্য জন্মিয়াছিলেন, ইত্যাদি। পুনরায় বোপদেবসম্বন্ধে মন্দমিশ্র কহেন "শঙ্করাচার্য্য-সময়াদ্দ্ব্যুত্তরে বৎসরশতদ্বয়ে ব্যতীতে বোপদেবোঽভূৎ" অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে ২০২ দুইশত দুই বৎসর অতীত হইলে বোপদেবের জন্ম হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি বোপদেবের ১১৮২ শকে জন্ম হইয়াছিল অনুমান করেন। উইলসন অফ্রেক্ট্, * এষ্টার গার্ড্ †, কর্ণেল কেনিডি, কোলব্রুক, গোল্ডষ্টকর ও বর্ণেল, সকলেই বোপ-দেবকে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক স্থির করিয়াছেন, কেবল বর্ণ্‌ফের মতে তিনি ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

মুক্তাফল গ্রন্থে বোপদেব নিজের পরিচয় যাহা দিয়াছেন, তদনুসারে তিনি চিকিৎসক কেশবের পুত্র ও ধনেশ মিশ্রের শিষ্য। যথা ;—

"বিদ্বদ্ধনেশ-শিষ্যেণ ভিষক্কেশব-সূনুনা। হেমাদ্রির্বোপদেবেন মুক্তাফলমচীকরৎ॥"

বোপদেব ভিষক্-নন্দন বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে অনেকে তাঁহাকে ভ্রমক্রমে বৈদ্যজাতীয় মনে করিতে পারেন, কিন্তু বোপদেব ব্রাহ্মণ ছিলেন। যথা ;— "বোপদেবশ্চকারেদং বিপ্রো বেদপদাস্পদম্" বোপদেব বৈদ্যকুলে জন্মিলে তিনি কখনই বিপ্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেন না। বরং দ্বিজ বলিলেও বলিতে পারিতেন, কিন্তু বিপ্র বলার অধিকার ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের নাই। পূর্ব্বে এবং এক্ষণে দাক্ষিণাত্য ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা ব্যবসা করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশেও আত্রেয়-গোত্রীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে চিকিৎসা ব্যবসা প্রচলিত আছে।

প্রাজ্যভট্টকৃত ২য় রাজতরঙ্গিণীতে এক বোপদেবের কথা উল্লেখ আছে, * তিনিও পণ্ডিত-শিরোমণি এবং তিনি ৯ বৎসর কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

* Aufrecht, "Catalogus" p. 174 b etc.

† Radices Linguæ Sanskritæ.

ইঁহার ভ্রাতার নাম জম্মদেব। এই বোপদেব আমাদিগের আলোচ্য মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ-প্রণেতা বোপদেব হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

বোপদেব ভাগবতের উপর প্রবন্ধত্রিতয় (হরিলীলা, মুক্তাফল ও পরমহংস-প্রিয়া), শতশ্লোকচন্দ্রিকা, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, কবিকল্পদ্রুম ও তট্টীকা, কাব্যকামধেনু, রামব্যাকরণ প্রভৃতি লিখিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ। ধাতুপাঠের আরম্ভে তিনি ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃৎস্ন, আপিশলি, শাকটায়ন, পাণিনি, অমর ও জৈনেন্দ্র এই অষ্ট প্রসিদ্ধ শাব্দিকের নামোল্লেখ করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ এত সংক্ষেপে নির্ম্মিত যে, বোপদেব পাণিনির সমুদয় সূত্রের মর্ম্ম ইহার ১১১শত সূত্রে নিহিত করিয়াছেন। বোপদেব বৈয়াকরণিক সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম ও পবিভাষার অক্ষর পর্য্যন্ত কর্ত্তন করিয়াছেন। যথা বৃদ্ধির—ব্রী, গুণের—ণু, দীর্ঘের—র্ঘ, সমাসের—স ইত্যাদি। লট্, লোট্, লঙ্ ইত্যাদি পরিভাষার স্থানে কী, থী, গী, ঘী, ইত্যাদি। এক অক্ষরে নামের সঙ্কেত করিয়াছেন, দ্ব্যক্ষর সংজ্ঞা প্রায় নাই।

"আদিগেচোর্ণুব্রী" এই সূত্র দ্বারা বোপদেব পাণিনির দুইটি সূত্র সঙ্কলন কবিয়াছেন। "যলায়বায়াবোহচীচঃ" এই সূত্রে পাণিনির দুইটি সূত্র নিবিষ্ট আছে। এইরূপ কোথাও দুই, কোথাও তিন, কোথাও চারি পর্য্যন্ত সূত্রের কার্য্য বোপদেবের এক সূত্রে নির্ব্বাহ হয়। এইরূপ সংক্ষেপ করাতে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে; তাহাতে টীকা ব্যতীত সংস্কারলাভের আশা নাই। মুগ্ধবোধের সূত্রগুলির উচ্চারণ অতি কঠোর ও ক্লেশজনক। তাহার কারণ, ২।৩।৪ বর্ণ একত্রে এবং একযোগে, একপ্রযত্নে উচ্চারণ করিতে হয়। যথা—

"ব্যনচ্‌তযীকো ধোর্ঘোঽকুচ্ছ্র্রোহখেঃ" "ষুর্ণোহদান্তেনোঽবকুপৃস্তরেঽপ্যতদ্দাক্ষ-পক্ষযুবাহ্বঃ সসেপ্স্যাদের্নৈকাচ্‌কোস্ত বা।" ইত্যাদি।

বোপদেব বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এজন্য উদাহরণ সমস্ত বিষ্ণুনামঘটিত করিয়াছেন। বোপদেবের বা তচ্ছিষ্যের অভিপ্রায় এই যে, ব্যাকরণশিক্ষা এবং হরিনামকীর্ত্তন এই দুইটি একস্থানে পাওয়া সুদুর্লভ। মুগ্ধবোধ ব্যতীত অন্য ব্যাকরণে উহা লাভ হয় না, এজন্য মুগ্ধবোধ ব্যাকরণই পাঠ্য হউক। যথা—

"গীর্ব্বাণবাণীবদনং মুকুন্দসঙ্কীর্ত্তনঞ্চেত্যুভয়ং হি লোকে।
সুদুর্লভং তচ্চ ন মুগ্ধবোধান্ন লভ্যতেঽতঃ পঠনীয়মেতৎ॥"

বোপদেব "যষ্মৈ দিৎসাসূয়া—" ইত্যাদি সূত্রের উদাহরণ কেবল হরিনাম-ঘটিত করিয়াছেন; যথা—'দদাতু সম্ভ্যঃ' ইত্যাদি।

মুগ্ধবোধে বৈদিক প্রক্রিয়া নাই। যে সকল পদ সাধারণতঃ কবিগণ প্রয়োগ করেন না, এমন সকল পদনিষ্পাদক সূত্র, যাহা অন্যান্য ব্যাকরণে আছে, তাহা মুগ্ধবোধে প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। এমন কতকগুলি পদ আছে, যাহা বৈকল্পিক অর্থাৎ একবার হয়, একবার হয় না; এমন দুই একটি পদনিষ্পাদক সূত্র একবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সুপদ্ম, পাণিনি, সংক্ষিপ্তসার প্রভৃতি ব্যাকরণের দ্বারা (ঔজড়ৎ) পদ সিদ্ধ হয়, মুগ্ধবোধ-মতে তাহা হয় না, (ঔড়িঢ়ৎ) হয়। দধি দধিঁ, মধু মধুঁ ইত্যাদি দ্বিবিধ প্রয়োগ অন্যান্য ব্যাকরণের মতে হয়, কিন্তু মুগ্ধবোধের মতে হয় না। এইরূপ অনেক প্রকার প্রয়োগ মুগ্ধবোধমতে হয় না; সুতরাং তাহা অসম্পূর্ণ ব্যাকরণ বলিতে হইবে। গ্রন্থকার স্বয়ং ইহার বৃত্তি করিয়াছেন।

মুগ্ধবোধের দুর্গাদাস, রামতর্কবাগীশ, রামানন্দ, মধুসূদন, দেবীদাস, রামভদ্র, রামপ্রসাদ তর্কবাগীশ, শ্রীবল্লভাচার্য্য, দয়ারাম বাচস্পতি, ভোলানাথ মিশ্র, কার্ত্তিক সিদ্ধান্ত, রতিকান্ত তর্কবাগীশ, গোবিন্দরাম প্রভৃতির টীকা আছে। এই সকল টীকার মধ্যে দুর্গাদাস ও রামতর্কবাগীশের টীকা উৎকৃষ্ট ও এক্ষণে প্রচলিত। কাশীশ্বর ও নন্দকিশোর মুগ্ধবোধের পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন।

প্রস্তাবের শীর্ষদেশে "বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত" লিখিয়াছি। কিন্তু এতক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয় কিছুই বলি নাই এবং বোপদেবের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের নাম কি জন্য সংযুক্ত করিয়াছি, তাহারও আভাস পাঠকবর্গকে প্রদান করি নাই। উপসংহারকালে তাহার বিবরণ লিখিতেছি। ভাগবতের ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পুরাণের মধ্যে নাই। ন্যায়, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জলাদি সমস্ত দর্শনের সার ইহাতে গৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ এত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ যে, বিনা আয়াসে ইহার মর্ম্মোদ্ভেদ করা যায় না। এজন্য পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন "বিদ্যাবতাং ভাগবতে পরীক্ষা" বিদ্বান্ ব্যক্তির পরীক্ষা একমাত্র ভাগবত গ্রন্থ দ্বারা হয়। এতাদৃশ উৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রতি অনেকে সংশয় করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ

ইহাকে বোপদেব-প্রণীত বলিয়া অনাদর করেন। অনেক পণ্ডিত সেই সংশয়ের কারণ ছেদ করতঃ ভাগবত ব্যাসপ্রণীত সপ্রমাণ করিয়া, বিবিধ ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা অদ্য ভাগবত ব্যাস-প্রণীত কি না, তাহার সিদ্ধান্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছি না এবং সকল পুরাণই যে বেদব্যাসের দ্বারা রচিত, ইহাও আমরা বিশ্বাস করি না; তবে এই সকল গ্রন্থ যে আধুনিক এবং মুসলমানদিগের রাজ্যশাসনকালে রচিত হইয়াছে, ইহা বলাও আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। আমরা এক্ষণে ভাগবত বোপদেব-প্রণীত নহে এবং তাহা অতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, ইহাই সপ্রমাণ করিতে যত্ন পাইতেছি।

যাঁহারা বলেন শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাসদেব-কৃত নহে, ইহা বোপদেব-প্রণীত, তাঁহাদিগের তর্কের প্রণালী এইরূপ, যথা;—

"শঙ্কাপঙ্কবিলিপ্তত্ব-নিবন্ধানুদাহৃতত্ব-দৃঢবন্ধত্ব-পদলালিত্যহেতুকপ্রামাণ্যানধিকরণমেতৎ।"

অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণী কথনকালে কতকগুলি আধুনিক রাজা ও ঘটনাবলীর উল্লেখ দেখা যায়। কোন মান্য সংগ্রহকারেরা ইহার বচন উদ্ধার করেন নাই। আর্ষ গ্রন্থের ন্যায় ভাগবতের রচনা প্রাঞ্জল নহে, অত্যন্ত আধুনিক শ্লিষ্ট শব্দের দ্বারা এই গ্রন্থের নির্ম্মাণ, এবং ইহাতে যেরূপ পদলালিত্য ও পদবিন্যাসচ্ছটা দৃষ্ট হয়, এরূপ পদবিন্যাস ও লালিত্য আর্ষ সময়ে ছিল না। এই সকল কারণে ভাগবত ব্যাসকৃত নহে, ইহা বোপদেবকৃত; বোপদেবের রচনাপ্রণালী এইরূপই দেখা যায়।

"ভাগবতভূষণ"-কার এই সকল আপত্তির অকিঞ্চিৎকরত্ব-প্রতিপাদনের নিমিত্ত এইরূপ বলিয়াছেন;—

১ম—কাঠক, কাপালক, মৌহল, মৌদ্গল প্রভৃতি বেদভাগের নাম থাকিলেও তাহা যেমন জৈমিনি, তত্তৎঋষিকৃত শঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার করিয়াছেন —অপৌরুষেয় বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, এখানেও সেইরূপ কর। ২য়—মান্য গ্রন্থকারেরা ভাগবতের প্রমাণ একেবারে ধরেন নাই, এমত নহে; আবশ্যক-মতে বোপদেবের পূর্ব্বভবিক চিৎসুখ মুনি প্রভৃতি অনেক মান্য গ্রন্থকারেরা ভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। তবে যাঁহারা ভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদিগের প্রবন্ধ ভিন্নপ্রকার। অর্থাৎ তাঁহাদের গ্রন্থ সকল

তত্ত্বপ্রতিপাদক নহে, কেবলমাত্র বর্ণাশ্রমব্যবস্থা বা প্রাধান্যরূপে জ্ঞানমার্গপ্রকাশক গ্রন্থ। সেই কারণেই তাঁহারা ভাগবতকে আপনাদের গ্রন্থমধ্যে আনয়ন করেন নাই। ৩য়—যদি ছান্দোগ্য উপনিষদ্, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতীয় অষ্টাবক্রাখ্যান, সনৎসুজাত প্রভৃতি সম্পূর্ণ কঠিন, গম্ভীরার্থ, পদলালিত্য ও বিন্যাসপরিপাটীযুক্ত হইলেও তাহা আর্ষ হয়, তবে ভাগবত আর্ষ না হইবে কেন? অনন্ত সংস্কৃত প্রাকৃত ভাষাভিজ্ঞ ত্রিকালদর্শী ভগবান্ বেদব্যাসের নিকট সকলই সম্ভব, অসম্ভব কিছু নহে। তিনি অস্মদাদির ন্যায় ক্ষুদ্র জ্ঞানের পাত্র নহেন। বিশেষ তিনি এক সময়ে সকল গ্রন্থ রচনা করেন নাই—যখন সময়ভেদ আছে, তখন লিপির প্রকারভেদ না হইবে কেন? আমরা অদ্য যে রীতিতে গ্রন্থ লিখিতেছি, পরশ্ব লিখিতে হইলে তাহা ভিন্নপ্রকার হইয়া যাইবে। ইত্যাদি বিচার দ্বারা ভাগবতভূষণকার আপত্তিকারিগণের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া ভাগবত প্রাচীন গ্রন্থ, বোপদেবকৃত নহে, সপ্রমাণ করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্যের সময়ের ২০০ শত বৎসর পরে বোপদেবের জন্ম হয়, এবং শঙ্করাচার্য্য বিষ্ণুসহস্র-নাম-ভাষ্যে ও চতুর্দ্দশ-মত-বিবেকে ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন। পুনরায় শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হনুমৎ ও চিৎসুখ মুনি ভাগবতের টীকা করিয়াছেন। তাহা হইলে ভাগবত বোপদেবপ্রণীত বলা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? সিদ্ধান্তদর্পণ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—

"বোপদেবকৃতত্বে চ বোপদেবপুরাভবৈঃ।
কথং টীকা কৃতা বৈ স্যাৰ্হনুমচ্চিৎসুখাদিভিঃ॥"

অর্থাৎ যদি ভাগবত বোপদেবের কৃত হয়, তবে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী চিৎসুখাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মারা কি প্রকারে তাহার টীকা করিতে সমর্থ হইলেন? গৌড়পদ ভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি শঙ্কারাচার্য্যের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কেননা বৈদান্তিকেরা অদ্যাপি পাঠকালে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণের নমস্কার করিয়া থাকেন। তাহাতে আদি পুরুষ ব্রহ্মা হইতে পর পর শঙ্কর-শিষ্য পর্য্যন্ত উল্লিখিত আছে। যথা—

"নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং শক্তিঞ্চ তৎপুত্রপরাশরঞ্চ
ব্যাসং শুকং গৌড়পদং মহান্তং গোবিন্দযোগীন্দ্রমথাস্য শিষ্যম্।
শ্রীশঙ্করাচার্য্যমথাস্য শিষ্যম্ * * * * ।"

রামানুজের গ্রন্থে ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।—স্মৃতিকালতরঙ্গের মতে রামানুজ ১০৪৯ শকাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং তিনি বোপদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী।

কাশ্মীরদেশীয় ক্ষেমেন্দ্র-প্রকাশে, ক্ষেমেন্দ্র ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ক্ষেমেন্দ্র রাজতরঙ্গিণীকার অপেক্ষা প্রাচীন, কেননা তিনি "ক্ষেমেন্দ্রস্য নৃপাবল্যৌ" এই কথা বলিয়া ক্ষেমেন্দ্রকৃত রাজাবলীর কথা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতেও ভাগবতের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। ভাগবত বোপদেবের বহুকাল পূর্ব্বের গ্রন্থ না হইলে কি জন্য হেমাদ্রি বোপদেবের সমসাময়িক হইয়া তাহার প্রমাণ সাদরে চতুর্বর্গচিন্তামণি-মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন? তিনি যদি ভাগবত বোপদেবকৃত কৃত্রিম পুরাণ জানিতেন, তাহা হইলে ভাগবতের প্রমাণ কখনই গ্রহণ করিতেন না। ভাগবত বোপদেব-প্রণীত আধুনিক গ্রন্থ হইলে, তাহা কখনই চৈতন্যদেব, রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামীর দ্বারা আদৃত হইত না। ভাগবত বোপদেব-প্রণীত গ্রন্থ হইলে তাহার সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ও মান্য লেখকগণ কি জন্য টীকা করিলেন? নিম্নে ভাগবতের টীকাসমূহের উল্লেখ করা গেল, ইহার মধ্যে বোপদেব কৃত ৩ খানি টীকা আছে।—

"শ্রীধরীয়, বিজয়ধ্বজ, হরিলীলা, মুক্তাফল, পরমহংসপ্রিয়া, বিদ্বৎকামধেনু, সম্বন্ধোক্তি, তত্ত্বদীপিকা, শুকহৃদয়, সুদর্শনী, মুনিপ্রকাশিকা, প্রহর্ষণী, যাদুপতী, বৃহত্তোষিণী, চক্রবর্ত্তীয়া, সন্দর্ভ, বোধিনীসার, মাধবীয়, বাম্নী, একনাথী, পুরুষোত্তমী, মধুসূদনী ইত্যাদি।"

যে যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ভাগবতের নামোল্লেখ আছে, তাহার নামগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

গৌরীতন্ত্র ২ পটল, পদ্ম-পুরাণ, গরুড়-পুরাণ, নারদ-পুরাণ, স্কন্দ-পুরাণ, তত্ত্ব-প্রকাশিকা, তাৎপর্য্যচন্দ্রিকা, দিনত্রয়-মীমাংসা, ক্ষীরনিধি, সদাচারবৃহস্পতি-ব্যাখ্যা, স্মৃতি-কৌস্তুভ, স্মৃত্যর্থ-সাগর, নির্ণয়রত্ন, বিদ্যারণ্যমুনিকৃত জীবন্মুক্তি-প্রকরণ, হেমাদ্রিকৃত ব্রতখণ্ড ও দানখণ্ড, নির্ণয়সিন্ধু, ভট্টোজীদীক্ষিতকৃত পূজাপ্রকরণ, নাগোজিভট্টকৃত আহ্নিকশেখর, সংস্কারকৌস্তুভ, মথুরাসেতু, শ্রাদ্ধময়ূখ, ব্যবহার-ময়ূখ, কালদিনকর, বিধান-পারিজাত, ভোজনপ্রকরণ, প্রয়োগপারিজাত, আচার-রত্ন, সংবৎসরপ্রদীপ, কলিধর্ম্মপ্রকরণ, অদ্বৈতানন্দসাগর, কালনির্ণয়, কালনির্ণয়-

দীপিকা, কালনির্ণয় বিবরণ, শঙ্করাচার্য্যকৃত বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য ও তৎকৃত মহারাজীয়, গৌড়পদকৃত পঞ্চীকরণব্যাখ্যা, নন্দমিশ্রকৃত গোবিন্দাষ্টক, রামায়ণ-চতুর্দ্দশমতবিবেক, চন্দ্রিকা, রামতাপনী ব্যাখ্যা, বল্লভাচার্য্যনিবদ্ধ, উৎসবপ্রতান, শুদ্ধাদ্বৈত মার্ত্তণ্ড, বিদ্বন্মণ্ডল, পুরুষো-মহারাজকৃত সুবর্ণসূত্র, নিম্বার্কীয়, স্বমত-নির্ণয়সিন্ধু, হরিভক্তিবিলাস, রামানুজীয় ও তৎকৃত সারসংগ্রহ, অপ্যয়দীক্ষিত-কৃত শিবতত্ত্ববিবেক, বাচস্পতিকৃত ভক্তিপ্রকাশ, অদ্বৈত সিদ্ধিকারকৃত ভক্তি-রসায়ন, নামকৌমুদী, সচ্চরিতমীমাংসা, ভক্তিরত্নাবলী, ক্ষেমেন্দ্রপ্রকাশ, ভাস্কর-রাজকৃত ললিতা-টীকা, নীলকণ্ঠকৃত দেবীভাগবতটীকা, ভক্তিসূত্র ইত্যাদি।

এক্ষণে সুবিজ্ঞ পাঠকগণ দেখুন, ভাগবত যদি আধুনিক বোপদেবপ্রণীত গ্রন্থ হইত, তাহা হইলে এতগুলি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তাহার নামোল্লেখ কখনই থাকিত না; এবং তাহা হইলে তাহার প্রমাণ প্রসিদ্ধ মান্য ও প্রাচীন গ্রন্থকারগণ সাদরে কখনই গ্রহণ করিতেন না। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে আবার অনেকগুলি বোপদেবের পূর্ব্বের রচিত গ্রন্থ আছে। এই সকল আলোচনায় ভাগবত কখনই বোপদেব-প্রণীত বলিতে সাহস করা যায় না। "প্রবাদো বোপদেবীয়ো বন্ধ্যাপুত্রায়তেতরাং" ভাগবত বোপদেব-প্রণীত একথা বলা আর বন্ধ্যার পুত্র বলা সমান। আমরা গোঁড়ামীর পক্ষপাতী নহি, কতকগুলি লেখক কেবল বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিবার জন্য অসার ও অযৌক্তিক তর্ক উত্থাপন করিয়া ভাগবত পুরাণ বোপদেবপ্রণীত বলিতে সাহসী হইয়াছেন। আমরা ভাগবত সম্বন্ধে অন্যান্য বিচার স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিব। এই প্রস্তাবে বোপদেবের প্রসঙ্গক্রমে ভাগবত সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহাই বলিলাম।

# বেদ-বিভাগ।

"নন্থ কোঽয়ং বেদো নাম, কে বাস্ত বিষয়-প্রযোজনসম্বন্ধাধিকারিণঃ, কথং বা তস্ত প্রামাণ্যম্ ? খল্বেতস্মিন্ সর্ব্বস্মিন্নসতি বেদো ব্যাখ্যানযোগ্যো ভবতি ॥"

সায়নাচার্য্য।

# বেদবিভাগ।

ইতিপূর্ব্বে আমারা "বেদপ্রচার ও বেদ" এই দুই প্রস্তাবে আর্য্যদিগের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থের সার মর্ম্ম বিশেষরূপে সমালোচনা করিয়াছি। এক্ষণে এই প্রস্তাবে প্রাচীন ঋষিগণ বেদবিভাগ ও তাহার সংখ্যানির্ণয় যেরূপ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই "চরণব্যূহ" ও "আর্য্যবিদ্যাসুধাকর" হইতে সংক্ষেপে নিম্নে অবিকল সঙ্কলন করিয়া পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করিতেছি। এই প্রস্তাব সংক্ষিপ্ত হইলেও স্বতন্ত্ররূপে সঙ্কলিত করিলাম, কেননা, ইহাতে পাঠকবর্গ বৈদিককালে ও তৎপরভবিক পৌরাণিক সময়ে বেদশাস্ত্র যে কতদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, তাহা উত্তমরূপে অবগত হইতে পারিবেন। যে যে শাখার মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে ও যাহা যাহা এক্ষণে বর্ত্তমান আছে, তাহার বিবরণ ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি, এজন্য এ প্রস্তাবে তাহার আর উল্লেখ করিব না।

ঋগ্বেদের পরিমাণ চরণব্যূহে উক্ত হইয়াছে, যথা—

"ঋচাং দশসহস্রাণি ঋচাং পঞ্চশতানি চ।
ঋচামশীতিঃ পাদশ্চ ( ১০৫৮০ ) তৎ পারায়ণমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ ১০৫৮০ টি ঋক্‌সমষ্টির নাম পারায়ণ।

শৌনকীয় প্রাতিশাখ্যমতে এই বেদের পাঁচ শাখা, যথা—

শাকল, বাস্কল, আশ্বলায়ন, সাঙ্খ্যায়ন, মাণ্ডুক। ইহার প্রমাণ—

"ঋচাং সমূহো ঋগ্বেদস্তমভ্যস্য প্রযত্নতঃ।
পঠিতঃ শাকলেনাদৌ চতুর্ভিস্তদনন্তরম্॥"

( শৌনকীয়প্রাতিশাখ্য )

অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত ঋক্‌সমূহের নাম ঋগ্বেদ, ইহার সমস্তই সর্ব্বাগ্রে শাকলমুনি যত্ন পূর্ব্বক অভ্যাস করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ অন্য চারিজন অধ্যয়ন করেন। সেই চারিজন যথা—

"শাঙ্খ্যাশ্বলায়নৌ চৈব মাণ্ডুকো বাস্কলস্তথা।
বহ্বৃচাং ঋষয়ঃ সর্ব্বে পঞ্চৈতে একবেদিনঃ॥"

( শৌনকীয় প্রাতিশাখ্য )

সাঙ্খ্যায়ন, আশ্বলায়ন, মাণ্ডূক ও বাস্কল, ইহাঁরাই ঋগ্বেদীদিগের আচার্য্য এবং কথিত পাঁচজনই একবেদী। (একমাত্র ঋগ্বেদই ইহাঁদের প্রধান অভ্যসনীয়)।

শৌনকের মতে ইহাঁরা ঋষি, কিন্তু আশ্বলায়নগৃহ্যের মতে ইহাঁরা আচার্য্য, ঋষি নহেন। আশ্বলায়ন যেখানে দেবতা, ঋষি ও আচার্য্যদিগকে তর্পণ করিতে হইবে বলিয়া সূত্র দ্বারা রীতিবদ্ধ করিয়াছেন, সে স্থলে ইহাঁদিগকে ঋষি-মধ্যে গণনা না করিয়া আচার্য্য বলিয়াই গণনা করিয়াছেন।

উল্লিখিত ৫ পাঁচ শাখা প্রধান। তদ্ভিন্ন ঐতরেয়, কৌষীতকি, শৈশরী, পৈঙ্গী ইত্যাদি আরও কয়েকটী শাখা দৃষ্ট হয়, তাহা প্রধান শাখা না হইয়া প্রাতিশাখ্যমতে উপশাখা বলিয়া পরিগণিত। বিষ্ণুপুরাণেও এইরূপ আভাস পাওয়া যায়, যথা—

"মুদ্গলো গোকুলো বাৎস্যঃ শৈশিরঃ শিশিরস্তথা।
পঞ্চৈতে শাকলাঃ শিষ্যাঃ শাখাভেদ-প্রবর্ত্তকাঃ॥"

মুদ্গল, গোকুল, বাৎস্য, শৈশির, (শিশির) ইহাঁরা শাকলের শিষ্য এবং শাখাবিশেষের প্রবর্ত্তক। অতএব সর্ব্বসমেত ঋগ্বেদ ২১ শাখায় বিস্তৃত। ভাগবত ও মহাভাষ্যে ২১ শাখার কথাই লিখিত আছে। যথা মহাভাষ্য—

"একবিংশতিধা বহ্বৃচাঃ"

এইরূপে অধ্যয়ন ও সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শাকলপ্রভৃতি আচার্য্যদিগের ভিন্ন ভাবের প্রবচন অনুসারে একমাত্র ঋগ্বেদ অনেক শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। সমুদয় শাখা একত্র করিলে অত্যল্প মাত্র তারতম্য দেখা যায়। প্রবচন শব্দে বেদার্থবোধক গ্রন্থ বুঝায়। যথা—

"অগ্র্যাঃ সর্ব্বেষু বেদেষু সর্ব্বপ্রবচনেষু চ।"

(মনু ৩ অং)

এই শ্লোকে প্রবচন শব্দের অর্থে কুল্লূকভট্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"প্রকর্ষেণৈবোচ্যতে বেদার্থ এভিরিতি প্রবচনাঙ্গানি শিক্ষাদীনি" যদ্দ্বারা উত্তমরূপে বেদার্থ সকল ব্যাখ্যাত হয় তাহাই প্রবচন গ্রন্থ, অর্থাৎ শিক্ষাদি।

ঋগ্বেদের সূক্ত এক সহস্র ১৭।২ সহস্র ৬ বর্গ ৬৪ অধ্যায়। ১০ মণ্ডল। ৮ অষ্টক।

সূক্তের লক্ষণ—"সম্পূর্ণমৃষিবাক্যন্তু সূক্তমিত্যভিধীয়তে।"

বৃহদ্দেবতা।

নিরাকাঙ্ক্ষ ছন্দোময় ঋষিবাক্যের নাম সূক্ত অর্থাৎ বৈদিক মহাবাক্যই সূক্ত।

এই সূক্ত তিন প্রকার। ঋষিসূক্ত, দেবতাসূক্ত, ছন্দঃসূক্ত। ঋষি ও দেবতাসূক্তের লক্ষণ,—

ঋষিসূক্তানি যাবন্তি সূক্তালোকস্থ বৈকৃতিঃ।
স্তূয়ৈতৈকাস্তু যাবৎস্থু তৎ সূক্তং দৈবতং বিদুঃ॥"

( বৃহদ্দেবতা )

একজন ঋষির কৃত বা দৃষ্ট যতগুলি সূক্ত অর্থাৎ মহাবাক্য বা বাক্য, সেই-গুলি ঋষিসূক্ত।

১ম অষ্টকের প্রারম্ভস্থ "অগ্নিমীড়ে" ইত্যাদি হইতে "ইন্দ্র বিশ্বা অবীবৃধৎ" ইত্যন্ত ঋক্ ভাগ ( ২০ বর্গাত্মক ) একটি ঋষিসূক্ত, কেননা ঐ সমস্ত ঋক্‌গুলি একমাত্র মধুচ্ছন্দ নামক ঋষির কৃত, আর তন্মধ্যস্থ অগ্নি দেবতার স্তবসূচক ঋক্ দেবতা-সূক্ত, কেননা ঐ ৯ ঋক্ দ্বারা একমাত্র অগ্নিদেবতার স্তোত্র প্রকাশ হইয়াছে।

একচ্ছন্দে নির্ম্মিত পর পর ক্রমানুসারে স্থাপিত হইলে তাহা ছন্দঃসূক্ত। যথা—ঐ "অগ্নিমীড়ে" হইতে ১৮ বর্গ পর্য্যন্ত সমস্ত ঋক্ গায়ত্রীচ্ছন্দে গ্রথিত বলিয়া তাহা ছন্দঃসূক্ত।

ঋগ্বেদের বর্গবিভাগ ও অধ্যায়বিভাগের কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ নাই। উহা স্বাধ্যায় বা অধ্যয়নসম্প্রদায় পরম্পরায় প্রসিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ঋগ্বে-দের মণ্ডলের লক্ষণ সম্বন্ধে সর্ব্বানুক্রমণিকা গ্রন্থে শৌনক বলিয়াছেন যথা—"য আঙ্গিরসঃ শৌনহোত্রো ভূত্বা ভার্গবঃ শৌনকোঽভবৎ স গৃৎসমদো দ্বিতীয়ং মণ্ডলমপশ্যৎ।"

অর্থ এই যে, ভার্গব আঙ্গিরস যাহা দেখাইয়াছিলেন, গৃৎসমদ দ্বিতীয় মণ্ডলে তাহাই দেখিয়াছেন। ভাব এই যে, ২য় মণ্ডলের সমুদায় সূক্ত গৃৎস-মদের জ্ঞানে উদিত হয় নাই, অধিকাংশ তাঁহার সংগ্রহ। এই সকল নির্ব্বাচন দেখিয়া বৈদিক অধ্যাপকেরা মণ্ডলের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করেন যে—

তত্তদৃষিদৃষ্টানাং বহুনাং সূক্তানাং একর্ষিকর্তৃকঃ সংগ্রহো মণ্ডলম্" ইতি।

অর্থ এই যে, বহুতর ঋষির দৃষ্ট বহুতর ঋক্‌মন্ত্র এক ঋষির দ্বারা সংগৃহীত হইয়া যাহা নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার নাম মণ্ডল।

ইহার দ্বারা বোধ হইতেছে যে, অনেক মণ্ডল ব্যাসের পূর্ব্বেও সংগৃহীত হইয়াছিল। এবং ইহার রচনা কত কালের তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডল।* এই সকল মণ্ডলের সংগ্রহকর্ত্তা ঋষিদিগের নাম আশ্বলায়ন গৃহসূত্রে নির্ণীত হইয়াছে, যথা—

"শতর্চ্চিনো মাধ্যমা গৃৎসমদো বিশ্বামিত্রোঽত্রির্ভরদ্বাজো বশিষ্ঠঃ প্রগাথাঃ পাচমান্যাঃ ক্ষুদ্রসূক্তাঃ মহাসূক্তাঃ" ইতি।

শতর্চী যথা—

"মধুচ্ছন্দপ্রভৃতয়োঽগস্ত্যান্তা আদ্যমণ্ডলে।
যে সন্তি ঋষয়স্তে বৈ সর্ব্বে প্রোক্তাঃ শতর্চিনঃ॥"

মধুচ্ছন্দ হইতে অগস্ত্য পর্য্যন্ত ঋষিরা ১ম মণ্ডলের ঋষি। তাঁহারাই শতর্চী নামে প্রসিদ্ধ। এই শতার্চ্চিগণ ১ম মণ্ডলের ঋষি। তন্মধ্যে মধুচ্ছন্দ ঋষি ১০২ ঋক্ রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনিই শতর্চী হইতে পারেন, কিন্তু অন্যান্য ঋষিরা এত অধিক ঋক্ রচনা না করিলেও উহাঁর সহচর ছিলেন, এজন্য তাঁহারাও শতর্চী বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, যথা—

"দদর্শাদৌ মধুচ্ছন্দো হ্যধিকং যদৃচাং শতম্।
তৎসাহচর্য্যাদন্যেঽপি বিজ্ঞেয়াস্তু শতর্চ্চিনঃ॥"

১১ মণ্ডলের ঋষিরা ক্ষুদ্র সূক্ত ও মহাসূক্ত সকল রচনা বা সংগ্রহ করেন। মহাসূক্তের লক্ষণ শৌনককৃত বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে নির্ণীত আছে যথা—

"দশর্কতায়া অধিকং মহাসূক্তং বিদুর্বুধাঃ॥"

দশ ঋকের অধিক ঋক্ দ্বারা যে সূক্ত নির্ম্মিত তাহা মহাসূক্ত। সুতরাং ১০ ঋকের ন্যূন হইলে ক্ষুদ্র সূক্ত। এইরূপ মধ্যম সূক্ত জানিবেন।

এতাবতা কথিত প্রমাণ দ্বারা এই রূপ অর্থলাভ হইতেছে যে, শতর্চী ঋষিগণ ১ম মণ্ডলের সংগ্রাহক। ২য় মণ্ডলের গৃৎসমদ, ৩য় মণ্ডলের বিশ্বামিত্র,

* কেহ কেহ ঋগ্বেদের ১১।১২ মণ্ডলের কথা বলিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, তাহা আর্যকালের পরভাবী, নিম্নতন পুরুষের রচিত।

৪র্থ বামদেব, ৫ম অত্রি, ৬ষ্ঠ ভরদ্বাজ, ৭ম বশিষ্ঠ, ৮ম প্রগাথা, ৯ম পাচমান্য, ১০ম ক্ষুদ্র সূক্ত ও মহাসূক্তীয় ঋষিগণ।

অধ্বর্য্যু বা যজুর্বেদ—১০০ শাখায় বিভক্ত, ইহা পতঞ্জলি মহাভাষ্যে উল্লিখিত দেখা যায়।

চরণব্যূহ গ্রন্থে লিখিত আছে; যজুর্বেদের ৮৬ শাখা; কিন্তু এই সকল শাখা আর এখন দেখা যায় না, নাম পর্য্যন্তও শুনা যায় না। তবে যে কয়েকটি শাখার নাম পাওয়া যায়, তাহা এই—

চরক, আহ্বায়ক, কঠ, প্রাচ্যকঠ, কাপিষ্ঠলকঠ, চারায়ণীয়, বারতন্তবীয়, শ্বেত, শ্বেততর, ঔপমন্যব, পাতাণ্ডিনেয়, মৈত্রায়ণীয়।

এই মৈত্রায়ণীয় শাখার ৬ প্রকার ভেদ আছে। যথা—

মানব, বারাহ, দুন্দুভ, ছাগলেয়, হারিদ্রবীয়, শ্যামায়নীয়।

চরক শাখার ২ শ্রেণী আছে, ঔখীয় ও খাণ্ডিকীয়। এই খাণ্ডিকীয় শাখাও ৫ প্রশাখায় বিভক্ত, যথা।—

আপস্তম্বী, বৌধায়নী, সত্যাষাঢী, হিরণ্যকেশী ও শাট্যায়নী।

বারতন্তবীয়, ঔখীয় এবং খাণ্ডিকীয় ও তৈত্তিরীয় এই কয়েকটি পদ পাণিনিসূত্রের "তিত্তিরি-বরতন্তু-খণ্ডিকোখাচ্ছণ্" দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

আপস্তম্বী ইত্যাদি পাঁচটি শব্দও ( কলাপি-বৈশম্পায়নান্তেবাসিভ্যশ্চ ) ণিনি-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন।

যজুর্ব্বেদের মন্ত্র-পরিমাণ যথা—

"অষ্টাদশ সহস্রাণি মন্ত্রব্রাহ্মণয়োঃ সহ। যজুংষি যত্র পঠ্যন্তে স যজুর্ব্বেদ উচ্যতে॥" ( চরণব্যূহ ) ইহা কৃষ্ণ যজুর পরিমাণ, শুক্ল যজু স্বতন্ত্র। যজুর্ব্বেদে মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ উভয়ে ১৮০০০ সহস্র গদ্যময় মহাকাব্য আছে।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের ১৫ শাখা। কাণ্ব, মাধ্যন্দিন, জাবাল, বুধেয়, শাকেয়, তাপনীয়, কাপীল, পৌণ্ড্রবৎস, আবটিক, পরমাবটিক, পারাশরীয়, বৈনেয়, বৌধেয়, ঔধেয় ও গালব। এই সমস্ত শাখাকে বাজসনেয়ী শাখাও বলে, এই শুক্ল যজুর্ব্বেদের পরিমাণ যথা—

"দ্বে সহস্রে শতন্যূনমন্ত্রা বাজসনেয়কে। তাবন্ত্যন্তেন সংখ্যাতং বালখিল্যাং সশুক্রিয়ং। ব্রাহ্মণন্তু সমাখ্যাতং প্রোক্তমানাচ্চতুর্গণম্॥" ( চরণব্যূহ )

এক শত ন্যূন ২ সহস্র মন্ত্র বাজসনেয়ী অর্থাৎ শুক্ল-যজুর্বেদে আছে। বাল-খিল্য শাখাও এই পরিমাণ। এই উভয়ের ৪ গুণ অধিক ইহার ব্রাহ্মণ।

সামবেদ—পৌরাণিক মতে পূর্ব্বে সামবেদের সহস্র শাখা ছিল। ইন্দ্র বজ্রাঘাতে তত্তাবৎ ধ্বংস করেন। যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা এই—রাণায়নীয়, শাট্যমুগ্র্য, কাপোল, মহাকাপোল, লাঙ্গলিক, শার্দ্দূলীয়, কৌথুম। (বঙ্গদেশে কুথুম শাখা ভিন্ন অন্য শাখার ব্রাহ্মণ নাই)। এই কুথুম শাখার ছয় উপশাখা। যথা—আসুরায়ণ, বাতায়ন, প্রাঞ্জলীয়, বৈনধৃত, প্রাচীনযোগ্য, নৈগেয়। ইহার পরিমাণ—

"অষ্টৌ সামসহস্রাণি সামানি চ চতুর্দ্দশ। উহ্যানি সরহস্যানি * * * সামগণঃ স্মৃতঃ॥" (চরণব্যূহ)

আট সহস্র ১৪ সাম এবং ইহা উহ ও রহস্যের সহিত।

অথর্ব্ববেদ—ইহা ৯ ভাগে বিভক্ত। যথা—

পৈপ্পলাদ, শৌনকীয়, দামোদ, তোত্তায়ন, জাযল, ব্রহ্মপালাশ, কুনখী, দেবদর্শী, চারণবিদ্য। ইহার পরিমাণ—

"দ্বাদশানাং সহস্রাণি মন্ত্রাণাং ত্রিশতানি চ। গোপথং ব্রাহ্মণং বেদেঽথর্ব্বণে শতপাঠকম্।" (চরণব্যূহ)

অথর্ব্ববেদের ১২ সহস্র ৩ শত মন্ত্র। এক শত প্রপাঠক (পরিচ্ছেদ) আর গোপথ নামক ব্রাহ্মণ।

বেদাঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ এই ষড় বিভাগ।

শিক্ষা—স্বরবর্ণাদির উচ্চারণ-উপদেশক শাস্ত্র। এক্ষণে পাণিনীয় শিক্ষাই প্রচলিত। গৌতমীয়, নারদীয় প্রভৃতি শিক্ষাগ্রন্থ আছে। প্রাতিশাখ্যও শিক্ষা-গ্রন্থবিশেষ।

কল্প—বেদবিহিত কার্য্যকলাপের পূর্ব্বাপর কল্পনা বা ব্যবস্থা-শাস্ত্র। ঋগ্বেদের আশ্বলায়ন, সাঙ্খ্যায়ন ও শৌনিক সূত্র। সামবেদের মশক, লাট্যায়ন, ও দ্রাহ্যায়ণ সূত্র। কৃষ্ণযজুর্বেদের আপস্তম্ব, বৌধায়ন, সত্যাসাঢ়, হিরণ্যকেশী, মানব, ভারদ্বাজ, বাধুন, বৈখানস, লৌগাক্ষী, মৈত্রী, কঠ ও বরাহসূত্র। শুক্ল যজুর্বেদের কাত্যায়ন সূত্র। অথর্ব্ববেদের কুশিক সূত্র।

ব্যাকরণ—শব্দার্থ-ব্যুৎপত্তি-বোধক শাস্ত্র।

নিরুক্ত—বৈদিক-পদ-পদার্থ-নির্ণায়ক শাস্ত্র। যাস্ককৃত ১৩ অং। ইহার প্রারম্ভ-বাক্য—

"সমাম্নায়ঃ সমাম্নাতঃ স ব্যাখ্যাতব্যঃ—"

ছন্দঃ—অক্ষরপ্রস্তারনিরূপক শাস্ত্র। এক্ষণে পিঙ্গলকৃত ছন্দঃ গ্রন্থই প্রাচীন। ইহার প্রারম্ভবাক্য—"ধী শ্রী স্ত্রী ম্"।

জ্যোতিষ—কালবোধক শাস্ত্র। গর্গাচার্য্য ইহার প্রথম নির্ম্মাতা। তাহার প্রারম্ভবাক্য—

"পঞ্চসংবৎসরময়ং যুগাধ্যক্ষম্ প্রজাপতিম্" ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন উপাঙ্গ যথা—

"ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ মীমাংসা ন্যায় এবচ।"

ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, মীমাংসা, ন্যায় এই ৪টী উপাঙ্গনামে বিখ্যাত।

# কুমারপাল।

"To study men is more necessary than to study book."

La Rochefoucauld.

# কুমারপাল।

কুমারপাল হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জৈন সম্প্রদায়ের সবিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। জৈন ইতিবৃত্তসমূহ কুমারপাল ও হেমসূরির গুণানুবাদে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এই প্রস্তাব পাঠে পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন যে, জৈনগণ অতি সুনিয়মে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী লিপিবদ্ধ করিতেন। আমরা বিবিধ দুষ্প্রাপ্য জৈন ঐতিহাসিক গ্রন্থ বহুপরিশ্রম স্বীকার করিয়া সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং ক্রমে ক্রমে তাহা পুরাতত্ত্ব-প্রিয় পাঠক মহোদয়গণকে উপহার প্রদান করিব। জৈন-মাহাত্ম্য-প্রকাশক গ্রন্থনিচয় ভবিষ্যৎ পুরাণের ন্যায় অলৌকিক বিবরণে পরিপূর্ণ, এজন্য তাহার মত এ সকল প্রস্তাবে গ্রহণ করিব না। আমরা কেবল জৈন ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সারাংশ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। সোমসুন্দর সূরির শিষ্য জিনমণ্ডলোপাধ্যায় কুমারপাল-প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহার সংক্ষেপ-বিবরণ স্থলে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

"ততশ্চৌলূক্যবংশৈকমৌক্তিকস্য মহৌজসঃ।<br>
শ্রীহেমচন্দ্রসূরীন্দ্রপাদপদ্মোপসেবিনঃ ॥......(৭)<br>
জিনধর্ম্মরসাবেশোল্লাসোল্লাসিতচেতসঃ।<br>
কৃপৈকপ্রাণনাথস্য ... ... ··(৮)<br>
রাজ্ঞঃ কুমারপালস্য স্বরসজ্ঞাপুপূর্ষয়া।<br>
... ... প্রবন্ধং বচ্মি কিঞ্চন ॥ (৯)

চৌলূক্য বংশের একমাত্র মণিস্বরূপ মহাতেজা কুমারপাল রাজার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ প্রবন্ধ বলিতে উদ্যত হইয়াছি। রাজা কুমারপাল হেমচন্দ্র সূরির শিষ্য এবং তিনি জৈন-ধর্ম্মের রসাবেশে উল্লসিতচিত্ত ছিলেন ও কৃপাদেবীর এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় নাথ ছিলেন।—

এই বলিয়া গ্রন্থাবতরণ করিয়া প্রথমে জিন-সম্প্রদায়ের বংশবর্ণনা করিয়াছেন। যথা,—

ইক্ষ্বাকুবংশ ১, সূর্য্যবংশ ২, চন্দ্রবংশ ৩, যাদববংশ ৪, পরমারবংশ ৫, চাহ্‌মান ৬, চৌলূক্য ৭, বৈন্দক ৮, সিলার ৯, সৈন্ধব ১০, চাপোৎকট ১১, প্রতীহার ১২, চন্দুক ১৩, রাষ্ট্র ১৪, কুর্পট ১৫, নাক ১৬, করক ১৭, পাল ১৮, করঞ্জ ১৯, বাউল ২০, বন্দেল ২১, উহিল্লপুত্র ২২, পৌলিক ২৩, মৌরিক ২৪, মক্কুরাজক ২৫, ধাঙ্গপালক ২৬, রাজপালক ২৭, আমঙ্গ ২৮, নিলুম্ভ ২৯, দধিলক্ষ ৩০, তুরুদলিয়ক ৩১, ডুন ৩২, হবিজড়, ৩৩, নট ৩৪, মাস ৩৫, পোষর ৩৬, ইহার মধ্যে কুমারপাল, চৌলূক্যবংশীয়।

কান্যকুব্জ দেশে কাঞ্চন কটকপুরে শ্রীভূয়ড়নামক রাজা ছিলেন। ইহার কন্যা মহল্লনা দেবী। ইনি গুর্জররাজ কুম্ভকের পত্নী ছিলেন। গুর্জর দেশের বড়িয়ার রাজ্যের পঞ্চাসর গ্রামের শ্রীশ্রীল স্থরির যত্নে চাপোৎকট বংশের একটি বালক প্রতিপালিত হয়। এই বালক ৮ বৎসর বয়সে সমস্ত রাজলক্ষণে লক্ষিত এবং শ্রীগুরুদত্ত বলরাজ নাম প্রাপ্ত হয়েন। ইনি শ্রীপত্তনের সামন্তসিংহের ভগিনী লীলা দেবীকে বিবাহ করেন। লীলাদেবী গর্ভিণী-অবস্থায় মৃত হইলে মন্ত্রিবর্গ তাঁহার উদর হইতে এক বালক নিষ্কাশিত করেন। ঐ বালকের নাম মূলরাজ হইল। মূলরাজের জন্ম হওয়ার পর সামন্তসিংহের দিন দিন অনেক রাজ্য বৃদ্ধি এবং ভূরি ভূরি মঙ্গল হইতে লাগিল দেখিয়া সামন্তসিংহ তাঁহাকে রাজা করিলেন। মূলরাজ কোন কারণবশতঃ মাতুলকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন। তিনি প্রবল-প্রতাপশালী নৃপতি ছিলেন। তিনি ৯১৮ শকবর্ষে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া স্বসমকালীন মহাবলপরাক্রম লাশোকরাজকে পরাজয় করিয়া একচ্ছত্র হইয়াছিলেন। লাশোক-রাজ ১১ বার মূলরাজকে তাড়িত করিয়াছিলেন, তিনি পরিশেষে কপিলকোট নগরে অবরুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। মূলরাজ ৫৫ বৎসর রাজ্য করিয়া কোন কারণে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। অনন্তর বলরাজ রাজ্যগ্রহণ করেন। বলরাজ ভগিনীর শুভাদৃষ্টবলে রাজা হইয়াছিলেন। ৮০২ বর্ষে শ্রীশ্রীল স্থরি জৈন মন্ত্রপূত করিয়া শ্রীপত্তনে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। বলরাজ হইতে স্থাপিত গুর্জরীয় রাজ্য জৈন ব্যতীত কেহ ভোগ করিতে পারিবে না, এই এক প্রসঙ্গ রটনা হয়। বলরাজের রাজ্যভোগকাল ৩৫ বর্ষ। তাঁহার পুত্র যোগরাজের ২৫, ক্ষেমরাজের ২৯। তৎপরে ভূয়ড়রাজ ২৫, বীরসিংহ ১৫, রত্নাদিত্য ৭, সামন্তসিংহ * * বর্ষ

রাজ্য করিয়াছেন। এইরূপে ১৯৬ বর্ষে চৌলুক্যকুলে ৭ রাজা হয়। তৎপরে এতদ্দৌহিত্র সন্তানের চৌলুক্যকুলে রাজ্য প্রাপ্তি হয়। চৌলুক্য কান্যকুব্জীয়। তাঁহার নাম শ্রীভূয়ড় (প্রথমেই ইহাঁর কথা বলা হইয়াছে), ভূয়ড়ের পুত্র কর্ণাদিত্য। তৎপুত্র চন্দ্রাদিত্য, তৎপুত্র সোমাদিত্য; ইনি পরলোকগত হইলে চামুণ্ডরাজ রাজা হইয়া ১৩ বৎসর রাজ্য করেন। তৎপরে বল্লভরাজ ৬, তৎপরে দুর্লভরাজ ১১।৬ মাস রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহার পুত্র ভীম। এই ভীমের সহিত মুঞ্জের শত্রুতা হইয়াছিল। ভীমের বৃদ্ধা রাজ্ঞী বকুলদেবীর গর্ভোদ্ভব ক্ষেমরাজ। আর এক স্ত্রীর নাম উদয়মতী। ইহাঁর সন্তান কর্ণদেব। ক্ষেমরাজ আর কর্ণদেবের পরস্পর রাম লক্ষ্মণের ন্যায় সৌহৃদ্য ছিল। ক্ষেমরাজ কিছুকাল রাজ্য করিয়া কর্ণদেবকে রাজসিংহাসন প্রদান করেন। ইহার নামান্তর ভোগীকর্ণ। ইহার পুত্র জয়সিংহদেব। ধনেশ্বর সূরি ও মদনপাল কর্ণরাজের সাময়িক সভ্য। এই সকল পণ্ডিতেরা রাজাকে উপদেশ দিতেন—

"অপ্যামুঙ্গরি তুম্বি অমুঙ্গরিতু তেহিং তি অবংসো অন্নে অভবি অসতা অনুমোহংত্ররেজিন ভবণং।"

"জিনা ভবসাইংগ্রে মুঙ্গবন্তি ভত্তি পড়সী অপড়িস্সাই, তেমুঙ্গবন্তি অপ্যং ভোমাসুভব সমদাতু।"

"মাণিক্যহেমরত্নাদ্যৈঃ প্রাসাদান্ কারয়ন্তি যে।
তেষাং পুণ্যৈকমূর্ত্তীনাং কো বেদ ফলমুত্তমম্॥"
"কাষ্ঠাদীনাং জিনাবাসে যাবন্তঃ পরমাণবঃ।
তাবন্তি বর্ষলক্ষাণি তৎকর্ত্তা স্বর্গভাগ্‌ভবেৎ॥"
"নবীনজিনগেহস্য বিধানে যৎ ফলং ভবেৎ।
তস্মাদষ্টাদশগুণং জীর্ণোদ্ধারেণ জায়তে॥"
"জীর্ণোদ্ধারায় বিজ্ঞপ্তঃ স্বজনেন নৃপস্ততঃ।
সুরাষ্ট্রোদ্‌গ্রাহিত, * * * ভিল্লপুরং যযৌ॥"

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, যাঁহারা মণিমাণিক্যাদি দ্বারা জিনদেবের প্রাসাদ অলঙ্কৃত করেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ পুণ্য-মূর্ত্তি এবং তাঁহাদের সেই সেই কার্য্যের ফলপরিমাণ কত, কে বলিতে পারে? তৃণ কাষ্ঠাদি যাহা কিছু জিন-মন্দিরে প্রদত্ত হয়, দাতা তাহার প্রত্যেকের পরমাণু-সমসংখ্যক লক্ষ বর্ষ স্বর্গ ভোগ করে।

বিশেষতঃ নূতন গৃহ নির্ম্মাণ অপেক্ষা জীর্ণ-সংস্কার করায় ১৮ গুণ অধিক ফল।—ইত্যাদি। ইহার মাতাও নানাবিধ সদুপদেশ দিতেন। তিনি আপন পুত্রকে বলিয়াছেন, পুত্র!—

"দীপে ম্লায়তি তৈলপূরণবিধিস্তোয়ঞ্চ সংশুষ্যতি,
প্রাবারো হিমসঙ্গমে জলগৃহং গ্রীষ্মজ্বরে জাগরে।
নির্ব্বাতং কবচং শরব্যতিকরে রোগোদ্ভবে ভেষজম্,
ধর্ম্মো মৃত্যুমহাভয়ে মতিমতাং সংসেবিতুং যুজ্যতে॥"

এইরূপ নানা উপদেশে উত্তেজিত হইয়া তিনি অনেক চৈত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে মাতার উপদেশে ভদ্রেশ্বরাচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কর্ণরাজ আশাপল্লী নামক স্থানবাসী এক লক্ষ ভিল্লজাতির অধিপতি অশোক নামক ভিল্লকে জয় করিয়া সেই স্থানে আপনার নামে অর্থাৎ কর্ণাবতী নামে নগর নির্ম্মাণ করেন। ইনি ২৯ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। এতৎপুত্র জয়সিংহদেব ৩০ বর্ষ রাজ্য করেন। ইহার খ্যাতি শ্রীসিদ্ধ চক্রবর্ত্তী। ইনি যোগ-মার্গে সিদ্ধ ছিলেন। এই সিদ্ধরাজ হেমচন্দ্রের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এক দিন কথাপ্রসঙ্গে ও কাব্যপ্রসঙ্গে হেমচন্দ্র বলিলেন, শ্রীবীর জিনেন্দ্র সমক্ষে শিশুকালে আমি যে তাঁহার ব্যাখ্যাত গ্রন্থ শুনিয়াছি, সেই 'জৈনেন্দ্র' নামক ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া থাকি।" (আমাদের ব্যাকরণে "ইতি জৈনেন্দ্রবুদ্ধিপাদঃ" বলিয়া অনেক উদাহরণ দৃষ্ট হয়)। সিদ্ধ বলিলেন "পুরাতন ত্যাগ করিয়া এখন কেহ নুতন ব্যাকরণ করিতে পারেন, কি না তাহাই বলুন।" হেমচন্দ্র বলিলেন, "যদি সিদ্ধরাজ সাহায্য করেন তবে আমি পঞ্চাঙ্গ-ব্যাকরণ নির্ম্মাণ করিতে পারি।" এই কথায় রাজা নানা দেশ হইতে সমস্ত ব্যাকরণ আনাইয়া দিলেন; তাহা অবলম্বন করিয়া হেম এক লক্ষ পঁচিশ সহস্র শ্লোকে গ্রথিত এক বৃহৎ পঞ্চাঙ্গ লক্ষণ যুক্ত ব্যাকরণ এক বৎসর মধ্যে প্রস্তুত করিলেন। তাহার নাম হইল "শ্রীসিদ্ধ হেমচন্দ্র।" এই ব্যাকরণ প্রস্তুত হইবার পর উত্তম সজ্জায় সজ্জিত করিয়া শ্বেতহস্তীর উপর রক্ষা করিয়া চামরাদি ব্যজন করিতে করিতে রাজার ন্যায়, (ব্যাকরণের রাজা বলিয়া) রাজসভায় নীত হয়। সকল দেশের পণ্ডিত আহ্বান করাইয়া তাহা পাঠ ও সংশোধন

করান হইয়াছিল। ইহার পূজা করিয়া "সরস্বতী-যোগানামক" পুস্তকালয়ে রাখা হয়। এই সময়ে পণ্ডিতেরা নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিয়াছিলেন।

"......পাণিনিপ্রলপিতং কাতন্ত্রকে কা কথা,
মা কার্ষীঃ কটুশাকটায়নবচঃ ক্ষুদ্রেণ চান্দ্রেণ কিম্।
... ... ... ... ... ...
শ্রূয়ন্তে যদি তাবদর্থমধুরাঃ শ্রীসিদ্ধহেমোক্তয়ঃ॥

অর্থাৎ যদি শ্রীসিদ্ধ হেমের মধুব উক্তি শ্রবণ কর, তবে পাণিনির ব্যাকরণ প্রলাপ বলিয়া বোধ হইবে, সুতরাং কাতন্ত্র প্রভৃতির ত কথাই নাই। শাকটায়নের ব্যাকরণ ভাল বটে, কিন্তু বড় কটু। ক্ষুদ্র চান্দ্র ব্যাকরণ কোন কার্য্যে আইসে না। ইত্যাদি।

দধিস্থলী পুরের ভীমদেবের পুত্র ক্ষেমরাজ ও তৎপুত্র দেবপ্রসাদ। ইহাঁর পুত্র ত্রিভুবনপাল ও ভার্য্যা কাশ্মীরা দেবী। ইহাঁরই গর্ভে কুমারপালের জন্ম। ইনি যুদ্ধ-বিজ্ঞানে পারদর্শী এবং নীতি-পরায়ণ ভূপতি ছিলেন।

কুমারপাল হেমচন্দ্রের নিকট নানা সদুপদেশ প্রাপ্ত হন। কুমারপাল জয়-সিংহের সমীপে থাকিয়া পরিশেষে দধিস্থলীতে রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধ রাজার সন্তান ছিল না। ইনি সন্তান-কামনায় হরি-বংশাদি শ্রবণ ও অনেক ক্রিয়াকাণ্ড করিয়াছিলেন। তৎপরে হেমচন্দ্রের উপদেশে তীর্থভ্রমণও করিয়াছিলেন।

তিনি রাজ্যলোভে ত্রিভুবনপালকে গোপনে বিনাশ করিয়া কুমারপালকে বিনাশ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তাহা সিদ্ধ হয় নাই, কিন্তু কুমারপাল রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। তিনি রাজ্যহীন হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের সহিত তাঁহার এই অবস্থায় পুনশ্চ সাক্ষাৎ হয়। হেম তাঁহাকে বলিলেন।—

"ভো কুমার! গুণাধার! নবাঙ্কেশ্বর-বৎসরে (১১৯৯)।
চতুর্থ্যাং মার্গশীর্ষস্য শ্যামায়াং রবিবাসরে।
পুষ্যকর্কে'হপরাহ্ণে চ তব রাজ্যং প্রজায়তে॥"—*

---

* মেরুতুঙ্গাচার্য্যকৃত প্রবন্ধচিন্তামণি গ্রন্থে লিখিত আছে "বিক্রমার্কসময়াৎ প্রগতেষু নবনবত্যধিকৈকাদশশতীমিতেষু কার্ত্তিকশুক্লদশম্যাং কুমারপালস্য রাজ্যাভিষেকো বভূব।"

অর্থাৎ ১১৯৯ সম্বৎ অব্দের অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ চতুর্থীতে তুমি রাজ্য পাইবে। কুমার মন্ত্রিগৃহে লুক্কায়িত থাকিতেন। বিজয়সিংহ দেব তাঁহার বিনাশার্থে চর নিযুক্ত করিয়াছিলেন, চর সন্ধান করিয়া সেখানে গিয়া হেম সূরিকে জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু তিনি মিথ্যা করিয়া বলিলেন "এখানে নাই।" হেমাচার্য্য মনে করিলেন "প্রাণপরিত্রাণং মহৎ পুণ্যম্।" মিথ্যা বলার পাপ অপেক্ষা এক জনের প্রাণ রক্ষা করায় মহৎ পুণ্য লাভ হয়। কুমারপাল পরিত্রাণ পাইয়া ভৃগুকচ্ছে গেলেন। তৎপরে কৈলম্বপত্তনে গমন করেন। এই কৈলম্ব-স্বামী ইহাঁকে স্বীয় রাজ্যের অর্দ্ধ প্রদান করেন এবং তাঁহারই সাহায্যে পুনর্ব্বার স্বরাজ্য প্রাপ্ত হন। তিনি প্রতিষ্ঠানপুরে কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিয়া উজ্জয়িনীতে গমন করেন। এখানে বিক্রমাদিত্যের সুযশ শুনিলেন। এক জন বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন "বিক্রমাদিত্যের সিদ্ধসেন দিবাকর নামে এক পার্ষদ ছিলেন, তিনি জৈন-মতাবলম্বী ছিলেন। বিক্রমাদিত্য তাঁহার উপদেশ সতত গ্রহণ করিতেন।" কুমার এখান হইতে নগেন্দ্রপত্তনে গমন করেন। তিনি তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকৃষ্ণদেবের গৃহে থাকিলেন। ইহার ভগিনীর নাম প্রেমল দেবী। এপর্য্যন্ত ইনি রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই। ইহার পরেই অবসর ক্রমে খড়্গাধারণপূর্ব্বক সিংহাসন গ্রহণ করেন এবং সেই সময়ে বলিয়াছিলেন যে, "খড়্গেনাক্রম্য ভুঞ্জীত বীরভোগ্যাং বসুন্ধরাম্।" এই কার্য্যে তাঁহার ভগিনীপতি কৃষ্ণদেব প্রভৃতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি সম্বৎ অব্দের ১১৯৯ বর্ষে মার্গশীর্ষ চতুর্থীতে পুনর্ব্বার রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এখন ইহাঁর বয়স ৫০ বর্ষ। উদয়ন তাঁহার মহামাত্য ছিলেন। ইনি পণ্ডিত, সর্ব্বগুণ-যুক্ত এবং কুমারের পূর্ব্বোপকারী। ৫০ বৎসর বয়সে কুমার স্বয়ং রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বের বৃদ্ধামাত্য ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাঁকে গোপনে বিনাশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকেই বিনাশ করিয়াছিলেন। যখন কুমারপাল এই সকল রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, যথা—পূর্ব্বদিকে শূরসেন, কুশাবর্ত্ত, পাঞ্চাল, বিদেহ, দশার্ণ, মগধ ইত্যাদি। উত্তর দিকে কাশ্মীর, উড্ডয়ন, জালন্ধর, সপাদ, লক্ষ, পর্ব্বত প্রভৃতি পর্ব্বতীয় অসভ্য দেশ। দক্ষিণে—লাট, মহারাষ্ট্র, তিলঙ্গ। তৎপশ্চিমে সুরাষ্ট্র, ব্রাহ্মণ বাহক, পঞ্চনদ এবং সিন্ধুসৌবীর প্রভৃতি। এই দিগ্বিজয়-কালে সিন্ধুর পশ্চিম

পারের পদ্মপুর নগরের রাজকন্যা পদ্মিনীকে বিবাহ করেন। মূলস্থানে ( মূলতান ) ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে ১০০০০০ অশ্ব, ১০০০ গজ, ১৪০ রথ, ১৮ লক্ষ পদাতি সৈন্য ছিল। বীরচরিত্রে লিখিত আছে,—

"আগঙ্গমৈন্দ্রীমাবিন্ধ্যং যাম্যমাসিন্ধু পশ্চিমম্।
আতুরুষ্কঞ্চ কৌবেরীং চৌলুক্যঃ সাধয়িষ্যতি ॥"

রাজা এক দিন মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীসিদ্ধ রাজার, কি আমার গুণ অধিক ?" ইহাতে তাঁহারা কুমারপালকে অধিক গুণবান্ বলিয়া তাঁহার সংগ্রামপটুতার বিশেষ সাধুবাদ করিয়াছিলেন।

কুমারপালের রাজ্যকালে হেমাচার্য্য দ্বারা জৈনদিগের নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি-সম্বন্ধীয় অনেক নিয়ম প্রচারিত হয়। জৈনমতে মাংসভোজন বড় নিষিদ্ধ। যথা,—

"জাতু মাংসং ন ভোক্তব্যং প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।"

জৈনেরা রাত্রে আহার করে না। রাত্রের জল রুধির এবং অন্ন মাংস-তুল্য জ্ঞান করে। "ত্যজামো ভোজনোদকে।" ( হেমসূরি। )

"ত্বয়ি চাস্তমিতে দেব আপো রুধিরমুচ্যতে।"

এই স্কন্দ পুরাণের বচন লইয়া হেমসূরি উক্ত নিয়ম প্রচার করেন। অদ্যাবধি জৈনেরা বৈকালে আহার করে, রাত্রে ভোজন করে না। জৈন-দিগের মতে জৈন মুনিরাই বৈষ্ণব, আর কেহ বৈষ্ণব নাই। কুমারপাল হেমসূরির উপদেশক্রমে অনেক জৈন মন্দিরের জীর্ণসংস্কার করিয়াছিলেন। তিনি ১২১১ সম্বৎ বর্ষে হেমসূরি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করাইয়া ত্রিভুবনপালনামক বিহার স্থাপন করেন।

হেমাচার্য্য কহেন "বাগভট্টং মন্ত্রিণমূচুঃ" কুমারপালের বাগভট্টনামা মন্ত্রী ছিলেন। ইনিই প্রসিদ্ধ জৈন আলঙ্কারিক বাগ্‌ভট্ট। ইহাঁর কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ ও অলঙ্কারতিলক বৃত্তি জৈনসাহিত্য-সংসার উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে।

কুমার এই সকল দেশে অমারিপটহ অর্থাৎ অহিংসা ঘোষণা করিয়াছিলেন। কর্ণাট, গুর্জ্জর, লাট, সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ, সৈন্ধব, উচ্চা, ভক্তেরী, মালব, মারব, কোঙ্কন, স্বরাজ্য, কীর, জনোদর, সপাদ, লক্ষ, মিবাড়, দীপাক্ষ, আভীরাক্ষ, কুমারগিরি, কাশী ও গাজনী প্রভৃতি দেশে কোথাও বিনয়, কোথাও বা

বলপূর্ব্বক হিংসা নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকারস্থ সমুদায় দেব-মন্দিরে পশুবলিদান নিষেধ করিয়াছিলেন।

জৈনদিগের তীর্থ দুই প্রকার; স্থাবর ও জঙ্গম। জৈনমুনিরা জঙ্গম-তীর্থ, আর তাঁহাদের সেবিত স্থান সকল স্থাবর তীর্থ। যথা—

'জঙ্গমং স্থাবরঞ্চৈব তীর্থং দ্বিবিধমুচ্যতে।
জঙ্গমং মুনয়ঃ প্রোক্তং স্থাবরস্তন্নিষেবিতম্॥'

শত্রুঞ্জয়, রৈবত গিরি, বৈভার, অষ্টপাদ গিরি, সম্মেত শিখর ইত্যাদি স্থাবর-তীর্থ। এতন্মধ্যে শত্রুঞ্জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শত্রুঞ্জয়-যাত্রায় সকল তীর্থযাত্রার ফল হয়। জিন-গণধর সকল জঙ্গম তীর্থ। শত্রুঞ্জয়ের অনেক নাম; যথা—

"শত্রুঞ্জয়ঃ পুণ্ডরীকঃ সিদ্ধিক্ষেত্রং মহাবলং।
সুরশৈলো বিমলাদ্রিঃ পুণ্যরাশিঃ * * ।
পর্ব্বতেন্দ্রঃ সুভদ্রশ্চ দৃষ্টশক্তিশ্চ কর্ম্মকঃ।
মুক্তিগেহং মহাতীর্থম্ শাশ্বতঃ সর্ব্বকামদঃ॥
পুষ্পদন্তো মহাপদ্মং পৃথ্বীপীঠং প্রভাগ্রদম্।"—

ইত্যাদি। ১০৮ নাম আছে।

শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতে কুমারপাল পার্শ্বনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জৈনেরা গুরুমূর্ত্তি, গুরু-পাদুকা, পার্শ্বনাথ প্রভৃতি জিন-মূর্ত্তির পূজা করে ও ধূপদীপ নৈবেদ্য পুষ্প প্রদান করে।

নেমির জন্মস্থান রৈবতক পর্ব্বত। এই জন্য ইহা মহাতীর্থ এবং এখানে নেমির নির্ব্বাণ হইলে ৯০৯ বৎসর পরে কাশ্মীর দেশ হইতে রত্নদেব শ্রাবণ রৈবতে আসিয়া, যাত্রা মহোৎসব করিয়াছিলেন। তদবধি এখানে যাত্রা মহোৎসব হইয়া থাকে। সেই নেমিমূর্ত্তি ব্রহ্মেন্দ্রের স্থাপিত।

৮৪ বৎসর বয়সে হেমচন্দ্র আপনার মরণকাল আগত বুঝিতে পারিয়া সমস্ত সংঘ ও রাজাকে নিকটে ডাকিয়া সমাধিযোগে শরীর ত্যাগ করেন। রাজা কুমারপাল রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর চন্দনাগুরু প্রভৃতি দ্বারা সুগন্ধময় করিয়া মৃত্তিকা-প্রোথিত করা হইয়াছিল। সেই স্থানটি হেম-খড্ড নামে প্রসিদ্ধ। হেমচন্দ্রের মৃত্যুর ৬ বৎসর পরে, কুমারপাল ৩০ বৎসর ৮ মাস ২৭ দিন রাজ্য করিয়া শরীর ত্যাগ করেন। তাঁহার ভ্রাতৃ-

পুত্র অজয়পাল রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি মহীপালের পুত্র। ১৪৪০ অব্দে এই কুমারপালের প্রবন্ধ সংগ্রহ হয়। তৎপরে তাহা সোম-সুন্দর গুরুর শিষ্য জিনমণ্ডল উপাধ্যায় কর্ত্তৃক গ্রন্থাকারে গদ্য পদ্যে রচিত হইয়া ১৪৯৫ সম্বতে প্রচারিত হয়।

কুমারপাল-প্রবন্ধে কুমারপালচরিত এইরূপ লিখিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবটী উক্ত গ্রন্থের সার-সঙ্কলন মাত্র। মূল প্রস্তাবে শ্রীপত্তন, ধারানগরী, ধন্ধুকপুর, নাগপুর, কর্ণাবতী, শঙ্খপুর, কুমারগ্রাম প্রভৃতি স্থান এবং মদনবর্ম্মা, শ্রীদত্ত-সূরি, গুণসেনসূরি, প্রদ্যুম্নসূরি ও শূরশেখর প্রভৃতি ব্যক্তিবৃন্দের ও সিদ্ধান্তবৃত্তি, নেমিচরিত্র, হরিবংশ, পদ্মপুরাণ, বীরচরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ আছে এবং জৈন নীতি ও ব্রতকথার নানা বিবরণ আছে; তাহা বাহুল্য-ভয়ে এই প্রস্তাবে পরিত্যক্ত হইল। আমরা কেবল কুমার-পালপ্রবন্ধের ঐতিহাসিক বিবরণ সঙ্কলন করিলাম এবং আবশ্যক বোধে স্থানে স্থানে কুমারপাল সম্বন্ধীয় কোন কোন বিষয় কৃষ্ণাজী-প্রণীত রত্নমালা, রাজশেখরকৃত প্রবন্ধকোষ ও মেরুতুঙ্গাচার্য্যকৃত প্রবন্ধ-চিন্তামণি হইতে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

# বিদ্যাপতি বিল্হণ।

'Call it not vain :—they do not err
who say that when the Poet dies,
Mute Nature mourns her worshipper,
And celebrates his obsequies.'

SCOTT, LAST MINSTREL.

# বিদ্যাপতি বিহ্লণ।

সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডার মধ্যে কালিদাস, ভারবি, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, মাঘ প্রভৃতি কবিগণের নাম বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে এবং তাঁহাদিগের কাব্য ও নাটকনিচয় এ কাল পর্য্যন্ত বিদ্যার্থিগণ অতিশয় আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিতেছেন; কিন্তু কবিবর বিহ্লণের নাম গন্ধও অনেকের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে নাই। প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিকগণের গ্রন্থ-মধ্যেও উল্লিখিত কবিনিচয়ের কাব্য হইতে বহুল পরিমাণে উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে বিহ্লণের বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত মহাকাব্য হইতে কোন উদাহরণ উদ্ধৃত হয় নাই—এমন কি অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তি এই গ্রন্থের নাম পর্য্যন্তও শুনিয়াছেন কি না সন্দেহ। সম্প্রতি জশলমীর জৈন ভাণ্ডার হইতে সংস্কৃতবিদ্যা-বিশারদ বুলার মহোদয় একখানি প্রাচীন হস্ত-লিখিত "বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত" প্রাপ্ত হইয়া, তাহাই বিশেষরূপে পরিদর্শনানন্তর মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। তিনি এতাদৃশ যত্ন করিয়া প্রচার না করিলে কিছু কাল পরে উঁহার নাম পর্য্যন্ত সাহিত্যসংসার হইতে লোপ পাইত। আমরা ঐ মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে কবি-বৃত্তান্ত নিম্নে সঙ্কলন করিলাম।

"বিহ্লণ পঞ্চাশিকা" এই নামে ৫০টী কবিতা-পূর্ণ একখানি ক্ষুদ্র কাব্য কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে। কিন্তু সেই কবিতাগুলি চোর-কবিকৃত "চোর পঞ্চাশৎ" বলিয়া এতদ্দেশে প্রসিদ্ধ। "বিহ্লণ পঞ্চাশিকায়" একটী ক্ষুদ্র পূর্ব্বপীঠিকা আছে। তাহা কোন আধুনিক পণ্ডিতের কৃত। তাহাতে লিখিত আছে, বিহ্লণ গুজরাটাধিপতি বীরসিংহতনয়া চন্দ্রলেখা বা শশি-লেখাকে বিদ্যা শিক্ষা দিতেন এবং কিছুকাল পরে রাজকুমারী তাঁহাকে গান্ধর্ব্ব বিধিতে বিবাহ করেন। রাজা এই গোপনীয় বিবাহব্যাপার অবগত হইয়া এক কালে ক্রোধে অধীর হওত বিহ্লণের শিরশ্ছেদনের অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। বিহ্লণ বধ্যস্থলে নীত হইলে এই "পঞ্চাশিকা" দ্বারা স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। রাজা দূতদ্বারা সেই কবিতাগুলি প্রাপ্ত হইয়া

পাঠান্তে পরম সুখী হওত বিহ্লণের প্রাণ দান করিয়া চন্দ্রলেখাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। চোর-কবি সম্বন্ধেও এইরূপ গল্প কবিবর ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরে গ্রহণ করিয়াছেন এবং পঞ্চালদেশে এই গল্পটী ভিন্ন অবয়বে প্রচলিত আছে। যাহা হউক, এ গুলি গল্পমাত্র, ইহাতে অণুমাত্র সত্য নাই। বিশেষতঃ অনিহীলবারা পত্তনের নৃপতি বীরসিংহ বিহ্লণের একশত বৎসর পূর্ব্বে (৯২০ খৃষ্টাব্দে) রাজ্য করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার নাম উল্লিখিত গল্প মধ্যে প্রচারিত হওয়াতে সমুদয় অলীক সপ্রমাণ হইতেছে। এতদ্ভিন্ন সুকবি বিহ্লণ বিক্রমাঙ্ক কাব্যে আপনার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার মধ্যে "পঞ্চাশিকা" কাব্যের উল্লেখমাত্র করেন নাই; এবং তিনি যে নানাগুণ-সম্পন্না নৃপতি-তনয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এ বিষয়েরও উল্লেখ তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না; কাজেই "পঞ্চাশিকা" * চোর-কবি কৃত বলিয়া বোধ হইতেছে এবং ইনি বিহ্লণ হইতে পৃথক্ ব্যক্তি; সেই কারণেই বিহ্লণ সম্বন্ধে যে গল্প পূর্ব্ব পীঠিকায় লিখিত আছে, তাহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা সপ্রমাণ হইতেছে।

বিক্রমাঙ্কদেব-চরিতের শেষ (১৮শ সর্গে) কবিবর বিহ্লণ স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই সর্গের প্রারম্ভে কাশ্মীর দেশের প্রকৃতি, জল, স্থল, হ্রদ, নদী (বিশেষতঃ বিতস্তা) ও পর্ব্বতের উত্তম বর্ণনা আছে। তাহাতে লিখিত আছে, কাশ্মীর মধ্যে "প্রবর" নামক পুরীই শ্রেষ্ঠ। এতৎপরে বিতস্তার পুণ্য সলিলের মনোহারিত্ব বর্ণিত হইয়াছে। কাশ্মীর-ললনাগণ ভূবিদ্যা-ধরী বলিয়া বিখ্যাত এবং তাঁহারা সংস্কৃতভাষায় মাতৃভাষার ন্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন। যথা—

"যত্র স্ত্রীণামপি কিমপরং জন্মভাষেব দেব
প্রত্যাবাসং বিলসতি বচঃ সংস্কৃতং প্রাকৃতঞ্চ॥"

---

* "শার্ঙ্গধর পদ্ধতি" মধ্যে "পঞ্চাশিকা" বিহ্লণকৃত বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহার রচনার সহিত বিক্রমাঙ্ক-চরিত কাব্যের রচনার কিছুমাত্র সৌসাদৃশ্য নাই। বিশেষতঃ ভোজদেব "সরস্বতীকণ্ঠাভরণে" "পঞ্চাশিকা" হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে বিক্রমাঙ্ক-চরিতের একটী শ্লোকও উদ্ধৃত হয় নাই। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী চোর-কবিকৃত "পঞ্চাশিকা" তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বিহ্লণ তাঁহার পরবর্ত্তী কবি, এজন্য তাঁহার গ্রন্থের উদাহরণ "সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে" প্রদত্ত হয় নাই।

পুনরায় কবি কাশ্মীর-রমণীসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"দৃষ্ট্বা যস্মিন্নভিনয়কলাকৌশলং নাটকেষু
স্মেরাক্ষীণাং মসৃণকরুণাসঙ্গদত্তাঙ্গহারম্।
রম্ভা স্তম্ভং ভজতি লভতে চিত্রলেখা ন রেখাং
নূনং নাদ্যো ভবতি চ চিরং নোর্ব্বশী গর্ব্বশীলা ॥"

অর্থাৎ যে কাশ্মীর-ফুল্লাক্ষীদিগের অঙ্গভঙ্গী দেখিলে রম্ভা লুক্কায়িত হন, চিত্রলেখার রেখাও থাকে না, উর্ব্বশীর গর্ব্বও খর্ব্ব হয়।

তিনি কাশ্মীরীয় কাব্যের অত্যন্ত সুখ্যাতি করিয়া বলিয়াছেন "যে স্থান হইতে প্রকৃতি-সুন্দর কাব্য ও কুসুম উৎপন্ন হইয়া জগতের বল্লভ ও দুর্লভ হইয়া আছে।" যথা—

"কাব্যং যেভ্যঃ প্রকৃতি-সুভগং নির্গতং কুঙ্কুমঞ্চ।
—উৎকর্ষাদ্ভবতি জগতাং বল্লভং দুর্লভঞ্চ॥"

কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ সৌধনিচয়ের মধ্যে ভট্টারক মঠ, হলধরনির্ম্মিত অগ্রহার, ক্ষেম-গৌরীশ্বরের মন্দির, সংগ্রাম-ক্ষেত্র মঠ, রাজ-প্রাসাদ প্রভৃতির এই সর্গে উল্লেখ আছে। বিহ্লণ, গয়রের বর্ণনা করিয়া তাঁহার সমসাময়িক কাশ্মীরাধিপতিগণের বিষয়ও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রথমে কাশ্মীবের বাজা অনন্তদেবের বিষয় লিখিয়াছেন। অনন্তদেব রাম-বংশীয়। তিনি অসীম পবাক্রমপ্রভাবে দরদ ও শকগণকে দমন করিয়া গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন এবং চম্পা, দর্ভভিসর ( বিদর্ভসর ) ও ত্রিগর্ত্তে স্বীয় শাসন-প্রণালী স্থাপন করেন। তাঁহার রাজ্ঞীর নাম সুভট। ইনি অতিপুণ্যশীলা ছিলেন। তাঁহার দ্বারা একটী বিদ্যালয় ও বিতস্তার তীরে শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজ্ঞী-ভ্রাতা লোহরাখণ্ডল বা ক্ষিতিপতি ক্ষত্রিয় মধ্যে অতি তেজস্বী এবং ভোজের ন্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন এবং সর্ব্বদা বৈষ্ণবগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন।

নৃপতি অনন্ত দেবের ঔরসে ও রাজ্ঞী সুভটের গর্ত্তে কলশরাজ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৌর্য্যবীর্য্যশালী নৃপতি ছিলেন এবং জয়পীড়ের ন্যায় কাশ্মীর-মণ্ডলে খ্যাত হইয়া কুরুক্ষেত্র পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার হর্ষ, উৎকর্ষ ও বিজয়মল্ল নামক নানাগুণ-সম্পন্ন তিন পুত্র হইয়া-

ছিল। তাহাদের মধ্যে হর্ষদেব বীরত্বে পিতার সদৃশ এবং কবিত্বে শ্রীহর্ষকেও পরাভব করিয়াছিলেন। যথা—

"শ্রীহর্ষাদপ্যধিককবিতোৎকর্ষবান্ হর্ষদেবঃ।"

তাঁহার ভ্রাতা উৎকর্ষদেব ক্ষিতিপতির লোহার রাজ্য স্বীয় শাসনাধীনে আনয়ন করিয়া, দুরস্থ ম্লেচ্ছরাজগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলেই প্রবরপুরের রাজসিংহাসনে আসীন ছিলেন। এইরূপ কাশ্মীর-রাজগণের বিষয় বর্ণন করিয়া বিহ্লণ আপনার বংশ বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, প্রবরপুরের দুই ক্রোশ দূরে 'জয়বন' নামে এক স্থান আছে। এস্থানে নাগরাজ তক্ষকের এক কুণ্ড ছিল। তৎসন্নিকটে 'খোলমুখ' নামক গ্রাম আছে, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কুস্কুম ও দ্রাক্ষা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই গ্রামে কৌশিক গোত্রে মুক্তিকলশ নামক এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পুত্র রাজকলশ জগন্মান্য মহাভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার অসংখ্য ছাত্র ছিল। ইহাঁর স্ত্রীর নাম নাগদেবী, তাঁহারই গর্ভে বিহ্লণের জন্ম হয়। বিহ্লণদেব বেদ, বেদাঙ্গ, শব্দশাস্ত্র ও সাহিত্যে বিশেষরূপে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় বিদ্যা সম্বন্ধে এইরূপ দর্প প্রকাশ করিয়াছেন—

"সাঙ্গো বেদঃ ফণিপতিদৃশা শব্দশাস্ত্রে বিচারঃ
প্রাণা যস্য শ্রবণসুভগা সা চ সাহিত্যবিদ্যা।
কো বা শক্তঃ পরিগণয়িতুং শ্রূয়তাং তথ্যমেতৎ
প্রজ্ঞাদর্শী কিমিতি বিমলে নাম্নসংক্রান্তমাসীৎ॥"

বিহ্লণ বিদ্যাশিক্ষার পর নানাদেশ পরিভ্রমণ করতঃ বহু-দর্শন লাভের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে যুবকগণ যেরূপ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গ্রীস, ইটালী ও সুইজরলণ্ড পরিভ্রমণ করতঃ প্রাচীন কীর্ত্তি, তথা স্বভাবের মনোহর শোভা সন্দর্শনে মনকে উন্নত করিতে চেষ্টা করেন, এতদ্দেশেও পূর্ব্বে পণ্ডিতগণ চতুষ্পাঠী পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যার গৌরব-বৃদ্ধি জন্য নানা রাজ্য পরিভ্রমণ করিতেন ও বিবিধ জনপদের আচার ব্যবহার অবগত হইয়া বহুদর্শন লাভ করিতেন। শ্রীহর্ষচরিত পাঠে অবগত হওয়া যায়, কবিবর বাণভট্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি হইয়াও কেবল বহুজ্ঞতা লাভের জন্য

বিদ্যাশিক্ষার পর নানা রাজ্য ও অনেক রাজ-সভায় গমন করিয়াছিলেন। বিহ্লণ সেইরূপ আপনার হৃদয়কে উন্নত করিবার মানসে কাশ্মীর পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে মথুরা, কান্যকুব্জ, প্রয়াগ ও বারাণসী গমন করেন। এই সময়ে তাঁহার কর্ণরাজের সহিত সাক্ষাৎ হয়, এবং তাঁহার রাজ-সভায় কিছু-কাল অবস্থিতি করিয়া সভাপণ্ডিত গঙ্গাধরকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কর্ণরাজের আশ্রয়ে থাকিয়াই তিনি 'রামস্তুতি' গ্রন্থ রচনা করেন এবং এই-খানিই তাঁহার প্রথম রচনা-কুসুম।

বিহ্লণ কর্ণরাজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ধারাধিপ ভোজরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ তাঁহার মানস সফল হয় নাই। এই ভোজ সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ-প্রণেতা ভোজ-রাজ নহেন, তিনি বিহ্লণের অনেক পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। বিহ্লণ অনি-হীলবারাপত্তনে গমন করিয়া তথাকার লোকদিগের আচার ব্যবহার ও ভাষার বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। তিনি সোমনাথপত্তনে গমন করিয়া ভক্তিসহকারে মহাদেবের মূর্ত্তি উপাসনা করিয়াছিলেন, এবং তথা হইতে কতিপয় নিকটবর্ত্তী গ্রাম সন্দর্শন করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থে গমন করেন। এইরূপে ভারতবর্ষের অনেক প্রসিদ্ধ স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে বিক্রমের রাজধানী কল্যাণ নগরে আগমন করিয়াছিলেন, এবং এইখানে থাকিয়াই তাঁহার বিদ্যার গরিমা উত্তরো-ত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কল্যাণ-রাজধানীতে ত্রিভুবনমল্ল বিক্রমাদিত্যের আশ্রয়ে তাঁহার জীবনের শেষ কাল অতিবাহিত হয়। চৌলুক্যরাজ ত্রিভুবনমল্লদেব বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে 'বিদ্যাপতি' খ্যাতি প্রদান করিয়াছিলেন। যথা—

"চৌলুক্যেন্দ্রাদলভত কৃতী যোঽত্র বিদ্যাপতিত্বম্।"

এই নৃপতিই পুনরায় 'পার্ম্মাড়ি' নামে রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত হইয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীতে বিহ্লণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

"কাশ্মীরেভ্যো বিনির্য্যান্তং রাজ্যে কলশভূপতেঃ।
বিদ্যাপতিং যং কর্ণাটশ্চক্রে পার্ম্মাড়ি-ভূপতিঃ॥
প্রসর্পতঃ করটিভিঃ কর্ণাটকটকান্তরম্।
রাজ্ঞোঽগ্রে দদৃশে তুঙ্গং যস্যৈবাতপবারণম্॥

ত্যাগিনং হর্ষদেবং স শ্রুত্বা সুকবিবান্ধবং।
বিহ্লণো বঞ্চনাং মেনে বিভূতিং তাবতীমপি॥"

অর্থাৎ কলশরাজের রাজ্যে গমনার্থ কাশ্মীর হইতে নির্গত হইলে কর্ণাট পার্মাড়িরাজ যাঁহাকে বিদ্যাপতি করিয়াছিলেন; কর্ণাট সৈন্যের মধ্যে গমনকারী রাজার সম্মুখে যাঁহার আতপত্র দৃষ্ট হইয়াছিল; সেই বিহ্লণ কবিবান্ধব হর্ষদেবকে ত্যাগধর্ম্মী শ্রবণ করিয়া আপনার তাবৎ ঐশ্বর্য্যকে বিড়ম্বনা মনে করিলেন।

ত্রিভুবন-মল্লদেব কল্যাণের সিংহাসনে ১০৭৬ হইতে ১১২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উপবিষ্ট ছিলেন, সুতরাং বিহ্লণও এই সময় মধ্যে ভারতবর্ষে বর্ত্তমান ছিলেন, স্থির হইতেছে। পুনরায় বিহ্লণ স্বয়ং লিখিয়াছেন, "কাশ্মীরাধিপতি অনন্ত ও কলশ উভয়েই তাঁহার সমসাময়িক।"

রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, "অনন্ত ৩৫ বৎসর রাজ্য করিয়া তাঁহার পুত্র কলশকে রাজ্যাভিষিক্ত করতঃ তাঁহার সহিত একযোগে পুনরায় পঞ্চদশ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন; তৎপরে কলশের অসচ্চরিত্রতা প্রযুক্ত বিরক্ত হইয়া দুই বৎসর ৬ মাস বিজয়-ক্ষেত্রে বাস করেন। অবশেষে নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিয়া আত্মহত্যা সম্পাদন করিয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যুসংবাদে সূর্য্যমতী বা সুভট জ্বলন্ত চিতায় আত্মসমর্পণ করতঃ বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।" জেনেরেল কনিংহাম সাহেব কহেন, "১০৮০ খৃষ্টাব্দে অনন্তদেব আত্মহত্যা সম্পাদন করেন এবং তাঁহার পুত্র কলশরাজ ১০৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।"

বিদ্যাপতি বিহ্লণ তাঁহার আশ্রয়-পাদপ চালুক্য-বংশীয় কর্ণাট-রাজের (বিক্রম) সন্তোষের জন্য তচ্চরিত্র "বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত" রচনা করিয়াছিলেন। যথা—

"তেন প্রীত্যৈ বিবচিতমিদং কাব্যমব্যাজকান্তং
কর্ণাটেন্দোর্জগতি বিদুষাং কণ্ঠভূষাত্বমেতু॥"

পণ্ডিতবর বুলার সাহেব অনুমান করেন, এই কাব্য ১০৮৫ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে। তাহা হইলে বিহ্লণের প্রাচীন বয়সে এই কাব্য লিখিত হয়।

বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত কাব্যের প্রথম সর্গে চালুক্য বা চৌলুক্য বংশের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে; তাহাতে লিখিত আছে, "ব্রহ্মার চুলুক অর্থাৎ আচমনীয় জল-গণ্ডূষ হইতে এক বীরপুরুষ জন্মিয়াছিলেন। দেবতার হিতের জন্যই ব্রহ্মা ইহাকে সৃষ্ট করেন।" যথা—

"অথাবিরাসীৎ সুভটস্ত্রিলোকত্রাণপ্রবীণশ্চুলুকাৎ বিধাতুঃ।"

ক্রমে ইহাঁর বংশ-পরম্পরা পৃথিবীতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এই বংশে হারীত প্রভৃতি মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন।

তৎপরে মালব্য। ইনি অসাধারণ রাজা ছিলেন। তাঁহার নাগরখণ্ডে (গুজরাট) রাজধানী ছিল। যথা—

"চক্রে পদং নাগরখণ্ডচুম্বি পূগক্রমায়াং দিশি দক্ষিণস্যাম্।"

ক্রমে মালব্যের অধস্তন বংশে শ্রীতৈলপ জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই চালুক্যচন্দ্র। এতৎপরে ইহাঁর সর্ব্ববিজয়-রাজসিংহাসনে জয়সিংহদেব উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্র আহবমল্লদেব, তাঁহার অপর নাম ত্রৈলোক্যমল্লদেব। কবিরা ইহাঁকে দ্বিতীয় "রাম" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইনি মহিষীর সহিত পুত্র-কামনায় তপস্যা করিয়াছিলেন। একদিন দৈব-বাণী হইল—"চৌলুক্যরাজ! আর শ্রম করিতে হইবে না, কর্কশ তপস্যা ত্যাগ কর, অচিরে পুত্রমুখ দেখিতে পাইবে।" তৎপরে তাঁহার পুত্র জন্মিল। ইহার নাম সোমদেব রাখিলেন। কিছুকাল পরে দ্বিতীয় পুত্র জন্মিলে, তাঁহার নাম বিক্রমদেব রাখিলেন। বালককালেই ইহাঁর শৌর্য্য সন্দর্শনে, রাজা ও পুরোহিত তাঁহার বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমাঙ্ক নাম প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাঁর বিষয়ই বিক্রমাঙ্কদেব চরিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই মহাকাব্য অষ্টাদশ সর্গে সমাপ্ত। ইহার প্রথম সর্গে বিক্রমের বংশ—দ্বিতীয়ে জন্মাদি—তৃতীয়ে দিগ্বিজয় ও যৌবরাজ্য ইত্যাদি ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যে নৈষধের ন্যায় পদবিন্যাস দৃষ্ট হয় এবং ইহার আদ্যোপান্ত রচনায় গ্রন্থকার বিলক্ষণ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা বৈদর্ভী রীতিতে রচিত।

"শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি" মধ্যে বিক্রমাঙ্কদেবচরিত হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। অধ্যাপক আফ্রেক্ট কহেন, শার্ঙ্গধর চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

বিদ্যাপতি বিহ্লণের কালিদাসের ন্যায় সহৃদয়তা ছিল না; তিনি আপনার কবিত্ব সম্বন্ধে অনেক গর্ব্বোক্তি করিয়াছেন। যথা—

"সহস্রশঃ সন্তু বিশারদানাং বৈদর্ভলীলানিধয়ঃ প্রবন্ধাঃ,
তথাপি বৈচিত্র্যরহস্যলুব্ধাঃ শ্রদ্ধাং বিধাস্যন্তি সচেতসোঽত্র"॥

অর্থাৎ যদিও নিপুণ ব্যক্তিদিগের বৈদর্ভ (রীতি বিশেষ) লীলায় নিধি স্বরূপ অনেক প্রবন্ধ আছে, তাহা থাকিলেও যাঁহাদের চিত্ত আছে, এবং যাঁহারা রহস্যলুব্ধ, তাঁহাদিগকে আমার এই গ্রন্থে অবশ্য শ্রদ্ধা করিতে হইবে। পুনরায় লিখিয়াছেন—

"রসধ্বনেরধ্বনি যে চরন্তি সংক্রান্তবক্রোক্তিরহস্যমুদ্রাঃ।
তেঽস্য প্রবন্ধানবধারয়ন্তু কুর্ব্বন্তু শেষাঃ শুকবাক্যপাঠম্॥"

অর্থাৎ যাঁহারা রস ও ভাবরূপ পথে বিচরণ করেন, বক্রোক্তির রহস্যোদ্ভেদ করিতে পটু, তাঁহারাই আমার প্রবন্ধ ধারণ করিবেন, তদ্ভিন্ন ব্যক্তিরা শুকপক্ষীর ন্যায় পাঠ করিবে। ইত্যাদি।

বিহ্লণ "বিক্রমাঙ্কদেবচরিত" ও "রামস্তুতি" রচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক আফ্রেক্ট কহেন, ইহা ভিন্ন তিনি একখানি অলঙ্কার গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন।

# আর্য্যসম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার।

Then we have the great Hindu race, originally members of that primeval family who called themselves Arya or noble,——"

PROFESSOR MONIER WILLIAMS.

——"সুদানব আর্য্যা ব্রতা বিসৃজং তো অধি ক্ষমি"

ঋগ্বেদ সংহিতা।

# আর্য্যসম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার।

বেদ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে পুরাকালের আর্য্যগণের আচার ব্যবহার কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া তদ্বিষয়ে পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সে জন্য অদ্য তাহা বিশেষরূপে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। একটী প্রবন্ধেই এই গুরুতর বিষয় শেষ না করিয়া, এতৎ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিতে ইচ্ছা আছে।

আর্য্য শব্দ যে জাতিবাচক, তাহার প্রমাণ কোন প্রাচীন গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে "আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমির্মধ্যং বিন্ধ্যহিমাগয়োঃ।" এই অমরসিংহোক্ত বাক্যে যে 'আর্য্যাবর্ত্ত' শব্দ আছে, উহার অর্থ 'আর্য্যদিগের আবাসভূমি'; কিন্তু এতদ্দ্বারা আর্য্যনামক জাতির অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না। সাধারণতঃ আর্য্য শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর কৃষ্ণ সাঙ্খ্যসপ্ততির শেষে লিখিয়াছেন "আর্য্যমতিভিঃ।" বাচস্পতি ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন "আরাজ্জাতাস্তত্ত্বেভ্য ইত্যার্য্যাঃ। আর্য্যা মতির্যস্য স আর্য্যমতিঃ।" আর্য্যমতি অর্থাৎ বিশুদ্ধ বা তত্ত্বনিচয়ের নিকটবর্ত্তী শ্রেষ্ঠবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি। বাচস্পতি-মতে 'আরাৎ' শব্দের উত্তর 'য' প্রত্যয় এবং পৃষোদরাদি নিয়মে আর্য্যশব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে ঈরাণ হইতে আর্য্যগণের প্রথম আগমন উল্লেখ করিয়াছেন, উল্লিখিত ব্যুৎপত্তির দ্বারা কথঞ্চিৎ তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে; কিন্তু তথা হইতে তাঁহাদিগের আগমনবার্ত্তা কোন হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বর্ত্তমান হিন্দুদিগের আদিপুরুষেরা উত্তরকুরুতে ছিল। সেই উত্তরকুরু যে কোথায় ছিল, তাহাব কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মহাভারতীয় বনপর্ব্বে লিখিত আছে, যখন পাণ্ডু রাজা পুত্রোৎপাদন নিমিত্ত কুন্তীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি বলিয়াছিলেন যে, "উত্তর কুরুতে অদ্যাপি স্ত্রীজাতি অনাবৃত আছে।" ইহাতে এস্থান ভারতবর্ষের অন্তর্ব্বর্ত্তি বলিয়া বোধ হইতেছে না। বোধ হয়, মধ্য এসিয়ার

কোন স্থান কুরুদেশ নামে খ্যাত ছিল। ইহা ঈরাণ হইলেও হইতে পারে। মহাভারতের একস্থানে "ঈরিণ" শব্দের উল্লেখ আছে। বালুকাময় প্রদেশের নাম ঈরিণ, ইহাই তাহার অর্থ। যথা—"ঈরিণে নির্জলে দেশে" (বনপর্ব্ব)। তদ্ভিন্ন 'ঈরামা' নামক এক দেশের উল্লেখ আছে। ইহাতে প্রথমোক্ত 'ঈরিণ' দেশই ঈরাণ বলিয়া বোধ হইতেছে। এই বালুকাময় 'ঈরিণ' বা ঈরাণ হইতেই আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আগমন করেন, ইহা অসম্ভব অনুমান নহে।

রাজতরঙ্গিণীলেখক কহ্লণ পণ্ডিত বলেন, জলপ্লাবনের পর সর্ব্বাগ্রে কাশ্মীর দেশ প্রকাশ পাইয়াছিল—"নির্ম্মমে তৎ সরো ভূমৌ কাশ্মীরা ইতি মণ্ডলম্।" ইহাতে অনেকে অনুমান করেন যে, কাশ্মীরদেশ যদি প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিল, তবে কাশ্মীর প্রদেশ বা তাহার উত্তরাংশই মনুষ্যোৎপত্তির আদিভূমি; সম্ভবতঃ হিন্দুদিগেরও আদিভূমি, পশ্চাৎ তথা হইতে দিগ্‌দিগন্তে বাস হইয়াছে। কিন্তু একথা যুক্তিসঙ্গত নহে, কেননা কহ্লণমিশ্র পৌরাণিক জলপ্লাবনের বিষয় বিশ্বাস করিয়া কাশ্মীরের উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছিলেন; সুতরাং তাহাতে প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যলাভের সম্ভাবনা নাই।

আর্য্যগণ কৃষিকার্য্যপ্রিয় ছিলেন। তাঁহারা কৃষির উন্নতিমানসে মধ্য এসিয়ার বালুকাময় ভূমি পরিত্যাগ করেন। পুত্র কলত্র গো মহিষ ও মেষপাল সঙ্গে ভারতবর্ষের উর্ব্বর ভূমিতে পদার্পণ করেন। তাঁহাদিগের চিরনীহারাবৃত হিমালয়ের শৃঙ্গদর্শনে হৃদয় উন্নত ও সরস্বতীর সলিল স্পর্শে শরীর পবিত্র হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহারাই পৃথিবীর আদি কবি হইয়া গম্ভীর স্বরে সোম, আদিত্য, উষা, পূষা, অগ্নিপ্রভৃতির স্তুতিগান করিয়া অসভ্য বর্ব্বর জাতিকে স্পন্দরহিত করিয়াছিলেন। সে সময় আর্য্যগণ দেবতাপ্রিয় ও দস্যুগণের শাস্তিদাতা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সোমরসপায়ী আমাদিগের পূর্ব্ব পিতামহগণের বেদধ্বনিতে ভারতভূমি পবিত্র হইয়া উঠিল এবং সভ্যতার বীজ অঙ্কুরিত হইলে ভারতবর্ষ ক্রমে রজতবিনিন্দী শুভ্রকান্তি ধারণ করিল। এই সময়েই ভারতবর্ষের আদি সভ্যতার মূলভিত্তি গ্রথিত হয়।

আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্বে অগ্নি-উপাসক ছিলেন এবং এখানে আসিয়াও তাঁহাদিগের ভ্রাতা "আতস্ পরস্ত" (পার্সী)-গণের ন্যায় অগ্নি-উপাসনা করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই, এজন্যই বেদে তাঁহারা অগ্নির এইরূপ উপাসনা

করিয়াছেন—"অগ্নিঃ পূর্ব্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত" "অগ্নিং দূতং বৃণীমহে" "নাভিরগ্নিঃ পৃথিব্যাঃ" ইত্যাদি।

আর্য্যদিগের লিখিবার এবং ক্রিয়াকাণ্ড করিবার ও শাস্ত্র নির্ম্মাণের ভাষা সংস্কৃত, তদ্ভিন্ন সর্ব্বদা ব্যবহার ও গৃহকর্ম্ম করিবার ভাষা ভিন্ন ছিল বলিয়া অনুমান হয়। এই অনুমান "নাপভ্রংশিত বৈ ন ম্লেচ্ছিত বৈ"—"যদ্যযজ্ঞিয়াং বাচং বদেৎ" ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা নিঃসংশয়িত হইতেছে। ইহার অর্থ এই যে, যজ্ঞকার্য্যে অপভ্রংশ বা ম্লেচ্ছভাষা ব্যবহার করিবেক না। যজ্ঞকালে যদি অযজ্ঞিয় অর্থাৎ অপভাষা বা চলিত ভাষা দৈবাৎ মুখ হইতে নির্গত হয়, তবে সেই অযজ্ঞিয় বাক্যব্যয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে তাঁহাদের অন্য এক প্রকার ভাষা ছিল।

বৈদিক কালে আর্য্যগণ বিবিধপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। তাহাতে সুরা ও নানাবিধ গ্রাম্য ও বন্য পশুর মাংস প্রদত্ত হইত। এমন কি, পাঠকবর্গ শুনিয়া এককালে হতবুদ্ধি হইবেন যে, কোন কোন যজ্ঞে পুরুষ অর্থাৎ নরমাংস পর্য্যন্ত দেবতার উদ্দেশে প্রদান করা হইত। এই রোমহর্ষণ ব্যাপার কেবল শুক্লযজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখায় বর্ণিত আছে। এই যজ্ঞে পুরুষ, অশ্ব, গো, অজ ও মেষ এই পঞ্চ পশুর মুণ্ড গৃহীত হইত। পুরুষ-শির সম্বন্ধে যথা—

"আদিত্যঙ্গর্ভম্পয় সামঙ্‌ধি সহস্রস্য প্রতিমাং বিশ্বরূপম্। পরিবৃঙ্‌ধি হরসামাভিমꣳস্থাঃ শতায়ুষঙ্কৃণুহি চীয়মান।"

("পূর্ব্ব মন্ত্রে * গৃহীত পুরুষশির এই মন্ত্রে উখার মধ্যে উপধান করিবেক।")

"চয়নকার্য্যে ব্যবহ্রিয়মাণ—হে পুরুষ! তুমি আদিত্যবৎ তেজস্বী, সহস্র-পোষী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এই যজমান পুরুষকে অমৃতে সিক্ত কর, তেজে পরিবর্দ্ধিত কর; তোমার শিরোগ্রহণ করা হইয়াছে, ইহাতে জাতক্রোধ হইও না। প্রত্যুত যজমানকে শতায়ু কর।" †

* ৪০ কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রে।

† যজুর্ব্বেদ সংহিতা। মাধ্যন্দিনী শাখা ৪১ কণ্ডিকা। ১৩ অধ্যায়। পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী মহোদয় কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৎস্য, হরিণ, মেষ, পক্ষী, ছাগ, চিত্রমৃগ, বহুশৃঙ্গমৃগ, বরাহ, ও শশকমাংস দ্বারা যথাক্রমে শ্রাদ্ধ করিতে বিধি দিয়াছেন। যথা—

"মাৎস্য-হারিণ-মৌরভ্র-শাকুনি-চ্ছাগ-পার্ষতৈঃ।
ঐণ-রৌরব-বারাহ-শাশৈর্মাংসৈর্যথাক্রমম্॥"

রামায়ণে লিখিত আছে "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" (কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড)। এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে, সজারু, গোসাপ, কচ্ছপও হিন্দুদিগের খাদ্য ছিল। মহাভারতের মতে সকল প্রকার আরণ্যপশু ভক্ষ্য। যথা—

"আরণ্যাঃ সর্ব্বদৈবত্যাঃ প্রোক্ষিতাঃ সর্বশো মৃগাঃ।
অগস্ত্যেন পুরা রাজন্ মৃগয়া যেন পূজ্যতে॥"

আর্য্যগণ শূকর, কুক্কুট প্রভৃতি আরণ্য হইলে শুদ্ধ বলিয়া আহার করিতেন। শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে পিতৃলোককে মাংস দিয়া যিনি তাহা ভক্ষণ না করিতেন, তিনি নিন্দনীয় হইতেন। যথা—

"নিযুক্তস্তু যথান্যায়ং যো মাংসং নাত্তি মানবঃ।
স প্রেত্য পশুতাং যাতি সম্ভবানেকবিংশতিম্॥
(মনুসংহিতা।)

পূর্ব্বে কেহ স্ত্রীপশু যজ্ঞে বধ করিত না, বা খাইত না। যথা—

"অবধ্যাঞ্চ স্ত্রিয়ং প্রাহুঃ তির্যগ্‌যোনিগতেষপি।"
(হরিবংশ ও ব্রহ্মপুরাণ।)

মনু বলেন "দেবান্ পিতৄংশ্চার্চ্চয়িত্বা খাদন্মাংসং ন দুষ্যতি" দেবতা পিতৃলোকের অর্চ্চনার অবসানে তৎপ্রসাদ স্বরূপ মাংস ভক্ষণ করিলে দোষ হয় না। এতাবতা ইহা বুঝিতে হইবে যে, মনুর সময়ে যজ্ঞকার্য্য ভিন্ন বৃথা-মাংস ভক্ষণ দোষাবহ হইয়া উঠিয়াছিল। মনুসংহিতায় বেদবিহিত পশু-হিংসা, অহিংসা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা—

"যা বেদবিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশ্চরাচরে।
অহিংসামেব তাং বিদ্যাদ্বেদাদ্ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ॥"

মাংস ভক্ষণের প্রাবল্য হেতুই "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহার পর হইতেই পুরাণ, স্মৃতি, সর্ব্বত্র মাংসত্যাগের প্রশংসা

বর্ণিত হইল, কেবল যাগ যজ্ঞে ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় মাংসপ্রদানের নিয়ম থাকিল।

বৈদিক কালে আর্য্যগণ এক খণ্ড বস্ত্র পরিধান ও এক খণ্ড উত্তরীয় এবং উষ্ণীষ বন্ধন করিয়া সজ্জিত হইতেন। যথা "বস্ত্রাণ্যায়ুরূর্জাংপতে" (ঋগ্বেদ)। ইহার পরেই আর্য্য-রমণীরা সূত্রনদ্ধ বস্ত্র অর্থাৎ 'ঘাগ্‌রা' পরিতে শিক্ষা করেন। ভাগবতের দশমে "সূত্রনদ্ধং" বলিয়া স্পষ্টতঃ ঘাগ্‌রার উল্লেখ আছে।

"গোরধিত্বচি" এই ঋগ্বেদ বাক্যে প্রমাণ হইতেছে যে, জল বা রসাদি তরল পদার্থ রাখিবার আধার সমস্ত কাষ্ঠ বা বৃষচর্ম্মে নির্ম্মিত হইত। সে সময় সকলে চন্দন-দ্রব, মৃগনাভি, কুঙ্কুম সেবা এবং তদ্দ্বারা শরীরে অলকা তিলকা রচনা করিত। ব্রাহ্মণেরা উষ্ণীষের কার্য্যকারী শিখা (বেড়ী) রাখিতেন, সর্ব্বদা উষ্ণীষ বাঁধিতেন না। ক্ষত্রিয়েরা 'জুল্পি' (কাকপক্ষ) রাখিত এবং সধবা স্ত্রীলোকেরা সমস্ত কেশ রক্ষা করিত। পুরুষেরা দাড়ি গোঁপ রাখিতেন। স্মৃতিসংগ্রহ-ধৃত বচনে তাহার প্রশংসা দৃষ্ট হয়। যথা— "কেশশ্মশ্রু ধারয়তাং অগ্র্যা ভবতি সন্ততিঃ।" অনুপদীন অর্থাৎ বুটজুতা (চর্ম্মনির্ম্মিত) পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত। যথা—"সোপানৎকঃ সদা ব্রজেৎ" (মনু)। ঋগ্বেদ মধ্যে অশ্ব ও রথের অনেক স্থলে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"রথঃ স্বশ্বোঽজরো যোঽস্তি" "যো বামশ্বিন মনসো জবীয়াগ্রথঃ স্বশ্বো বিশ আজি গাতি" "নকিঃ স্বশ্বঃ" "মাং নরঃ স্বশ্বা বাজয়ন্তঃ" "স্বশ্বো যো অভীমন্যমানঃ" "রশ্মিং দেব যজসে স্বশ্বঃ" "স্বশ্বাসঃ" "স্বশ্বোঅগ্রে" ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন বৈদিক কালে সমুদ্রগামী নৌকা ছিল। যথা—"দেবা যো বীণাং পদমন্তরীক্ষেণ পততাং বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ" (ঋগ্বেদ) অর্থাৎ যে বরুণ সমুদ্রে অবস্থান করতঃ তত্র প্রচরমাণ নৌকার গতি অবগত আছেন ইত্যাদি। পূর্ব্বে রাজগণ সুসজ্জিত হস্তীতে আরোহণ করিতেন, তাহারও উল্লেখ বেদ-মধ্যে আছে। নিষ্ক নামক এক প্রকার স্বুবর্ণমুদ্রার বিষয় ঋগ্বেদ মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। উহা বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত হইত, সুতরাং উহা মুদ্রা। বীরবেশধারী রুদ্র তীর, ধনুঃ ও সমুজ্জ্বল নিষ্কের মালা পরিধান করতঃ সুসজ্জিত হইয়া আছেন কল্পনা করিয়া ঋষিগণ এইরূপ স্তব করিয়াছেন—

"অর্হন্বিভর্ষি সায়কানি ধন্বার্হন্নিষ্কং যজতং বিশ্বরূপম্।
অর্হন্নিদং দয়সে বিশ্বভ্যং ন বা ওজীয়োরুদ্র ত্বদস্তি॥"

(ঋগ্বেদ)

এই সূক্ত পাঠে অনুমান হয়, উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয়গণ যেরূপ স্বতন্ত্র খণ্ড খণ্ড মোহরের মালা গাঁথিয়া গলদেশে পরিধান করে, সেইমত বৈদিক কালের আর্য্যগণ নিষ্কের মালা গ্রন্থন করিয়া পরিধান করিতেন। পাণিনি-সূত্রে নিষ্ক ও দীনার নামক প্রাচীন সুবর্ণমুদ্রার উল্লেখ আছে। মনু শত-মান নামক রজতমুদ্রার বিষয় লিখিয়াছেন। এই শতমান সুবর্ণনির্ম্মিতও হইত; যথা—"হিরণ্যম্, সুবর্ণম্ শতমানম্" (শতপথ ব্রাহ্মণ)। সুবর্ণ ও রজত-মুদ্রা ভিন্ন পূর্ব্বে তাম্র মুদ্রাও প্রচলিত ছিল। তাহার নাম কার্ষাপণ। অতি পূর্ব্বকালে কাচের গ্লাস জল পানের জন্য ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে কাচের গ্লাসে জলপান করিলে প্রাচীনসম্প্রদায় একবারে নব্যগণের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। সুশ্রুত মুনি ইহার ব্যবস্থা দিয়া-ছেন। যথা—

"সৌবর্ণে রাজতে কাচে কাংস্যে মণিময়ে তথা।
পুষ্পাবতংসং ভৌমে বা সুগন্ধি সলিলং পিবেৎ॥"

মহাভারতে "অনাবৃতাঃ স্ত্রিয়া আসন্" ইত্যাদি পাঠে বোধ হয়, পূর্ব্বে বিবাহের নিয়ম ছিল না ও স্ত্রীলোক স্বাধীনভাবে অবস্থান করিত। বিবা-হের নিয়ম শ্বেতকেতুনামা ঋষিপুত্র হইতে সৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয় "জায়েব পত্যুরুশতী সুবাসা" জায়া অর্থাৎ পত্নীরা স্বামীর মনোরঞ্জনার্থ বেশ-ভূষান্বিতা হইত, এবং পতির অনুগত হইয়া কার্য্যাচরণ করিত। এক্ষণে যেরূপ কামিনীগণ পিঞ্জরবদ্ধা বা অসূর্য্যম্পশ্যরূপা হইয়া আছে, বৈদিক কালে সেরূপ থাকিত না। কিন্তু এক্ষণে যেমন স্ত্রীস্বাধীনতাপ্রিয় "রিফারমার" মহোদয়গণ কুমারী রাজলক্ষ্মী দে, বা বসন্তকুমারী দত্তকে ইউরোপীয় বিবি-

গণের ন্যায় স্বাধীনতা প্রদান করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, সেমত স্বাধীনতা পূর্ব্বকালে ভারতীয় যোষাবৃন্দকে কখনই প্রদত্ত হয় নাই। সে সময় তাহারা স্বামীর সহিত সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারিত। কিন্তু একাকিনী বা অন্য কোন স্ত্রী কিংবা পুরুষের সহিত কোনস্থলে যাইতে পারিত না। রাজার স্ত্রীরা রাজাসনে বসিয়া স্বামীর সহিত রাজকার্য্য, ব্রাহ্মণের স্ত্রীরা স্বামীর সহিত যজ্ঞকার্য্য, এবং বৈশ্যের স্ত্রীরা স্বামীর সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিত। মনুও স্ত্রী-গণকে পরাধীন বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

"পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রো রক্ষতি বার্দ্ধক্যে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥"

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে "স্ত্রিয়ঃ কিমপরাধ্যন্তি গৃহপিঞ্জরকোকিলাঃ।" ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, স্ত্রীলোকেরা পূর্ব্বকালেও অন্তঃপুরে আবদ্ধা থাকিতেন, কোন বিশেষ কারণ বশতঃ বা গুরুজনের অভিপ্রায় ভিন্ন বাহিরে আসিতে পারিতেন না।

শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের নিকট স্ত্রীলোকের অবগুণ্ঠন ধারণ করা পূর্ব্বকালের রীতি, আধুনিক নহে। যথা—

"শ্বশুরস্যাগ্রতো যস্মাচ্ছিরঃপ্রচ্ছাদনক্রিয়া।"

(গার্গ্যসংহিতা।)

"পুরুষসূক্তে" চারিবর্ণের উল্লেখ আছে। ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তা ঋষিগণ, এই চতু-র্ব্বর্ণের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে নিয়ম বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা এ সম্বন্ধে প্রাচীন স্মৃতি হইতে কতিপয় বিষয় নিম্নে গ্রহণ করিলাম।

পূর্ব্বকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে দশ দিনের দিন নামকরণ হইত। শর্ম্মা, বর্ম্মা, ঐশ্বর্য্যঘটিত, আর সেবাঘটিত উপাধি যোগ করিয়া যথাক্রমে জ্ঞান-মঙ্গলাদি, বলবিক্রমাদি, ধনাদি ও নিন্দনীয় কার্য্যকারণবোধক নাম রাখা হইত। সে নাম শুনিলেই সে ব্যক্তি কোন্ জাতীয়, তাহা জানা যাইত। যথা—শুভশর্ম্মা, বলবর্ম্মা, বসুভূতি, দীনদাস ইত্যাদি। চারি বর্ণের আচার, বেশ-ভূষা, খাদ্যনিয়ম, পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থার অধীন ছিল।

ক্ষুধা পাইলেই ভোজন করা প্রথমে ব্যবহার ছিল। তৎপরে দুইবার-মাত্র আহার করিবার বিধি হয়—

"মুনিভির্দ্বিরশনং প্রোক্তং বিপ্রাণাং মর্ত্যবাসিনাম্।"

( কাত্যায়ন )

এক্ষণে আর্য্যগণের প্রাত্যহিক কার্য্যসম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। প্রত্যূষ-কালে শৌচপ্রস্রাবাদি সমাধা করিয়া দন্তধাবন পূর্ব্বক স্নান করিবেক। যথা—

"উষাকালে তু সম্প্রাপ্তে শৌচং কৃত্বা যথার্হতঃ।
ততঃ স্নানং প্রকুর্ব্বীত দন্তধাবনপূর্ব্বকম্॥

( দক্ষ )

প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্নান করিবেক, যথা—"প্রাতঃস্নায়ী ভবেন্নিত্যং"। স্নানের পর পবিত্র দ্রব্য সকল স্পর্শ করিবেক, যথা—"স্নানাদনন্তরং তাবদুপ-স্পর্শনমুচ্যতে" ( দক্ষ )। তৎপরে সন্ধ্যা উপাসনা, তাহার পর হোম করিবে; যথা—"সন্ধ্যা-কর্ম্মাবসানে তু স্বয়ং হোমো বিধীয়তে" ( দক্ষ )। ইহার পর দেব-পূজা করিয়া পুনশ্চ মাঙ্গল্য বস্তু দর্শন করিবেক; যথা—"দেবকার্য্যং ততঃ কৃত্বা গুরু-মঙ্গলবীক্ষণম্।" প্রাতঃকালের কার্য্য সমাধা করিয়া বেদাধ্যয়নাদি করিবেক; যথা—"দ্বিতীয়ে চৈব ভাগে তু বেদাভ্যাসো বিধীয়তে।" শিক্ষা করা ও দেওয়া যে কিছু লেখা পড়ার কার্য্য, তাহা এই দ্বিতীয় ভাগে করা হইত। তৎপরে তৃতীয় ভাগে পোষ্যবর্গের এবং অর্থসাধন ঘটিত কার্য্য সমাধা করা হইত। যথা—

"তৃতীয়ে চৈব ভাগে তু পোষ্যবর্গার্থসাধনম্।" পুনর্ব্বার চতুর্থভাগে অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালে স্নানাদি করিবেক। যথা—"চতুর্থে তু তথা ভাগে স্নানার্থং মৃদ-মাহরেৎ।" পঞ্চম ভাগে অর্থাৎ আড়াই প্রহরের সময় দেব, পিতৃ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতিকে অন্নাদি খাদ্য দেওয়া হইত; যথা—

"পঞ্চমে চ তথা ভাগে সংবিভাগো যথার্হতঃ।"

সকলকে আহার দিয়া গৃহস্থ শেষে ভোজন করিতেন। যথা—

"গৃহস্থঃ শেষভুক্ ভবেৎ" ( দক্ষ )।

ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাগ ইতিহাস পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনায় অতিবাহিত হইত। যথা—"ইতিহাসপুরাণাদ্যৈঃ ষষ্ঠঞ্চ সপ্তমং নয়েৎ।" তাহার পর সূর্য্যাস্ত কালে নির্জন অরণ্য কি নদীতীরে যাইয়া নক্ষত্রদর্শন পর্য্যন্ত উপাসনা করার

বিধি দৃষ্ট হয়। তৎপরে দেড় প্রহর রাত্রির মধ্যে আহারাদি করিয়া শয়ন করিতে হইত ; যথা—

"নিত্যমহনি চ তমস্বিন্যাং সার্দ্ধপ্রহরযামান্তঃ"

( কাত্যায়ন )

শ্রাদ্ধ করা মনুব সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, পূর্ব্বে ছিল না। যথা—"অথৈতন্মনুঃ শ্রাদ্ধশব্দং কর্ম্ম প্রোবাচ" ( আপস্তম্ব ঋষি ) অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্নাদি দানের নাম শ্রাদ্ধ, এবং এই কার্য্য মনু প্রকাশ করিয়াছেন। পুনশ্চ পুলস্ত্য কহেন—

"সংস্কৃতং ব্যঞ্জনাঢ্যঞ্চ পয়োদধিঘৃতান্বিতং।
শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ তেন শ্রাদ্ধং নিগদ্যতে॥"

অর্থাৎ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ব্যঞ্জনাদি যুক্ত সংস্কৃত অন্ন পিতৃলোকের উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয় বলিয়া এই কার্য্যের নাম শ্রাদ্ধ।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা আহার করিতে করিতে গল্প করিতেন না। যথা—"বাগ্‌যতো ভুঞ্জীত" ( শ্রুতি ) অর্থাৎ মৌন হইয়া ভোজন করিবেক। তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে পথে ভ্রমণ নিষিদ্ধ ছিল। যথা—"সর্ব্বদেশেষনাচারঃ পথি তাম্বূলভক্ষণম্।" ( মনু )

এখনকার আচাব হইয়াছে, অন্ন পাক করিলেই তাহা উচ্ছিষ্ট, কিন্তু পূর্ব্বে ভোজনাবশিষ্টই উচ্ছিষ্ট বলা যাইত। অনাস্বাদিত অন্ন, স্পৃষ্ট হইলেই যে হস্ত ধৌত করিতে হয়, ইহার কোন বিধি শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

পূর্ব্বে আর্য্যমাত্রেরই এই সকল সদাচার অনুষ্ঠান কবিবার বিধি ছিল—

"দয়া ক্ষমানসূয়া চ শৌচমায়াসবর্জনং।
অকার্পণ্যমস্পৃহত্বং সর্ব্বসাধারণানি চ।"

( বৃহস্পতি )

"ক্ষমা সত্যং দয়া শৌচং দানমিন্দ্রিয়সংযমঃ।
অহিংসা গুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং তথা॥"

( বিষ্ণু )

ক্ষমা, সত্য, দয়া, বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয়বিধ শৌচ, দান, জিতেন্দ্রিয়ত্ব,

অহিংসা, গুরুসেবা, তীর্থভ্রমণ, ঈর্ষা না করা, সারল্য, আয়াসবর্জ্জন, অকার্পণ্য, বীতস্পৃহতা এই সকল ধর্ম্মের দ্বারস্বরূপ এবং সকল জাতিসাধারণে ইহা আচরণ করিতে পারে।

আর্য্যগণের আচারব্যবহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে এইমাত্র সমালোচিত হইল। ইহার পর এতৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় লিখিবার ইচ্ছা আছে।

# বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ।

Devadáttani á rabbha bhásitani sabbáni játakáni.

DHAMMAPADAM.

*( Edited by V. Fausböll. )*

# বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ

বৌদ্ধগণের জাতক নামে এক প্রকার ধর্ম্ম-গ্রন্থ আছে। "খুদ্দকনিকেয়" দশম ভাগ "জাতকম্" নামে খ্যাত। বৌদ্ধেরা কহে "পন্নাম ধিকানি পন্নাশ জাতকা শতানি" অর্থাৎ ৫৫০ শত জাতক আছে। এই সকল গ্রন্থ আদ্যো-পান্ত পালিভাষায় রচিত। ইহার টীকা সিংহলীয় ভাষায় লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই টীকা অশোক-পুত্র মহেন্দ্র খৃষ্ট জন্মের ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে রচনা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রপ্রবীণ বুদ্ধঘোষ নামক মগধ-দেশীয় ব্রাহ্মণ ৫০০ শত খৃষ্টাব্দে জাতক গ্রন্থের কোন কোন অংশের অব-তরণিকা লিখিয়া প্রকাশ করেন। এই সকল জাতকে বুদ্ধের পূর্ব্বজন্মের বিবরণ, তথা নানা উপদেশপূর্ণ গল্প আছে। বৌদ্ধেরা কহেন, জাতকনিচয় শাক্যসিংহের মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে এবং এজন্যই ইহা ধর্ম্মপুস্তকের অন্তর্গত। সকল জাতকেই বুদ্ধদেবের অলৌকিক ক্ষমতা ও তাঁহার গুণা-বলী বর্ণিত আছে। যথা—"দেবদত্তানি আরভ ভাষিতানি সব্বানি জাতকানি।" আমরা অদ্য "দশরথ জাতকের" বিবরণ নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিতেছি। ইহাতে বৌদ্ধেরা শ্রীরামচরিত যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, পাঠকগণ তাহা অবগত হইতে পারিবেন।

একজন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পিতৃবিয়োগশোকে নিতান্ত কাতর হইলে, তাহার শোকসন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিবার জন্য বুদ্ধদেব গল্পচ্ছলে তাহাকে নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়াছিলেন।

পুরাকালে বারাণসীতে দশরথ নামক একজন প্রবল পরাক্রমশালী নৃপতি বাস করিতেন। তিনি কিছুকাল সাংসারিক বৃথা আমোদে কালক্ষেপ করিয়া অবশেষে ন্যায়পরতার সহিত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার যোড়শ সহস্র পত্নী ছিল। তাহার মধ্যে প্রধানা মহিষীর দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মিয়াছিল। ইহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাম ও অপর কুমার লক্ষ্মণ

এবং কন্যার নাম সীতা।* কিছুকাল পরে রাজ্ঞী লোকান্তর গমন করিলে রাজা শোকে অত্যন্ত কাতর হইলেন। পারিষদবর্গের সান্ত্বনাবাক্যে নৃপতি শোকবেগ সংবরণ করিলেন এবং পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করতঃ তাঁহাকে প্রধানা মহিষীর স্থলাভিষিক্ত করিলেন। তাঁহার গর্ভে একটী পুত্র জন্মিল, তাহার নাম ভরত রাখিলেন। রাজা পুত্রমুখ নিরীক্ষণে পুলকিত হইয়া রাজ্ঞীকে তাঁহার অভিলষিত বিষয় প্রার্থনা করিতে অনুমতি করিলেন; রাজ্ঞী তাহার কোন উত্তর না করিয়া প্রফুল্ল আননে নীরবে রহিলেন। রাজকুমার ভরত অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে, রাজ্ঞী নৃপতিকে কহিলেন, "আপনি আমার যে অভিলাষ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, অদ্য তাহা সফল করিতে আজ্ঞা হউক।" রাজা দশরথ প্রফুল্ল আননে সম্মত হইয়া রাজ্ঞীর অভিলাষ ব্যক্ত করিতে আজ্ঞা দিলেন। রাজ্ঞী প্রত্যুত্তর করিলেন, "মহারাজ! রাজপুত্র ভরতকে আপনার রাজ্য প্রদান করুন।" রাজা এতচ্ছ্রবণে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া কহিলেন, "পাপীয়সি! আমার দুই পুত্র অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া তুই স্বপুত্রের রাজ্যলাভের আশা করিস্।" রাজার ক্রোধ-হুতাশন প্রজ্বলিত দেখিয়া রাজ্ঞী ভীতচিত্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার আশা নিবৃত্ত হইল না। তিনি কিছুকাল পরে পুনরায় রাজাকে তাঁহার অভিলাষ জ্ঞাপন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিতা হইলেন না। রাজা তাহাতে সম্মত হইয়া ভাবিলেন, "স্ত্রীলোক কখনই কৃতজ্ঞা নহে, তাহাদের দ্বারা নানাবিপদ ঘটিবার সম্ভব, সুতরাং আমার পত্নী গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া রামলক্ষ্মণের প্রাণ বিনাশ করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিতে পারে।" এইমত চিন্তা করিয়া পুত্রদ্বয়কে সমীপে আনয়ন করতঃ তাহাদিগের আশু বিপদের বিষয় জ্ঞাত করিয়া কহিলেন; "হে কুমারদ্বয়! এখানে অবস্থিতি করিলে তোমাদিগের বিপদের আশঙ্কা আছে। এজন্য আমার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তোমরা কোন নগরে

* "অথ বারাণস্যাম্ দশরথ-মহারাজ নাম অগতি-গমনম্ পহায় ধম্মেন রাজ্যমকরেসি। তস্স ষোলসন্ন-ইত্থি-সহস্সনম্ জেঠ্ঠিকা অগমহেষি দ্ব পুত্ত একন স ধিতরম বিজয়ি। জ্যেঠ্ঠ পুত্তো রাম পণ্ডিতো অহোষি। দুতীয় লক্কন কুমারো, ধিতা সীতা দেবী নাম।" ইত্যাদি।

কিংবা অরণ্যে বাস কর, তৎপরে আমার পরলোকান্তে রাজ্যাধিকার করিতে যত্নশীল হইবে।” এই বলিয়া তিনি গ্রহাচার্য্যকে তাঁহার মৃত্যুকাল নির্ণয় করিতে আদেশ করায়, তাঁহার দ্বাদশ বৎসর ধরামণ্ডলে জীবিত থাকিবার বিষয় অবগত হইলেন, এবং কুমারদ্বয়কে সেইকাল অন্তে স্বরাজ্য অধিকার করিতে আসিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাঁহারা পিতৃ-আজ্ঞা পালন জন্য সজল নেত্রে পিতার চরণ বন্দনা করিয়া বিদায় হইলেন। রাজকুমারী সীতাও পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গিনী হইলেন। তাঁহারা তিন জনে হিমালয় সন্নিকটে কুটীর নির্ম্মাণ করতঃ ফলমূল আহারে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণ সর্ব্বদা ফলমূল আহরণ করিয়া রামচন্দ্রকে প্রদান করিতেন।

ইহাঁদিগের বনগমনের নয় বর্ষ মধ্যেই রাজা দশরথের পুত্রশোকে মৃত্যু হইল। ভরত পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিয়া সিংহাসনারূঢ় হইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মন্ত্রিগণ রাম জীবিত থাকিতে তিনি রাজ্যাধিকারী নহেন কহিলেন, সুতরাং ভরত তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া অসংখ্য সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে রামের উদ্দেশে বনে গমন করিলেন। পর্ণকুটীরে অরণ্য মধ্যে রামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি দেখিলেন, শান্ত-মূর্ত্তি রাম স্পন্দরহিত হইয়া বসিয়া আছেন। ভরত তাঁহাকে ভক্তিসহকারে প্রণিপাত করিয়া পিতার মৃত্যুসংবাদ বিজ্ঞাপন করিলেন। রাম পিতৃবিয়োগ-সংবাদ শ্রবণে গম্ভীরভাবে রহিলেন, কিছুমাত্র শোক করিলেন না। ভরত এককালে শোকে বিহ্বল হইলেন। এমত সময়ে ফলমূল লইয়া কুমার লক্ষ্মণের সহিত সীতা প্রত্যাগমন করিলেন। রাম ভাবিলেন, লক্ষ্মণ ও সীতা পিতার মৃত্যুসংবাদে শোকবেগ সংবরণ করিতে পারিবে না, সুতরাং ইহাদিগকে “পিতার পরলোক হইয়াছে” হঠাৎ এ কথা বলিলেই শোকে অধীর হইয়া উঠিবেক। তিনি এজন্য কৌশল করিয়া তাহাদিগকে সম্মুখস্থ নদীর জলে অবতরণ করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, “তোমরা অদ্য আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করায় এই শাস্তি দিলাম।” তৎপরে এই কবিতার্দ্ধ কহিলেন।

‘ইথ লক্খন সীতাস<br>
উভ উতরথোদকানন্তি,

এই কবিতার্দ্ধ শ্রবণে লক্ষ্মণ ও সীতা উভয়ে জলে অবতরণ করিলেন, তৎপরে রাম অপরার্দ্ধ পাঠ করিলেন। যথা—

"ইবম্ ভরতো আহ রাজা দশরথো মতোত্তি।"

এই কথায় দশরথের মৃত্যু বার্ত্তা শ্রবণে তাঁহারা শোকে অধীর হইলেন। রাম তিনবার এই শ্লোক উচ্চারণ করিলেন, এবং তচ্ছ্রবণে লক্ষ্মণ ও সীতা তিনবারই জ্ঞানশূন্য হইলেন; ভরতের সঙ্গিগণ তাঁহাদিগকে জল হইতে উত্তোলন করিয়া আনিলেন। তখন লক্ষ্মণ, ভরত ও সীতা সকলেই শোকে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভরত রামকে শোকসন্তপ্ত না দেখিয়া, তাঁহাকে সাদরে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্ঞানী রাম প্রত্যুত্তর করিলেন; সংসারের যুবা, বৃদ্ধ, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ধনী, দরিদ্র, সকলেই মৃত্যুর অধীন। যথা—

"ধহরা স হি বুদ্ধ স ই বল ই স পণ্ডিত
অধা স ইব দালিদ্দ স সব্বি মাস্সু পরায়ণ"

যেমন পক্ক ফল শীঘ্র ভূপতিত হইয়া থাকে, সেই মত জীব মাত্রই সর্ব্বদা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, ইহার আর আশ্চর্য্য কি? যথা—

"ফলনম্ ইব পক্কননম্, নিস্সম্ পপাতন্ ভয়ম্,
ইবম্ যাতানম্ মস্সানম্, নিস্সম্ মরণতো ভয়ম্।"

নির্ব্বোধ লোক কেবল পরিতাপ করিয়া ক্লেশের বৃদ্ধি করে, তাহাতে আপনার কিছুই উপকার দর্শে না এবং মৃত ব্যক্তিও প্রত্যাগত হয় না। মনুষ্য একাকী সংসারে প্রবেশ করিয়াছে, এবং একাকীই সংসার হইতে গমন করিবে। সংসারের সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, এজন্য শোকাকুল হওয়া কখনই জ্ঞানিব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। রামের মুখবিনিঃসৃত এতাদৃশ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সকলেই বিলাপ পরিত্যাগ করিলেন। ভরত রামকে বারাণসীতে গমন করিয়া পিতার শূন্য সিংহাসনে আসীন হইতে কহিলেন, তাহাতে রাম প্রত্যুত্তর করিলেন, ভ্রাতঃ! পিতা আমাকে দ্বাদশ বর্ষ পরে বারাণসীতে গমন করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন; এক্ষণে নয় বৎসর মাত্র গত হইয়াছে, এ সময় গৃহস্থাশ্রমে গমন করিলে পিতৃ-আজ্ঞা উলঙ্ঘন করা হয়, এজন্য এক্ষণে তুমি লক্ষ্মণ ও সীতা সমভিব্যাহারে বারাণসীতে গমন কর এবং বর্ষত্রিতয়

আমার তৃণনির্ম্মিত এই পাদুকা সিংহাসনোপরি স্থাপন করিয়া আমার সদৃশ হইয়া রাজ্য শাসন করিবে। এতচ্ছ্রবণে ভরত লক্ষ্মণ, সীতা ও সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে রামের তৃণ-নির্ম্মিত পাদুকা সিংহাসনে সংস্থাপন করিলেন এবং কুমার ভরত প্রতিনিধি স্বরূপে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। রাম তিন বৎসর পরে বারাণসীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সীতাকে বিবাহ করিলেন। প্রজা ও মন্ত্রিবর্গ মহাসমারোহের সহিত এই নবদম্পতীকে সিংহাসনারূঢ় করিলেন।* এই কম্বুগ্রীব মহাবল পরাক্রান্ত রাম ১৬০০০ বর্ষ রাজ্য করিয়া পরলোক গমন করেন। যথা—

দশবস্‌স সহস্‌সানি,
সট্‌ঠী বস্‌স শতানি চ।
কম্বুগীব মহাবাহু,
রামো রজ্জম্ অকারোতি॥

পাঠকগণ দেখুন বৌদ্ধগণের হস্তে রামায়ণ কীদৃশ বিকৃতভাব ধারণ করিয়াছে। এই জাতকে লিখিত আছে, "তদা দশরথ মহারাজা সুদ্ধোদনমহারাজ অহোসি, মাতা মহামায়া, সীতা রাহুল মাতা, ভরতো আনন্দো, লক্ষনো সারিপুত্তো, পরিষা বুদ্ধ-পরিষা, রাম পণ্ডিতো অহম্ ইব" ইতি ( দশরথ-জাতক ) অর্থাৎ সেই সময় দশরথ মহারাজ শুদ্ধোদন মহারাজ, রামমাতা মহামায়া, সীতা রাহুলের মাতা, ভরত আনন্দ, লক্ষ্মণ সারিপুত্র, বুদ্ধ পার্ষদগণ তাঁহাদের সঙ্গী ও মন্ত্রিবর্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং সুপণ্ডিত রামরূপে আমি স্বয়ং ( বুদ্ধবাক্য ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। বৌদ্ধেরা এইরূপ কৌশলে রামায়ণ লিখিয়াছে। এইরূপ হেমচন্দ্রও জৈন রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রকে জৈনধর্ম্মাবলম্বী লিখিয়া গিয়াছেন।

---

* "তস্‌সাগতভাবাম্ নটকুমার অমস্‌সপরিবর্ত্তনম্ গন্ত সীতাম্ অগমহেষিম্ কত্ব উভিন্নম্ পি অভিবেকম্ করিংসু।"

# স্বর-বিজ্ঞান।

"স স্বরো যঃ শ্রুতিস্থানে স্বনন্ হৃদয়রঞ্জকঃ॥"

# স্বর-বিজ্ঞান।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে ভারতবর্ষেব সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত সমুদয় বিবরণ সংক্ষেপে একটী প্রস্তাবে সমালোচনা করিয়াছি। তদ্ভিন্ন নাট্য ও নৃত্য সম্বন্ধে দুইটী স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণে পুনর্ব্বার কণ্ঠ-সঙ্গীত সম্বন্ধে বিলুপ্তপ্রায় ঋষিপ্রণীত এবং সঙ্গীতাচার্য্য-গণদ্বারা নির্ম্মিত বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সারাংশ সমুদ্ধৃত হইবে এবং ইহার আলোচনা দ্বারা পাঠকগণ ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

গান করা মনুষ্য মাত্রের প্রকৃতিসিদ্ধ। গান মনুষ্যের সুখের সামগ্রী। গীতরস পশুপক্ষী প্রভৃতিকেও আর্দ্র করে, এই জন্যই পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে—"শিশুর্বেত্তি পশুর্বেত্তি বেত্তি গীতরসং ফণী" শিশু, পশু, অধিক কি সর্প যে এমন ক্রূর জাতি, তাহারাও গীতরসে মুগ্ধ হয়।

"অজ্ঞাতবিষয়াস্বাদো বালঃ পর্য্যঙ্কশায়কঃ।
রুদন্ গীতামৃতং পীত্বা হর্ষোৎকর্ষং প্রপদ্যতে॥"

কোন বিষয়েরই আস্বাদ জানে না, ঈদৃশ পর্য্যঙ্কশায়ী শিশুও রোদন করিতে করিতে গীতামৃতে শান্ত হয় এবং আহ্লাদে মগ্ন হয়।

এই গীতরস জীবমাত্রেব আস্বাদ্য হইলেও তাহাব বিশেষ আছে। যে অংশ উহার বিদ্যা, যে অংশের আস্বাদ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন ভোগ করিতে পারেন না, এবং তজ্জন্যই পণ্ডিতেবা নানা গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। যথা—

"ব্রহ্মেশ-নন্দি-ভরত-দুর্গা-নারদ-কোহলাঃ।
দশাস্য-বায়ু-রম্ভাদ্যাঃ সঙ্গীতস্য প্রকাশকাঃ॥"

আদি শরীরী ব্রহ্মা, তৎপরে নন্দী, তৎপরে ভরত, দুর্গাদেবী, নারদ, কোহল, রাবণ, বায়ু, রম্ভা, ইহারা সঙ্গীত বিদ্যার সম্প্রদায়কর্ত্তা। নিম্নতন সঙ্গীতাচার্য্য-দিগকে ইহাদিগের প্রদর্শিত পথেই চলিতে হইয়াছে। নব্য আচার্য্যেরা সঙ্গীত

বিজ্ঞানের কোন নূতন বীজ সৃষ্টি করেন নাই, তাঁহারা পুরাতন সঙ্গীত বিদ্যাকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছেন মাত্র। অতি আদিম কালের গীত একপ্রকার ছিল, এখন তাহার আকার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়, পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। এখন যেরূপ তাল, গমক (স্বরের কম্পন), মূর্চ্ছনা (স্বর হইতে স্বরান্তরে প্রবেশ), কোমল, তীব্র (তিয়র), প্রভৃতি নানা পরিচ্ছদে বিভূষিত গীত উচ্চারিত হইয়া থাকে, আদিকালে এরূপ ছিল না। শুদ্ধ স্বরকে কিরূপে বিকৃত করিয়া ঐ সকল নূতন নূতন আকার নির্ম্মাণ করা যায়, তাহার কৌশলও বোধ হয় তাৎকালিক লোকেরা জ্ঞাত ছিলেন না। সেই জন্যই আদিম কালের গান এখন আর কাহারও চিত্ত হরণ করিতে পারে না।

আদিমকালে শুদ্ধ স্বর অবলম্বন করিয়াই গীত হইত। ইউরোপীয় জাতির গান এবং আমাদের বৈদিক গান তাহার সাক্ষী। ইউরোপীয়গণ বরং কিছু উন্নতি করিয়াছেন, কেননা, তাঁহারা শুদ্ধ স্বর ও বিকৃত স্বর ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা গমক (স্বরের কম্পন) কৌশল জানেন না এবং রীতিশুদ্ধ মূর্চ্ছনাও জ্ঞাত নহেন। আমাদিগের বেদগান আর উন্নত হইল না, লৌকিক গানই সমধিক উন্নত হইয়াছে। বৈদিক গান কেবল হা—হী—বু—ইউরোপীয়-গানেও হাউ হাউ হু—উচ্চ মধ্যম বা স্বরিত স্বরমাত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাতে গমক মূর্চ্ছনাদির উৎকর্ষ নাই।

বেদগানে ৩টি মাত্র স্বর লাগে। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। কিন্তু লৌকিক গানে ইহার নাম গন্ধও নাই। বৈদিক গানে দেখা যায়, ৩টি স্বর; কিন্তু লৌকিক গানে ৭টী স্বব, স ঋ গ ম প ধ নি অর্থাৎ ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ। পুরাতন কালের উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতের সঙ্গে এখনকার স রি গ ম প ধ নির সঙ্গে যে কিরূপ যোগ আছে, তাহা বুঝা ভার। কেননা, কোন সঙ্গীতগ্রন্থে উদাত্ত অনুদাত্তের উল্লেখ নাই। নব্যতম লৌকিক গানের পুস্তকে উদাত্তাদির নাম লক্ষণাদি না থাকায় কেহ কেহ অনুমান করেন এবং বলেন, পূর্ব্বকালের উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত আর কিছুই না, উহা স্বরোচ্চারণের স্থানবিশেষ মাত্র। আমরা এখন যাহাকে উদারা মুদারা তারা বলিয়া থাকি, তাহাই পূর্ব্বকালের উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। এ কথা

বা এ সিদ্ধান্ত আমাদিগের ভাল বোধ হয় না। কারণ স্বর-বিচারস্থলে কাশিকা-কার বলিয়াছেন যে,

"উচ্চৈরিতি চ শ্রুতিপ্রকর্ষো ন গৃহ্যতে।
উচ্চৈর্ভাষতে উচ্চৈঃ পঠতীতি।"

উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতেছে, উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেছে, এইরূপ কর্ণগোচর উচ্চতাকে উদাত্ত সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই।

অপিচ উদারা, মুদারা, তারা; এই ত্রিবিধ স্বরের প্রত্যেকটিতে স ঋ গ ম প ধ নি অনুগত আছে; কিন্তু বৈদিক উদাত্তে তাহা নাই এবং থাকিবার সম্ভাবনাও দেখা যায় না।

কেহ কেহ বলেন, উহা স্বরে পরিমাণবিশেষের নাম। ইংরাজিতে ইহাকে টোন্ কহে। বৈদিক স্বরে যেমন তিন প্রকার পরিমাণ দেখা যায়, ইংরাজিতে সেইরূপ তিন প্রকার টোন্ আছে। মেজার টোন্ (১), মাইনর টোন্ (২), এবং সেমী টোন্ (৩)। এই কল্পনা কতদূর সত্য, তাহা নির্ণয় করা যায় না। পরন্তু এ বিষয়ে আমরা নিম্ন-প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করিতে চাহি।

শিক্ষাগ্রন্থে দ্বিশ্রুতি স্বরকে উদাত্তজাতীয় বলা হইয়াছে। যথা—

"উদাত্তৌ নিষাদ-গান্ধারৌ" শিক্ষা।

ত্রিশ্রুতি স্বরকে অনুদাত্ত জাতি বলা হইয়াছে। যথা—

"অনুদাত্তৌ ঋষভ-ধৈবতৌ।" শিক্ষা।

আর ৪ শ্রুতি স্বরকে স্বরিত বলা হইয়াছে। যথা—

"স্বরিত-প্রভবা হ্যেতে ষড়্‌জ-মধ্যম-পঞ্চমাঃ।" শিক্ষা।

কিন্তু সঙ্গীত শাস্ত্রে স্বরের পরিমাণ এইরূপ আছে। যথা—

স—৪ শ্রুতি।
ঋ—৩ শ্রুতি।
গ—২ শ্রুতি।
ম—৪ শ্রুতি।
প—৪ শ্রুতি।
ধ—৩ শ্রুতি।
নি—২ শ্রুতি। *

*...চতুশ্চতুশ্চৈব ষড়্‌জমধ্যমপঞ্চমাঃ। দ্বে দ্বে নিষাদগান্ধারৌ ত্রিস্ত্রিঋষভধৈবতৌ॥
(সঙ্গীতসিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ।)

উপরোক্ত শিক্ষাগ্রন্থের রচনানুসারে উদাত্তাদি স্বরত্রয়ের সহিত স রি গ ম ইত্যাদি সপ্ত স্বরের এইরূপ সামঞ্জস্য হয়—নি গ ২ শ্রুতিতে গঠিত সুতরাং নি গ উদাত্ত জাতীয়।

রি ধ অনুদাত্ত-জাতীয়। স ম প স্বরিত হইতে উৎপন্ন। যদি এইরূপ হইল, তাহা হইলে ইহাই জানা যাইতেছে যে, বৈদিক স্বরত্রয় ভাঙ্গিয়া লৌকিক সপ্তস্বর নির্ম্মিত হইয়াছে। বৈদিক কালের গান ত্রিস্বরেই হইত, অথবা বিকৃত স্বর-গুলি গান কালে প্রকাশ পাইত, কিন্তু তাহা বৈদিক কালের হিন্দুগণ ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিতেন না।

পাণিনীয় স্বর-বিচারে বৃত্তিকার উদাত্তাদির লক্ষণ যাহা দেখাইয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রকটিত করিতেছি।

( উচ্চৈরুদাত্তঃ পা, ৪, ২, ২৯ )

বৃত্তি—উদাত্তাদিশব্দঃ স্বরে বর্ণধর্ম্মে লোকবেদয়োঃ প্রসিদ্ধঃ। উচ্চৈরুপ-লভ্যমানো যোঽচ্ স উদাত্তসংজ্ঞো ভবতি। উচ্চৈরিতি চ শ্রুতিপ্রকর্ষো ন গৃহ্যতে। উচ্চৈর্ভাষতে উচ্চৈঃ পঠতীতি। কিং তর্হি ? স্থানকৃতমুচ্চত্বং সংজ্ঞিনো বিশেষণম্। তাল্বাদিষু হি ভাগবৎসু স্থানেষু বর্ণা নিষ্পদ্যন্তে। তত্র যঃ সমানে স্থানে উর্দ্ধভাগনিষ্পন্নোঽচ্ স উদাত্তসংজ্ঞো ভবতি। যস্মিন্নুচ্চার্য্যমাণে গাত্রাণা-মায়াসো নিগ্রহো ভবতি। রুক্ষতা অস্নিগ্ধতা স্বরস্য। সংবৃততা কণ্ঠবিবরস্য।

অর্থ—উদাত্ত, অনুদাত্তাদি শব্দ, স্বরের এবং বর্ণের ধর্ম্ম। যাহা উচ্চ বলিয়া বোধ হয় তাহাই উদাত্ত। এই উচ্চতা শ্রবণ-গত উৎকর্ষ অর্থাৎ বড় শব্দ হইলেই যে উদাত্ত হয়, তাহা নহে। তবে কি ? কণ্ঠতালু প্রভৃতি স্থানের উর্দ্ধভাগ অবলম্বন করিয়া উচ্চতম প্রযত্নে যাহা নিষ্পন্ন হয়, তাহাই উদাত্ত স্বর। উদাত্ত স্বর উচ্চারণ করিতে গেলে শরীরে নিগ্রহ উপস্থিত হয়, টান পড়ে ( কষ্ট হয় ), স্বরটি বা ধ্বনিটি রুক্ষ ও তীব্র অর্থাৎ অস্নিগ্ধ ভাবে প্রকাশ পায় ( স্নিগ্ধতা থাকে না )। কণ্ঠ-বিবর সঙ্কোচ করিয়া ইহা উচ্চারণ করিতে হয়।

পাঠকগণ। এখন বুঝিয়া লউন যে, উদাত্ত স্বরটি কি ?

অনুদাত্ত—"নীচৈরনুদাত্তঃ" ( পা, ৩০ )

বৃত্তি—নীচৈরুপলভ্যমানো যোঽচ্ সোঽনুদাত্তসংজ্ঞো ভবতি। নীচভাগে

নিষ্পন্নো যোহচ্ সঃ অনুদাত্তঃ। যস্মিন্নুচ্চার্য্যমাণে গাত্রাণামন্ববসর্গো ভবতি। অন্ব-বসর্গো মার্দবম্। স্বরস্য মৃদুতা স্নিগ্ধতা। কণ্ঠবিবরস্য উরুতা মহত্তা চ।

অর্থ—যাহা অনুচ্চ বা নীচ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাই অনুদাত্ত। ইহাও ছোট স্বর হইলে হইবে না। উচ্চারণ স্থানের নিম্ন বা নীচ ভাগ অব-লম্বন করিয়া উঠাইলে তবে তাহা অনুদাত্ত হইবে। ইহার উচ্চারণকালে শরীর শিথিল ভাব অর্থাৎ মৃদুতা প্রাপ্ত হয়। স্বরটি মৃদু ও স্নিগ্ধ ভাবে প্রকাশ পায়। কণ্ঠ-বিবর বড় হয় ( হাঁ করিতে হয় )। অনুদাত্ত স্বর কি? তাহা এতদ্দ্বারা বুঝিয়া লউন।

স্বরিত—"সমাহারঃ স্বরিতঃ।" ( পা, ৩১ )

বৃত্তি—উদাত্তানুদাত্তস্বরসমাহারঃ স্বরিতঃ। তৌ সমাহ্রিয়েতে যস্মিন্ তস্য স্বরিত ইত্যেষা সংজ্ঞা।

অর্থাৎ যাহাতে কথিত দুই স্বরের ( অনুদাত্ত ও উদাত্ত ) সংগ্রহ হয়, দুই স্বরের সমাবেশ বা সংযোগ হয়, তাহাই স্বরিত।

"তস্য আদিত উদাত্তমর্দ্ধহ্রস্বম্" ( পা, ৩২ )

এই স্বরিত স্বরের প্রথমে অর্দ্ধমাত্রাত্মক অংশ উদাত্ত হইয়া অবশিষ্ট অনুদাত্ত হইবে অর্থাৎ উদাত্ত স্বরে আরম্ভ এবং অনুদাত্ত স্বরে সমাপ্তি। আরম্ভের পরেই গমকের ( কম্পন ) মত ভঙ্গ থাকিবে।

এতদ্ভিন্ন আর এক স্বর আছে, তাহার নাম "একশ্রুতি স্বর"। ইহাতে উদাত্তানুদাত্ত স্বরিতের বিভাগ থাকে না। অবিভাগে গীত হয়। দূর হইতে আহ্বান করিবার কালে ও রোদন সময়ে এই "একশ্রুতি" স্বর প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্বরিত স্বর এতদ্দ্বারা বুঝিয়া লইবার বিচিত্রতা নাই।

কথিত আছে যে, বৈদিকগান হইতেই লৌকিক গান নির্ম্মিত। তাহা সম্ভব বটে। আদিম কালের ত্রৈস্বর্য্যগান উন্নত হইয়াই ক্রমে উনবিংশতি স্বর হইয়াছে।—(শুদ্ধস্বর ৭, বিকৃত ১২)। এবং তাহাব কোমল তিওর, তদু-পরি গমক মূর্চ্ছনাদির পরিপাটী বৃদ্ধি হওয়াতে লৌকিক গান এত মধুর হইয়াছে। পর পর উৎকর্ষসাধনই হইয়া থাকে।

বৈদিক কালের উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত স্বরের কথা এখন আর সঙ্গীত ব্যবসায়িদিগের মুখে শুনা যায় না। তাঁহাদের গ্রন্থে ইহার নাম গন্ধও নাই।

তাঁহারা গানকালে প্রতিনিয়তই উদাত্ত অনুদাত্তের ব্যবহার করিয়া থাকেন, অথচ তাঁহারা জানেন না যে, উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরটী কিরূপ।

নব্যসঙ্গীত গ্রন্থে উহার নামোল্লেখ না থাকিলেও বৈদিক শিক্ষা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, লৌকিক গানের ৭টি স্বর বৈদিক ত্রিস্বর হইতে লব্ধ অর্থাৎ উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর হইতেই স ঋ গ ম প ধ নি, এই সাতটী স্বর গঠিত হইয়াছে। যথা—

"উদাত্তৌ নিষাদ-গান্ধারৌ অনুদাত্তৌ ঋষভ-ধৈবতৌ।
স্বরিত-প্রভবা হ্যেতে—ষড়্‌জ-মধ্যম-পঞ্চমাঃ॥"

উদাত্ত স্বর লইয়া নিষাদ ও গান্ধার (নি, গ) স্বর গঠিত হইয়াছে। অনুদাত্ত হইতে ঋ, ধ অর্থাৎ ঋষভ ধৈবত; আর স্বরিত স্বর হইতে স, ম, প অর্থাৎ ষড়্‌জ, মধ্যম ও পঞ্চম স্বর উৎপন্ন হইয়াছে।

উদাত্ত = নি—গ। অথবা গ = নি।
অনুদাত্ত = ঋ—ধ। অথবা ধ = ঋ।
স্বরিত = স—ম—প। এইরূপ হইবে।

( । ) এইরূপ চিহ্নটি, উদাত্ত সঙ্কেত, ইহা বেদের মন্ত্রের উপরে থাকে।—এই চিহ্নটী উপরে থাকিলে স্বরিত এবং উহা নিম্নে থাকিলে অনুদাত্ত।

বৈদিক স্বর উচ্চারণ করিবার নিয়ম; যথা—

নিবেশ্য দৃষ্টিং হস্তাগ্রে শাস্ত্রার্থমনুচিন্তয়ন্।
সম্যগুচ্চারয়েদ্বাক্যং হস্তেন চ মুখেন চ॥
যথৈবোচ্চারয়েদ্বর্ণাংস্তথৈবৈনান্ সমাপয়েৎ।

নারদীয় শিক্ষা।

অর্থাৎ হস্তাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া শাস্ত্রার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যুগপৎ হস্ত ও মুখ উভয় দ্বারাই উদাত্ত অনুদাত্তাদি ক্রমে উচ্চারণ করিবে। যে ক্রমে বর্ণের উচ্চারণ করিতে হয়, সেই ক্রমেই হস্ত দ্বারা সমাপ্ত করিতে হয়। *

বেদের মন্ত্রগুলি যদি শিক্ষা-কথিত নিয়মে অর্থাৎ উদাত্ত অনুদাত্তগুলিকে স রি গ ম প্রভৃতি স্বরে উপনীত করিয়া গান করা যায়, তাহা হইলে

---

* আমরা দেখিতেছি, ইহা এক-প্রকার তাল বিশেষ। এই হস্ত নিয়ম হইতেই ক্রমে তালের সৃষ্টি ও ক্রমের বাদ্যের সৃষ্টি।

শুনিতে মন্দ হয় না এবং তাহাকে সপ্তস্বর্য্যা গান বলা যায়। এই সপ্তস্বর্য্যা গানই লৌকিক গানের বীজ। ত্রিস্বর্য্যা গানের পরেই এই সপ্ত স্বরের সৃষ্টি এবং সেই সপ্ত স্বরেই গান হইত। কুশীলব যখন রাম-সভায় রামায়ণ গান করিয়াছিলেন, তখন তাহা শুদ্ধ সপ্ত স্বরেই গীত হইয়াছিল। বিকৃত ১২ স্বরের যোগ ছিল কি না সন্দেহ।

বাল্মীকি রামায়ণ কাব্য রচনা করিয়া কুশীলবকে শিক্ষা দিলে আচার্য্য ভরত তাহাতে স্বর-যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। যথা—

মূল—"তাং স শুশ্রাব কাকুৎস্থঃ পূর্ব্বাচার্য্যবিনির্ম্মিতাম্।"

টীকা—গাথকানাং গান-সিদ্ধয়ে পূর্ব্বাচর্য্যেণ ভরতেন নির্ম্মিতাম্।

ককুৎস্থবংশজ রাম সেই অশ্রুত-পূর্ব্ব কাব্যগান শুনিতে পাইলেন, যাহা সঙ্গীতাচার্য্য ভরত নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

এস্থলে দেখিতে হইবে যে, বাল্মীকি-রচিত কাব্যকে কবি ভরত-রচিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, সুতরাং ইহাই বুঝিতে হইবে যে, বাল্মীকি-রচিত কাব্যে ভরতের স্বরসন্নিবেশ করা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার নির্ম্মাণ সম্ভবে না।

পুনশ্চ—"অপূর্ব্বাং পাঠ্য-জাতিঞ্চ গেয়েন সমলঙ্কৃতাম্।
প্রমাণৈর্বহুভির্বদ্ধাং তন্ত্রীলয়সমন্বিতাম্॥"

টীকা—"পাঠ্যজাতিং পাঠ্যস্য গেয়স্য জাতিং ষড়্জাদিস্বররূপাম্। গেয়েন গানধর্ম্মেণ স্বরবিশেষেণ সমলঙ্কৃতাম্। প্রমাণৈর্ধ্বনিপরিচ্ছেদসাধনৈঃ দ্রুত-মধ্য-বিলম্বিতাবৃত্তিভির্বহুভির্বহুপ্রকারাভির্ব্বদ্ধিতাম্।"

কথিত শ্লোকটির এতাদৃশ ব্যাখ্যায় জানা যাইতেছে যে, রামায়ণটি গানধর্ম্ম যাবতীয় স্বরে গীত হইয়াছিল। কিন্তু অন্য এক টীকাকারের ব্যাখ্যায় জানা যায় যে, তাহা ষড়্জাদি স্বর ভিন্ন অন্য কোন বিকৃত স্বরের যোগে গীত হয় নাই। কেননা পাঠ্যজাতি শব্দকে গানাধার শব্দরাশির স্বরূপ উচ্চারণ এবং গেয় শব্দে গানধর্ম্ম ষড়্জাদি স্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে দেখা যায়। ইহাতেই সপ্রমাণ হইতেছে, বাল্মীকির রামায়ণ-কাব্যখানির সহিত ভরতের সম্বন্ধ আছে, ইহাতে আর সংশয় নাই। বিকৃত স্বরগুলির ব্যবহার থাকিলেও তৎকালে সে সকলের বিশেষ বিশেষ নাম ও তাহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে ধর্ত্তব্য ছিল না বলিয়াই বোধ হয়।

এইরূপে ত্রিস্বর হইতে সপ্তস্বর এবং সপ্তস্বর হইতে ক্রমে আর ১২টী স্বর

জন্মিয়া এক্ষণে সঙ্গীতটি পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে। একমাত্র ধ্বনি অবলম্বন করিয়া তাহাকে উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত প্রভেদ করিবার যে কৌশল, তাহা হইতে সপ্তস্বর এবং সেই সপ্তস্বর হইতে অন্যবিধ ১২টী স্বর প্রভেদ করিবারও সেই কৌশল। কৌশল এক হইলেও আদিম মানব-হৃদয়ে তাহার সর্ব্বাংশ স্ফূর্ত্তি পায় নাই বলিয়াই একবারে ১৯ স্বরের জন্ম হয় নাই। ইহাও ক্রমে হইয়াছে।

কি প্রকারে একমাত্র ধ্বনি অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ স্বর ও বিকৃত স্বর নির্ম্মাণ হইয়াছে, তাহা বলা যাইতেছে।

সকলেই জানেন যে, সেতার বা বীণাতন্ত্রীতে আঘাত পাইলেই ধ্বনি উত্থিত হয়, বংশীতে ফুৎকার দিলেও ধ্বনি হয়। এইরূপ দেহদণ্ডের অভ্যন্তর যন্ত্রে আঘাত পাইলেও ধ্বনি হয়। কে আঘাত করে? সঙ্গীত-বিজ্ঞানে লিখিত আছে যে—

> "আত্মনা প্রেরিতং চিত্তং বহ্নিমাহন্তি দেহজম্।
> ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতং প্রাণং স প্রেরয়তি পাবকঃ॥
> পাবকপ্রেরিতঃ সোঽয়ং ক্রমাদূর্দ্ধপথে চরন্।
> অতিসূক্ষ্মধ্বনিং নাভৌ হৃদি সূক্ষ্মং গলে পুনঃ॥
> পুষ্টং শীর্ষে ত্বপুষ্টঞ্চ কৃত্রিমং বদনে তথা।"

আত্মার প্রযত্ন (উচ্চারণেচ্ছা) বশতঃ দৈহিক তাপ বা উষ্মতা (তড়িৎ) বেগপ্রাপ্ত হয়। সেই বেগ উদর-কন্দরের বায়ুকে আঘাত বা প্রেরণা করে। তদুভয়ের সঙ্ঘর্ষে উদরাকাশে নাদ বা সূক্ষ্ম ধ্বনি উৎপন্ন হয়। সেই ধ্বনি গলগহ্বরে আসিয়া পুষ্ট (মোটা) বা স্থূল হয় এবং বাগ্‌যন্ত্র (জিহ্বা, দন্ত, তালু প্রভৃতি) দ্বারা তাহা কৃত্রিম স—ঋ—গ—ম ইত্যাদি নানা আকারে পরিণত হয়। যেরূপ বংশীর বা সেতারের একমাত্র সরল ধ্বনিকে বংশীর ছিদ্র চাপিয়া কি সেতারের পর্দ্দা চাপিয়া কৃত্রিম (নানা-আকার) করা যায়, গল-গহ্বরের ধ্বনিও সেইরূপ তাল্বাদি স্থান চাপিয়া নানা আকারে পরিণত করা যায়।

পর্দ্দা না ধরিয়া সেতারের তারে আঘাত করিলে যে ধ্বনি হয়, প্রথম সপ্তকের প্রথম পর্দ্দা চাপিয়া আঘাত করিলে তদপেক্ষা উচ্চ ধ্বনি হইবে। দ্বিতীয় পর্দ্দা চাপিয়া আঘাত করিলে তদপেক্ষা উচ্চ ধ্বনি হইবে। কণ্ঠধ্বনিপক্ষেও এইরূপ প্রক্রিয়া বা নিয়ম দৃষ্ট হয়। কণ্ঠ, মূর্দ্ধা, এই কয়েকটি

উচ্চতা বা ওজনের নিরূপক স্থান। কণ্ঠবিবরস্থ শিরা, পেশী, জিহ্বা ও ক্ষুদ্র জিহ্বা প্রভৃতি স্বর-ভেদক যন্ত্র বা চাপিবার সাধন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। হৃদয়াদি-ত্রিস্থানোৎপন্ন ত্রিবিধ ক্রমোচ্চ ধ্বনি তিনটীর নামান্তর মন্দ্র, মধ্য, তার। হিন্দু-স্থানীয় ভাষায় ইহাকে উদারা, মুদারা, তারা বলিয়া থাকে।

মন্দ্র স্বরের যে ওজন, মধ্যস্বর তাহার দ্বিগুণিত, এবং তারস্বর তাহার দ্বিগুণিত। সঙ্গীত দর্পণকার ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন ; যথা—

"হৃদি মন্দ্রো গলে মধ্যো মূর্দ্ধ্নি তার ইতি ক্রমাৎ।
দ্বিগুণঃ পূর্ব্বপূর্ব্বস্মাদয়ং স্যাদুত্তরোত্তরঃ॥
এবং শারীরবীণায়াং দারব্যাঞ্চ বিপর্য্যয়ঃ॥"

প্রযত্ন দ্বারা ঊর্দ্ধভাগ চাপিয়া নাভি বা হৃদয়-কন্দর হইতে ধ্বনি বাহির করিলে তাহা মন্দ্র, ঊর্দ্ধ ও অধোভাগ চাপিয়া কেবল গল-গহ্বর বিস্তৃত করিয়া ধ্বনি করিলে তাহা মধ্য, হৃদয় পর্য্যন্ত চাপিয়া (প্রযত্ন দ্বারা) তালু স্থান হইতে ধ্বনি বহির্গত করিলে তাহা তার। ইহারা পর পর দ্বিগুণ-ওজন-যুক্ত, কিন্তু কাষ্ঠ-রচিত বীণায় ইহার ব্যতিক্রম আছে। সে ব্যতিক্রম এইরূপ—শরীর যন্ত্রের নিম্নভাগ হইতে উপরে উঠিলে উচ্চ হয়, আর সেতার বা বীণার উপর হইতে নীচে আসিলে উচ্চ হয়।

একমাত্র খাড়া ধ্বনিকে এইরূপ প্রভেদ করিয়া আদিম কালে ত্রৈস্বর্য্য গান প্রস্তুত হইয়াছিল। ক্রমে তদ্রূপ পন্থা অবলম্বন করিয়া তৎপরবর্ত্তী কালে সপ্তস্বরের সৃষ্টি হয়। যথা—কোহলীয় সঙ্গীতগ্রন্থে—

"তং নাদং সপ্তধাঽকার্ষীত্তথা ষড়্জাদিভিঃ স্বরৈঃ।"

সেই আহত ও অনাহত দ্বিবিধ নাদ-নামক ধ্বনিকে সপ্ত প্রকারে ভেদ করিয়া তাহাতে ষড়্জাদি স্বরের (স—ঋ—গ—ম—প—ধ—নি—) ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ষড়্জাদি স্বরগুলি স্থূল, ইহারই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ওজনঘটিত অংশগুলির নাম শ্রুতি।

সংগীতজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন যে, নাদাত্মক ধ্বনি হইতে শ্রুতি নির্ণয় করিয়া তাহার দ্বারাই ষড়্জাদি স্বরের শরীর গঠিত হইয়াছে এবং সেই স্বর হইতে মূর্চ্ছনাদির জন্ম হইয়াছে। যথা—

"নাদাচ্চ শ্রুতয়ো জাতাস্ততঃ ষড়্জাদয়ঃ স্বরাঃ।
তেভ্যশ্চ মূর্চ্ছনাঃ প্রোক্তাস্তানাখ্যা গ্রামসম্ভবাঃ॥"

নাদাত্মক ধ্বনি হইতে কিপ্রকারে শ্রুতি জন্মিল এবং শ্রুতি হইতেই বা কি প্রকারে ষড়্জাদি স্বর উৎপন্ন হইল, তাহা সরল পদবী অবলম্বন করিয়া বলা যাইতেছে।

শ্রুতি * কি? সংগীতজ্ঞ ব্যক্তিরা সংগীত অনুশাসন করিতে করিতে তাহা অনুভব করিতে পারেন। ফল, শ্রুতি অতি সূক্ষ্ম স্বরাংশ। স্বরের আয়তনের নহে, ওজনের অংশ। উহা শ্রবণগ্রাহ্য স্বর-ধর্ম্ম বিশেষ বলিয়াও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

"স্বরূপমাত্রশ্রবণাৎ নাদোঽনুরণনাত্মকঃ।
শ্রুতিরিত্যুচ্যতে ভেদাস্তস্যা দ্বাবিংশতির্মতাঃ॥"

যত নিম্ন হইতে পারে তত নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া, যত উচ্চ হইতে পারে তত উচ্চ একটী ধ্বনি-রেখা কল্পনা কর। রেখা পদার্থ কি? তাহা সকলেই জানেন। রেখা কতকগুলি পর-পর সংযুক্ত বা সংলগ্ন বিন্দুর সমষ্টি; সুতরাং ধ্বনি-রেখাটিও কতকগুলি উত্তরোত্তর সংলগ্ন ধ্বনি-বিন্দুর সমষ্টি; ইচ্ছানুসারে এই ধ্বনি-রেখার কোন একটী স্থানকে বা কোন এক বিন্দুকে ভিত্তি বা মূল সীমা করিয়া তাহার ঊর্দ্ধভাগের কোন এক বিন্দুকে শেষ সীমা কল্পনা কর। এই বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিনী স্বর-রেখাকে ক্রমোচ্চরূপে অগ্রে এইরূপে উচ্চারণ কর—যেরূপ উচ্চারণ করিলে সা হইতে নি পর্য্যন্ত স্বরটী অবিভাগে উচ্চারিত হয়। মনে কর, যেন প্রথম বিন্দুকে অবলম্বন করিয়া, স রি গ ম ইত্যাদি বর্ণোচ্চারণ না করিয়া, কেবল অবিভাগে ও ক্রমোচ্চ-রূপে সা-আ-আ-আ-আ-আ-আ—এইরূপ উচ্চারণ করিলে। এই ধ্বনি রেখা-টিকে যদি ভাগ করিতে হয়, তবে যুক্তি ইহাকে অনেক ভাগ করিতে বলিবে। কিন্তু অত্যন্ত অনেক ভাগ করিলে তাহা অব্যবহার্য্য হইয়া উঠে, এজন্য সঙ্গীতাচার্য্যেরা উহাকে স্থূলতঃ বা মোটামুটি সাত ভাগ করিয়া গিয়াছেন। সেই সাত ভাগ সাত স্বর বলিয়া গ্রহণ কর। কিন্তু দেখিবে যে, সেই সাত ভাগ সমান সাত ভাগ নহে। যেহেতু ভাগলব্ধ স্বরগুলি পরস্পর সমান্তরাল

* শ্রবণাৎ শ্রুতিঃ।

বা উত্তরোত্তর সম-পরিমাণে উচ্চ নহে। সুতরাং তাহা ঠিক সমান সাত ভাগ নহে। সমান সাত ভাগ না হইবার হেতু এই যে, স্বরগুলিকে ছোট বড় নানা আকারে প্রকাশ করিতে না পারিলে গান ক্রিয়া উত্তম হয় না। অতএব সেই ন্যূনাধিক সাত ভাগকে একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুগত রাখিবার উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইবে। সে উপায় এই—পূর্ব্বোক্ত অখণ্ড দণ্ডায়মান ধ্বনি-রেখাকে সাত ভাগ না করিয়া, ২২ ভাগ করিয়া তাহার ২। ৩। ৪ অংশ একত্র করিয়া এক একটী স্বরকে এক একটী নির্দ্দিষ্ট নাম দিয়া গ্রহণ কর। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, সপ্তধা বিভক্ত স্বরের মধ্যে কোনটিতে ২। কোনটিতে ৩। কোনটিতে ৪ বিন্দু আছে। এই বিন্দুগুলিই শ্রুতি। এইরূপ শ্রুতি নির্ণয় করিয়া স্বর নির্ম্মাণ করিবার দ্বিতীয় ফল এই যে, শ্রুতির হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া লইলে সেই সেই স্বর বিকৃত হইয়া এক একটী অভিনব আকারের স্বর হইবে। এই জন্যই কি মনুষ্যকণ্ঠ, কি বীণাতন্ত্রী, কি অন্য কোন বস্তুজাত ধ্বনির নীচ হইতে উচ্চতা-যুক্ত ধ্বনি-রেখাকে ২২ অংশ করিয়া ২২ শ্রুতি অবধারিত করা হইয়াছে। এই ২২ শ্রুতিতে ৭ স্বর শুদ্ধ এবং তাহার হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া বিকৃত ১২ স্বর রচনা করিবার প্রথা নিম্নলিখিত রেখা দৃষ্টে অনুভব করা যাইতে পারে।

১— :::: } এই একত্রিত চারি শ্রুতির নাম সা অর্থাৎ ষড়্জ।

২— ::: } এই একত্রিত তিন শ্রুতিতে রি অর্থাৎ ঋষভ।

৩— :: } এই একত্রিত দুই শ্রুতিতে গ অর্থাৎ গান্ধার।

৪— :::: } এই একত্রিত চারি শ্রুতিতে ম অর্থাৎ মধ্যম।

৫— :::: } এই একত্রিত চারি শ্রুতিতে প অর্থাৎ পঞ্চম।

৬— ::: } এই একত্রিত তিন শ্রুতিতে ধ অর্থাৎ ধৈবত।

৭— :: } এই একত্রিত দুই শ্রুতিতে নি অর্থাৎ নিষাদ।

শ্রুতি ও শ্রুতিতে স্বর স্থাপনার বিষয় শার্ঙ্গদেব ও সিংহ ভূপাল অতি বিশদরূপে উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, শ্রুতি ও স্বর কি? যদি

বুঝিতে চাও—তবে নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন কর। দুইটি বীণা সর্ব্বাংশে সমানরূপে প্রস্তুত কর। "একবীণেব ভাসেতে যথা দ্বে অপি শৃণ্বতঃ।" দুইটি বাজাইলে যেন ঠিক একটি বীণা বাজিতেছে বলিয়া জ্ঞান হয়। প্রত্যেক-টিতে ২২ বাইশটি করিয়া তন্ত্রী থাকিবেক। যতদূর মন্দ্র হইতে পারে অথচ রঞ্জকতার ব্যাঘাত না হয়, এরূপ মন্দ্র করিয়া প্রথম তন্ত্রটি বাঁধ। "দ্বিতীয়োচ্চ-ধ্বনির্ম্মনাক্" দ্বিতীয়টি তাহা অপেক্ষা অল্পোচ্চ করিয়া বাঁধ। "মধ্যে ধ্বন্য-স্বরাশ্রুতেঃ" দ্বিতীয়টি এরূপ অল্প উচ্চ হইবে যে, তদুভয়ের মধ্যে যেন আর স্বতন্ত্র বিসদৃশ ধ্বনি উৎপন্ন হয় না। তাহার নীচে আর একটি, তন্নিম্নে আর একটি,—ক্রমে বাইশটি তন্ত্রী বাঁধ। এই দ্বাবিংশতি তন্ত্রী হইতে উৎপন্ন দ্বাবিং-শতি ধ্বনি ঐ শ্রুতি শব্দের বাচ্য। এই দ্বাবিংশতি শ্রুতিতে সপ্তস্বর স্থাপনের বিধি এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্ত্রীগুলিকে যদি বিন্দু মনে কর—তবে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তন্ত্রী লোপ করিয়া চতুর্থ তন্ত্রী বা বিন্দু স্থানে ষড়্জ অর্থাৎ সা স্থাপন কর। সপ্তম বিন্দু স্থানে রি; নবম বিন্দু স্থানে গ; ত্রয়োদশ বিন্দু স্থানে ম; সপ্তদশ বিন্দু স্থানে প; বিংশ বিন্দু স্থানে ধ; দ্বাবিংশ বিন্দু বা তন্ত্রী স্থানে নি স্থাপনা কর। শার্ঙ্গদেব ও সিংহ ভূপাল এইরূপে শ্রুতি ও স্বরস্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া তাহার পরীক্ষা ও শ্রুতি বিষয়ক সুজ্ঞানের নিমিত্ত একটি "সারণা" নামক প্রকরণের উপদেশ করিয়াছেন। তাহা এ স্থানে ব্যক্ত করিতে গেলে গ্রন্থ বাহুল্য হয়। এক্ষণকার স্বরস্থাপনার রীতির সহিত এই প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রীয় স্বরস্থাপনার অনেক প্রভেদ আছে। এক্ষণ-কার গায়কেরা ও গীতাচার্য্যেরা চতুর্থশ্রুতিতে সা-স্বরের স্থাপনা না করিয়া প্রথম শ্রুতিতেই সা-স্বরের স্থাপনা করেন। এই রীতিতে একটি মহান্ দোষ আছে। মনে কর, যদি প্রথম বিন্দু বা প্রথম শ্রুতি স্থানে ষড়্জ স্বরের স্থিতি হয়, তাহা হইলে নিষাদের এক শ্রুতি মধ্যসপ্তকের অধিকারে যাইয়া পড়ে। ইহা সঙ্গীত শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। সপ্তক শব্দের সারার্থ এই যে, প্রথম স্বরবিন্দুকে ভিত্তি করিয়া অপর একবিংশতি স্বরবিন্দু অবিভাগে উচ্চারিত হইয়া যে একটি স্বর-রেখার উৎপত্তি করিয়াছে এবং সেই বিন্দুময় স্বররেখাকে বিভাগ করিয়া যে সাতটি ভিন্ন ভিন্ন স্বর উৎপন্ন হইয়াছে, ইহারই নাম প্রথম সপ্তক। এই প্রথম সপ্তকের শেষ বিন্দুকে আদি-সীমা

করিয়া যদি পুনশ্চ দ্বাবিংশতি বিন্দুময় স্বররেখা করিয়া তন্মধ্য হইতে সা রি গ ম প ধ নি বাহির করা যায়, তাহা হইলে তাহা দ্বিতীয় সপ্তক হইবে। মনুষ্যকণ্ঠে সার্দ্ধ দ্বিসপ্তক ও তন্ত্রীতে ত্রিসপ্তক পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইতে পারে।

শ্রুতি কি? এবং স্বর ও শ্রুতির প্রভেদ কি? ইহা নির্ণয় করিতে গিয়া সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, স্বর ও শ্রুতির প্রভেদ দুগ্ধ ও দধির প্রভেদের ন্যায়। অর্থাৎ দুগ্ধ হইতে যেমন দধি প্রকাশ পায়, সেইরূপ শ্রুতি হইতেই ষড়্‌জাদি স্বর প্রকাশ পায়। যথা—

"তাস্তাঃ শ্রুতয়ঃ স্বর-রূপেণ জায়ন্তে।"

সেই সকল শ্রুতি (সংযুক্ত হইয়া পুষ্ট ও) স্বর রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে,

"শ্রুতিস্থানে স্বরান্ বক্তুং নালং ব্রহ্মাপি তত্ত্বতঃ।
জলেষু চরতাং মার্গো মীনানাং নোপলভ্যতে॥"

অর্থাৎ জলেতে মৎস্য-বিচরণের পথ যেমন উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ স্বর মধ্যে শ্রুতি-সঞ্চরণ লক্ষ্য হয় না।

এক্ষণে নির্ণয় হইল যে, ২২ শ্রুতি হইতে ৭ স্বরের উদ্ভব হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন্ স্বরে কত শ্রুতি আছে? ইহার প্রমাণ ও তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"চতুর্ভ্যো জায়তে ষড়্‌জো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা।
দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং গনী জ্ঞেয়ৌ রিধৌ চ ত্র্যাত্মকৌ তথা।"

| | |
|---|---|
| সা | ৪ |
| রি | ৩ |
| গ | ২ |
| ম | ৪ |
| প | ৪ |
| ধ | ৩ |
| নি | ২ |
| | ২২ |

দোহাঁ।

"খরজ মধ্যম পঞ্চম চারি।
যোদো গান্হার নিখাদ বিচারি॥
রিখব ধৈবত তিনো জান।
বাওইস শোরত এসাই জান॥"

শুদ্ধ ৭ স্বর বিশেষ বিশেষ স্থানে উচ্চারিত হয় বলিয়া অর্থাৎ মন্দ্র, মধ্য ও তার-স্থান অবলম্বনে উচ্চারিত (উত্থান) হয় বলিয়া তাহার ৩ প্রকার কল্পনা হইয়া থাকে। সে পক্ষ ধরিলে ২১ বিশুদ্ধ স্বর বলা যাইতে পারে। যথা—

"শুদ্ধাঃ সপ্ত স্বরাস্তে চ মন্দ্রাদিস্থানতস্ত্রিধা।"

কথিত প্রকার নির্দ্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া যদি স্বর সংস্থাপন করা যায়, তাহা হইলেই সেই সেই স্বরগুলি বিকৃত হইয়া দাঁড়ায়। কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্বরের নির্দ্দিষ্ট শ্রুতি ভাঙ্গিয়া লইয়া অন্য এক স্বরে যোগ করিলে সেই উভয় স্বরই বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হয় (তাহা এক্ষণে কোমল ও তীওর প্রভৃতি নামে চলিতেছে)। পরন্তু এতৎপক্ষে একটু বিশেষ নিয়ম আছে এবং সেই নিয়ম বশতঃ বিকৃত স্বর ১২টির অধিক হয় না।

| | |
|---|---|
| স | প্রকার |
| রি | প্রকার |
| গ | ঐ |
| ম | ঐ |
| প | ঐ |
| ধ | ঐ |
| নি | ঐ |

সঙ্গীত-রত্নাকর এই বিষয়টি বিস্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন; যথা—

"তত্রৈব বিকৃতাবস্থা দ্বাদশ প্রতিপাদিতাঃ।
চ্যুতোহচ্যুতো দ্বিধা ষড়্জো দ্বিশ্রুতির্বিকৃতো ভবেৎ॥
সাধারণে কাকলিত্বে নিষাদস্য চ দৃশ্যতে॥
সাধারণে শ্রুতিং ষাড়্জীমৃষভশ্চেৎ সমাশ্রয়েৎ।
চতুঃশ্রুতিত্বমায়াতি তদৈকো বিকৃতো ভবেৎ॥
সাধারণে ত্রিশ্রুতিঃ স্যাদন্তরত্বে চতুঃশ্রুতিঃ।

গান্ধার ইতি তদ্ভেদৌ দ্বৌ নিঃসঙ্গেন কীর্ত্তিতৌ ॥
মধ্যমঃ ষড়্জবদ্দ্বেধাঽন্তরসাধারণাশ্রয়াৎ।
পঞ্চমো মধ্যমগ্রামে ত্রিশ্রুতিঃ কৈশিকে পুনঃ ॥
মধ্যমস্য শ্রুতিং প্রাপ্য চতুঃশ্রুতিরিতি দ্বিধা।
ধৈবতো মধ্যমগ্রামে বিকৃতঃ স্যাচ্চতুঃশ্রুতিঃ॥
কৈশিকে কাকলিত্বে চ নিষাদস্ত্রিচতুঃশ্রুতিঃ।
প্রাপ্নোতি বিকৃতৌ ভেদৌ দ্বাবিতি দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥
তৈঃ শুদ্ধৈঃ সপ্তভিঃ সার্দ্ধং ভবত্যেকোনবিংশতিঃ ॥

এই সকল শ্লোকের সংক্ষেপার্থ এই যে, ষড়্জ স্বরটি দুই প্রকারে বিকৃত হয়। একের নাম চ্যুতষড়্জ, অপরের নাম অচ্যুতষড়্জ। ষড়্জ-সাধারণ অর্থাৎ নিষাদ স্বরটি যখন দ্বিতীয় সপ্তকীয় ষড়্জের আদ্য শ্রুতি আশ্রয় করে, তখন এই ষড়্জ স্বরটি আপনার স্থান চতুর্থশ্রুতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া তৃতীয় শ্রুতিতে গিয়া অবস্থান করে, সুতরাং তখন ইহা বিকৃতি এবং স্থান-চ্যুততা-হেতুক চ্যুতষড়্জ বলিয়া উক্ত হয়। আর নিষাদ যখন কাকলী হয় অর্থাৎ তাদৃশ ষড়্জের দুই শ্রুতি গ্রহণ করে, তখন ষড়্জ-স্বরটির আয়তন দুই শ্রুতি হইয়া পড়ে; কিন্তু স্বস্থানে অর্থাৎ চতুর্থশ্রুতিতেই থাকে, সুতরাং ষড়্জ স্বরটি স্বস্থানে থাকিলেও দুই শ্রুতির ন্যূনতাহেতু বিকৃত এবং তাহা অচ্যুতষড়্জ নামে উক্ত হয়। এইরূপে বিকৃতাবস্থ ষড়্জস্বরটি দ্বিবিধ।

ঋষভ স্বরটি এক প্রকারেই বিকৃত হইয়া থাকে। ষড়্জ-সাধারণ অর্থাৎ নি-স্বরের পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যবস্থাকালে ঋষভ ষড়্জ-স্বরের অন্তিম শ্রুতিটি গ্রহণ করে। ত্রিশ্রুতিক ঋষভ চতুঃশ্রুতি হইলে সুতরাং তাহাকে বিকৃত ঋষভ বলিতে হয়। রি এতদ্ভিন্ন অন্য প্রকার হয় না।

গান্ধার স্বরটিরও দুই প্রকার বিকৃতি। সাধারণগান্ধার ও অন্তরগান্ধার। গ নিজে ২ শ্রুতি, কিন্তু যখন মধ্যমের প্রথম শ্রুতিতে উচ্চারিত হয়, তখন ত্রিশ্রুতি হইয়া সাধারণ গান্ধার এবং যখন দ্বিতীয় শ্রুতিতে উচ্চারিত হয়, তখন ৪ শ্রুতি হইয়া অন্তরগান্ধার নামে খ্যাত হয়। গান্ধারের এই দুই প্রকার ভিন্ন অন্য প্রকার বিকৃতিত্ব নাই।

ষড়্জের ন্যায় মধ্যম স্বরটিরও দ্বিবিধ বিকৃতি। তাহা মধ্যম-সাধারণে ও গান্ধারের অন্তরতা কালেই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মধ্যম গ্রামে, পঞ্চম স্বরটি স্বীয় উপান্ত্য শ্রুতিতে অর্থাৎ তৃতীয় শ্রুতিতে প্রকট হইলে একশ্রুতি হীন হওয়ায় ত্রিশ্রুতিক হইয়া পড়ে। ইহা এক প্রকার বিকৃত পঞ্চম। এবম্ভূত পঞ্চম মধ্যমের এক শ্রুতি লইলে অর্থাৎ মধ্যম স্বীয় উপান্ত্য শ্রুতিতে উচ্চারিত হইলে, চতুঃশ্রুতিত্ব লাভে বিকৃতভাব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পঞ্চমেরও দ্বিবিধ বিকৃতি।

ধৈবতের এক প্রকার মাত্র বিকার। ধ-স্বরটী পঞ্চমের অন্ত্যশ্রুতি লাভে (মধ্যম গ্রামে) চতুঃশ্রুতি সম্পন্ন হইয়া তাদৃশ বিকার প্রাপ্ত হয়।

নিষাদ স্বরটি স্বরূপতঃ দ্বিশ্রুতিক, কিন্তু প্রথোমক্ত ষড়্জ-সাধারণতা কালে দ্বিতীয় সপ্তকীয় ষড়্জের প্রথম শ্রুতি আশ্রয় করিয়া ত্রিশ্রুতিক এবং যখন কাকলী হয় তখন তাহার দুই শ্রুতি গ্রহণ করিয়া চতুঃশ্রুতিক হইয়া দাঁড়ায়; সুতরাং নিষাদের দুই প্রকার বিকার। এইরূপ ব্যবস্থা অনুসারে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সমুদায়ে দ্বাদশ প্রকার বিকৃত স্বর আছে।

শ্রুতির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিত এই সকল বিকৃত স্বরগুলি কণ্ঠগীতে ছাত্রের পক্ষে সহজ-বোধ্য নহে। সেতারের পর্দ্দাতে ইহা উত্তম বুঝা যাইতে পারে। শ্রুতি ও তদনুগত নিয়ম অনুসারে আবদ্ধ ১৯ খানি পর্দ্দায় তিন সপ্তকের ২১ খানি শুদ্ধ স্বর সহজেই উচ্চারিত হইয়া থাকে। বিকৃত স্বরগুলি প্রকাশ করিতে হইলে তন্ত্রী আকর্ষণ করিয়া অথবা পর্দ্দা সরাইয়া প্রকাশ করিতে হয়। পর্দ্দার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে, পর্দ্দাগুলি সম অন্তর বাঁধা নহে। সমান্তর না হইবার অনেক কারণ আছে; তন্মধ্যে স্বরগুলি সম-অন্তর নহে, ইহাও একটি কারণ। কোন্ কোন্ স্বর ৪ শ্রুতি এবং কোন্ কোন্ স্বর ২।৩ শ্রুতির সমষ্টি, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

সেতার

⁞—স (৪ শ্রুতির মাথায়)

⁝ —রি (৩ শ্রুতির মাথায়)

: —গ (২ „ মাথায়)

⁞—ম (৪ „ মাথায়)

⁝—প (৪ শ্রুতির মাথায়)
⁝—ধ (৩ ,, মাথায়)
:—নি (২ ,, মাথায়)
⁝—সা (৪ ,, মাথায়)

এক্ষণে পর্দ্দা সরাইয়া বিকৃত (কোমল তিওর) কর। সা নি—স্বরের ১ শ্রুতি লইতে পার। লইলে তাহা অচ্যুত ষড়্‌জ হইবে। নি'র পর্দ্দাখানি সা'র দিকে ১ শ্রুতি সরাইয়া লইলেই উহা সম্পন্ন হইবে। আর এক শ্রুতি ত্যাগ (নির দিকে) করিলে তাহা চ্যুত ষড়্‌জ হইবে।

এইরূপে শুদ্ধ ৭ স্বর, তৎপরে তাহার বিকার ১২ স্বর, সমুদায়ে ১৯ স্বর গীত হইত। তৎপরে ক্রমে রাগ রাগিণীর সৃষ্টি। রাগ রাগিণী আর কিছুই নহে, কেবল উল্লিখিত স্বরশ্রেণীকে ছন্দঃ ও অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া এক একটী আকৃতি নির্ম্মাণ করা মাত্র। তাহা কর্ণে প্রবেশ করিলে মন মোহিত হয় ও অনুরক্তি জন্মে বলিয়া রাগ নাম হইয়াছে।

এই স্বরের মধ্যে আবার ৪ প্রকার ভেদ আছে। বাদী (১) সংবাদী (২) বিবাদী (৩) অনুবাদী (৪)। যথা—

তে বাদি-সংবাদি-বিবাদ্যনুবাদ্যভিধাঃ পুনঃ।
স্বরাশ্চতুর্বিধাঃ প্রোক্তাস্তত্র বাদী স কথ্যতে ॥

প্রচুরো যঃ প্রয়োগেষু বক্তি রাগাদিনিশ্চয়ম্।
সমশ্রুতিশ্চ সংবাদী পঞ্চমস্থ সমঃ ক্বচিৎ ॥

গনী বিবাদিনৌ স্যাতাং রিধয়োর্বা তু তৌ তয়োঃ।
অনুবাদী ভবেচ্ছেষ ইতি পণ্ডিতসম্মতম্ ॥

অর্থাৎ গীত প্রয়োগ সময়ে, যে স্বর প্রাচুর্য্য হেতুক রাগের বোধক হয়, তাহা বাদী স্বর। পঞ্চমের সমশ্রুতি স্বর সংবাদী। গান্ধার আর নিষাদ, ঋষভ ও ধৈবতের ক্রমান্বয়ে বিবাদী; এইরূপ ঋষভ ও ধৈবত, গান্ধার আর নিষাদের ক্রমান্বয়ে বিবাদী। বাদী সংবাদী বিবাদীর লক্ষণ স্পর্শ না করিলেই তাহা অনুবাদী হইবে।

সংগীতানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করে যে, উচ্চ উচ্চ স্বর হইলেই উচ্চ উচ্চ গ্রাম হয়, বস্তুতঃ তাহা নহে। গ্রামের একটু বিশেষ নিয়ম আছে।

যথা—

"স্বরাণাং সুব্যবস্থানাং সমূহো গ্রাম উচ্যতে।"
"পঞ্চমশ্চেন্নির্বিকারঃ ষড়্‌জগ্রামস্তদোচ্যতে।
সোপান্ত্যশ্রুতি-সংস্থোঽয়ং গ্রামঃ স্যান্মধ্যমস্তথা॥"
"গ্রামঃ স্বর-সমূহঃ স্যান্মূর্চ্ছনাদেঃ সমাশ্রয়ঃ।
তৌ দ্বৌ ধরাতলে তত্র স্যাৎ ষড়্‌জগ্রাম আদিমঃ॥
দ্বিতীয়ো মধ্যমগ্রামস্তয়োর্লক্ষণমুচ্যতে।
ষড়্‌জগ্রামঃ পঞ্চমে স্বচতুর্থশ্রুতিসংস্থিতে॥
স্বোপান্ত্যশ্রুতিসংস্থেঽস্মিন্ মধ্যম-গ্রাম ইষ্যতে।
যদ্বা ধস্ত্রিশ্রুতিঃ ষড়্‌জে মধ্যমে তু চতুঃশ্রুতিঃ॥
রিময়োঃ শ্রুতিমেকৈকাং গান্ধারশ্চেৎ সমাশ্রয়েৎ।
পশ্রুতিং ধো নিষাদস্তু ধশ্রুতিং সশ্রুতিং শ্রিতঃ॥
গান্ধারগ্রামমাচষ্টে তদা তং নারদো মুনিঃ।
প্রবর্ত্ততে স্বর্গলোকে গ্রামোঽসৌ ন মহীতলে॥"

অর্থ—মূর্চ্ছনাদির আশ্রয়ভূত স্বরসমূহের সুব্যবস্থার নাম গ্রাম। তন্মধ্যে ধরাতলে ২ গ্রাম গীত হইয়া থাকে। আদিম ষড়্‌জ গ্রাম, ২য় মধ্যম গ্রাম। এই দুইয়ের লক্ষণ উক্ত হইতেছে। যথা—পঞ্চম স্বর স্বীয় চতুর্থ শ্রুতিতে থাকিলে অর্থাৎ নির্বিকার থাকিলে তৎ-সম্বলিত স্বরসমূহ ষড়্‌জ গ্রাম, আর সেই পঞ্চম উপান্ত্যশ্রুতিস্থ হইলে তৎসংযুক্ত স্বরসমূহ মধ্যম গ্রাম।

গ্রাম হইতে মূর্চ্ছনার জন্ম। মূর্চ্ছনা প্রতি গ্রামে প্রধানতঃ সাত সাতটি। ক্রমান্বয়ে আরোহণ অবরোহণ ক্রিয়া সম্বদ্ধ স্বরসমূহের নাম মূর্চ্ছনা। এই মূর্চ্ছনা বীণাযন্ত্রে সুস্পষ্টবোধ্য। কোহলীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে ইহার বিশেষ বিবরণ দৃষ্ট হয়। যথা—

সপ্তৈব মূর্চ্ছনাশ্চাত্র প্রতিগ্রামং প্রকীর্ত্তিতাঃ।
আদিদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চষট্‌সপ্তস্বপি তা মতাঃ॥

ষড়জান্নিষাদপর্যন্তং নিষাদাদ্ধৈবতান্তকম্।
ধৈবতাৎ পঞ্চমান্তন্তু পঞ্চমান্মধ্যমান্তকম্॥
ঋষভাৎ সান্তমিত্যাহুঃ ষড়্‌জগ্রামস্য মূর্চ্ছনাঃ॥

অস্য প্রয়োগঃ।

স রি গ ম প ধ নি, নি স রি গ ম প ধ, ধ নি স রি গ ম প, প ধ নি স রি গ ম, ম প ধ নি স রি গ, গ ম প ধ নি স রি, রি গ ম প ধ নি স।

সঙ্গীতে প্রধানতঃ প্রতি গ্রামে সাতটি করিয়া মূর্চ্ছনা কথিত হইয়াছে। তাহা প্রথম, দ্বি, ত্রি, চতুঃ, পঞ্চ, ষট্ ও সপ্ত স্বরে অনুগত। ষড়্‌জ হইতে নিষাদ পর্য্যন্ত—নিষাদ হইতে ধৈবত পর্য্যন্ত—ধৈবত হইতে পঞ্চম পর্য্যন্ত—পঞ্চম হইতে মধ্যম পর্য্যন্ত—মধ্যম হইতে গান্ধার পর্য্যন্ত—গান্ধার হইতে ঋষভ পর্য্যন্ত—ঋষভ হইতে পুনরপি সা পর্য্যন্ত। এইরূপ স্বর পরিচালনাত্মক মূর্চ্ছনাকে ষড়্‌জ-গ্রামীয় মূর্চ্ছনা বলে। (উপরের লিখিত উদাহরণ দেখ।)

অনন্তর মধ্যম গ্রামের মূর্চ্ছনা এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

"অথোচ্যন্তে পুরোধায় মধ্যম-গ্রামমূর্চ্ছনাঃ।
মাদ্‌গান্তং গাচ্চর্ষভান্তং ঋষভাৎ সান্তমিষ্যতে॥
সান্ন্যন্তং নের্ধৈবতান্তং ধাৎ পান্তং পাচ্চ মান্তকম্।"

অস্যোদাহরণম্।

ম প ধ নি স রি গ, গ ম প ধ নি স রি, রি গ ম প ধ নি স, স রি গ ম প ধ নি, নি স রি গ ম প ধ, ধ নি স রি গ ম প, প ধ নি স রি গ ম।

ম হইতে গ পর্য্যন্ত,—গ হইতে রি পর্য্যন্ত,—রি হইতে সা পর্য্যন্ত,—সা হইতে নি পর্য্যন্ত,—নি হইতে ধ পর্য্যন্ত,—ধ হইতে প পর্য্যন্ত,—প হইতে ম পর্য্যন্ত। এইরূপ স্বরব্যবস্থাবটিত মূর্চ্ছনা মধ্যম-গ্রামীয় মূর্চ্ছনা। (উপরের লিখিত উদাহরণ দেখ)। গান্ধার গ্রামের মূর্চ্ছনা লৌকিক গীতের অনুপযোগী বলিয়া বিশেষ করিয়া বলেন নাই। "গ ম প ধ নি সরীতি গান্ধারগ্রামমূর্চ্ছনা" এইরূপ সংক্ষেপে বলিয়া গিয়াছেন।

অপিচ, সঙ্গীত শাস্ত্রে মূর্চ্ছনার নাম কল্পনা করা আছে। যথা—

"ললিতা মধ্যমা চিত্রা রোহিণী চ মতঙ্গজা।
সৌবীরী শুদ্ধমধ্যা চ ষড়্‌জ-মধ্যা চ পঞ্চমী॥
মৎসরী মৃদুমধ্যা চ শুদ্ধান্তা চ কলাবতী।
তীব্রা রৌদ্রী তথা ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী খেচরা চরা॥
সদাবতী বিশালা চ ত্রিষু গ্রামেষু মূর্চ্ছনা।
একবিংশতিরিত্যুক্তা মূর্চ্ছনাশ্চন্দ্রমৌলিনা॥

ইহার অর্থ সহজ; মূর্চ্ছনার নাম ভিন্ন ইহাতে অন্য কিছু নাই। এই একবিংশতি মূর্চ্ছনা প্রধান, ইহা ভিন্ন অন্যান্য বহুতর মূর্চ্ছনা আছে।

কোহল-কৃত সঙ্গীত গ্রন্থ অপেক্ষা সঙ্গীত-দর্পণে কিছু এই সকল বিষয়ের বৈশদ্য দেখা যায়। ভারতবর্ষে এক সময়ে সঙ্গীত ও সংস্কৃত ভাষার কি পর্য্যন্ত চর্চ্চা হইয়াছিল, তাহা বোধগম্য করাইবার নিমিত্ত সঙ্গীত-রত্নাকর হইতে মূর্চ্ছনানিয়ামক কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণম্।
মূর্চ্ছনেত্যুচ্যতে গ্রামত্রয়ে তাঃ সপ্ত সপ্ত চ॥
স্থান-ত্রয়-সমাযোগে মূর্চ্ছনারম্ভসম্ভবঃ।
তত্র মধ্যস্থ-ষড়্‌জেন ষড়্‌জ-গ্রামস্য মূর্চ্ছনা॥
পূর্ব্বমারভ্যতে নেস্ত নিষাদাদ্যৈরধস্তনৈঃ।
মধ্য-মধ্যম-মারভ্য মধ্যমগ্রাম-মূর্চ্ছনা॥
আদ্যা নেস্তদধোধস্তঃ স্বরানারভ্য ষট্ ক্রমাৎ।
ষড়্‌জে তূত্তরমন্দ্রাদ্যা রজনী চোত্তরায়তা॥
শুদ্ধষড়্‌জা মৎসরীকৃতাশ্বক্রান্তাভিরুদ্গতা।
সৌবীরী মধ্যমগ্রামে হারিণাশ্বা ততঃপরম্॥
স্যাৎ কলোপনতা শুদ্ধা মধ্যমার্গী চ সৌরবী।
হৃষ্যকা সপ্তমী প্রোক্তা মূর্চ্ছনেত্যভিধা ইমাঃ॥
নন্দা বিশালা সুমুখী বিচিত্রা রোহিণী সুখা।
আলাপা চেতি গান্ধার-গ্রামে স্যুঃ সপ্ত মূর্চ্ছনাঃ॥

পৃথক্ চতুর্বিধাঃ শুদ্ধাঃ কাকলীকলিতাস্তথা।
সান্তরাস্তদ্দ্বয়োপেতাঃ ষট্পঞ্চাশত্তু মূর্চ্ছনাঃ।
যদা নিষাদ-সংজ্ঞেকঃ শ্রুতি-দ্বন্দ্বং সমাশ্রয়েৎ।
তদূর্দ্ধমার্য্য কাকলী তদা সা কথ্যতে বুধৈঃ॥
যদাশ্রয়তি গান্ধারো মধ্যমস্য শ্রুতিদ্বয়ম্।
তদাসাবন্তরঃ প্রোক্তো মুনিভির্শ্বতুসন্ধিবৎ॥
মূর্চ্ছনায়াং যাবতিথৌ ভবেতাং ষড়্জমধ্যমৌ।
গ্রাময়োস্তাবতিথ্যেব মূর্চ্ছনা সা প্রকীর্ত্তিতা॥
প্রথমাদিস্বরারম্ভাদেকৈকা সপ্তধা ভবেৎ॥
তাস্থচ্চার্য্যান্যস্বরান্ তান্ পূর্ব্বানুচ্চারয়েৎ ক্রমাৎ।
তে ক্রমাঃ কথিতাস্তেষাং সংখ্যা নেত্রাঙ্করামতঃ॥"
ইত্যাদি।

পূর্ব্বে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারাই এই সকল শ্লোক গতার্থ হইয়াছে। সুতরাং ইহার আর অনুবাদ দিলাম না। ফল,

"যত্র স্বরো মূর্চ্ছিত এব রাগতাং
প্রাপ্তশ্চ তামাহুরতশ্চ মূর্চ্ছনাম্।
গ্রামোদ্ভবাস্তৎস্বর-সম্প্রযুক্তা-
স্তানা ভবেয়ুঃ পুনরেকবিংশতিঃ॥"

যেহেতু স্বর সকল মূর্চ্ছিত অর্থাৎ বর্দ্ধিত ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়াই রাগভাব প্রাপ্ত হয়, এই হেতু ইহার নাম মূর্চ্ছনা। আবার এইরূপ স্বর-প্রয়োগের প্রভেদ হইতেই তানের উৎপত্তি, এবং তাহারও সংখ্যা প্রধানতঃ ২১ একবিংশতি।

মূর্চ্ছনা হইতে তানের জন্ম। এই তান দ্বিবিধ। শুদ্ধ ও কূট। তাহারই ভেদ অপূর্ণতান ও পূর্ণতান।

যদা তু মূর্চ্ছনাঃ শুদ্ধাঃ ষাড়বৌড়বিতীকৃতাঃ।
তদা তু শুদ্ধতানাঃ স্যুঃ মূর্চ্ছনাশ্চাত্র ষড়্জগাঃ॥
সপ্ত-ক্রমাৎ যদাহীনাঃ স্বরৈঃ সরিগসপ্তমৈঃ।
তদাষ্টাবিংশতি-তানাঃ ষাড়বাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।

অর্থ,—মূর্চ্ছনা যখন শুদ্ধ থাকে ও যখন তাহাকে ষাড়ব ঔড়ব করা হয়, তখনই* শুদ্ধ তান এবং এই শুদ্ধ তানে ষড়্‌জ থাকে। ক্রমে স রি গ ও সপ্তম স্বর দ্বারা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিয়া গামিনী মূর্চ্ছনায় ষাড়ব তান সংখ্যা অষ্টাবিংশতি হয়।

যদা তু মধ্যমগ্রামে মূর্চ্ছনা সরিগোজ্ঝিতাঃ।
সপ্ত ক্রমাৎ যদা তানাঃ স্যুস্তদা ষেকবিংশতিঃ॥

মর্ম্মার্থ এই যে—যখন মধ্যম গ্রামের মূর্চ্ছনা স রি গ বর্জ্জিত হয়, তখন ক্রমানুযায়ী ২১ ষাড়ব তান হয়।

এবমেকোনপঞ্চাশন্মিলিতাঃ ষাড়বা মতাঃ।
সপাভ্যাং দ্বিশ্রুতিভ্যাঞ্চ রিধাভ্যাং সপ্ত বর্জ্জিতাঃ॥
ষড়্‌জগ্রামে পৃথকৃতানা একবিংশতিরৌড়বাঃ।

মর্ম্মার্থ।

ষাড়ব তান সমুদায়ে ৪৯। স প ও গ নি তথা রি ধ ক্রমান্বয়ে মূর্চ্ছনায় বর্জিত হইলে ষড়্‌জ গ্রামে ২১ ঔড়ব তান হয়।

ত্রিশ্রুতিভ্যাং দ্বিশ্রুতিভ্যাং মধ্যমগ্রামমূর্চ্ছনাঃ।
যদা হীনাস্তদা তানাশ্চতুর্দ্দশ সমীরিতাঃ॥
ঔড়বা মিলিস্তাঃ পঞ্চ ত্রিংশৎ গ্রামদ্বয়ে স্থিতাঃ।
সর্ব্বে চতুরশীতিঃ স্যুর্মিলিতাঃ ষাড়বৌড়বাঃ॥

তাৎপর্য্যার্থ এই যে, মধ্যম গ্রামে ত্রিশ্রুতি ও দ্বিশ্রুতি অর্থাৎ গ নি ক্রমান্বয়ে বর্জ্জিত হইয়া অর্থাৎ প রি ১৪ ঔড়ব তান হয়। সমুদায়ে ৩৫ তান। এইরূপে ২ গ্রামে ৮৪ টি শুদ্ধ অসম্পূর্ণ তান আছে।

অসম্পূর্ণাশ্চ সম্পূর্ণা ব্যুৎক্রমোচ্চারিতাঃ স্বরাঃ।
মূর্চ্ছনাঃ কূটতানাঃ স্যুরিতি শাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ॥

তাৎপর্য্য—মূর্চ্ছনা স্বর ব্যুৎক্রমে (অর্থাৎ ওতপ্রোত রীতিতে) অসম্পূর্ণ বা সম্পূর্ণ উচ্চারিত হইলে গীতশাস্ত্রে ঐ ঐ মূর্চ্ছনাকে কূট তান কহে।

পূর্ণা পঞ্চসহস্রাণি চত্বারিংশদ্‌যুতানি চ।
একৈকস্যাং মূর্চ্ছনায়াং—

এক এক মূর্চ্ছনাতে ৫০৪০ পাঁচ হাজার চল্লিশটি করিয়া শুদ্ধ, কূট ও পূর্ণ তান আছে ; অপূর্ণ তান ইহার অনেক অধিক।

প্রধান মূর্চ্ছনার নাম—ললিতা, মধ্যমা, চিত্রা, রোহিণী, মতঙ্গজা, সৌবীরা, মধ্যমধ্যা, ষড়্জমধ্যা, পঞ্চমী, মৎসরী, মৃদুমধ্যা, শুদ্ধান্তা, কলাবলী, তীব্রা, রৌদ্রী, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, খেচরা, চরা, সদাবতী, বিশালা (২১)।

কাব্যে যেমন স্থায়ী ভাব ও সঞ্চারী ভাব প্রভৃতি আছে, গানের মধ্যেও তাহা আছে। কাব্যের যেমন রস আত্মা, গানেরও তদ্রূপ। সুতরাং গান-কার্য্যেও স্থায়ী আদি লক্ষণ আছে।

গান-ক্রিয়া বর্ণ নামে উক্ত হইয়াছে। সেই বর্ণ ৪ প্রকার নিরূপিত আছে। স্থায়ী, অবরোহী, আরোহী ও সঞ্চারী। যথা—

গান-ক্রিয়োচ্যতে বর্ণঃ স চতুর্দ্ধা নিরূপিতঃ।
স্থায্যারোহ্যবরোহী চ সঞ্চারীত্যথ লক্ষণম্॥
স্থিত্বা স্থিত্বা প্রয়োগঃ স্যাদেকৈকস্য স্বরস্য যঃ।
স্থায়ী বর্ণঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পরাবন্বর্থনামকৌ॥
এতৎ সম্মিশ্রণাদ্বর্ণঃ সঞ্চারী পরিকীর্ত্তিতঃ॥

থাকিয়া থাকিয়া এক এক স্বরের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হইলে তাহাকে স্থায়ী বর্ণ কহে। আরোহী ও অবরোহী বর্ণের লক্ষণ এই যে, উহার যেমন নাম তেমনি অর্থ (অর্থাৎ কার্য্যেও আরোহী অবরোহী)। ইহা মিশ্রিত করিয়া লইলে তাহা সঞ্চারী নামে কথিত হয়।

স্থায়ী বর্ণের আর একটি স্পষ্ট লক্ষণ আছে, তাহা এই—

যত্রোপবিশ্যতে রাগঃ স্বরঃ স্থায়ী স কথ্যতে।

যে রাগটি যাহাতে উপবেশন করে, সেই স্বর স্থায়ী নামে উক্ত হয়।

(গ্রহাদি।)

"গীতাদৌ স্থাপিতো যস্ত স গ্রহস্বর উচ্যতে।
ন্যাসস্বরস্তু বিজ্ঞেয়ো যস্তু গীত-সমাপকঃ।
বহুলত্বং প্রয়োগেষু স অংশস্বর উচ্যতে॥"

অর্থাৎ গীতের প্রারম্ভে যে স্বর স্থাপনা করা যায়, তাহার নাম গ্রহস্বর। যে স্বরে গিয়া গীতটি সমাপ্ত হয়, তাহাকে ন্যাসস্বর এবং প্রয়োগ কাল মধ্যে যে যে স্বর প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে অংশস্বর বলে। আবার কাব্যের ন্যায় গানেও অলঙ্কার আছে। গানের অলঙ্কার কি, তাহা গীতানভিজ্ঞদিগের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত এস্থলে তাহার আংশিক লক্ষণ ব্যক্ত করিতেছি।

"বিশিষ্ট-বর্ণ-সন্দর্ভমলঙ্কারং প্রচক্ষতে।
একৈকস্যাং মূর্চ্ছনায়াং ত্রিষষ্টিরুদিতা বুধৈঃ॥"

বিশেষ বিশেষ বর্ণ ( স্থায়িপ্রভৃতি ) সন্দর্ভের নাম অলঙ্কার। সংগীতজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, এক এক মূর্চ্ছনাতে ৬৩টি করিয়া অলঙ্কার আছে।

অলঙ্কারের প্রস্তারের অর্থাৎ সাজান নিয়মের নিদর্শন স্বরূপ একটি উদাহরণ এই :—সরি সরি গ, রিগ রিগ ম, গম গম প, মপ মপ ধ, পধ পধ নি, ধনি ধনি স।

( এইটি দ্বিতীয় )

স রি গ, রি গ ম, গ ম প, ম প ধ, প ধ নি, ধ নি স।

এইরূপ স্বর প্রস্তারের নাম অলঙ্কার। কলাবতেরা ইহা অত্যধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। অলঙ্কারের অত্যধিক ব্যবহারে কি মনুষ্য, কি কাব্য, কি সঙ্গীত কাহারও শোভা থাকে না।

স্বরবিজ্ঞানের বিষয় অত্যধিক বিস্তার না করিয়া এই স্থানেই শেষ করিলাম। এতদ্দারা অনুভূত হইবে যে, এক মাত্র ধ্বনি অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যেরা কতদূর পর্য্যন্ত মনশ্চালনা করিয়াছিলেন।*

* সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, এই প্রস্তাবটি লিখিবার সময় আমার পরমবন্ধু সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হুগ্‌লী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ ঘোষ আমার অনেক সহায়তা করিয়াছেন।

# পাণিনি।

"Panini's work is indeed a kind of natural history of the Sanskrit language."

PROFESSOR GOLDSTUCKER.

# পাণিনি।

সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তিভূমি বা প্রথম প্রচারভূমি এক্ষণে কোথায় ও কি নামে লোক-গোচর হইয়া আছে, তাহা কে বলিতে পারে? এ ভাষার নির্ম্মাতা কে? কোন্ সময়ে ইহার সূত্রপাত হয়, এবং কোন্ সময়েই বা কোন্ দেশের লোকেরা ইহার প্রচার করিয়াছিল? কে কে ইহার উন্নতি করিয়াছিল? ইহা কি আদিমতম ভারতবাসীদিগের মাতৃভাষা ছিল? না তাঁহাদের অন্যবিধ ভাষা ছিল, তাহাই সংস্কার পূর্ব্বক নিয়মবদ্ধ করিয়া, সংস্কৃত নাম দিয়া প্রচার করিয়াছিলেন? এ সকল নির্ণয় করে কাহার সাধ্য। এই বর্ষীয়সী ভাষার উৎপত্তিকাল নির্ণয় করিতে কে পারে? উপরে যে "পাণিনি" মুকুটার্পণ করিয়া প্রস্তাব আরম্ভ করিলাম, উনি এই বর্ষীয়সী ভাষার কত নিম্নের বালক তাহা বলা যায় না। এমনি শুনিতে পাণিনি বৃদ্ধতম, কিন্তু এই ভাষার ক্রোড়ে বসাইয়া দেখিলে উহাঁকে সদ্যঃপ্রসূত শিশু বলিয়া বোধ হইবে।

এই ভাষার উৎপত্তিকাল চিন্তার পরপারে লুক্কায়িত আছে। বুদ্ধির অগম্য পথে প্রোথিত আছে। আর তাহা পাওয়া যাইবে না।

যাঁহারা সংস্কারক বা উন্নতিকারক, তাঁহাদিগকেও পাওয়া যাইবে না। তাঁহারা ইহলোকে নাই—অনেক শত বর্ষ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। আর তাঁহাদিগকে পাওয়া যাইবে না। তবে আমাদেরই দুই পাঁচ জন পূর্ব্বপুরুষ, যাঁহারা সংস্কৃত লইয়া কিঞ্চিৎকাল মাত্র ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দুই একজনের নামমাত্র উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব পূর্ণ করিব মানস করিয়াছি। তন্মধ্যে পাণিনি-শীর্ষকে যাঁহার নাম অঙ্কিত করিয়াছি, তাঁহারই বিষয় যথা-সাধ্য বলাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

সংস্কৃত ভাষা এদেশীয়দিগের যত্নের ধন। এক সময়ে এদেশীয়েরা ইহার দ্বারা স্বর্গীয় সুধা পানের ক্ষোভ নিবৃত্তি করিয়াছিলেন। ভাগুরি, ঔপমন্যব, *

যাস্ক, গালব, শাকল্য, জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিকুলের নিকট ইহা দেবভাষা বলিয়া পরিচিত ছিল। তাঁহারা যত্নের সহিত ইহার পুষ্টিসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অতঃপর এই সংস্কৃত ভাষা ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃষ্ণ, আপিশলি, শাকটায়ন, ব্যাড়ি, পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি প্রভৃতি আচার্য্যকুলের নিকট বিশেষ সমাদৃতা ছিল, তাঁহারাও যথাসাধ্য ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া গিয়াছেন। উল্লিখিত আচার্য্যদিগের মধ্যে পাণিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ। এখন আর পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মত চলে না, সর্ব্বকনিষ্ঠ পাণিনির মতই এক্ষণে প্রবল। যদিও দুই একটি মত প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ চলে না, সে সকল গ্রন্থ লোপ হইয়াছে।

পাণিনির মত এত প্রবল কেন? তাঁহারই বা এত মান্য কেন? তিনি কোন্ দেশের লোক? কোন্ সময়ের লোক? কাহার পুত্র? এ সকল জানিবার জন্য অনেকেরই কুতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। ইতঃপূর্ব্বে অনেক মহাত্মাকে সেই কুতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমিও তৎপথে পদার্পণ করিতেছি। যদি বল প্রয়োজন কি?—প্রয়োজন না থাকিলে অত্যন্ত মূঢ় ব্যক্তিরও বিষয়-প্রবৃত্তি হয় না। পাণিনির সময়াদি নির্ণয় করিতে গিয়া তাঁহারা স্বেচ্ছাচারিতা দোষে লিপ্ত হইয়াছেন, এবং নির্ম্মূল কল্পনার আশ্রয়ে থাকিয়া জিজ্ঞাসুদিগকে ভুল বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই জন্যই আমি তাঁহাদের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না থাকিয়া, স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছি।

আমারও যে ভুল হইবে না, ইহাও প্রত্যাশা করা যায় না; কেন না, অতীত বস্তুর যাথার্থ্য নির্ণয় দুঃসাধ্য। অতীত বিষয়ের উপর প্রত্যক্ষের প্রভুতা নাই। প্রত্যক্ষ কেবল বর্ত্তমান লইয়াই থাকে। অনুমানও কখন কখন ভ্রম বুঝাইয়া দিয়া থাকে, যেহেতু অনুমান-প্রমাণটি প্রত্যক্ষ-সংস্পৃষ্ট। ভ্রান্ত অনুমান বস্তুর দোষেও হয়, দেখিবার দোষেও হয়। আর একটি প্রমাণ আছে, তাহার নাম 'ঐতিহ্য'। ঐতিহ্য কি? তাহা বলিতেছি। যাহা বৃদ্ধপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে তাহাই ঐতিহ্য। যদি কোন প্রবাদ বহুকাল হইতে অবিচ্ছেদে চলিয়া আইসে, তবে তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করার রীতি আছে; কিন্তু তাহা সত্য না হইতেও পারে। অতএব অতীত বস্তুর যাথার্থ্য নির্ণয়-

পক্ষে যখন এত বাধা আছে, তখন আমিও যে অভ্রান্ত নির্ণয় করিতে পারিব ইহাও প্রতিজ্ঞা করিতে পারি না ; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে পদ্ধতিতে অতীত বস্তুর নির্ণয় হওয়া সুসম্ভব, সেই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া, স্বেচ্ছাচারিতা দোষ ত্যাগ করিয়া, নির্মূল কল্পনা বর্জ্জন করিয়া, অতি সাবধানে নির্ণয় করিব, ইহাতে যতটুকু সত্যের আকর্ষণ সম্ভব, পাঠকগণ তাহাই পাইবেন।

পুরাতত্ত্ব জানিবার দুইটি মাত্র উপায় আছে। যুক্তি ও ঐতিহ্য। অবিচ্ছেদে ও ধারাবাহিকরূপে সমাগত বিশ্বাসযোগ্য জনপ্রবাদ, তৎকালের কি তৎপরবর্ত্তী কালের লিপি, ঘটনাবিশেষের লুপ্তাবশেষ, প্রাকৃতিক অবস্থার তারতম্য, এ সমস্তই উহার আলম্বন। এই সকল অবলম্বন করিয়াই যুক্তি ও ঐতিহ্যের দ্বারা প্রাচীন বস্তু অনুসন্ধান করিতে হয়। যে যুক্তির কোন মূল নাই, যে যুক্তি পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ, একদিকে সংলগ্ন, অন্যদিকে অসংলগ্ন, এমন যুক্তি পরিত্যাজ্য। ঐতিহ্য পক্ষেও এই রীতি। এই রীতির অনুগত থাকিয়াই পাণিনির জীবনী নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

আচার্য্য হেমচন্দ্র স্বকৃত অভিধানচিন্তামণির মর্ত্যকাণ্ডে পাণিনির নামোল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"অথ পাণিনৌ, শালাতুরীয়দাক্ষেয়ৌ।"

শালাতুরীয় ও দাক্ষেয় এই দুইটি শব্দ পাণিনি নামক মুনিবোধক। হেমচন্দ্রের এই লিপির দ্বারা ৭৫০ বৎসরের সংবাদ পাওয়া গেল। পাণিনি যে ৭৫০ বৎসর পূর্ব্বের লোক, তাহা এই প্রমাণে নির্ণীত হইল। কিন্তু কত পূর্ব্বের ? তাহা জানিবার জন্য প্রমাণান্তর অনুসন্ধেয়। বেদান্ত শাস্ত্রের প্রচারক শঙ্করাচার্য্যকেও পাণিনির নামোল্লেখ করিতে দেখা যায়। যথা—

"ন চ পাণিনিস্মৃতিবিরোধঃ—"

(১ম অং)

এই লিপি অনুসারে নির্ণয় হইতেছে যে, পাণিনি ১০৮৯ বৎসরেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, কেননা, শঙ্করাচার্য্য উক্ত পরিমিত কালের লোক। এতৎসম্বন্ধে "নিধিনাগেহভবন্ হৃদে" ইত্যাদি বহুতর প্রমাণ আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

জৈমিনিসূত্রের ভাষ্যকার শবরস্বামী* শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা বহুপ্রাচীন। কেননা শঙ্করাচার্য্য স্বকৃত বেদান্ত ভাষ্যের ১ম অধ্যায়ে "স্বত্ব শাস্ত্রতাৎপর্য্য-বিদামনুক্রমণম্" এই উক্তি করিয়া, শবরস্বামীর বাক্য উল্লেখ করতঃ তাঁহাকে বৃদ্ধোচিত পূজা করিয়াছেন। এই বৃদ্ধতর শবরস্বামীও পাণিনির উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"ন হি বৃদ্ধিশব্দেন অপাণিনেৰ্ব্যবহারত
আদৈঃ প্রতীয়েরন্ পাণিনিকৃতিমননুমন্ত—"
(১ অং ১ পাদ)

অতএব ইহার দ্বারা স্থির হইতেছে যে, পাণিনি অন্যূন ১২।১৩ শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী। যেহেতু শবরস্বামীর কাল এক্ষণে উহার ন্যূন নহে। অমরসিংহকেও পাণিনির অনুসরণ করিতে দেখা যায়, সুতরাং পাণিনি ৫০০ খৃষ্টাব্দের বহুকাল পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা নিশ্চিত হইতে পারে। †

মগধেশ্বর শেষ নন্দ ও চন্দ্রগুপ্তের সমকালিক চাণক্য মুনিকেও পাণিনির সূত্রোল্লেখ করিতে দেখা যায়। যথা—'অস্তেভূ́ঃ' 'ব্রুবো বচিঃ' 'আধারোঽধিকরণম্' 'ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্' এই সকল পাণিনিসূত্র তিনি স্বকৃত ন্যায়ভাষ্যে উদ্ধার করিয়াছেন। চাণক্য যখন পাণিনির উল্লেখ করিয়াছেন, তখন নিশ্চয় হইতেছে যে, তিনি অবশ্য ২৩ শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন এক অনির্দ্দিষ্ট কালের লোক।

এস্থলে ন্যায়ভাষ্যজ্ঞ পাঠকের একটি সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। সে সংশয় এই যে, ন্যায়-ভাষ্যে লেখা আছে তাহা বাৎস্যায়নকৃত; কিন্তু আমি বলিলাম উহা চাণক্যকৃত। এই সংশয়-ভঞ্জনের জন্য, চাণক্য ও বাৎস্যায়ন যে এক ব্যক্তি, এস্থলে তাহাও প্রমাণ করা যাইতেছে।

চাণক্যের একটি নাম নহে। পূর্ব্বকালে গুণ, বংশ, কার্য্য ইত্যাদি বহু কারণবশতঃ এক ব্যক্তির বহু নাম থাকিত; সুতরাং চাণক্যেরও বহু নাম ছিল দেখা যাইতেছে। তাঁহার বাৎস্যায়ন, মল্লনাগ, কৌটিল্য, চাণক্য,

* ইনি দীপ্ত স্বামীর পুত্র। ইহাঁর কৃত মীমাংসা দর্শনের টীকা ভিন্ন লিঙ্গানুশাসন একখানি টীকা আছে।

† ভট্ট কর্ণের মতে অমরসিংহ ৫০০ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

দ্রামিল, পক্ষিলস্বামী, বিষ্ণুগুপ্ত ও অঙ্গুল এতগুলি নাম ছিল। জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র স্বকৃত অভিধানচিন্তামণিতে এই সমস্ত নামগুলিই পর্য্যায়বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

"বাৎস্যায়নে মল্লনাগঃ কৌটিল্যশ্চণকাত্মজঃ।
দ্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোঽঙ্গুলশ্চ সঃ।"

(মর্ত্যকাণ্ড।)

ন্যায়ভাষ্য যে চাণক্য-বাৎস্যায়নের কৃত, তাহারও প্রমাণ আছে। উদ্যোতকর মিশ্রকৃত বার্ত্তিক, এবং বাচস্পতি মিশ্রকৃত তাৎপর্য্য-টীকায় এই গ্রন্থ পক্ষিল স্বামি-কৃত বলিয়া উল্লিখিত আছে। ন্যায়শাস্ত্রে যে পক্ষিল স্বামীর একটি স্বতন্ত্র মত আছে, তাহা আধুনিক নৈয়ায়িকগণও অবগত আছেন। মল্লনাগ, পক্ষিল স্বামী, বাৎস্যায়ন এক ব্যক্তি এবং তিনিই চাণক্য।

এই চাণক্য নীতিশাস্ত্রে ও শব্দশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। শব্দশাস্ত্রে ইনি কৌটিল্য-নামে বিখ্যাত। সংস্কৃত "মুদ্রারাক্ষস" নাটকের বহুতর স্থলে চাণক্যকে "কৌটিল্য" বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। এসকল আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, এজন্য এ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ প্রমাণ-প্রয়োগ উদ্ধৃত করিলাম না।

চাণক্য পণ্ডিত যখন পাণিনির উল্লেখ করিতেছেন, তখন অবশ্য তিনি চন্দ্রগুপ্তের বা শেষ নন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহার দ্বারা তদীয় কালসংখ্যাস্থলে অন্যূন ২৩০০ শত বৎসর গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতঃপর আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা কোন একটি নির্দ্দিষ্টকাল স্থির করা যাইতে পারে। আরোহ-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ২৩০০ শত বৎসরে গিয়া দাঁড়াইতে হইল। এক্ষণে অবরোহ-প্রণালী অবলম্বন করিয়া দেখা যাউক, তাহাতেই বা কোথায় দাঁড়াইতে হয়।

কোন একটি নির্দ্দিষ্টকাল কেন্দ্র করিয়া অবরোহ প্রণালীতে ক্রমে অবতরণ করিয়া আসিতে হইবে।

কোন্ কালটিকে কেন্দ্র করা যাইবে? সর্ব্বসংহারক কাল যে সময়ে এই ভারতবর্ষে ভীষণ সংক্ষয় উপস্থিত করিয়াছিল, যে দিনটির অবসানে কালরাত্রিতুল্য করালরাত্রির মধ্যভাগে বটবৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়া দ্রোণপুত্র, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য জীবশূন্য পৃথিবী দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, যে সংক্ষয়ের

পর ভারত আর জাগ্রৎ হইল না, সেই সময়টিকে কেন্দ্র করিয়া নিয়ে আগমন করা যাইতেছে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালটির উল্লেখ মহাভারতে আছে; কিন্তু তাহাতে একটি নির্দ্দিষ্টকাল-সংখ্যা পাওয়া যায় না। সুতরাং অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থের অনুসরণ করা যাইতেছে। বরাহসংহিতানামক জ্যোতিগ্রর্ন্থে এই কালটির স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিণী নামক প্রাচীন ইতিবৃত্তগ্রন্থেও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যথা—

"গতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ বৎসরে।
————————অভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥

কলির ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হয়। উক্ত গ্রন্থকারেরা জনশ্রুতি মাত্র অবলম্বন করিয়া উক্ত কালসংখ্যা লেখেন নাই। জ্যোতির্গণনা ও অব্দব্যবহার তাহাতে প্রমাণ দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের সময়েও যৌধিষ্ঠিরাব্দ প্রচলিত ছিল। বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ আরম্ভের সময় যৌধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬ ছিল। এইরূপ আর্য্যভট্টীয় গ্রন্থেও যৌধিষ্ঠিরাব্দ বর্ত্তমান থাকার উল্লেখ আছে। যুধিষ্ঠিরের বৃত্তান্তঘটিত মহাভারত, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে সপ্তর্ষিমণ্ডল (সাত ভেয়ে তারা) মঘা নক্ষত্রে ছিল। ইহা অবলম্বন করিয়া উক্ত জ্যোতির্বেত্তারা বলিয়াছেন যে, উক্ত সপ্তর্ষিমণ্ডল শত বৎসর করিয়া এক এক নক্ষত্র ভোগ করে। শত বৎসরান্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য নক্ষত্রে গমন করে। সূর্য্যের যেমন এক মাসে এক রাশি ভোগ হয়, সেইরূপ সপ্তর্ষিমণ্ডলের ২২৫ বৎসরে এক রাশি ভোগ হয়। এতাদৃশ সপ্তর্ষিমণ্ডল যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে মঘা নক্ষত্রে ছিল, এক্ষণে আমরা উহাকে কৃত্তিকার প্রথম পাদে দেখিতেছি। এই সকল প্রমাণ দ্বারা নির্ণয় হইয়াছে যে, কলির ৬৫৩ বৎসর পরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহার পরেও যুধিষ্ঠিরেরা অনেক বৎসর জীবিত ছিলেন। তাহাতে অনধিক ৭০০ বৎসর ধরা যাইতে পারে। এই যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ অর্জ্জুন, তৎপুত্র অভিমন্যু, তৎপুত্র পরীক্ষিৎ, তৎপুত্র জনমেজয়; এই জনমেজয়ের সমকালে নৈমিষারণ্যীয় ঋষিদিগের দ্বারা মহাভারত প্রচার হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আর মহাভারত-প্রচার, এতন্মধ্যে অন্যূন ৩০০ শত বৎসর

ব্যবধান আছে, ইহা বলিলে বোধ হয় সমধিক দোষ হয় না, এবং তাহা হইলে কলির সহস্র বৎসরান্তে মহাভারত প্রচার হইয়াছে ইহাও বলা যাইতে পারে। এই মহাভারত পুরাতন কালের এবং তৎসমকালের যে কোন মহাত্মা, সকলেই সন্নিবিষ্ট আছেন; কিন্তু ইহাতে যাস্ক, পারস্কর, শাকটায়নাদির উল্লেখ নাই। কেবল মহাভারত নহে, মহাভারতের পরবর্ত্তী অন্যান্য পুরাণেও নাই। যখন মহাভারতের পরবর্ত্তী বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি পুরাণসমূহের উৎপত্তিকালে যাস্ক পারস্করাদির অসত্তা নির্ণীত হইতেছে, তখন তাঁহারা নিশ্চিত তদপেক্ষা অন্যূন ৫০০ শত বৎসরের পরভাবিক। পাণিনি মুনি স্বীয় সূত্রে ঐ সকল ব্যক্তির অর্থাৎ যাস্ক, পারস্কর, শাকটায়ন, এবং ভারতীয় ব্যাস, তৎশিষ্য ও তৎপ্রশিষ্যাদির উল্লেখ করিয়া নিজের অনেক নিম্নবর্ত্তিত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল আলোচনা করিয়া দেখিলে, অবরোহ প্রণালীতে, কলির দুই সহস্র বৎসর বাদ দেওয়া যাইতে পারে। এখন পাঠকগণ দেখুন, পাণিনি মুনি কালপ্রাসাদের কোন্ সোপানটিতে বসিয়া ব্যাকরণসূত্র রচনা করিতেছেন। যুক্তি-চক্ষুতে দেখুন, বর্ত্তমান সময় হইতে অন্যূন ২৩০০ বৎসরের পূর্ব্বে এবং কলিপ্রবৃত্তির ২০০০ বৎসর পরে তিনি এই সন্ধি-স্থানটি অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন।

যুক্তি অবলম্বন করিলে পাণিনির সময় নির্ণয় সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত সত্যলাভ হইতে পারে না। এক্ষণে দেখা যাউক, ঐতিহ্য অবলম্বন করিলে কি হয়।

ঐতিহ্য অবলম্বন করিলেও উপরোক্ত নির্ণয় স্থির থাকে এবং তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি হয় না, বরং যুক্তিলভ্য সত্যটি দৃঢ় হয়। ঐতিহ্য গ্রহণ করিবার অবলম্বন অধিক নাই, বৃহৎ-কথা এবং তাহারই সঙ্কলন কথা-সরিৎসাগর * ও বৃহৎকথামঞ্জরী, † এই গ্রন্থত্রয় মাত্র আছে। এই গ্রন্থ-

* সোমদেব ভট্ট এই গ্রন্থ, পৈশাচী ভাষায় রচিত গুণাঢ্যকৃত বৃহৎ কথা হইতে অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র। বৃহৎকথা দুই সহস্র বৎসর গত হইল লিখিত হইয়াছে। সোমদেব ও রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থকর্ত্তা কহ্লণ পণ্ডিতের সমসাময়িক। ইঁহারা উভয়ে কাশ্মীরদেশে অন্যূন এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

† এই গ্রন্থ ক্ষেমেন্দ্রকৃত। ইহা কথাসরিৎসাগর রচনার অতি অল্পকাল পূর্ব্বে বৃহৎকথা হইতে অনুবাদিত হইয়াছে। ক্ষেমেন্দ্র আপনাকে ব্যাসদাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি

ত্রয়েই পাণিনির জীবনীর ঐক্য আছে। অতএব বৃহৎকথার উল্লেখমাত্র করিয়া তাহা হইতে ঐতিহাসিক সার কথা কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি। পাঠকগণ ইহা মিলাইয়া দেখিলে যুক্তিলভ্য সত্যের সহিত বড় অধিক ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবেন না।

বৃহৎকথা বলেন, পাণিনি উপবর্ষ পণ্ডিতের ছাত্র। উপবর্ষ নামক একজন শব্দ-শাস্ত্রের আচার্য্য ছিলেন, তাহা আমরা গ্রন্থান্তরেও পাইয়াছি। যথা;—

"যদাহ ভগবানুপবর্ষঃ বর্ণা এব হি শব্দাঃ"

(সূত্রভাষ্য ২ অং)

বৃহৎকথা বলেন, পাণিনি মধ্যদেশে ছিলেন। পাণিনি নিজেই 'শালাতুরীয়' নাম দ্বারা ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। শালাতুর নামক প্রদেশ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বাসভূমি ছিল, কিন্তু তিনি স্বয়ং তদ্দেশবাসী নহেন। ইহা পশ্চাৎ প্রতিপাদিত হইবে।

বৃহৎকথা বলিয়াছেন যে, পাণিনি নন্দের সমসাময়িক, পূর্ব্বপ্রদর্শিত যুক্তিতেও প্রায় তাহাই পাওয়া গিয়াছে।

অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে বৃহৎকথার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য লুক্কায়িত আছে। কেবল বৃহৎকথা কেন, কথাগ্রন্থমাত্রেরই কিয়ৎপরিমাণে সত্য আছে। কোন এক সত্যভিত্তির উপর কথারচকেরা অলঙ্কার দিয়া বাহুল্য রচনা করিয়া থাকেন, ইহাই কথারচকদিগের স্বভাব। তদ্ভিন্ন আকাশ-কুসুমের ন্যায় সম্পূর্ণ মিথ্যা হইলে উহা কথাগ্রন্থ বলিয়া পরিচিত হইতে পারিত না, যেহেতু কথাগ্রন্থের লক্ষণই ঐরূপ। যথা;—

"প্রবন্ধ-কল্পনাং স্তোকসত্যাং প্রাজ্ঞাঃ কথাং বিদুঃ।
পরম্পরাশ্রয়া যা স্যাৎ সা মতাখ্যায়িকা বুধৈঃ॥"

অতএব যুক্তিলভ্য অর্থের সহিত বৃহৎকথার যে যে অংশের সামঞ্জস্য আছে, তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? বৃহৎকথা পাণিনিকে

অনন্তদেবের সময় কাশ্মীর প্রদেশে শৈবদার্শনিক অভিনব গুপ্তাচার্য্যের নিকট অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহার কৃত বৃহৎকথা-মঞ্জরীব্যতীত ভারতমঞ্জরী, রামায়ণমঞ্জরী, কালবিলাস, দশাবতারচরিত্র, সময়মাতৃকা, ব্যাসাষ্টক, সুবৃত্ততিলক, লোকপ্রকাশ ও রাজাবলি প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারে বর্ত্তমান আছে।

নন্দের সমকালিক বলিয়াছেন, তাহা শেষ নন্দ না হইয়া নবনন্দের তৃতীয় কি চতুর্থ নন্দ হউক। বৃহৎকথা বলিয়াছেন, পাণিনি ও ব্যাড়ি তুল্য-কালিক, যুক্তি ও পাণিনি নিজে তাহাই বলিতেছেন।

আচার্য্য গোল্‌ডষ্টুকরের মতে পাণিনি খৃষ্টজন্মের ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্ব-বর্ত্তী। ইউরোপীয় অন্যান্য পণ্ডিতগণের মতে তিনি খৃষ্টজন্মের ৪০০ শত বৎ-সরের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। তিব্বতদেশীয় লামা তারানাথ তাঁহাকে নন্দের সমকালিক এই মাত্র বলিয়াছেন; কিন্তু তিনি কোন্ নন্দের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। যদি শেষ নন্দ হন, তবে তিনি তদীয় মতে খৃষ্টজন্মের ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। বঙ্গদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাচস্পতি তারানাথও এইরূপ স্থির করিয়াছেন; কিন্তু আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়া আসিয়াছি যে, নন্দের তুল্যকালজন্মা চাণক্য-পণ্ডিত অপেক্ষা পাণিনি বহুল প্রাচীন এবং যাস্ক পারস্করাদির বহু অর্বাচীন। তখন তিনি কোন প্রকারেই শেষনন্দের সমকালিক হইতে পারেন না। আমাদিগের মতে তিনি দ্বিতীয় কি তৃতীয় নন্দের সমকালিক। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে পারি না; কেন না, তাহা হইলে তিনি ব্যাসের অধস্তন পঞ্চমশিষ্য এবং যাস্ক প্রভৃতিকে চিনিতে পারিতেন না, সুতরাং তাঁহাদিগকে স্বকৃত ব্যাকরণসূত্রে আনিতে পারিতেন না।

পাণিনি কোন্ দেশীয় লোক? তাঁহার বাসভূমি কোথায় ছিল? এ বিষয়েরও অন্বেষণ করা যাউক।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পাণিনির আর দুইটি নাম আছে, শালাতুরীয় এবং দাক্ষেয়। শালাতুরীয় নামটি দেখিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা শালাতুর নামক গ্রাম তাঁহার জন্মভূমি বা বাসভূমি নির্ণয় করিয়াছেন। শালাতুর গ্রামটি গান্ধার (কান্দাহার) প্রদেশের অন্তর্গত, আধুনিক 'অটক' নামক স্থানের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে তিনি জন্মিয়াছিলেন বা এই স্থানে বাস করিতেন, ইহার কোন কথাটিতেই আমরা অনুমোদন করিতে পারি না। কারণ, পাণিনি নিজেই শালাতুরগ্রাম তাঁহার বাসভূমি বলিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যথা—চতুর্থ অধ্যায়ে ৯০ সূত্রে, 'অভিজনশ্চ।' এই সূত্র আর তাঁহার শালাতুরীয় নাম, এই দুই একত্র হইয়া একটি গূঢ়

সত্য প্রকাশ করিতেছে। সেইটি এই যে, শালাতুর গ্রাম তাঁহার বাসভূমিও নহে এবং জন্মভূমিও নহে, তবে কি? উহা তাঁহার কুল-পুরুষদিগের জন্ম-ভূমি এবং বাসভূমি। যথা—পাণিনি 'অভিজনশ্চ' সূত্রের পূর্ব্বে 'তদস্য নিবাসঃ' এই একটি সূত্র করিয়াছেন। ইহার দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে, নিবাস ও অভিজন এই দুয়ের মধ্যে অবশ্য কিছু প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদটি বৃত্তিকার দেখাইয়া দিয়াছেন। যথা—"যত্র সম্প্রত্যুষ্যতে স নিবাসঃ, যত্র পূর্ব্বপুরুষৈরুষিতং সোঽভিজনঃ" যেস্থানে পূর্ব্বপুরুষের বাস ছিল, তাহা অভিজন এবং যাহা বর্ত্তমান বাসস্থান তাহা নিবাস। এতাদৃশ অভিজন অর্থে পাণিনি নিজে 'শালাতুরীয়' নামটি নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। কেন না,—'অভিজনশ্চ' এই সূত্রের পরে, অভিজন অর্থটির আকর্ষণ করিয়া, 'তূদী-শালাতুরবর্থতীকুচবারাড্ঢক্' (৪। ৩। ৯৪) এই সূত্রটি নির্ম্মাণ করিয়া, শালা-তুর শব্দের উত্তরে অভিজন অর্থে ঢক্ প্রত্যয় করিয়া 'শালাতুরীয়' রূপ-নির্ম্মাণ করিবার আদেশ করিয়াছেন। অতএব পাণিনি নিজে যখন "শালা-তুর" গ্রাম আপনার অভিজন বলিয়া জানিতেন, তখন আমরা তাঁহাকে শালাতুরবাসী বলিতে পারি না। সুতরাং পাণিনিকে বৃহৎকথার লিখিত মগধদেশবাসী বলিতে হইল। কেন না "অভিজনশ্চ" এই অর্থে নিষ্পন্ন শালাতুরীয় নামের দ্বারা বৃহৎকথার ঐতিহাসিক সত্যতা সপ্রমাণ হইতেছে।

বৃহৎকথার ইতিহাসাংশ যে কিয়ৎপরিমাণে সত্য, এবং পাণিনি যে, এদেশীয়, তাহা পাণিনির 'দাক্ষেয়' এই তৃতীয় নাম দ্বারাও প্রকাশ পাই-তেছে। যথা—"জীবতি তু বংশ্যে তদপত্যং যুবা" এবং "অপত্যং পৌত্রপ্রভৃতি গোত্রম্" এই দুই সূত্রে, বংশ-পুরুষ জীবিত থাকিলে তদীয় প্রপৌত্র দূরবংশীয়েরা 'যুবন্' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে বলিয়াছেন। তদনুসারে 'দাক্ষি' নামক ব্যক্তির জীবিত কালের মধ্যে, তৎপৌত্র কি প্রপৌত্র দাক্ষায়ণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দাক্ষায়ণ ও ব্যাড়ি এক ব্যক্তি। কেন না, পতঞ্জলি ব্যাড়িকৃত লক্ষশ্লোকাত্মক-সংগ্রহ নামক গ্রন্থকে দাক্ষায়ণের কৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

'শোভনা খলু দাক্ষায়ণস্য সংগ্রহস্য কৃতিঃ' ইত্যাদি।

অতএব, ব্যাড়ি বা দাক্ষায়ণের পিতামহ কি প্রপিতামহের নাম দাক্ষি

এবং এই দাক্ষির কনিষ্ঠা ভগ্নীর নাম দাক্ষী। "দক্ষস্যাপত্যং পুমান্ দাক্ষিঃ, দক্ষস্যাপত্যং স্ত্রী দাক্ষী।" এই নির্বচনলভ্য অর্থের অপ্রামাণ্য আশঙ্কা কস্মিন্ কালেও নাই। পাণিনি এই দাক্ষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, ইহাও তদীয় 'দাক্ষায়ণ' নাম দ্বারা লব্ধ হয় এবং 'দাক্ষী-পুত্রেণ ধীমতা' ইত্যাদি স্পষ্ট প্রমাণ-বাক্যও আছে। এতদনুসারে, দাক্ষায়ণ বা ব্যাড়ির পিতামহ বা প্রপিতামহ দাক্ষির সহিত দাক্ষেয় বা পাণিনির মাতুল-ভাগিনেয় সম্বন্ধ দাঁড়াইতেছে। দাক্ষিব জীবদ্দশাতেই ব্যাড়িব পাণ্ডিত্য জন্মিয়াছিল, এবং ব্যাড়ির জীবৎকালেও তদীয় পিতামহ বা প্রপিতামহ দাক্ষি নিশ্চিত জীবিত ছিলেন, তাহা না থাকিলে ব্যাড়ির 'দাক্ষায়ণ' নাম হইতে পারিত না। অতএব ব্যাড়ির নাম দাক্ষায়ণ *। আর পাণিনির নাম দাক্ষেয়; এই নাম দ্বাবা সপ্রমাণ হইতেছে যে, ব্যাড়ি ও পাণিনির বয়োগত ন্যূনাধিক্য থাকিলেও তাঁহারা পরস্পরকে দেখিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। পরন্তু ব্যাড়ি অপেক্ষা পাণিনি বয়োবৃদ্ধ হওয়াই অধিক সম্ভব। ইহা নিম্নপ্রদর্শিত চিত্র দেখিলেই প্রতীত হইবে।—

(বংশ-পুরুষ)

দক্ষ।

দাক্ষি (পুত্র) — দাক্ষী (কন্যা)

দাক্ষি
|
O
|
O
|
ব্যাড়ি বা দাক্ষায়ণ

দাক্ষী
|
পাণিনি বা দাক্ষেয়

"জীবতি তু বংশ্যে তদপত্যং যুবা" পাণিনির এই লিপি অনুসারে দাক্ষির জীবদ্দশার সন্তান ভিন্ন যে দাক্ষেয় ও দাক্ষায়ণ নাম নিষ্পন্ন হয় না, সংস্কৃত

* ব্যাড়ির মাতার দাক্ষী নামটি গোত্রানুসারে হইয়াছিল। তাঁহার প্রকৃত নাম নন্দিনী। এতদনুসারে ইঁহার 'নন্দিনীতনয়' একটি নাম। দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন বলিয়া 'বিন্ধ্যবাসী' নামও ছিল। আচার্য্য হেমচন্দ্র "অথ ব্যাড়ির্বিন্ধ্যবাসী নন্দিনীতনয়শ্চ সঃ।" নামমালায় গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাবিশারদ আচার্য্য গোল্‌ডষ্টুকরের দৃষ্টিতে তাহা পতিত হয় নাই। সেই জন্যই তিনি পাণিনি ও ব্যাড়িকে তুল্য-কালিক বলিতে পারেন নাই এবং ঐ ভুলটি তাঁহার সকল সিদ্ধান্তের মূল শিথিল করিয়া রাখিয়াছে।

যুক্তি ও ঐতিহ্যের দ্বারা এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে, পাণিনি অন্যূন সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসরের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; নবনন্দের দ্বিতীয় কি তৃতীয় নন্দকে তিনি জানিতেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা গান্ধার প্রদেশের শালাতুর গ্রামে বাস করিত, এবং তিনি স্বয়ং মগধাদি প্রদেশের কোন একস্থানে বাস করিতেন। তিনি দক্ষ গোত্রের ও পাণিন্ উপাধি-প্রাপ্ত কোন এক বিখ্যাত বংশের সন্তান, তাঁহার মাতার নাম দাক্ষী এবং তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। দাক্ষিণাত্যবাসী ব্যাড়ির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং দেখা সাক্ষাৎও ছিল। ইহাঁর পিতার নাম ঠিক জ্ঞাত হওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার নাম দেবল। কোন্ দেবল তাহা জানা যায় না। ফল, মহাভারতীয় ঋষি দেবল নহেন। এক্ষণে আচার্য্য গোল্‌ডষ্টুকরের মত সমালোচিত হইতেছে।—

গোল্‌ডষ্টুকরের মতে পাণিনি খৃষ্টজন্মের ৬০০ বৎসরের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু নন্দের তুল্যকালিক ন্যায়ভাষ্যে পাণিনি-সূত্র উদ্ধৃত হওয়াতে এই মতের মূলে কুঠারাঘাত পড়িতেছে। এইরূপ অন্যান্য বহুবিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদিগের মতের অনৈক্য হওয়ায় আমরা দুঃখিত হইতেছি। কি করি, ঐতিহ্য ও যুক্তির বলে যে সকল সত্য আবিষ্কৃত হয়, তাহার অপমান করিতে পারিব না। অতএব, সুবিজ্ঞ পাঠকবর্গ এবিষয়ে আমাদের প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন।

আচার্য্য গোল্‌ডষ্টুকর কেবল মাত্র ব্যাকরণ সূত্রের কতকগুলি কথা লইয়া, তদীয় কাল, দেশ এবং তদানীন্তন গ্রন্থাবলীর যে সত্তা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অযৌক্তিক। বৈয়াকরণিক সঙ্কেত কেবল প্রচলিত সাধুশব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়-বিভাগ দেখিয়া সাধুতা সপ্রমাণ করিয়া দেয় মাত্র। এতদ্ভিন্ন কোন ইতিহাস নির্ণয় করিয়া দেয় না। প্রকৃতি-প্রত্যয়ের বিভাগ ও সাধন-প্রণালী প্রদর্শন পূর্ব্বক বিশেষ শব্দকে অর্থ বিশেষে ব্যবস্থাপনা করাই ব্যাকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু পারিভাষিক বা নিগূঢ় সঙ্কেতযুক্ত শব্দের উপর ব্যাক-

রণের কিছুমাত্র প্রভুতা নাই, সুতরাং ব্যাকরণের সহিত তাদৃশ শব্দের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। ইহা সত্য কি অসত্য, নিদর্শন দেখাইতেছি। পুরাণে একটি শব্দ আছে "পঞ্চাম্র"; "পঞ্চাম্ররোপী নরকং ন যাতি।" যে পঞ্চাম্র রোপণ করে তাহার নরকে গমন হয় না। এই পঞ্চাম্র শব্দটির অর্থ পাণিনি বলিবেন, পাঁচটি আম্রবৃক্ষ। বস্তুতঃ তাহা নহে। নিম্ব, অশ্বত্থ, বট, জাতি-পুষ্প, দাড়িম্ব, এই সকল বৃক্ষ একত্র রোপণ করিলে তৎসমুদায়কে পঞ্চাম্র বলে; ইহাতে আম্রের নাম গন্ধও নাই, অথচ ইহা পঞ্চাম্র হইল।

যদিও পঞ্চাম্র শব্দটির উৎপত্তি পাণিনির পরে হইয়া থাকে এমতও হয়, তথাপি তৎপরবর্ত্তী আচার্য্যেরা বা ব্যাকরণকর্ত্তারা তাহা ত্যাগ করিবেন কেন? ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ব্যাকরণ-নিয়মের মধ্যে তাদৃশ শব্দের সমাবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই এবং তজ্জন্যই ব্যাকরণে তাদৃশ শব্দের বর্জ্জন আছে।

আর একটী শব্দ আছে "ষোড়শী"। এই শব্দের অর্থ পাণিনি বলিবেন, ষোল সংখ্যার পূরণী। কাব্য লেখকেরা বলিবেন "যুবতী স্ত্রী।" পুরাণে বর্ণিত আছে, তীর্থস্থলে প্রদত্ত ঊনবিংশ পিণ্ড; আবার বেদে বলে, একটি যজ্ঞপাত্র অর্থাৎ সোমরস গ্রহণের পাত্র। এই ষোড়শী শব্দটি পাণিনি কি অন্য কোন ব্যাকরণের মতে যজ্ঞপাত্র বুঝা যায় না। যুক্তিতে দেখা যায়, ইহা পাণিনির পূর্ব্বে উৎপন্ন হইলে পাণিনি ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বস্বধন সোমের পাত্র বিস্মৃত হইয়া ষোল সংখ্যার পূরণ মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইতেন না!! কিন্তু পাঠকগণ, বলিয়া দিতেছি, ইহা পাণিনির চিরপরিচিত যজুর্ব্বেদের সহস্র স্থানে আছে—"অতিরাত্রে ষোড়শীং গৃহ্লাতি নাতিরাত্রে ষোড়শীং গৃহ্লাতি" ইত্যাদি। অতএব, কেবল মাত্র ব্যাকরণসূত্রের দ্বারা কোন ইতিবৃত্ত নির্ণয় হইতে পারে না। যেমন একমাত্র ব্যাকরণের দ্বারা কোন ইতিহাস নির্ণয় হয় না, সেইরূপ, এক শব্দকে দুই ব্যক্তি দুই অর্থে ব্যবহার করিল বলিয়া সেই দুই জনের মধ্যে একটা লম্বমান কালনিবেশ করাও যায় না।

এইরূপ শিথিল-মূল যুক্তির আশ্রয় লইয়া আচার্য্য গোল্‌ডষ্টুকর ন্যায়, সাঙ্খ্য, বেদান্ত, মীমাংসা, উপনিষদ্, আরণ্যক, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সমুদয় আর্ষ গ্রন্থকে পাণিনির পরভাবী বলিয়া লোকের বৃথা মোহ জন্মাইয়া দিয়া-

ছেন। উল্লিখিত সমস্ত শব্দই পারিভাষিক। পারিভাষিক শব্দের দ্বারা যে, ব্যাকরণের কাল নির্ণয় হয় না, তাহা তিনি কিছুমাত্র লক্ষ্য করেন নাই।

পাণিনির একটি সূত্র আছে "অরণ্যান্মনুষ্যে"; মনুষ্য অভিধেয়ে "আরণ্যকঃ" এই পদ নিষ্পন্ন হইবে। যথা—"আরণ্যকো মনুষ্যঃ" অর্থাৎ অরণ্যবাসী মনুষ্য। ইহা দেখিয়াই তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাণিনির পূর্ব্বে বা সময়ে আরণ্যক নামক বেদাংশ ছিল না। কিন্তু উহা মনু প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিদিগের সময়ে ছিল। এই জন্যই বলিতে হইতেছে যে, তাঁহার উল্লিখিত সিদ্ধান্তে ভ্রম আছে।

ন্যায়দর্শন ও সাঙ্খ্যদর্শন এই দুইটী পারিভাষিক শব্দ। পরিভাষাগুলি শিষ্যসম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে আমরা যাহাকে যোগ-দর্শন ও পাতঞ্জল-দর্শন বলি, তাহার প্রকৃত নাম "সাংখ্য-প্রবচন।" আমরা যাহাকে উত্তর মীমাংসা ও বেদান্তদর্শন বলি, তাহার প্রকৃত নাম "উত্তরকাণ্ড"। এইরূপ উপনিষদ্ শব্দও সাঙ্কেতিক। পাণিনি মুনি, ব্যাস ও তাঁহার ক্রমানুসারে নিম্নবর্ত্তী পাঁচজন শিষ্যকে অর্থাৎ শিষ্য প্রশিষ্য প্রভৃতিকে চিনিতেন, যুধিষ্ঠিরাদি রাজবর্গকে চিনিতেন, ইহা তদীয় সূত্রে প্রকাশ আছে। ন্যায়, সাঙ্খ্য, আরণ্যক প্রভৃতি পাণিনির জ্ঞাত ছিল না, কিন্তু তাঁহার অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী উল্লিখিত ব্যক্তিদের জ্ঞাত ছিল, ইহা কিরূপ সত্য! বিজ্ঞ পাঠকগণ বিবেচনা করুন। উল্লিখিত ব্যক্তিরা যে উল্লিখিত গ্রন্থনিচয় জ্ঞাত ছিলেন, তাহা সকল আর্য্য গ্রন্থেই প্রকাশ আছে। একটি নহে, দুইটি নহে, বহুপরিমাণ বচন আছে। এক দেশের নহে, দুই দেশের নহে, সকল দেশের পুস্তকেই তুল্য পাঠ আছে। অতএব সেই শ্লোকগুলি আধুনিক বলাও অল্প সাহসের কার্য্য নহে।

"নির্ব্বাণোঽবাতে" "আশ্চর্য্যমনিত্যে" এই সকল সূত্র দেখিয়া এবং ইহার "অদ্ভুত ইতি বক্তব্যম্" ইত্যাদি বৃত্তি ও ভাষ্য দেখিয়া গোল্‌ডষ্টুকর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাণিনির পূর্ব্বে নির্ব্বাণ শব্দের মুক্তিবাচকতা দূরে থাকুক, সামান্য নিবিয়া যাওয়া অর্থও ছিল না। আশ্চর্য্য শব্দেরও অদ্ভুতার্থ-দ্যোতকতা ছিল না। আমরা এবিষয়ে তর্ক করিতে ইচ্ছা করি না; যেহেতু তাহা নিষ্প্রয়োজন। তবে এইমাত্র বলি যে, তিনি কি জন্য "পানং দেশে"

এই সূত্র লইয়া বিচার করেন নাই? বোধ হয় তিনি, পান শব্দে তরল খাদ্য বুঝাইত কি না তাহা নিশ্চয় করিতে পারেন নাই বলিয়াই, ঐ সূত্রটীর আর উল্লেখ করেন নাই। পাঠকগণ কি "পানং দেশে" সূত্র আছে বলিয়া বলিতে পারেন যে, পাণিনির পূর্ব্বে বা পাণিনির সময়ে 'পান' শব্দে দেশ বা স্থান বুঝাইত—তরল খাদ্য বুঝাইত না? ফলতঃ মহামহোপাধ্যায় গোল্‌ডষ্টুকর এই সকল স্থানে যে যে তর্ক উদ্ভাবন করিয়াছেন, সমস্তই অমূলক। কেননা, পাণিনি সূত্রস্থান মাত্র রচনা করিয়াছিলেন, বৃত্তি কি ভাষ্য তাঁহার নহে। অতএব অন্যের প্রদত্ত উদাহরণ দ্বারা পাণিনির সাময়িক ব্যবহার নির্ণয় হইতে পারে না। এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, একটী শব্দকে দুই ব্যক্তি দুই প্রকার অর্থে ব্যবহার করিলে যে, তদুভয় ব্যক্তির একটী সুদীর্ঘকাল ব্যবধান থাকিবেক, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

আর একটী গুরুতর বিচার উত্থাপিত হইতেছে। পণ্ডিতবর গোল্‌ডষ্টুকর পাণিনি-সূত্রের মধ্যে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ দেখিতে পান নাই বলিয়া অনুমান করিয়াছেন যে, পাণিনি অথর্ব্ববেদ অবগত ছিলেন না। অথর্ব্ববেদটী পাণিনির পর রচিত হইয়াছে। এইরূপ বাক্য ব্যক্ত করাতে তাঁহার বিলক্ষণ ভ্রম প্রকাশ পাইতেছে কি না, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করুন— "আথর্বণিকস্যেকলোপশ্চ" (৪।৩) "কপিবোধাদাঙ্গিরসে" "দাণ্ডিনায়নাহাস্তিনায়নাথর্ব্বণিক—" (৬।৪) এই সকল সূত্রে যে অথর্ব্বশব্দ আছে এবং আঙ্গিরস শব্দ আছে, তাহার অর্থ তৎকালে কি ছিল? আমরা দেখিতেছি, অথর্ব্ব শব্দের চতুর্থবেদবোধকতা ভিন্ন অন্য কোন অর্থ ছিল না। অথর্ব্ব শব্দের যদি চতুর্থ বেদ কি তৎপ্রণেতা মুনি ভিন্ন অন্য অর্থ থাকিত, তবে তিনি তাহা দেখাইতে পারেন নাই কেন? এবিষয়ে তাঁহার হেতুবাদ এই যে, পাণিনি যখন অথর্ব্ববেদ বা অথর্ব্বাঙ্গিরস এইরূপ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, তখন তিনি তাহা জ্ঞাত ছিলেন না। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের এই যুক্তিকৌশল দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। পাণিনি কেবল "ছন্দসি" "ছন্দসি" "দৃষ্টং সাম" বলিয়া গিয়াছেন। বেদ বা সামবেদ, যজুর্বেদ, ঋগ্বেদ, কোথাও এরূপ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তবে তাঁহার মতে বেদও ছিল না, বলা যাইতে পারে। পাণিনির সময়ে যদি কোন বেদই না থাকে,

তবে অথর্ব্ব বেদও থাকিবে না, ইহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। ফল, পাণিনির বহুপূর্ব্বের ঋগ্বেদেও অথর্ব্ব শব্দের উল্লেখ আছে।

ঋগ্বেদে যে যে স্থানে 'অথর্ব্বন্' শব্দ আছে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি। প্রথমতঃ ৬, ১৬, ১৪। পুনশ্চ ১০, ১৮, ২। তৎপরে ১০, ২১, ৫। ৮, ৯৭। পুনশ্চ ১০। ৮৭। ১২।—৯, ১১। ২। পুনশ্চ ১০, ১৪, ৬। ১। ৮০। ১৬। ৮৩। ৫। ৬। ১৬। ১৩। পুনবায় ১০। ১২০। ৯। ১। ১১২। ১০। ঋগ্বেদ সংহিতা দেখ।

অনেকের ভ্রম আছে, অথর্ব্বাঙ্গিবস মুনি অথর্ব্ববেদের রচক। কিন্তু অথর্ব্বাঙ্গিরস ব্যক্তিটি কে? তাহা অধিকাংশ ব্যক্তি জানেন না। মহর্ষি ব্যাস উদ্যোগপর্ব্বে ইহাঁর পবিচয় দিয়াছেন। ইনি বৃহস্পতি। দেবতাদিগের গুরু এবং অঙ্গিবা ঋষির পুত্র। ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে অথর্ব্বাঙ্গিরস উপাধি প্রদান করেন, কারণ ইনি অথর্ব্ব-বেদোক্ত মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রের স্তব স্তুতি করিয়াছিলেন এবং এই বেদে ইহাঁব বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল।

পাণিনিসূত্রে যাস্কের উল্লেখ থাকায় আচার্য্য গোল্‌ড্‌ষ্টুকর তাঁহাকে পাণি-নির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এইক্ষণে সেই যাস্কপ্রণীত নিরুক্ত মধ্যে অথর্ব্বাঙ্গিরস মুনির অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। ইহা ভিন্ন তৎকৃত নৈঘণ্টুক কাণ্ডের ৭ম অধ্যায়ে "আঙ্গিরস" এবং "আথর্ব্বণিক" শব্দ আছে। ইত্যাদি।

এইরূপ পণ্ডিতবর গোল্‌ড্‌ষ্টুকর যে সিদ্ধান্তে পাণিনি-বিচার কবিয়াছেন, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যুক্তিসঙ্গত বোধ হইতেছে না; কিন্তু তিনি যে পাণিনি সম্বন্ধে অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তৎপাঠে আমরা অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছি, সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ তাঁহার কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্বরূপ চিরকাল সাহিত্যসংসার উজ্জ্বল কবিয়া থাকিবে, ইহাও নিশ্চিত আছে।

অতঃপর পাণিনির ব্যাকরণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

সর্ব্বাদৌ কি আকারের ভাষা মানবকণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ফল, সেই ভাষার পরিণাম বা সংস্কার হইয়া সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি হয়। সংস্কৃত ভাষা আর্য্যদেশে ব্যাপ্ত হইলে, ঋষিরা সানন্দ চিত্তে স্তোত্র, শস্ত্র (স্তব বিশেষ), গীতি প্রচার করিতে লাগিলেন।

এই ভাষা তৎকালের লোকের অতীব হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। ক্রমে অধ্যয়ন ও অধ্যাপন আরম্ভ হইল। তৎপরে শিক্ষার সুগম উপায় করিবার নিমিত্ত সঞ্জাত শব্দের জাতিবিভাগ ও লক্ষণাদি নির্ব্বাচিত হইতে লাগিল এবং তদ্দ্বারা অধ্যেতৃগণের অনেক আয়াস লঘু হইয়া আসিল। ভাগুরি, গালব, ব্যাঘ্রপাৎ, মিমত, তৌকায়ন প্রভৃতি ঋষিরা উহার সূত্রপাত করেন। শাকটায়ন, যাস্ক, ব্যাড়ি প্রভৃতি ঋষিদিগের দ্বারা তাহার পূর্ণতা জন্মে। এতৎপরে অধিক সহজ উপায় অর্থাৎ সর্ব্বতোমুখ সূত্র রচনার উপায় স্থিরীকৃত হয়। সূত্রনির্ম্মাতাদিগের মধ্যে পাণিনি মুনিই শ্রেষ্ঠ।

সূত্র দ্বিবিধ—সূচক ও সর্ব্বতোমুখ। সূচককারের সূত্র বহু পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু সর্ব্বতোমুখ সূত্র মহাত্মা ইন্দ্রদত্ত কর্তৃক প্রথম বিরচিত হয়। ইন্দ্রদত্তের ঐন্দ্র ব্যাকরণ, চন্দ্রাচার্য্যের চান্দ্র, কাশমুনির অঙ্গব্যাকরণ, কৃষ্ণাচার্য্যের ব্যাকরণ, আপিশলির আপিশলসূত্র, এতৎপরে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্র, তৎপরে অমরসিংহের বর্গসূত্র এবং অবশেষে জিনেন্দ্র বুদ্ধিপাদ আচার্য্যের সংগ্রহসূত্র জন্মলাভ করে।

এত উন্নতির সময়েও, ভাষার অধিকার এত অধিক হইলেও, অনেক শব্দের রূপ-নিষ্পত্তি সূত্র দ্বারা নির্ব্বাহ হইত না। "উপসর্গ-নিপাতাঃ" এই বলিয়া যাস্কাদি আর্ষ সময়েও নিপাতের প্রয়োজন হইয়াছিল। "নিপাত" শব্দের অর্থ এই যে, "যদ্‌যল্লক্ষণেনানুৎপন্নং তৎ সর্বং নিপাতনাৎ সিদ্ধম্" (কাতন্ত্রীয়ে দুর্গসিংহ); লক্ষণ দ্বারা যে সকল পদের রূপনিষ্পত্তি না হয়, সে সমস্ত নিপাতন-সিদ্ধ জানিবে।

যাস্ক বলিয়াছেন "নিপতন্তি উচ্চাবচেষ্বর্থেষু ইতি নিপাতাঃ" 'উচ্চাবচ' অর্থাৎ শব্দ সকল বিচিত্র অর্থে নিপতিত হইয়া নিষ্পন্ন হইলে তাহা নিপাত নাম প্রাপ্ত হয়। এইরূপ নিপাতের প্রয়োজন পাণিনির সময়েও ছিল, পাণিনিও ইহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অর্থাৎ সর্ব্বতোমুখ সূত্রদ্বারাও সকল শব্দকে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। পাণিনি সংজ্ঞা-প্রকরণে বলিয়াছেন, "প্রাগীশ্বরান্নিপাতাঃ" অর্থাৎ ঈশ্বর শব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিপাতের অধিকার। এই নিপাতের ন্যায় আর এক প্রকার সঙ্কেত আছে।

তাহার নাম পৃষোদরাদি। ইহাও একপ্রকার নিপাতের জাতি। ইহার বলে নূতন বর্ণের আগম, স্থিতবর্ণের বিপর্য্যয়-ঘটনা প্রভৃতি হইয়া থাকে, তাহা সূত্র দ্বারা হয় না। সিংহ শব্দ পৃষোদরাদি-সিদ্ধ। হিস্ ধাতু ঘঞ্, সকারের স্থান-পরিবর্ত্তন ও অনুস্বারের আগম ঐ পৃষোদরাদি নিয়মে হইয়াছে। পাণিনিকেও এই নিয়মের অধীন থাকিতে হইয়াছিল।

পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, বর্ষ, উপবর্ষ, ব্যাড়ি, ভাগুরি প্রভৃতি বৈয়াকরণিক আচার্য্যেরা বৈদিক ভাষার পবিবর্ত্তন করেন। তৎপূর্ব্বেও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কোন নিয়মের মধ্যে ছিল না। বৈদিক ভাষার উচ্ছেদ না হয় এবং তাহা বুঝিতে পারা যায়, এই মাত্র রক্ষা করা উল্লিখিত আচার্য্যগণের উদ্দেশ্য ছিল। এই সকল আচার্য্যগণের মধ্যেও পাণিনি বৈদিক ভাষার জন্য এবং তাহার বাক্যবিন্যাস ও তাহার রূপনিষ্পত্তির আকার কিরূপ তাহা দেখাইবার জন্য 'ছান্দস' প্রকরণ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। এটী কাজে কাজেই ঘটিয়াছে, কেননা সে সকল বিষয় সূত্রনিয়মে আবদ্ধ হইতে পারে নাই। সেই জন্য কেবল "ছন্দসি" "আর্ষে" ইত্যাদি প্রকার বলিয়াছেন। বৈদিক পদ পদার্থ আর কেহ বলেন নাই, কেবল পাণিনিই বলিয়াছেন। লৌকিক ব্যাকরণে লকার দশটী, কিন্তু বৈদিক ব্যাকরণে ১১টী; সেই অতিরিক্তটীর নাম 'লেট্'। এই 'লেট্' লকাবের রূপ 'লট্' ল-কারের তুল্য, কিন্তু তাহার অর্থ ভিন্ন। "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাহনাশকেন" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যস্থ "বিবিদিষন্তি" এই ক্রিয়াতে "লেট্" লকারের ব্যবহার হইয়াছে।

বেদের ব্যাকরণের জন্য প্রাতি-শাখ্য পৃথক্‌রূপে রচিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্য* অতি প্রাচীন। ইহা পাণিনির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। অধ্যাপক গোল্‌ডষ্টুকর ও ওয়েষ্টর গার্ড, ইহা যে পাণিনির পরবর্ত্তী বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। ভট্ট মোক্ষমূলর, মসুর রেণিয়ার ও সু পণ্ডিত বর্ণেল, ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্য পাণিনির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, তাহা স্বীকা

---

* আনন্দপুর (কাশী ?) বাসী বজ্রাতের পুত্র, উবট ভট্ট ইহার টীকাকার। এই টীকা নাম পার্ষদ-ব্যাখ্যা। উবট ভোজদেবের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

করিয়াছেন।—তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য * ও বাজসনেয়ী বা কাত্যায়নপ্রাতিশাখ্য † নামক যজুর্ব্বেদের প্রাতিশাখ্য ও অথর্ব্ববেদের প্রতিশাখ্য আছে। নাগোজী ভট্ট সামবেদের প্রাতিশাখ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা "সামলক্ষণম্ প্রাতিশাখ্যম্"; কিন্তু এক্ষণে উহা এক প্রকার লোপ হইয়াছে বলিতে হইবেক। অধ্যাপক হোগ সাহেব কহেন, সামবেদের কোনপ্রকার প্রাতিশাখ্য এখনও বর্ত্তমান থাকিতে পারে। ‡

প্রাতিশাখ্য এক প্রকার ব্যাকরণ। ব্যাকরণের সমস্ত লক্ষণই ইহাতে আছে। কেবল লৌকিক শব্দের জন্ম-বিবরণ নাই। ফল, বেদব্যাখ্যার জন্যই ইহার নির্ম্মাণ। প্রাতিশাখ্যে সংজ্ঞা, সন্ধি, কারক, তদ্ধিত, সমাস, সকলই আছে। কিন্তু তাহা কেবল বৈদিক পদসাধনের উপযোগী। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের প্রথম সূত্র এই—"অথ বর্ণ-সমাম্নায়ঃ" এই সূত্র দ্বারা বর্ণ উচ্চারণ, অধ্যয়ন এবং প্রযত্নাদি ভেদের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। তৎপরে ক্রমে অন্যান্য সূত্রে অন্যান্য প্রকার সাধনের উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—"অথ নবাদিতঃ সমানলক্ষণানি" (২) "দ্বে দ্বে সবর্ণে হ্রস্বদীর্ঘে" (৩) "ন প্লুতপূর্ব্বম্" (৪) "ষোড়শাদিতঃ স্বরাঃ" (৫) "শেষা ব্যঞ্জনানি" (৬) ইত্যাদি।

পাণিনির পূর্ব্বে যে ব্যাকরণ ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ পাণিনি স্বয়ং ৫ম অধ্যায়ে বলিয়াছেন,—"খার্য্যাঃ প্রাচাম্" অর্থাৎ খারী-শব্দান্ত দ্বিগু ও অর্দ্ধ শব্দের উত্তর টচ্ প্রত্যয় হওয়া পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মত। এইরূপ—

* তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের অনেক ভাষ্য ছিল, তন্মধ্যে এক্ষণে ত্রিভাষ্যরত্ন নামক ভাষ্যই প্রচলিত। এতৎ-পূর্ব্বে ইহার, বররুচির আত্রেয় ও মাহেষী ভাষ্য ছিল।

† উয়ট ভট্ট ইহার টীকাকার। ইহা ভিন্ন রামচন্দ্র-কৃত প্রাতিশাখ্যের-জ্যোৎস্না নামক এক খানি আধুনিক টীকা আছে।

‡ " Ich Zweiflo nicht, dass noch weitere Pratica-khyas aufgefunden werdon ; so vermisse ich bis jetztdas Zuder Maitrayani Samhita, die so veiles Eigenthumliche hat, und gewiss ein beson-deres Pratica-khya besitzt."

এই প্রস্তাব লেখার পর অবগত হওয়া গেল যে, পণ্ডিতবর বর্ণেল সাহেব মান্দ্রাজ প্রদেশে সামবেদের প্রাতিশাখ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"লঙঃ শাকটায়নস্য" ইত্যাদি অনেক আছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, পাণিনির পূর্ব্বে ব্যাকরণের আচার্য্য ছিলেন।

ব্যাড়ি-কৃত লক্ষ-শ্লোকাত্মক সংগ্রহ নামক ব্যাকরণ গ্রন্থ পাণিনির পরবর্ত্তী, কারণ পাণিনি-ব্যাকরণের বিরুদ্ধ মত ইহাতে দেখা যায়। যিনি যিনি ব্যাকরণ করিয়াছেন, সকলকেই পাণিনির নিয়মানুগত থাকিতে হইয়াছে; কিন্তু ব্যাড়ি-কৃত ব্যাকরণ তদ্বিরুদ্ধ-মতাক্রান্ত এবং ভিন্ন পদ্ধতিতে গ্রথিত। পাণিনি ইহা জ্ঞাত থাকিলে অবশ্যই ইহার বিরুদ্ধবাদিতার বিষয় স্বগ্রন্থে উল্লেখ করিতেন। ই, উ, ঋ, ৯ বর্ণের পরে স্বরবর্ণ থাকিলে মধ্যে য, ব, র, ল ব্যবধান হওয়া কেবল ব্যাড়ি ও গালব এই দুই ব্যক্তির মত। যথা—"ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ" কালিদাসঃ। ত্রি+অম্বক। এই বিষয়ে পদ্মনাভকৃত পঞ্চাধ্যায়ী ব্যাকরণে এক সূত্র আছে, যথা—

"যণা ব্যবধানং ব্যাড়ি-গালবয়োঃ।"

এতদ্ভিন্ন ভাগুরি-প্রোক্ত ব্যাকরণ ছিল। ইহাঁর মতে অব ও অপি এই উপসর্গদ্বয়ের অকার লোপ হইয়া যায়, কিন্তু পাণিনির মতে তাহা হয় না।

কথিত আছে, পাণিনি মহেশ্বরের নিকট বর্ণমাত্রের উপদেশ পাইয়া ব্যাকরণ রচনা করেন, যথা—

"যেনাক্ষর-সমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাৎ।
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ॥"

[ লিঙ্গানুশাসনের বৃত্তিকার প্রভৃতি ]

এই মহেশ্বর মনুষ্য কি মহাদেব তাহা বলা যায় না। বৃহৎকথায় লিখিত আছে যে, মহাদেবের তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া পাণিনি ব্যাকরণ রচনা করেন। যাহাই হউক, পাণিনি মুনি মহেশ্বরের নিকট যে বর্ণোপদেশ পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন, যথা অ ই উ ণ্। ঋ ৯ ক্। এ ও ঙ। ঐ ঔ চ। ইত্যাদি ক্রমে বলিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন, "ইতি মাহেশ্বরাণি সূত্রাণি" অর্থাৎ এই সকল মহেশ্বরোপদিষ্ট সূত্র। কেহ কেহ বলেন "ইতি মাহেশ্বরাণি সূত্রাণি" এই বাক্য পাণিনির মুখ-নির্গত বাক্য নহে। ইহা বার্ত্তিক-কারের বাক্য।

পাণিনির ব্যাকরণ ৮ অধ্যায়ে বিভক্ত, এজন্য ইহার নাম "অষ্টাধ্যায়ী।" প্রত্যেক অধ্যায়ে ৪টী করিয়া পাদ আছে। ইহার সূত্র সংখ্যা ৩৯৬৫। পাণিনি এই সকল সূত্রদ্বারা সন্ধি, সুবন্ত, কৃদন্ত, উণাদি, আখ্যাত, নিপাত, উপসংখ্যান, স্বরবিধি, শিক্ষা, তদ্ধিত প্রভৃতি যে কিছু বৈয়াকরণিক বস্তু আছে, সমস্তই প্রকাশ করিয়াছেন। পাণিনির পূর্ব্বে এই সকল বিষয় ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে পাঠ করিতে হইত; এক্ষণে আর তাহা হয় না। তজ্জন্য পৌর্ব্ব-কালিক শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ ও নিরুক্ত গ্রন্থ প্রভৃতি বিরল-প্রচার হইয়া উঠিয়াছে। পাণিনি-ব্যাকরণ যথার্থ সর্ব্বতোমুখ হওয়াতে লোক-সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে। ইহার উপর বৃত্তি, বার্ত্তিক, ভাষ্য, টীকা লিখিত হইয়াছে এবং ঐ সকলের মতসমালোচন ও প্রয়োগাদির পরিদর্শন করিয়া বহুতর গ্রন্থ জন্মিয়াছে, তাহার একটী নামমালা এই প্রস্তাবের যথাস্থানে প্রদর্শিত হইল।

চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াঙ সিয়াঙের (ফরাশীস অনুবাদিত) জীবনচরিতে লিখিত আছে, তিনি খৃষ্টীয় সপ্ত শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া পাণিনি ব্যাকরণের মূল সূত্র ও তাহার সংশোধিত সূত্র দর্শন করিয়াছিলেন। বর্ণেল মহোদয় এই কথায় আস্থা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের মতে এ কথা যুক্তি-সিদ্ধ নহে, কেননা পাণিনি-ব্যাকরণের পাঠ-পরিবর্ত্ত হইলে তাহা অন্তনীয় আচার্য্যগণের গ্রন্থে অবশ্যই উল্লেখ থাকিত। বেদার্থ-প্রকাশক সায়নাচার্য্য, ভট্টভাস্কর ও ভরতস্বামী বেদ-ভাষ্যে পাণিনির অনেক সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে পরিবর্ত্তিত পাঠ কিছু মাত্র লক্ষিত হয় না।

কাত্যায়ন পাণিনি-সূত্রের বার্ত্তিক-কর্ত্তা। ইহাঁর নামান্তর বররুচি, মেধা-জিৎ ও পুনর্ব্বসু। বৌদ্ধ কাত্যায়ন ও ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তা কাত্যায়ন হইতে ইনি পৃথক্ ব্যক্তি, কাত্যায়নের বার্ত্তিকের উপর পতঞ্জলি "মহাভাষ্য" লিখিয়াছেন। পতঞ্জলির অপর নাম গোনর্দ্দীয়। ইনি গোনর্দ্দবাসী এবং ইহাঁর মাতার নাম গোণিকা; যোগশাস্ত্র-প্রণেতা পতঞ্জলি ও মহাভাষ্যকর্ত্তা পতঞ্জলি উভয়ে পৃথক্ ব্যক্তি। আচার্য্য গোল্‌ডষ্টুকরের মতে কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি ১৪০ হইতে ১২০ খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। পণ্ডিতবর রামকৃষ্ণ গোপালভাণ্ডার-কর পতঞ্জলিকে পাটলিপুত্রাধিপতি পুষ্পমিত্রের সমসাময়িক স্থির করিয়াছেন,

এবং তাঁহার মতে মহাভাষ্যের তৃতীয় অধ্যায় ১৪৪ হইতে ১৪২ খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু অধ্যাপক ওয়েবর ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি এই তিন জনে ব্যাকরণের পূর্ণ অবয়ব প্রদান করিয়াছেন। এই তিন জন সংস্কৃত ভাষায় যে কীদৃশ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

পতঞ্জলির মহাভাষ্যের টীকার নাম ভাষ্যপ্রদীপ। কৈয়ট * ইহার প্রণেতা। কৈয়টের টীকার উপর নাগোজী ভট্ট টীকা লিখিয়াছেন; তাহার নাম "ভাষ্যপ্রদীপোদ্যোত"। কৈয়টের টীকার এক খানি টীকা আছে, তাহার নাম ভাষ্য-প্রদীপবিবরণ, ইহা ঈশ্বরানন্দ কৃত।

কাত্যায়নের ন্যায়, বামন পাণিনির এক খানি বৃত্তি লিখিয়াছেন, উহার নাম কাশিকা-বৃত্তি। ইহা অতি মান্য গ্রন্থ, এবং আদ্যোপান্ত প্রাসাদ-গুণবিশিষ্ট। যিনি একবার এই গ্রন্থ দেখিয়াছেন, তাঁহার আর সিদ্ধান্ত-কৌমুদী স্পর্শ করিতে ইচ্ছা হয় না। সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর গ্রন্থকার ভট্টোজিদীক্ষিত অষ্টক পাণিনীয় সূত্র-সমূহের ক্রম ভঙ্গ করিয়া ব্যুৎক্রমে অর্থাৎ যেখান সেখান হইতে সূত্র আনিয়া সঙ্কলন করিয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, গ্রন্থ সহজ করিবেন; কিন্তু তাহা হয় নাই। "মনোরমা" "শেখর" প্রভৃতি ভূরি টীকাতেও তাহার সাধুত্ব সম্পাদিত হয় নাই। তাহা পাঠ করিতে হইলে এখনও যেখানে সেখানে "ফাঁকি" উপস্থিত হয়। গ্রন্থ সকলের দোষেই ফাঁকি বা পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে। বামন কাত্যায়ন অপেক্ষা ক্ষুদ্র-বুদ্ধি এবং হীন, তথাপি ইনি যেরূপ সরলভাবে সূত্রার্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এরূপ সারল্য কাত্যায়নের বৃত্তিতে নাই। কাত্যায়নের বৃত্তি দেখিয়াই বামন বৃত্তি লিখিয়াছেন, এজন্য কাশিকাবৃত্তি প্রাঞ্জল হইয়াছে। কাশিকাবৃত্তির দুই খানি টীকা আছে। হরদত্তমিশ্রকৃত পদমঞ্জরী ও জিনেন্দ্রকৃত কাশিকাবৃত্তি-পঞ্জিকা।

ফিট্‌সূত্র—ইহা শান্তনবাচার্য্য কি শান্তনু-আচার্য্য কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। যথা—"ইতি শান্তনবাচার্য্য-প্রণীতেষু ফিট্‌সূত্রেষু তুরীয়ঃ পাদঃ।" "দ্বারাদীনাঞ্চ"

---

* কাশ্মীরদেশস্থ পামপুরবাসী। সুপণ্ডিত বর্ণেল সাহেবের মতানুসারে কৈয়ট ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

( ৭,৩, ৪ ) পাণিনিসূত্রের ব্যাখ্যায় হরদত্ত বলিয়াছেন, "শান্তনুরাচার্য্যঃ প্রণেতা" শান্তনু আচার্য্য ইহার প্রণেতা।

ইহা ৪ পাদে বিভক্ত। ১ম পাদে ২৪ সূত্র, দ্বিতীয় পাদে ২৬টি, তৃতীয় পাদে ১৯টি, চতুর্থ পাদেও ১৯টি। বৈদিক পদের স্বর নির্ণয় রাখিবার জন্যই এই কয়েকটি সূত্রের রচনা। কিরূপ পদের কোন্ কোন্ বর্ণে কি কি স্বর কখন উচ্চারণ করিতে হইবে তাহা প্রদর্শন করা ও তাহা আয়ত্ত রাখিবার জন্য ইহার সৃষ্টি। যথা প্রথম সূত্রে "ফিষোঽন্ত্যোদাত্তঃ" প্রাতিপদিকের অন্ত্যবর্ণ উদাত্ত স্বর হইবেক। "ফিষ্" এই শব্দটি সংজ্ঞাশব্দ ও ইহা পূর্ব্বাচার্য্যদিগের সঙ্কেত অথবা সংজ্ঞা। ইহা প্রাতিপদিকের সংজ্ঞান্তর মাত্র। এইরূপ উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, এই কয়েকটি স্বরের নির্ণয় ভিন্ন অন্য ফল এতদ্‌গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ইহাকে কেহ কেহ পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বলেন, কেহ কেহ পরবর্ত্তী বলেন। পরবর্ত্তী হওয়াই সম্ভব। ফল, যাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী বলেন, তাঁহাদের প্রতি এই বলা যাইতে পাইতে পারে যে, পাণিনি সমস্তই নির্ণয় করিয়াছেন, সুতরাং পুনরপি এই সূত্র ছিট্ করিবার প্রয়োজন ছিল না।

উণাদি বৃত্তি—পাণিনির পূর্ব্বেও এতদ্বিষয়ের গ্রন্থ ছিল। তাহা কিরূপ ছিল বলা যায় না। ফল, পাণিনি-কৃত কৃৎসূত্র এবং উণাদি সূত্র এই বৃত্তির অবলম্বন। ইহাতে সর্ব্বসমেত ৩২৫টী প্রত্যয় আছে, এবং "উণাদয়ো বহুলং" ( পাণিনি ) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা প্রকাশ আছে।

ব্যাকরণের উণাদি অংশের বৃত্তির মধ্যে উজ্জ্বল দত্তের বৃত্তিই প্রচলিত এবং মান্য। কাতন্ত্র ব্যাকরণের দৌর্গসিংহী বৃত্তিও মান্য। ব্যাকরণ মাত্রেই উণাদি সূত্র আছে। সকল ব্যাকরণে উহা. সংক্ষেপ রূপে আছে, কেবল কলাপ ব্যাকরণের উণাদি কিছু বিস্তৃত এবং শৃঙ্খলা-সম্পন্ন। তদ্ভিন্ন "উণাদি কোষ" নামক একখানি কোষ অর্থাৎ আভিধানিক গ্রন্থ আছে, তাহাও মন্দ নহে।

বৃত্তিকার উজ্জ্বল দত্ত মুখবন্ধ শ্লোকে লিখিয়াছেন, "আমি গণপতি, ঈশ্বর ও গুরুর পাদপদ্মে নমস্কার করিয়া উত্তম বৃত্তি নির্ম্মাণ করিলাম। বৃত্তিন্যাস, অনুন্যাস, রক্ষিত, ভাগবৃত্তি, ভাষ্য, ধাতুপ্রদীপ, তাহার টীকা আর উপাধ্যায়ের সর্ব্বস্ব স্বরূপ সুভূতি, কলিঙ্গ, হড্ডচন্দ্র ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন এবং

আলোচনা করিয়া ইহা প্রস্তুত করিলাম। উণাদি বৃত্তি অনেক আছে, সে সকল এখন সূত্র, শব্দরূপ, ধাতুগত বৈলক্ষণ্য হইয়া পড়িয়াছে; তন্নিমিত্ত তন্মাত্রের উপর নির্ভর না করিয়া, সে সকল এবং অন্যান্য গ্রন্থ বিচার করিয়া, সে সকল হইতে সার আকর্ষণ করিয়া আমি এই বৃত্তি রচনা করিলাম।"

উজ্জ্বল দত্তের অপর নাম জাজলি। ইনি সুভূতিকারের শিষ্য। উজ্জ্বল দত্ত কোন্ সময়ের লোক, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। কিন্তু ইনি অমরের পরবর্ত্তী, কেননা তাঁহার বৃত্তিতে অমরকোষের অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই বৃত্তিকার মুখবন্ধ শ্লোকে এইরূপ খেদ করিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি আমার এই বৃত্তি দেখিয়া নিজের পুরুষত্ব কামনায় আমার নাম লোপ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার সমস্ত পুণ্য ধ্বংস হইবে।" ( ৭ শ্লোক )।

উণাদি সূত্র ৫ পাদে বিভক্ত। ইহা ভিন্ন, পাণিনি-ব্যাকরণ অবলম্বন করিয়া বহুতর গ্রন্থ জন্মিয়াছে, তাহার কতকগুলির তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পুরুষোত্তমদেব-কৃত ভাষা-বৃত্তি। সৃষ্টিধর ইহার টীকাকার। টীকার নাম ভাষাবৃত্ত্যর্থ-বিবৃতি।

ভট্টোজিদীক্ষিত-কৃত শব্দকৌস্তভ। গ্রন্থকার এখানি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বালাম ভট্ট ইহার টীকাকার। টীকার নাম প্রভা।

রামচন্দ্র আচার্য্য কৃত প্রক্রিয়া-কৌমুদী। ইহাতে পাণিনিসূত্র সকল ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থখানি পাণিনি-ব্যাকরণ হইতে বিভিন্ন প্রণালীতে রচিত। ইহার বিঠ্ঠল আচার্য্য-কৃত প্রসাদ এবং জয়ন্তচন্দ্র-কৃত তত্ত্বচন্দ্র নামক দুইখানি টীকা আছে।

ভট্টোজিদীক্ষিত-কৃত সিদ্ধান্তকৌমুদী। ইহার মনোরমা, * তত্ত্ববোধিনী, শব্দেন্দুশেখর, লঘুশব্দেন্দুশেখর + প্রভৃতি টীকা আছে।

লঘুকৌমুদী ও মধ্যকৌমুদী—বরদরাজ-কৃত।

পরিভাষাসংগ্রহ, পরিভাষাবৃত্তি ও পরিভাষেন্দুশেখর—নাগেশভট্ট-কৃত। বৈদ্যনাথ পাগুণ্ড ইহার টীকাকার।

---

* হরিদীক্ষিত মনোরমার টীকাকার, পুনরায় ইহার উপর ভাবপ্রকাশিকা নামক এক টীক আছে।

+ ইহার উপর এক টীকা আছে, তাহার নাম চিদস্থিমালা।

ভর্ত্তৃহরি-কারিকা বা বাক্যপদীয় *। ইহা আদ্যোপান্ত শ্লোকে রচিত। ইত্যাদি অনেক গ্রন্থ আছে, বাহুল্য ভয়ে সে গুলির নামোল্লেখ করিলাম না।

কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণ, অতি বিশদ এবং পাণিনি হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন প্রণালীতে রচিত। ইহার প্রত্যয়, সংজ্ঞা প্রভৃতি পাণিনির অনুরূপ। ইহাতে পাণিনি, পতঞ্জলি, ব্যাড়ি, ভাগুরি প্রভৃতির ব্যাকরণের সারাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে। পাণিনির ২।৩ সূত্র একত্র করিয়া ইহার একটি সূত্র হইয়াছে। ইহার উদাহরণ ; যথা পাণিনি—

"কৃ বা পা জি মি স্বদি সাধ্যহশূঙউন্" "ছন্দসো ণঃ" "দৃ সনি জনি চরি চটিভ্যো ঙুণ্।"

এই তিন সূত্র একত্র করিয়া কাতন্ত্রের এক সূত্র ; যথা—

"কৃ বা পা জি মি স্বদি সাধ্যশূ দৃসনিজনিচরি চটিভ্য উণ্।"

কাতন্ত্রের অনেক স্থলে পাণিনির অবিকল সূত্র আছে, এবং কোন কোন স্থলে কিছু কিছু প্রক্ষেপ-নিক্ষেপ আছে। ইহাতে একটী পরিভাষা অংশ এবং একটী পরিশিষ্ট থাকাতে বড় সুগম হইয়াছে।

প্রয়োগ-রত্নমালা—ইহাতে পাণিনি এবং কলাপসূত্র একত্রে আছে। সূত্রগুলি পদ্য-গ্রথিত। এই সকল সূত্র পদ্যে রচনা কবিতে গ্রন্থকার পুরুষোত্তম বিস্তর পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। পুরুষোত্তম ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"শ্রীমল্লদেবস্য গুণৈকসিন্ধোর্ম্মহীমহেন্দ্রস্য যথানিদেশম্।
যত্নাৎ প্রয়োগোত্তম-রত্নমালা, বিতন্যতে শ্রীপুরুষোত্তমেন॥"

এতদ্দ্বারা তিনি শ্রীমল্লদেব রাজার সময়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীমল্লদেব কুচবিহারের রাজা ছিলেন।

পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী-সূত্র-পাঠ ভিন্ন ধাতু-পাঠ, লিঙ্গানুশাসন ও শিক্ষা-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীধরদাস-সঙ্কলিত সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে পাণিনির প্রণীত বলিয়া কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহা বলবৎ-প্রমাণাভাবে তদীয়-লেখনী-প্রসূত বলিতে পারিলাম না।

---

* কোলব্রুক্ বাক্যপদীয় ভ্রমে বাক্য-প্রদীপ ভর্ত্তৃহরি-প্রণীত লিখিয়াছেন। বাক্য-প্রদীপ হরি-বৃষভ-কৃত, তাহার টীকাকার পুণ্যরাজ।

# রাগ-নির্ণয়।

রাগ ভবভঞ্জক কহেন মুনিগণ।  
অথচ মনোরঞ্জক সর্ব্বসাধারণ ॥

সঙ্গীত তরঙ্গ।

# রাগ-নির্ণয়।

আমরা স্বরবিজ্ঞান নামক প্রস্তাবে সঙ্গীতশাস্ত্র অনুসারে অবশ্যজ্ঞাতব্য স্বরসম্বন্ধীয় উপদেশ সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এক্ষণে এই প্রস্তাবে রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে স্থূল স্থূল বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গীত, বাদ্য, নৃত্য, এই তিনের নাম সঙ্গীত। তন্মধ্যে গীত প্রধান। প্রথমোল্লিখিত গীতের যথার্থ রূপটী বলিতে হইলে তাহার মূল কারণ যে নাদ, তাহা না বলিলে বা না বুঝিলে গীতের ভাব ও শরীর কোনক্রমেই হৃদয়ঙ্গম করান যায় না। এই জন্য প্রথমতঃ নাদ কাহাকে বলে, সঙ্গীত-নারায়ণ তাহার নিরূপণ করিতেছেন—

"তত্র প্রথমোদ্দিষ্টস্য গীতস্য বক্ষ্যমাণত্বান্নাদং বিনা তদনুপপত্তেঃ প্রথমং তমেবাহ তদুক্তম্।

আত্মা বিবক্ষমাণোঽয়ং মনঃ প্রেরয়তে মনঃ।
দেহস্থং বহ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্॥'

ইত্যাদি।

অর্থ;—শরীরসংস্থাপন ও শারীর পদার্থ সকল বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে আত্মা একটা স্বতন্ত্র পদার্থ। সেই আত্মার ইচ্ছানামক এক গুণ আছে, যে গুণের উদ্ভব হইলে মনুষ্যের চেষ্টা জন্মে। আত্মার তাদৃশ ইচ্ছা যখন কিছু বলিবার নিমিত্ত উদ্ভব হয়, তখন সেই ইচ্ছা প্রথমতঃ মনকে সঞ্চালিত করে, (মনের চেষ্টা হয়), মন দেহস্থ তেজকে সঞ্চালিত করে, তেজ দৈহিক বায়ুকে প্রেরণ করে। সুতরাং নাভিস্থানের আকাশে অর্থাৎ অবকাশময়স্থানে প্রাণবায়ু ও জঠরাগ্নির সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে তত্রত্য নাড়ীকলাপ কম্পিত হইয়া এক অনির্বচনীয় প্রকার শব্দের উৎপত্তি করে। সেই উৎপন্ন শব্দটাকেই নাদ বলে। এই নাদ কতকগুলি সূক্ষ্ম ধ্বনির সমষ্টিমাত্র। এতাদৃশ নাদের অবয়বীভূত ধ্বনি-সূক্ষ্মাংশের নাম শ্রুতি। শ্রুতি ২২টির অতিরিক্ত নহে।

সা, রি, গ, ম, প, ধ, নি, এই সপ্ত স্বরের উৎপত্তি ও পরিমাণকাল প্রভৃতির জ্ঞান জন্মানই শ্রুতিজ্ঞানের ফল, অর্থাৎ কার্য্য। শ্রুতি ৭টি স্বরের উপাদান কারণ। যথা—

"ষড়্‌জাদিকপরিজ্ঞানং শ্রুতীনাং ফলমেব তৎ॥"

শ্রুতিগুলি শরীরের স্থানবিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়। সেই স্থান ৩টী। হৃদয়, কণ্ঠ, তালু। ২২টি শ্রুতি স্থানত্রয়ে উত্তরোত্তর ক্রমে দ্বিগুণিত ভাবাপন্ন; অর্থাৎ প্রথম শ্রুতি যে পরিমাণে উচ্চ, ত্রয়োবিংশ শ্রুতি অর্থাৎ পরস্থানস্থ প্রথম শ্রুতি তদপেক্ষা দ্বিগুণ; যথা—

"শ্রুতয়ঃ স্থানসম্ভূতাঃ স্থানানি ত্রীণি তত্র হি।
হৃৎকণ্ঠশির ইত্যাসাং দ্বিগুণশ্চোত্তরোত্তরম্॥"

হৃদয়, মূর্দ্ধা ও নাভিসংলগ্ন প্রধানতঃ ২২টি নাড়ী আছে। ঐ নাড়ীগুলি তির্য্যক্‌দিকে আছে, ঊর্দ্ধভাবেও আছে। এই নাড়ীগুলিই দেহযন্ত্রের তার স্বরূপ; দৈহিক বায়ুর আঘাত লাগিবামাত্র ঐ সকল নাড়ী কম্পিত হয়, তাহাতেই শ্রুতির উৎপত্তি হয়, তাহাই ক্রমে স্থূলতারূপে পরিণত হইয়া স্বররূপে প্রকাশ পায়। উদরকন্দর ও নাড়ীপথ প্রভৃতি যে অবকাশময় স্থান শরীরাভ্যন্তরে আছে, আর পিত্তনামক যে তৈজস পদার্থ শরীরে আছে, এবং শ্বাস প্রশ্বাসাদি ব্যাপার যদ্দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে; সেই বায়ু আর ঐ পদার্থত্রয়ের বলেই প্রথমতঃ নাদ (সূক্ষ্ম অবিকৃতধ্বনি) জন্মে। পশ্চাৎ সেই নাদ ক্রমশঃ নাভির ঊর্দ্ধে সঞ্চালিত হইয়া ক্রমে হৃদয়, কণ্ঠ, মুখ ও গলগহ্বর দিয়া বহির্গত হয়; তখন তাহা দন্ত, ওষ্ঠ, তালু অর্থাৎ ক্ষুদ্র জিহ্বা ও জিহ্বার সাহায্যে নানাপ্রকার বিস্পষ্ট আকারে প্রকাশ পায়। যথা—

"হৃন্মূর্দ্ধনাভিকালগ্না নাড্যো দ্বাবিংশতিঃ শুভাঃ।
তাশ্চ বক্রাস্তথোর্দ্ধস্থা ধ্বনিতা মরুতাহতাঃ॥"
"আকাশাগ্নিমরুজ্জাতো নাভেরূর্দ্ধং সমুচ্চরন্।"

ইত্যাদি।

স্বর, বর্ণ ও মূর্চ্ছনাদিভূষিত করিয়া যে ধ্বনিবিশেষ উচ্চারিত হয়, সেই ধ্বনিবিশেষ জনসাধারণের চিত্তরঞ্জন করে বলিয়া তাহার নাম রাগ। যথা—

"যোঽয়ং ধ্বনিবিশেষস্তু স্বরবর্ণবিভূষিতঃ।
রঞ্জকো জনচিত্তানাং স রাগঃ কথিতো বুধৈঃ ॥"

এই রাগের অঙ্গ অর্থাৎ কতকগুলি প্রতিপোষক ক্রিয়া ও বস্তু আছে, তাহা রাগাঙ্গ নামে বিখ্যাত। রাগাঙ্গের ন্যায় ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গ নামে আরও কতকগুলি বিষয় আছে, তাহার লক্ষণ এই—

"রাগচ্ছায়ানুকারিত্বাদ্রাগাঙ্গমিতি কথ্যতে।"

যাহা রাগের ছায়ানুযায়ী, তাহাকে রাগাঙ্গ বলে।

"ভাষাচ্ছায়াশ্রিতা যেন ভাষাঙ্গস্তেন কথ্যতে।"

যেহেতু ভাষার ছায়াব আশ্রিত, সেই হেতু তাহা ভাষাঙ্গ নামে কথিত হয়।

"করুণোৎসাহসংযুক্তং ক্রিয়াঙ্গং তেন হেতুনা।"

করুণ ও উৎসাহাদি রসগুলি যে ক্রিয়াতে সংযুক্ত থাকে তাহাই ক্রিয়াঙ্গ।

"কিঞ্চিচ্ছায়ানুকারিত্বাদুপাঙ্গমিতি কথ্যতে।"

কিঞ্চিৎ অর্থাৎ কোন অংশে ছায়া লাগিলে তাহা উপাঙ্গ।

এতদ্ভিন্ন কাণ্ডারণানামক আর একটি গীতাঙ্গ আছে, তাহার লক্ষণ যথা—

"কাণ্ডারণা তু কথিতা তারস্থানেষু শীঘ্রতা।
গমকৈর্বিবিধৈর্যুক্তা কৌশলেন বিভূষিতা ॥"

তারস্থানেতে শীঘ্রতা, নানাবিধ গমকযুক্ততা, সুকৌশলে স্থাপিতা হইলে তাহাকে কাণ্ডারণা বলা যায়।

রাগ ৩ প্রকার। শুদ্ধ, ছায়ালগ বা সালগ এবং সঙ্কীর্ণ। যথা—

"শুদ্ধাশ্ছায়ালগাঃ প্রোক্তাঃ সঙ্কীর্ণাশ্চ তথৈবচ।"

কল্লিনাথ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, শাস্ত্রোক্ত নিয়মে উচ্চারিত স্বর রক্তিজনক হয়, এজন্য তাহা শুদ্ধ রাগ। অন্যের ছায়াগামী হইয়াও রক্তি জন্মায় সুতরাং তাহা ছায়ালগ রাগ। উভয়ের প্রাধান্যেও আনুরক্তি জন্মায়, সুতরাং তাহা সঙ্কীর্ণ রাগ। যথা—

"তত্র শুদ্ধরাগত্বং নাম শাস্ত্রোক্তনিয়মাৎ রঞ্জকং ভবতি। ছায়ালগত্বং নাম অন্যচ্ছায়ালগত্বেন রক্তিহেতুত্বং ভবতি। সঙ্কীর্ণরাগত্বং নাম শুদ্ধচ্ছায়া-লগমুখ্যত্বেন রক্তিহেতুত্বং ভবতি ॥"

রাগ ওড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ এই ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত। ৫ স্বরের রাগ ওড়ব। ৬ স্বরের রাগ ষাড়ব। ৭ স্বরের রাগ সম্পূর্ণ। যথা—

"ওড়বঃ পঞ্চভিঃ প্রোক্তঃ স্বরৈঃ ষড়্‌ভিশ্চ ষাড়বঃ।
সম্পূর্ণঃ সপ্তভির্জ্ঞেয় এবং রাগাস্ত্রিধা মতাঃ॥"

৫ স্বরের ন্যূনে রাগ হয় না। মতবিশেষে সাধারণতঃ ২০টি রাগ প্রধান বা আদিম। শ্রী, নট্ট, বঙ্গাল, ভাষ, মধ্যম, ষাড়ব, রক্তহংস, কোহ্লাস, প্রভব, ভৈরব, মেঘ, সোম, কামোদ, আম্র, পঞ্চম, কন্দর্প, দেশ, ককুভা, কৌশিক, নট্টনারায়ণ। যথা—

"শ্রীরাগনট্টৌ বঙ্গালো ভাষমধ্যমষাড়বৌ।
রক্তহংসশ্চ কোহ্লাসঃ প্রভবো ভৈরবো ধ্বনিঃ॥
মেঘরাগঃ সোমরাগঃ কামোদী চাম্র-পঞ্চমঃ।
স্যাতাং কন্দর্পদেশাখ্যৌ ককুভান্তশ্চ কৌশিকঃ।
নট্টনারায়ণশ্চেতি রাগা বিংশতিরীরিতাঃ॥"

প্রাচীনমতে প্রধান ছয় রাগ। শ্রীরাগ (১), বসন্ত (২), ভৈরব (৩), পঞ্চম (৪), মেঘরাগ (৫), বৃহন্নট (৬)। এই কয়েকটী রাগ পুরুষ-জাতীয় বলিয়া বর্ণিত আছে। যথা—

"শ্রীরাগোঽথ বসন্তশ্চ ভৈরবঃ পঞ্চমস্তথা।
মেঘরাগো বৃহন্নাটঃ ষড়েতে পুরুষাহ্বয়াঃ॥"

রাগিণী অর্থাৎ রাগভার্য্যা। রাগের অনুগত বলিয়াই রাগভার্য্যা বা রাগিণী নাম দেওয়া হইয়াছে। তদ্ভিন্ন রাগনামক কোন প্রাণী নাই, সুতরাং তাহার পত্নীও নাই।

"মালশ্রী ত্রিবণী গৌরী কেদারী মধুমাধবী।
ততঃ পহাড়িকা জ্ঞেয়া শ্রীরাগস্য বরাঙ্গনাঃ॥"

মালশ্রী, ত্রিবেণী বা ত্রিবণী, গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী, পহাড়িকা বা পাহাড়ী,—ইহারা শ্রীরাগের ভার্য্যা।

"দেশী দেবগিরী চৈব বরাটী তোড়িকা তথা।
ললিতা চাথ হিন্দোলী বসন্তস্য বরাঙ্গনাঃ॥"

দেশী, দেবগিরী, বরাটী, তোড়ী, ললিতা, হিন্দোলী,—ইহারা বসন্তরাগের ভার্য্যা।

"ভৈরবী গুর্জ্জরী রামকিরী গুণকিরী তথা।
বঙ্গালী সৈন্ধবী চৈব ভৈরবস্য বরাঙ্গনাঃ।"

ভৈরবী, গুর্জ্জরী, রামকিরী, গুণকিরী, বঙ্গালী, সৈন্ধবী,—ইহারা ভৈরব রাগের স্ত্রী।

"বিভাষী চাথ ভূপালী কর্ণাটী বড়হংসিকা।
মালবী পটমঞ্জর্য্যা সহৈতাঃ পঞ্চমাঙ্গনাঃ॥"

বিভাষী, ভূপালী, কর্ণাটী, বড়হংসিকা, মালবী, পটমঞ্জরী,—ইহারা পঞ্চম রাগের স্ত্রী।

"মল্লারী সৌরটী চৈব সাবেরী কৌশিকী তথা।
গান্ধারী হরশৃঙ্গারী মেঘরাগস্য যোষিতঃ॥"

মল্লারী, সৌরটী, সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী, হরশৃঙ্গারী,—ইহারা মেঘের ভার্য্যা।

"কামোদী চৈব কল্যাণী আভীরী নাটিকা তথা।
সারঙ্গী নট্টহম্বীরা নট্টনারায়ণাঙ্গনাঃ॥"

কামোদী, কল্যাণী, আভীরী, নাটিকা, সারঙ্গী, নট্টহম্বীরা,—ইহারা নট্ট-নারায়ণের স্ত্রী। এই ৩৬ রাগিণী। *

অনেক মতে শ্রীরাগের প্রথমোল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহা সম্পূর্ণ রাগ। ইহার লক্ষণ এই যে—

"শ্রীরাগঃ স চ বিজ্ঞেয়ঃ স-ত্রয়েণ বিভূষিতঃ।
পূর্ণঃ সর্ব্বগুণোপেতো মূর্চ্ছনা প্রথমা মতা।
কেচিত্তু কথয়ন্ত্যেনমৃষভত্রয়সংযুতম্॥"

স-ত্রয়ে বিভূষিত প্রথম (ষড়্জ) গ্রামীয় মূর্চ্ছনা। কেহ বলেন, ইহা রি-ত্রয়-যুক্ত। উদাহরণ—স রি গ ম প ধ নি স।

---

* ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে তাহা এই। মতবিশেষে ইহার অন্যথাও দৃষ্ট হয়। ফল, প্রথমে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীই নির্ণীত হইয়াছিল; কিন্তু পরবর্ত্তী সঙ্গীতাচার্য্যেরা অনেক বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে অসংখ্য রাগরাগিণী হইয়াছে।

রাগগুলির উদাহরণস্থলে এক একটী মূর্ত্তি কল্পনা আছে, তাহা এ প্রস্তাবে উল্লেখ করিব না। কাল্পনিক ভাব উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তথাপি পরিদর্শনের নিমিত্ত একটীমাত্র উল্লেখ করিতেছি।

"লীলাবিহারেণ বনান্তরালে চিন্বন্ প্রসূনানি বধূসহায়ঃ।
বিলাসবেশো ধৃতদিব্যমূর্ত্তিঃ শ্রীরাগ এষঃ কথিতঃ কবীন্দ্রৈঃ॥"

উদ্যানের মধ্যে, হাব ভাব বিলাসের সহিত, বধূ-সমভিব্যাহারে পুষ্পচয়ন করিতেছেন। কবিরা বলেন, এই শ্রীরাগের মূর্ত্তি স্বর্গীয় ও বিলাসোপযোগী বেশভূষায় পরিচ্ছন্ন।

এক্ষণে রাগ রাগিণীর এরূপ বৃথা বেশভূষার বর্ণনা না করিয়া, যাহা যথার্থ স্বরূপ অর্থাৎ যে যে রাগে বা যে যে রাগিণীতে যে যে স্বর আছে,—কোন্‌টী ওড়ব, কোন্‌টী ষাড়ব, কোনটীই বা সম্পূর্ণ, তাহাই সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি।

মালবশ্রী—"মালবশ্রীশ্চ রাগাঙ্গা পূর্ণা সত্রয়ভূষিতা।
মূর্চ্ছনোত্তরমন্দ্রা স্যাচ্ছৃঙ্গাররসমণ্ডিতা॥"

উদাহরণ—স রি গ ম প ধ নি স।

ত্রিবণী—রি ও প বর্জ্জিত। ওড়ব রাগ।

উদাহরণ—ধ নি স গ ম ধ।

ধৈবতে আরম্ভ ও ধৈবতে সমাপ্তি। যথা—

"ত্রিবণী সা চ বিজ্ঞেয়া গ্রহাংশন্যাসধৈবতা।
ঔড়বা সা চ বিজ্ঞেয়া রিপহীনা প্রকীর্ত্তিতা॥"

গৌরী—ওড়ব, রি প বর্জ্জিত, আরম্ভ ও সমাপ্তি-স্বর ষড়্জ।

উদাহরণ—স গ ম ধ নি স। যথা—

"ষড়্জগ্রহাংশকন্যাসা রিপহীনা তু ঔড়বা।
মূর্চ্ছনা প্রথমা জ্ঞেয়া গৌরী সা কথিতা বুধৈঃ॥"

কেদারী—ওড়ব, রি-ধ-বর্জ্জিত, তিন নিষাদযুক্ত, মার্গী মূর্চ্ছনা, আরম্ভ ও সমাপ্তি-স্বর স; উদাহরণ -(স গ ম প নি স)।

প্রমাণ—"কেদারী রিধহীনা স্যাদৌড়বা পরিকীর্ত্তিতা।
নিত্রয়া মূর্চ্ছনা মার্গী কাকলিস্বরমণ্ডিতা॥"

মধুমাধবী—ওড়ব, গ ধ হীন, প্রথম মূর্চ্ছনা, আরম্ভ ও সমাপ্তি-স্বর স।

উদাহরণ—( স রি ম প নি স )।

প্রমাণ—"ষড়জাংশকগ্রহন্যাসা গধহীনা তু মাধবী।
প্রথমা মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া ঔড়বা পরিকীর্ত্তিতা॥"

পাহাড়ী—ওড়ব রাগ, রি প বর্জ্জিত, ( তৈলঙ্গ দেশের ) আরম্ভ ও সমাপ্তি-স্বর স।

উদাহরণ—( স গ ম ধ নি স )।

প্রমাণ—"ষড়্জত্রয়া পাহাড়ী স্যাৎ রিপহীনা চ কীর্ত্তিতা।
ছায়া তৈলঙ্গদেশীয়া আলাপে ঔড়বা মতা॥"

বসন্ত—ষড়্জ ও মধ্যম হইতেই ইহার উত্থান, সুতরাং ষড়্জ স্বরই ইহার গ্রহ, ন্যাস ও অংশ। এই সম্পূর্ণ রাগটী বসন্তকালে গেয়।

প্রমাণ—"ষড়্জামধ্যমিকাজ্জাতঃ ষড়্জন্যাসগ্রহাংশকঃ।
গেয়ো বসন্তরাগোহয়ং বসন্তসময়ে বুধৈঃ॥"

তোড়ী—সম্পূর্ণ রাগ, মধ্যমে আরম্ভ, মধ্যমেই সমাপ্তি, মতান্তরে আরম্ভ ও সমাপ্তি-স্বর স। সৌবীরী মূর্চ্ছনা।

উদা—( ম প ধ নি স রি গ ম। কিম্বা স রি গ ম প ধ নি স )।

প্রমাণ—"মধ্যমাংশগ্রহন্যাসা সৌবেরী মূর্চ্ছনা মতা।
সম্পূর্ণা কথিতা তজ্জ্ঞৈস্তোড়ী শ্রীকৌশিকে মতা।
গ্রহাংশন্যাসষড়্জা চ কেচিদত্র প্রচক্ষতে॥"

ললিতা—ওড়ব, কোন মতে সম্পূর্ণ রাগ। রি-প-বর্জ্জিত, শুদ্ধমধ্যা মূর্চ্ছনা, আরম্ভ ও সমাপ্তি-স্বর স।

উদা—( স গ ম ধ নি স )।

প্রামাণ—"রিপহীনা চ ললিতা ঔড়বা সত্রয়া মতা।
মূর্চ্ছনা শুদ্ধমধ্যা স্যাৎ সম্পূর্ণাং কেচিদূচিরে॥"

হিন্দোলী—ওড়ব, রিধ বর্জ্জিত, ৩ স-যুক্ত, শুদ্ধমধ্যমূর্চ্ছনা, আরম্ভ ও সমাপ্তি-স্বর স। উদাহরণ—( স গ ম প নি স স )।

প্রমাণ—"হিন্দোলিকা রিধত্যক্তা সত্রয়া গদিতা বুধৈঃ।
মূর্চ্ছনা শুদ্ধমধ্যা স্যাদৌড়ুবা কাকলীযুতা॥"

ভৈরব—ওড়ব, রি-প-বর্জ্জিত, ধৈবতাদি মূর্চ্ছনা, আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর-ধ, অন্তে ম, বিকৃত ধ। উদাহরণ (ধ নি স গ ম ধ)।

প্রমাণ—"ধৈবতাংশগ্রহন্যাসো রিপহীনোঽথ মান্তগঃ।
ঔড়বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ধৈবতাদিকমূর্চ্ছনা।
ধৈবতো বিকৃতো যত্র ভৈরবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

ইহার উদাহরণস্থলে এইরূপ মূর্ত্তি লিখিত আছে; যথা—

"গঙ্গাধরঃ শশিকলাতিলকস্ত্রিনেত্রঃ
সর্পৈর্বিভূষিততনুর্গজকৃত্তিবাসাঃ।
ভাস্বত্রিশূলকর এষ নৃমুণ্ডধারী
শুভ্রাম্বরো জয়তি ভৈরবরাগরাজঃ॥"

হনুমন্মতেও ইহা ওড়ব রাগ। যথা—

"ধৈবতাংশগ্রহন্যাসো রিপহীনত্বমাগতঃ।
ভৈরবঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ধৈবতাদিকমূর্চ্ছনা।
ধৈবতো বিকৃতো যত্র ঔড়বঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

ভৈরবী—সম্পূর্ণা, সৌবীরী মূর্চ্ছনা, মধ্যম গ্রাম ইহার গতি, আরম্ভ ও শেষ ম।

প্রমাণ—"সম্পূর্ণা ভৈরবী জ্ঞেয়া গ্রহাংশন্যাসমধ্যমা।
সৌবীরী মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া মধ্যমগ্রামচারিণী॥"

দেশী—ইহা পঞ্চমবর্জ্জিত, রি-ত্রয়যুক্ত, বিকৃত রি, কলোপনতিকা নামক মূর্চ্ছনা। এটী ষাড়ব রাগ।

উদা—রি গ ম ধ নি স রি রি।

প্রমাণ—"দেশী পঞ্চমনামা স্যাৎ ঋষভত্রয়সংযুতা।
কলোপনতিকা জ্ঞেয়া মূর্চ্ছনা বিকৃতর্ষভা॥"

বাঙ্গালী—ওড়ব, মতান্তরে পূর্ণ। রি-ধ-বর্জ্জিত. গ্রহাংশন্যাস স্বর স, প্রথম মূর্চ্ছনা।

উদা—স গ ম প নি স।

প্রমাণ—বাঙ্গালী ঔড়বা জ্ঞেয়া গ্রহাংশন্যাসষড়্জভাক্।
"রিধহীনা চ বিজ্ঞেয়া মূর্চ্ছনা প্রথমা মতা।
পূর্ণা বা মন্দ্রয়োপেতা কল্লিনাথেন ভাষিতা॥"

কল্লিনাথমতে ইহা সম্পূর্ণ, ৩ ম যুক্ত। আরম্ভ ও শেষ ম।

উদা—ম ধ নি স রি গ ম।

দেবগিরি—ইহাতে সারঙ্গীর তুল্য স্বর। যথা—

"দেবগির্য্যাঃ স্বরাঃ প্রোক্তাঃ সারঙ্গীসদৃশা মতাঃ।"

সৈন্ধবী—পূর্ণ, কোন মতে ষাড়ব, রি-বর্জ্জিত, স রি গ ম প ধ নি স। মতান্তরে—স গ ম প ধ নি স।

প্রমাণ—"ষড়্‌জগ্রহাংশকন্যাসা পূর্ণা সৈন্ধবিকা মতা।
মূর্চ্ছনোত্তরমন্দ্রা স্যাৎ কৈশ্চিৎ ষাড়বিকা মতা॥"

রামকিরী—সম্পূর্ণ, এক প্রহর মধ্যে গেয়, আরম্ভ ও সমাপ্তি-স্বর স, প্রথম মূর্চ্ছনা। উদা—স রি গ ম প ধ নি স।

প্রমাণ—"প্রহরাভ্যন্তরে জ্ঞেয়া ষড়্‌জন্যাসগ্রহাংশকা।
প্রথমা মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া তজ্জ্ঞৈ রামকিরী মতা॥"

গুর্জ্জরী—সম্পূর্ণা, আরম্ভাদি রি, সপ্তমী মূর্চ্ছনা, বহুলীর সহিত মিশ্রিত।

উদা—রি গ ম প ধ নি স রি।

প্রমাণ—"গ্রহাংশন্যাসঋষভা সম্পূর্ণা গুর্জ্জরী মতা।
সপ্তমী মূর্চ্ছনা তস্যাং বহুল্যা সহ মিশ্রিতা॥"

গুণকিরী—ওড়ব, রি-ধ-বর্জ্জিত, আরম্ভাদি নি, কোন মতে স, ইনি ভৈরবের আশ্রিতা।

উদা—নি স গ ম প নি, মতান্তরে স গ ম প নি স।

প্রমাণ—"রিধহীনা গুণকিরী ঔড়বা পরিকীর্ত্তিতা।
নিগ্রহাংশা তু নিন্যাসা কৈশ্চিৎ ষড়্‌জত্রয়া মতা॥"

পঞ্চম—ইহা ষাড়ব, প-বর্জ্জিত, প্রথমা মূর্চ্ছনা, আরম্ভাদি স, মতান্তরে পূর্ণ। ইহা শৃঙ্গার রসের উত্তেজক।

উদা—স রি গ ম ধ নি স। মতান্তরে স রি গ ম প ধ নি স।

প্রমাণ—"রাগঃ পঞ্চমকো জ্ঞেয়ঃ প-হীনঃ ষাড়বো মতঃ।
প্রথমা মূর্চ্ছনা যত্র সত্রয়েণ বিভূষিতঃ।
কেচিদ্বদন্তি সম্পূর্ণং শৃঙ্গাররসপূরকম্॥"

বিভাষ—ইহা ললিতার ন্যায়, উদা—স গ ম ধ নি স।

প্রমাণ—"ললিতাবদ্বিভাষা তু রেবা গুর্জ্জরীবৎ সদা।"

ভূপালী—সম্পূর্ণ, মতান্তরে ওড়ব, রি-প-বর্জিত, শান্তিরসের উত্তেজক, প্রথমা মূর্চ্ছনা, আরম্ভ ও শেষ স্বর স।

উদা—স রি গ ম প ধ নি স। মতান্তরে স গ ম ধ নি স।

প্রমাণ—"গ্রহাংশন্যাসষড়্জা সা ভূপালী কথিতা বুধৈঃ।
প্রথমা মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া সম্পূর্ণা রসশান্তিকে।
রি-প-হীনৌড়বা কৈশ্চিদিয়মেব প্রকীর্ত্তিতা॥"

কর্ণাটী—সম্পূর্ণ, ইহাতে বিকৃত নি, মার্গী নামক মূর্চ্ছনা, আরম্ভ ও শেষ স্বর নি।

উদা—নি স রি গ ম প ধ নি নি।

প্রমাণ—"নিষাদত্রয়সংযুক্তা বিকৃতোঽন্যা নিষাদকঃ।
মার্গ্যাখ্যা মূর্চ্ছনা প্রোক্তা কর্ণাটী চ সুখপ্রদা॥"

বড়হংসিকা—ইহাতে কর্ণাটিকার ন্যায় স্বর, কেবল মূর্চ্ছনা ভিন্ন।

উদা—নি স রি গ ম প ধ নি নি।

প্রমাণ—"কর্ণাটিকাস্বরা জ্ঞেয়া বড়হংসা স্বরা বুধৈঃ।"

মালবী—ওড়ব, নিষাদে আরম্ভ ও শেষ, রজনী মূর্চ্ছনা, রি-প-বর্জিত।

উদা—নি স গ ম ধ নি নি।

প্রমাণ—"ঔড়বা মালবী প্রোক্তা নিষাদত্রয়সংযুতা।
রজনী মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া রি-প-হীনা চ সর্ব্বদা॥"

পটমঞ্জরী—সম্পূর্ণ, গ্রহ অংশ ও ন্যাস স্বর পঞ্চম, হৃষ্যকা নামক মূর্চ্ছনা, ইহা রসিকদিগের প্রিয়।

উদা—প ধ নি স রি গ ম প।

প্রমাণ—"পঞ্চমাংশগ্রহন্যাসা সম্পূর্ণা পটমঞ্জরী।
মূর্চ্ছনা হৃষ্যকা জ্ঞেয়া রসিকৈঃ প্রার্থিতা সদা॥" ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন মেঘ, মল্লারী, সৌরাটী, সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী, হরশৃঙ্গার; এই কয়েকটি রাগ পর পর লিখিত আছে।

তৎপরে নট্টনারায়ণ, কামোদী, কল্যাণী, আভীরী, নাটকা, সারঙ্গ, হাম্বীরা, এই কয়টি নির্দ্দিষ্ট আছে। এ সমস্তই প্রাচীন রাগ-রাগিণী।

এইক্ষণে সঙ্গীত-পারিজাত হইতে দুই একটী নবীন প্রণালীর রাগ-লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাব পূর্ণ করিতেছি। কেননা, পারিজাতের লিপির সহিত এক্ষণকার গান-পদ্ধতির উত্তম মিল আছে। এবং ইনি রাগ রাগিণীর স্বরগুলি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। যথা—

রি-স্বরাদি স্বরারম্ভা রি-কোমলা ধ-কোমলা।
গ-তীব্রা ম-নি-তীব্রা চ গৌরী স্বংশস্বরা মতা॥
আরোহে গ-ধ-হীনা সা নি-কম্পনমনোহরা।
আরোহে যদি গান্ধারো মধ্যমাবধি মূর্চ্ছনা॥

উদাহরণ।

রি ম প নী সা নি ধ প ম গরি গরি সা,
নি সরি মা গরি গরি সা নি নি স নি স
নি ধ প ম প স ধ প ম প মা গরি গরি সা
নী সা নী সা, ম প ধ প ম গ রি স নী সা,
রি ম প ম গ রি ম গ রি নী সা, রি মা
গরি গরি সা নী ম সা সা রি ম প ধ ম ম ধ
প ম রি ম, ম স রি ম বি ম প ধ ধ সা সা ধ প ধ
রি স সা সা ধ ম ম প ধ ধ ম ম রি সা, স স রি
ম রি ম প ম রি স রি স রি ধ স সা।

ইতি মেঘ-মল্লারঃ সর্ব্বঃ।

কোমলৌ রি-ধৌ তীব্রৌ গ-নী বাসন্তভৈরবে।
ধৈবতাংশগ্রহন্যাসো মধ্যমাংশোঽপি সম্মতঃ॥

উদারহণ।

ধ নি স রি গ ম পা মা গ রী সা নী স।
রি নি সা নি ধা, ধ নি সা।
ম গ রি স নি স রি নি সা নি ধা,
ধ নী স স্সা, ধ নি স রি গ ম্মা,
ধ ধ প ম প ম গ ম্মা, স রি গ ম গরি স নি ধ নী সা সা।

ইতি বসন্তভৈরবঃ।

বসন্ত ভৈরবের ঋষভ ধৈবতগুলি কোমল, গান্ধার ও নিষাদ স্বর তীব্র। অংশ ও গ্রহ স্বর ধৈবত, কোন কোন মতে মধ্যমকে অংশ ও গ্রহ করিয়াও গান করা যাইতে পারে।

সঙ্গীত-পারিজাত এইরূপ ভঙ্গীতে সকল কথাই বলিয়াছেন। প্রদর্শনের নিমিত্ত লক্ষণসহ দুইটী রাগ প্রদত্ত হইল।

নারদসংহিতায় নিম্নলিখিত রাগরাগিণীর নাম পাওয়া যায়। যথা—

"মালবশ্চৈব মল্লারঃ শ্রীরাগশ্চ বসন্তকঃ।
হিন্দোলশ্চাথ কর্ণাট এতে রাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

মালব, মল্লার, শ্রীরাগ, বসন্ত, হিন্দোল, কর্ণাট; এই ছয় রাগ। ইহাদের ভার্য্যা যথা—ধমনী, মালসী, রামকিরী, সিন্ধুড়া, আশাবরী, ভৈরবী; (মালব-ভার্য্যা)। বেলাবলী, পুরুবী, কনড়া, মাধবী, গোড়া, কেদারিকা; (মল্লারের স্ত্রী)। গান্ধারী, সুভগা, গৌরী, কৌমারী, বল্লরী, বৈরাগী; (শ্রীরাগের ভার্য্যা)। তুড়া, পঞ্চমী, ললিতা, পটমঞ্জরী, গুর্জ্জরী, বিভাষা; (বসন্ত রাগের প্রিয়া)। মালবী, দীপিকা, দেশকারী, পাহাড়ী, বরাড়ী, মারহাটী; (হিন্দোলের ভার্য্যা)। নাটিকা, ভূপালী, রামকেলী, গড়া, কামোদী, কল্যাণী; (কর্ণাটের ভার্য্যা)।

হনুমন্মতে রাগরাগিণীর অনেক প্রভেদ দেখা যায়; যথা—ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রীরাগ, মেঘরাগ; এই ছয় পুরুষ রাগ। যথা—

ভৈরবঃ কৌশিকশ্চৈব হিন্দোলো দীপকস্তথা।
শ্রীরাগো মেঘরাগশ্চ ষড়েতে পুরুষাহ্বয়াঃ॥

ইহাদের স্ত্রীগণ।

মধ্যমাদী, ভৈরবী, বাঙ্গালী, বরাটিকা, সৈন্ধবী; (ভৈরবের স্ত্রী)। তোড়ী, খম্বাবতী, গৌরী, গুণক্রী, ককুভা; (কৌশিকের ভার্য্যা)। বেলাবলী, রামকিরী, দেশা, পটমঞ্জরী, ললিতা; (হিন্দোলের ভার্য্যা)। কেদারা, কানাড়া, দেশী, কামোদী, নাটিকা; (দীপকের ভার্য্যা)। বাসন্তী, মালবী, মালশ্রী, ধনাসী, আশাবরী; (শ্রীরাগের স্ত্রী)। মল্লারী, দেশকারী, ভূপালী, গুর্জ্জরী, টঙ্গ, পঞ্চমী; (মেঘরাগের পত্নী)।

এই সকল মতভেদ থাকায় বুঝা যায় না যে, কোন্ ছয় রাগ এবং

কোন্ ছয় রাগিণী প্রথমে প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীরাগটী প্রায় সকল মতেই আছে। বস্তুতঃ—

"ন তালানাং ন রাগাণাং অন্তঃ কুত্রাপি বিদ্যতে।"

হনুমান্ বলিয়াছেন যে, রাগরাগিণীর ও তালের অন্ত নাই। তাহার পরেই বলিয়াছেন,—

"ইদানীং রাগরাগিণ্যোরুদাহরণমুচ্যতে॥"

তথাপি সম্প্রতি রাগরাগিণীর উদাহরণ ব্যক্ত করিতেছি। হনুমান এই-রূপ ভূমিকা করিয়া বহুতর রাগরাগিণীর লক্ষণ, স্বর, অলঙ্কার, মূর্চ্ছনা প্রভৃতি বলিয়াছেন। এই মতে রাগরাগিণীর স্বরঘটিত অবয়বের কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে সকল সুরগুলি যে পরিপাটীক্রমে বিন্যাস করা হইয়াছে, এ মতে তাহার কোন কোনটীতে ব্যতিক্রম আছে; তাহা দেখান উচিত, কিন্তু এ ক্ষুদ্র প্রস্তাবে তাহা সম্ভবে না। হনুমান্ ভৈরবকেই আদিরাগ বলিয়াছেন, যথা—

"শুভ্রাম্বরো জয়তি ভৈরব আদিরাগঃ।"

হনুমন্মতে এই ভৈরব রাগ ওড়ব। এতদ্ভিন্ন আর এক ভৈরব আছে, রাগার্ণব মতে তাহাকে "শুদ্ধ ভৈরব" বলে। এই শুদ্ধ ভৈরব সম্পূর্ণ। যথা—

"ধৈবতাংশগ্রহন্যাসযুক্তঃ স্যাৎ শুদ্ধভৈরবঃ।
সকম্প-মন্দ্র-গান্ধারো গেয়ো মধ্যাহ্নতঃ পুরা॥"

ইহার অংশ, গ্রহ ও ন্যাস স্বর ধৈবত, সকম্প সুগভীর গান্ধার প্রধান, মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে গেয়। যদি ওড়ব জাতীয় ভৈরব রাগ একটী না থাকিত, তাহা হইলে হনুমদুক্ত নিম্ন-লিখিত ভৈরবীর লক্ষণ-সঙ্গতি হইত না। যথা—

"সম্পূর্ণা ভৈরবী জ্ঞেয়া গ্রহাংশন্যাসমধ্যমা।
সৌবেরী মূর্চ্ছনা জ্ঞেয়া মধ্যমগ্রামচারিণী।
কৈশ্চিদেষা ভৈরববৎ স্বরা জ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ॥"

ভৈরববৎ বলিয়া ধ নি স গ ম ধ ইতি ভৈরব স্বর।

এতদ্ভিন্ন রাগার্ণব নামক গ্রন্থেও অনেক মতভেদ এবং অধিক রাগ-রাগিণীর কথা আছে।

এখন আর কোন একটা নির্দ্দিষ্ট মতে গান দেখা যায় না। সকল

ব্যক্তিই নানামত মিশ্রিত করিয়া গান করেন। এখন যেমন যে সে রাগ, যে সে রসে গীত হয়; পূর্ব্বে তাহা হইত না। এক এক প্রকার রাগের এক একটী অনুগত রস আছে। পূর্ব্বকালে যে যে রাগ যে যে রসে গীত হইত, এক্ষণেও সেরূপ হওয়া উচিত, সুতরাং তাহা বলা যাইতেছে। সঙ্গীতনারায়ণে ব্যক্ত আছে যে, নট্টরাগ সাংগ্রামিক। বেধগুপ্ত রাগ বীররসে গেয়।

বসন্ত রাগ, বসন্ত সময়ে; যথা—

"গেয়ো বসন্তরাগোঽয়ং বসন্তসময়ে বুধৈঃ।"

ভৈরব রাগ, প্রচণ্ড রসে। বঙ্গাল রাগ, করুণ ও হাস্যরসে গেয়; যথা—

"প্রচণ্ডরূপঃ কিল ভৈরবোঽয়ম্,
গেয়ঃ করুণহাস্যয়োঃ।" ইত্যাদি।

সোমরাগ, বীররসে এবং মেঘোদয়-সময়ে গেয়; যথা—

"........................রসে বীরে প্রযুজ্যতে।
মেঘচ্ছায়াগমে গেয়ঃ সোমরাগো মতঃ সতাম্॥"

কামোদ, করুণ ও হাস্যরসে গেয় এবং ইহার কাল প্রথম প্রহরার্দ্ধ; যথা—

"কামোদঃ করুণে হাস্যে যামার্দ্ধে গীয়তে সদা।"

মেঘের সময়ে এবং বীররসে মেঘরাগ গেয়; যথা—

"বীরে ধাংশগ্রহন্যাসঃ—
গেয়ো ঘনাগমে মেঘরাগোঽয়ং মন্দ্রহীনকঃ।"

গৌড় অনেক প্রকার। তুরুষ্ক গৌড় ও দ্রাবিড় গৌড় প্রভৃতি। তন্মধ্যে দ্রাবিড় গৌড় রাত্রে এবং বীর ও শৃঙ্গার রসে গেয়; যথা—

"গেয়ো দ্রাবিড়গৌড়োঽয়ং বীরশৃঙ্গারয়োর্নিশি।"
তুরুষ্ক গৌড় ওড়ব রাগ।

গুর্জ্জরী, রাত্রে এবং শৃঙ্গাররসে গেয়; যথা—

"——গুর্জ্জরী রাত্রৌ গেয়া শৃঙ্গারবর্দ্ধিনী।"

তোড়িকা বা তোড়ী, মধ্যাহ্ন সময়ে এবং বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয়; যথা—

"————————তোড়িকা শুদ্ধষাড়বা।
জাতা মধ্যাহ্নসময়ে গেয়া শৃঙ্গারবীরযোঃ।"

মালবশ্রী, শরৎকালের রাগ (ইহাকেই মালসী বলিয়া থাকে), শরৎকালেই ইহা গেয়। যথা—"মালবশ্রী শরদ্গেয়া।"

সৈন্ধবী বা সিন্ধুড়া, মধ্যাহ্নের পর, শৃঙ্গার এবং করুণরসে গেয়। যথা—

সৈন্ধবী—"মধ্যাহ্নাদূর্দ্ধতো গেয়া শৃঙ্গারে করুণেঽপি চ।"

দেবকৃতিরাগ—সকল ঋতুতে ও বীররসে গেয়। কৃষ্ণদত্ত বলেন, এইটী শুদ্ধ বসন্তের জাতি; যথা—

"————দেবকৃতির্মতা।
অসাবৃতুষু সর্ব্বেষু গাতব্যা সময়েষু চ॥"

রামকিরী—এক প্রহরের মধ্যে গেয়। যথা—

"প্রহরাভ্যন্তরে গেয়া তজ্জ্ঞৈ রামকিরী মতা।"

প্রথমমঞ্জরী—প্রাতঃকালে এবং শৃঙ্গার রসে ও উৎসবকালে গেয়। যথা—

"শৃঙ্গারে চোৎসবে গেয়া প্রাতঃ প্রথমমঞ্জরী।"

নট্টরাগ—রাত্রে, মঙ্গলকার্য্যে; শৃঙ্গার, হাস্য ও অদ্ভুত, এই তিনটী রসে গেয়। যথা—

"নট্টা নট্টবদাখ্যাতা—
হাস্যেঽদ্ভুতে চ শৃঙ্গারে গাতব্যা নিশি মঙ্গলে॥"

বেলাবলী—শৃঙ্গার ও করুণরসে গেয়। নারদসংহিতায় ইহা ওড়ব রাগঃ বলিয়া উক্ত আছে। যথা—

"শৃঙ্গারে করুণে চৈব গেয়া বেলাবলী বুধৈঃ।"

গৌড়ী—বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা—

"—গৌড়ী মালবকৌশিকাংশঃ।
বীরশৃঙ্গারয়োর্গেয়া সকম্পান্দোলিতস্বরা॥"

নাট রাগ—রাত্রে এবং শৃঙ্গার ও বীররসে গেয়। যথা—

"নাটো নিশি শুচৌ বীরে।"

নট্টনারায়ণ—দিবাতে গেয়। যথা—

"ধৈবতাংশগ্রহন্যাসো নট্টনারায়ণো দিবা।"

শঙ্করাভরণ—বীররসে এবং রাত্রে গেয়। যথা—

"বীরে নিশি নিষাদাংশঃ শঙ্করাভরণঃ সদা।"

হরিনায়কের সম্মত কতকগুলি ষট্ স্বরের রাগ আছে। তাহা এই—

গৌড়, কর্ণাট, দেশী, ধন্যাসিকা, কোলাহলা, বল্লারী, দেশাখ্যা, সৌবীরী, সুস্থাবতী, হর্ষপুরী, মল্লারী, হুঞ্জিকা।

"ইত্যাদ্যাঃ ষট্‌স্বরা রাগাঃ হরিনায়কসম্মতাঃ।"

গৌড়—বীর ও শৃঙ্গাররসে এবং দিনান্ত সময়ে গেয়। যথা—

"—গৌড়ঃ স্যাৎ পঞ্চমোজ্ঝিতঃ।
বীরশৃঙ্গারয়োর্গেয়ো দিনান্তে বিয়লর্ষভঃ॥"

দেশী—এক প্রহরের মধ্যে এবং শান্ত ও করুণরসে গেয়। যথা—

"বেধগুপ্তোদ্ভবা দেশী—
প্রহারাভ্যন্তরে গেয়া শান্তে চ করুণে রসে॥"

ধন্যাসিকা—বীর ও শৃঙ্গাররসে এবং সকল সময়ে গেয়। যথা—

"এষা ধন্যাসিকা জ্ঞেয়া—
রসে বীরে চ শৃঙ্গারে গাতব্যা সর্ব্বদা বুধৈঃ॥

বল্লারী এক প্রহরের পর শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা—

"বরাট্যপাঙ্গা বল্লারী—
শৃঙ্গারাখ্যে রসে গেয়া হরিনায়কসম্মতা।"

গৌড়, আরও আছে। কর্ণাট গৌড় ও মালব গৌড়। মালব গৌড় বীররসে গেয়—"বীরে মালবগৌড়কঃ।"

সঙ্গীতসারের মতে মল্লার রাগ—মেঘাগমে এবং শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা—

"মল্লারঃ স-প-হীনোহয়ং—
শৃঙ্গারে চ রসে গেয়ঃ পয়োদাগমনে বুধৈঃ॥"

কেদারী—সায়ংকালে এবং বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা—

"রসে বীরে চ শৃঙ্গারে গেয়া সায়ন্মিয়ং বুধৈঃ।"

ইহাকে কোন কোন গ্রন্থে দেশকারী ও দেশপালী বলা হইয়াছে।

মালব—অপরাহ্নে, রাত্রে এবং বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা—

"——মালবোহপি রি-পোজ্ঝিতঃ—
বীরশৃঙ্গারয়োর্গেয়ো দিনান্তে-নিশি বা বুধৈঃ।"

হিন্দোল—সকল কালে এবং বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা—

হিন্দোলো রি-প-বর্জ্জিতঃ......বীরশৃঙ্গারয়োঃ সদা।"

ভৈরব—মঙ্গলকার্য্যে গেয় ও মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে গেয়। প্রমাণ পূর্ব্বে বলা গিয়াছে।

ললিতা—রাত্রিশেষে, দিনের প্রথমভাগে এবং বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা— "——ললিতা ললিতস্বরা।

শৃঙ্গারবীরয়োর্গেয়া নিশান্তে চ দিনাদিকে॥"

ছায়াতোড়ী—দিবাতে (তোড়ীর ন্যায়)। গান্ধার—সকল কালে ও করুণ-রসে গেয়। যথা—"করুণে সদৈব।"

বিহঙ্গড়া—মঙ্গলবিষয়ে ও অর্দ্ধরাত্রে গেয়। যথা—

"গেয়া বিহঙ্গড়া চৈষা নিশীথে মঙ্গলার্থিভিঃ।"

গৌড় সারঙ্গী—মধ্যাহ্নের পরে বীর ও শান্তিরসে গেয়। যথা—

"——বীরশান্তিরসাশ্রিতা।

সম্পূর্ণা গৌড়সারঙ্গী গেয়া মধ্যাহ্নতঃ পরম্।"

শ্যাম—প্রদোষকালে গেয়। যথা—

"সম্পূর্ণঃ শ্যামরাগঃ স্যাৎ—

প্রদোষো গানকালোঽস্য নির্ণীতো গানকোবিদৈঃ॥"

শঙ্করা—অর্দ্ধরাত্রের পর হাস্যরসে গেয়। যথা—

"—— শঙ্করাভিধা।

নিশীথাচ্চ পরং গেয়া রসে হাস্যে প্রযুজ্যতে॥"

জয়তশ্রী—রাত্রিতে শৃঙ্গার ও করুণরসে। যথা—

"জয়তশ্রীশ্চ সম্পূর্ণা—

তমস্বিন্যাং প্রগাতব্যা শৃঙ্গারে করুণে রসে॥"

সঙ্গীতদর্পণের মতানুসারে যে যে রাগ যে সময়ে গেয়, তাহা বলা যাইতেছে।—

মধুমাধবী, দেশী, ভূপালী, ভৈরবী, বেলাবলী, মল্লারী, বল্লারী, সামগুর্জ্জরী, ধনাশ্রী, মালবশ্রী, মেঘরাগ, পঞ্চম, দেশকারী, ভৈরব, ললিতা, বসন্ত;— এই সকল রাগ নিত্য প্রাতঃকালে গেয়। যথা—

"মধুমাধবী চ দেশাখ্যা ভূপালী ভৈরবী তথা।
বেলাবলী চ মল্লারী বল্লারী সামগুর্জ্জরী।
ধনাশ্রীর্ম্মালবশ্রীশ্চ মেঘরাগশ্চ পঞ্চমঃ।
দেশকারী ভৈরবশ্চ ললিতা চ বসন্তকঃ।
এতে রাগা প্রগীয়ন্তে প্রাতরারভ্য নিত্যশঃ॥"

গুর্জ্জরী, কৌশিক, সাবেরী, পটমঞ্জরী, রেবা, গুণকিরী, ভৈরবী, রামকিরী, সৌরাটী, এইগুলি এক প্রহরের পর গেয়। যথা—

"গুর্জ্জরী কৌশিকশ্চৈব সাবেরী পটমঞ্জরী।
রেবা গুণকিরী চৈব ভৈরবী রামকির্য্যপি।
সৌরটী চ তথা গেয়া প্রথমপ্রহরোত্তরম্॥"

বৈরাটী, তোড়ী, কামোদী, কুড়ায়িকা, গান্ধারী নাগশব্দী, দেশী, শঙ্করাভরণ;—এই সকল দুই প্রহরের পর গেয়। যথা—

"বৈরাটী তোড়িকা চৈব কামোদী চ কুড়ায়িকা।
গান্ধারী নাগশব্দী চ তথা দেশী বিশেষতঃ।
শঙ্করাভরণো গেয়ো দ্বিতীয়প্রহরাৎ পরম্॥"

শ্রীরাগ, মালব, গৌড়ী, ত্রিবণী, নট্টকল্যাণ, সারঙ্গ, নট্ট, সর্ব্বপ্রকার নাট, কেদারী, কর্ণাটী, আভীরী, বড়হংসী, পাহাড়ী, এই সকল তিন প্রহরের পর এবং অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত গেয়। যথা—

"শ্রীরাগো মালবাখ্যশ্চ গৌড়ী ত্রিবণসংজ্ঞিকা।
নট্টকল্যাণসংজ্ঞশ্চ সারঙ্গনট্টকৌ তথা।
সর্ব্বে নাটাশ্চ কেদারা কর্ণাট্যাভীরিকা তথা।
বড়হংসী পাহাড়ী চ তৃতীয়প্রহরাৎ পরম্॥"

যথানির্দ্দিষ্ট কালেই গান করিবেক; রাজাজ্ঞাস্থলে কালবিচার করিবে না, সকল সময়েই গাইবেক। যথা—

"যথোক্তকাল এবৈতে গেয়া পূর্ব্ববিধানতঃ।
রাজাজ্ঞয়া সদা গেয়া ন তু কালং বিচারয়েৎ॥"

( পঞ্চম সারসংহিতা নামক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। )

বিভাষা, ললিতা, কামোদী, পটমঞ্জরী ; রামকেলী, রামকিরা ( এই দুইটী পরস্পর ভিন্ন, কেহ কেহ ভ্রমবশতঃ রামকিরাকেই রামকেলী বলিয়া থাকেন ) ; বড়ারী, গুর্জ্জরী, দেশকারী, সুভগা, আভীরী, পঞ্চমী, গড়া, ভৈরবী, কৌমারী ;— এই পঞ্চদশ রাগিণী পূর্ব্বাহ্নকালেই গান করিবেক। যথা—

"বিভাষা ললিতা চৈব কামোদী পটমঞ্জরী।
রামকেলী রামকিরা বড়ারী গুর্জ্জরী তথা।
দেশকারী চ সুভগা-ভীরী চ পঞ্চমী গড়া।
ভৈরবী চাপি কৌমারী রাগিণ্যো দশ পঞ্চ চ।
এতাঃ পূর্ব্বাহ্নকালে তু গেয়াস্তদ্গানকোবিদৈঃ॥"

বরাটী, মালবী, রৌদ্রা, রেবতী, ধানসী, বেলাবলী, মারহাট্টী ;—এই সাতটী স্ত্রীরাগ বা রাগভার্য্যা মধ্যাহ্নকালে গান করিবে। যথা—

"বরাটী মালবী রৌদ্রা রেবতী চাপি ধানসী।
বেলাবলী মারহাট্টী সপ্তোক্তা রাগযোষিতঃ।
গেয়া মধ্যাহ্নকালে চ যথাভাবঞ্চ ভাষিতম্॥"

গান্ধারী, দীপিকা, কল্যাণী, প্রবরাবরী, আশাবরী, কান্দুলা, গৌরী, কেদারী, পাহাড়ী ;—এই সকল রাগিণী পণ্ডিতেরা সায়াহ্নে গান করিয়া থাকেন। যথা—

"গান্ধারী দীপিকা চৈব কল্যাণী প্রবরাবরী।
আশাবরী কান্দুলা চ গৌরী কেদার-পাহিড়া।
সায়াহ্নে রাগিণীরেতাঃ প্রগায়ন্তি মনীষিণঃ॥"

মেঘরাগ ও মল্লার কিংবা মেঘমল্লার বর্ষাকালে সকল সময়ে গেয়। রাত্রে দশ দণ্ডের পর অন্য সকল রাগের গান হইতে পারে। যথা—

"মেঘ-মল্লার-রাগস্য গানং বর্ষাসু সর্ব্বদা।
দশ দণ্ডাৎ পরং রাত্রৌ সর্ব্বেষাং গানমীরিতম্॥"

এ স্থলে দাক্ষিণাত্য অর্থাৎ কর্ণাট প্রভৃতি দেশীয় পণ্ডিতেরা বা গায়কেরা

বলেন—দেশাখ্যা, ভৈরবী, রক্তদংশী, মাহুলা—এই কয়েকটী রাত্রে মনোরঞ্জন হয় না, সায়ংকালে বিশেষ নিন্দিত। যথা—

"দেশাখ্যা ভৈরবী দ্বে চ রক্তদংশী চ মাহুলা।
ন নক্তরঞ্জিকা এতা সায়ংকালে চ নিন্দিতা।
প্রভাতে যেন গীয়ন্তে স নরঃ সুখমেধতে॥"

যে ব্যক্তি প্রভাতে গান করে, সে গান করিয়া সুখী হয়।

শুদ্ধ নট্ট, সারঙ্গী, নট্ট, বরাটিকা, ছায়া গৌড়ী, অন্যান্য গৌড়ী, ললিতা, মালবগৌড়, মল্লারিকা, ছায়া গৌরী, তোড়ী, গৌড়ী, রামকিরী, ছায়া রামকিরী, সকল প্রকার ছায়া বড়ারিকা, কর্ণাট, বঙ্গালী;—এই সকল রাগ প্রাতঃকালে বিশেষ নিন্দিত।

এই সকল সায়ংকালে গাইলে লক্ষ্মীভাগ্য হয়। যথা—

"শুদ্ধনট্টা চ সারঙ্গী তথা নট্টবরাটিকা।
ছায়া গৌড়ী তথা চান্যা ললিতা চ তথা মতা।
মল্লারিকা তথা ছায়া গৌরী তু তৌড়িকাহ্বয়া।
গৌড়ী মালবগৌড়ী চ রামকিরী তথৈবচ।
ছায়া রামকিরী চৈব ছায়া সর্ব্বং বরাড়িকা।
এতে রাগা বিশেষেণ প্রাতঃকালে চ নিন্দিতাঃ।
সায়মেষাস্তু গানেন মহতীং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ॥"

গীতগোবিন্দটীকাতে লক্ষণভট্ট বলিয়াছেন—

গৌণ্ডকীরী, মহামলহরী, দেশী, গুর্জ্জরী—প্রাতঃকালে। মধ্যাহ্নে রামকিরী (দুই প্রকার), কর্ণাট, নাট বা নট্ট। সন্ধ্যাকালে মালব। শেষসন্ধ্যায় সারঙ্গ। গৌড় ও ভৈরবী প্রত্যূষে গেয়। যথা—

"প্রাতর্গৌণ্ডকিরী মহামলহরী দেশাখ্যিকা গুর্জ্জরী,
মধ্যাহ্নেহপি চ রামকৃদ্দ্বয়মথো কর্ণাটনাটাদয়ঃ।
সায়ং মালবিকাকৃতেতি সুধিয়ো গায়ন্তি সায়ন্তনে
সারঙ্গং পুনরেব গৌড়মপরং প্রত্যূষতো ভৈরবীম্॥"
(কৌমুদী নামক সংগীত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।)

শ্রীপঞ্চমীতে আরম্ভ করিয়া দুর্গোৎসব কাল পর্য্যন্ত বসন্ত রাগ গীত হইতে পারে। ভৈরব প্রভাতে, বরাটী প্রভৃতি মধ্যাহ্নে, কর্ণাট ও নাট সায়ংকালে, এবং শ্রীরাগ ও মালব প্রভৃতির গান করিলে দোষ নাই। যথা—

"শ্রীপঞ্চমীং সমারভ্য যাবদ্দুর্গামহোৎসবম্।
তাবদ্বসন্তো গীয়েত প্রভাতে ভৈরবাদিকঃ॥
মধ্যাহ্নে তু বরাট্যাদেঃ সায়ং কর্ণাটনাটয়োঃ।
শ্রীরাগ-মালবাদেস্তু গানে দোষো ন বিদ্যতে॥"

ইন্দ্রপূজার কাল হইতে (শ্রাবণমাস) দিক্‌পতিপূজার সময় পর্য্যন্ত মালবরাগঃ গেয়। যথা—

"ইন্দ্রপূজাং সমাসাদ্য যাবদ্দিগ্‌দেবতার্চ্চনম্।
তাবদেব সমুদ্দিষ্টং গানং বৈ মালবাশ্রয়ম্॥"

সংগীতাচার্য্যেরা এইরূপ বহুপ্রকার উপদেশ করিয়াছেন, নানা গান ও সে সকলের কালের নিয়ম বলিয়াছেন; পরন্তু যে দেশে যে সময়ে প্রধান সংগীতাচার্য্যেরা যাহা গান করিয়া গিয়াছেন, বিজ্ঞ ব্যক্তি সেই দেশে সেই সময়ে তাহাই গান করিবেন। যথা—

"এবন্তু বহুধাচার্য্যৈর্গানকালঃ সমীরিতঃ।
যস্মিন্ দেশে যথা শিষ্টৈর্গীতং বিজ্ঞস্তথাচরেৎ॥"

অকাল বা অসময়ে গাইলে দোষ হয়। যথা—

"সময়োল্লঙ্ঘনং গানং সর্ব্বনাশকরং ধ্রুবম্।
শ্রেণীবন্ধে নৃপাজ্ঞায়াং রঙ্গভূমৌ ন দোষদম্॥"

গানের সময় মর্য্যাদা অতিক্রম করিলে সর্ব্বনাশ হয়। কিন্তু শ্রেণীবন্ধ, রাজাজ্ঞা ও রঙ্গভূমিতে দোষ হয় না।

কোহলীয় গ্রন্থে ইহার প্রায়শ্চিত্ত আছে। যথা—

"লোভাৎ মোহাচ্চ যে কেচিৎ গায়ন্তি চ বিরাগতঃ।
স্বরসা গুর্জ্জরী তস্য দোষং হন্তীতি কথ্যতে॥"

লোভ বা মোহ বশতঃ যদি বিরাগে গান করে, তবে সুরস, গুর্জ্জরী গাইলেই তজ্জন্য দোষ নষ্ট হয়।

রত্নমালাগ্রন্থে উক্ত আছে—বসন্ত, রামকিরী, সুরসা, গুর্জ্জরী,—এই কয়েকটী সকল সময়ে গাইতে পারে, কিছু দোষ হয় না। যথা—

"বসন্তো রামকীরী চ গুর্জ্জরী সুরসাপি চ।
সর্ব্বস্মিন্ গীয়তে কালে নৈব দোষোঽভিজায়তে॥"

নারদের একটী বিশেষ উক্তি আছে। যথা—

"দশদণ্ডাৎ পরং রাত্রৌ সর্ব্বেষাং গানমীরিতম্॥"

দশ দণ্ড রাত্রির পর সকল গানই করিতে পারে।

অবশেষে রাগ সকলের ঋতুবিভাগ বর্ণন করা যাইতেছে।—

"শ্রীরাগো রাগিণীযুক্তঃ শিশিরে গীয়তে বুধৈঃ।"

ভার্য্যাসহ শ্রীরাগ শিশির ঋতুতে গীত হইয়া থাকে।

"বসন্তঃ সসহায়স্তু বসন্তর্ত্তৌ প্রগীয়তে॥"

সসহায় বসন্তরাগ বসন্তকালে গীত হয়।

ভৈরবঃ সসহায়স্তু ঋতৌ গ্রীষ্মে প্রগীয়তে।
পঞ্চমস্তু তথা গেয়ো রাগিণ্যা সহ শারদে॥"

সসহায় ভৈরব গ্রীষ্ম ঋতুতে গীত হয়। ভার্য্যাসহ পঞ্চমরাগ শরৎকালে গেয়।

"মেঘরাগো রাগিণীভির্যুক্তো বর্ষাসু গীয়তে।"

রাগিণীর সহিত মেঘরাগ বর্ষাকালে গীত হইয়া থাকে।

"নট্টনারায়ণো রাগো রাগিণ্যা সহ হৈমকে।"

রাগিণীসহ নট্টনারায়ণ রাগ হিম ঋতুতে গেয়।

"যথেচ্ছয়া বা গাতব্যাঃ সর্ব্বর্ত্তুষু সুখপ্রদাঃ।"

সুখপ্রদ রাগ সকল যথেচ্ছা অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে সকল ঋতুতে গাইতে পারে।

সঙ্গীত বিদ্যা এত বিস্তীর্ণ যে, এমন বহুকাল লিখিলেও সকল ব্যাপার পাঠকগণের গোচর করান যায় কি না সন্দেহ। সুতরাং স্থূল বিষয়গুলি লিখিলাম।

সঙ্গীত বিদ্যার গ্রন্থ সকলের আর দুইটী অংশ আছে, তাহা প্রকীর্ণক; এবং অপর একটী অংশ আছে, তাহা প্রবন্ধ নামে অভিধেয়। প্রত্যেক গ্রন্থের প্রকীর্ণক অংশে গীতের উপযোগী, আলপ্তি, গমক প্রভৃতির নিরূপণ আছে। প্রবন্ধ নামক অংশে স্বর এবং গীতের আলম্বন প্রস্তাব প্রভৃতি যে কিছু উপকরণ ( বস্তু, রূপক প্রভৃতি ) সমস্তই নির্ণীত আছে *।

* এই রাগ-নির্ণয় প্রস্তাবের শ্লোকসমূহ, বিবিধ দুষ্প্রাপ্য সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ হইতে এবং সঙ্গীত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের সঙ্কলিত "সঙ্গীতসার সংগ্রহ" হইতে উদ্ধৃত হইল।

সমাপ্ত।